তাসহীলুল কুদূরী

শরহে

আল মুখতাসারুল কুদূরী

আল্ আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

তাফহীমুল কুদূরী

শরহে

আল্ মুখতাসারুল কুদূরী

মূল

আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল কুদূরী (রঃ)

অনুবাদ ও সংযোজনায়

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

আল্ আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০

তাফহীমুল কুদূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী

মূল ঃ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল কুদূরী (রঃ)

প্রকাশক

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

আল-আকসা লাইব্রেরী

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম মূদ্রণ ঃ ২০০৩

নতুন সংস্করণ ঃ ২০০৪

মূল্য ঃ

সাদা ঃ ২২০ টাকা মাত্র।

নিউজ ঃ ১৮০ টাকা মাত্র

বর্ণ বিন্যাস ঃ

সংরক্ষণ কম্পিউটার্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূদ্রণ ঃ

আল-মদিনা প্রিন্টিং প্রেস

ঢাকা।

অবতরণিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন বিধান। মানব জীবনের সূচনালগ্ন হতে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত যত সমস্যাবলী আছে ইসলাম দিয়েছে তার সুন্দর-সুষ্ঠু সমাধান। সাধারণ হতে সাধারণ এবং জটিল হতে জটিলতর সার্বিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে শরীআতে। যার নযীর বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে অনুপস্থিত। ইসলামের বহুধা শাস্ত্রাবলীর মধ্যে ফিকহ্ শাস্ত্রটিই বিশেষতঃ ইসলামী জীবনধারার রীতিনীতি নিয়েই সঙ্কলিত। এটাকে কুরআন-সুন্নাহর সার-নির্যাস বললেও অত্যুক্তি হবে না তা কোনরূপে। আর এ কারণেই ইলমে ফিক্হকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যুগে যুগে। সে সবের কোনটি মূল গ্রন্থ, কোনটি শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এসবের মধ্যে প্রায় এগারশত বৎসর পূর্বে সংকলিত আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবু বকর আল-কুদূরী আল-বাগদাদী (র:) -এর মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে সংক্ষেপ ত্বাহারাত হতে মাওয়ারিস (তথা পবিত্রতা হতে মীরাস) পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বিষয়, ইমামগণের মতান্তরসহ উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটি স্বকীয় বৈশিষ্টের দরুন হানফী মাযহাব অবলম্বি উলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে সহস্রাধিক বৎসর যাবত। সরকারী বেসরকারি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে বহু কাল ধরে। ফিকহ শাস্ত্রের বিখ্যাতগ্রন্থ হেদায়া রচিত হয়েছে কুদূরীর মতনকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া আরো অনেক টীকা ও শরাহ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে এর। যা গ্রন্থটির ব্যাপক কবুলিয়াতের প্রমাণ বহন করে।

অনেক পূর্ব হতেই এর সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে প্রকাশের নিমিত্তে অনুরোধ জানিয়েছে অনেকে কয়েক বৎসর পূর্ব হতে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার ও বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন তা যথা সময়ে সম্পন্ন করতে পারিনি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিলম্বে হলেও তা বিভিন্ন চড়াই উৎরায়ের ধাপ পেরিয়ে এবার প্রকাশের মুখ দেখছে।

কিতাবটিতে মূল গ্রন্থের সহজ সরল অনুবাদ, শব্দার্থ, জটিল মাসায়েলের দৃষ্টান্ত পেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং পাঠ শেষে অনুশীলনী ও সংযোজিত হয়েছে। এক কথায় সর্বাঙ্গিন সুন্দর করতে কসুর করা হয়নি কোন ক্ষেত্রে। আশা রাখি ছাত্র/ছাত্রীসহ পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দের জন্যে এটা বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয় বরং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কিতাবটির কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অবহিত করার অনুরোধ রইল পাঠক-পাঠিকা সমাজের নিকট। ইনশাআল্লাহ তার যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে পরবর্তী সংস্করণে।

আল্লাহ তাআলা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করতঃ এ অধমকেও পাঠক-পাঠিকা সকলকে উপকৃত করুন এবং অত্র কাজে সহায়তাদানকারী সকলকে জাযায়ে খায়ের প্রদান করুন।

এ কামনায়-
হাফিজুর রহমান যশোরী
২৫/১২/০২ইং

সূচিপত্র

مُبَسْمِلًا مُحَمْدِلًا مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

فقه শাস্ত্রীয় জরুরি জ্ঞাতব্য

فقه এর শাব্দিক অর্থ ঃ اَلْفِقْهُ حَقِيقَةُ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ وَالْفَقِيهُ الْعَالِمُ الَّذِىْ يَشُقُّ الْاَحْكَامَ و يُفَتِّشُ عَنْ حِقَائِقِهَا وَيَفْتَحُ مَااسْتَغْلَقَ مِنْهَا ـ

অর্থাৎ فقه এর শাব্দিক অর্থ হলো, উন্মোচন করা, স্পষ্ট করা, খোলা। একারণেই যে শরয়ী বিধানকে স্পষ্ট করে, তার তত্ত্ব রহস্যকে উদঘাটন করে এবং জটিল মাসায়েলের সুষ্ঠ সমাধান করে তাকে ফকীহ বলে (আল-ফায়েক যমখশরী রচিত)

اَلْفِقْهُ لُغَةً اَلْعِلْمُ بِالشَّيْئِ ثُمَّ خُصَّ بِالْعِلْمِ الشَّرِيْعَةِ - فقه এর আভিধানিক অর্থ হলো যে কোন বস্তু বা বিষয় জানা, অবগত হওয়া পরবর্তীতে এটা ইলমে শরীআ'তের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। (দুর্রে মুখতার) فَقِهَ الشَّيْئَ فَقْهًا বাবে سَمِعَ হতে বুঝা, অবগত হওয়া। فَقُهَ فَقَاهَةً বাবে كَرُمَ হতে জানা, ফকীহ হওয়া (আকরাবুল মাওয়ারিদ)

عِلْم فقه-এর পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা ঃ শরয়ী পরিভাষায় এর সংজ্ঞায়নে সামান্য মতপার্থক্য দেখা যায়। যথা (ক)

اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আদিল্লায়ে মুফাস্সালা (তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) হতে শাখাগত শরয়ী' বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে ইলমে ফিক্হ বলে।

অপর কথায় (খ)

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ

(গ) কারো কারো মতে- اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةُ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে বিধিবদ্ধ বিধান সমষ্টির নাম ইলমে ফিক্হ।

(ঘ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) বলেন الفقه معقول من منقول অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ হতে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইলমে ফিক্হ বলে।

সারকথা এই যে, ইলমে ফিক্হ হলো মানব জাতির বিধিবদ্ধ জীবন-যাপন পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাবলীর সমষ্টির নাম। ইসলাম যে, মহৎ জীবনধারার ঐশী রীতি-নীতি নিয়ে এসেছে তথা সামগ্রিক জীবনের মহা উৎকর্ষতার সিলেবাস প্রাপ্ত হয়েছে তারই নাম ইলমে ফিক্হ।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংজ্ঞা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অত্র সংজ্ঞাটি দু'টি অংশে সন্নিবেশিত। (ক) اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ এ অংশের দ্বারা ইলমে ই'তিকাদী তথা আকীদাগত বিষয়াবলী বের হয়ে গেছে। যথা- আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত ও পারলৌকিক বিষয়াদি ইত্যাদি। (খ) আর দ্বিতীয় অংশ اَلْعِلْمُ بِالْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমলী তথা বাস্তব জীবনের শাখাগত সকল মাসায়েলের ইলম মৌলিক দলীল চতুষ্টয়ের মাধ্যমে অবগত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ- বায়ঈ' সলমের ক্ষেত্রে যখন বলা হবে যে, চুক্তিকালে মূল্য হস্তগত হওয়া শর্ত, তখন সাথে সাথে এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়ার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর যে দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে শরীআত বলে, এ শরীআ'তের বিধানকে আহকামে শরইয়্যাহ বলে। এটা আবার দু'প্রকার (ক) আহকামে উসূলিয়্যাহ একে আকায়েদ বলে। (খ) আহকামে শরই'য়্যাহ বা ফিক্হ। এটা মূলতঃ প্রথম প্রকার ইল্মের ওপর মওকূফ এবং প্রথম প্রকারের ইল্মের এটা শাখা-প্রশাখা। এ কারণে একে আহকামে ফরই'য়্যা বলে। আর এ আহকামের ওপর বান্দাসমূহের আমল সংশ্লিষ্ট হওয়ায় একে আহকামে আমালিয়্যাহ ও অভিহিত করা হয়, ইলমে ফিক্হকে ইলমুল আহকাম, ইলমুল ফরা', ইলমূল ফতোওয়া, ও ইলমুল আখেরাত নামে ও অভিহিত করা হয়।

(খ) ইল্মে ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয় (موضوع) ঃ মুকাল্লাফ (তথা শরয়ী বিধান বর্তিত) ব্যক্তির কার্যকলাপ। অর্থাৎ মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু বরং সমাহিত হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। সুতরাং মানুষের কর্ম-কাণ্ডই এর আলোচ্য বিষয়। (নাবালেগের নামায-রোযা ইত্যাদির নির্দেশ মূলতঃ তাকে অভ্যাস্ত বানানোর লক্ষে; আবশ্যিক হিসেবে নয়। তদরূপ তাদের নামায-রোযা সহীহ হওয়ার বিধান, সওয়াব প্রাপ্ত হওয়া এগুলো মূলতঃ ربط الأحكام بالاسباب এর অন্তর্গত আকলী বিষয় মাত্র। অতএব মুকাল্লাফ ব্যক্তি বলার দ্বারা কোন জটিলতা নেই।)

(খ) ইলমে ফিক্হ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (غرض وايت) ঃ سَعَادَةُ الدَّارَيْن তথা ঈলমে ফিক্হ অধ্যয়নের লক্ষ্য হলো নিজে তদানুযায়ী আমল করা, আল্লাহর বান্দাদিগকে অজ্ঞতার আঁধার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে আনয়ন করা এবং আমলের ওপর উঠিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ইহ-পারলৌকিক সফলতা লাভ করা।

(ঙ) ইল্মে ফিক্হ এর উৎস হলো চারটি বস্তু (১) কিতাবুল্লাহ (২) সুন্নতে রাসূল (৩) ইজমা ও (৪) কিয়াস। কিতাবুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ঐশী বাণী বা কুরআন মজীদ, সুন্নতে রাসূল দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি, কর্মনীতি ও অনুমোদন (তাকরীর) আর সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও সুন্নতের তাবে' (বা অনুগামী) ইজমা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ। মানুষের প্রচলিত আমল ও ইজমার তাবে'।

ইলমে ফিক্হর হুকুম বা বিধান ঃ ইলমে ফিক্হ শিক্ষা করা ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া উভয়ই। যতটুকু জ্ঞান লাভের দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে জরুরি বিষয়াদির অবগতি লাভ করা যায় অতটুকু পরিমাণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে ফরযে আইন। আর এর অতিরিক্ত অন্যের উপকার সাধন কল্পে জরুরী জ্ঞান লাভ করা ফরযে কেফায়া। বাকি ইলমে ফিকহের সার্বিক বিষয়াদি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, বিবাহ, তালাক, মীরাছ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যার্জন সুন্নত বা মুস্তাহাব। অবশ্য ধনীদের জন্যে যাকাত ও হজ্বের মাসায়েল, বিবাহ ইচ্ছুকদের জন্য বিবাহের মাসায়েল, তালাক দাতার জন্যে তালাকের মাসায়েল, ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসার মাসায়েল ইত্যাদি যে যে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চায় তার জন্যে উক্ত বিষয়ক জরুরি মাসায়েল অবগত হওয়া ওয়াজিব।

কুরআন মজীদ ও সুন্নাহর আলোকে ইলমে ফিক্হ ঃ

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ـ

অর্থাৎ তাদের মধ্যকার প্রতি দল-গোষ্ঠি হতে কেন একটি জামাত দ্বীনি জ্ঞান লাভের জন্যে বের হয়না যাতে তারা ফিরে আসলে তাদিগকে সতর্ক করতে পারে? অপর এক আয়াতে এরশাদ করেন–

وَ مَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে বস্তুতঃ তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (সূরা তাওবা–২৬৯)

এবং فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা না জান তবে আহলে যিকির (অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গ) কে জিজ্ঞেস করো (নূরা নাহল–৪৩)

এ সকল আয়াতে ক্রমানুসারে تَفَقُّه فِي الدِّيْن (দ্বীনি জ্ঞান) حِكْمَة (প্রজ্ঞা) দ্বারা ফিকহ শাস্ত্র ও أَهْل ذِكْر দ্বারা ফেকহ শাস্ত্রবিদ বুঝান হয়েছে।

সুন্নাহ ও ইলমে ফিক্‌হ ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

(١) لِكُلِّ شَئٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ ـ

(ক) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি আছে, এ দ্বীনের খুঁটি হলো ফিক্‌হ।

(٢) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

(খ) একজন ফকীহ শয়তানের নিকট সহস্র মূর্খ আবেদের তুলনায় অধিক কঠিন।

(٣) مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

(গ) ফিকহের মজলিস ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়।

(٤) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

(ঘ) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে এবং হাদীসের দৃষ্টিতে ইল্‌মে ফিকহের অসাধারণ গুরুত্ব ও ফযীলত সহজে অনুমেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন–

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ اَلْفِقْهُ لِلْاَدْيَانِ وَ عِلْمُ الطِّبِّ لِلْاَبْدَانِ وَمَا وَرَاءُ ذَالِكَ بُلْغَةُ مَجْلِسٍ

অর্থাৎ ইল্‌ম তো মাত্র দু ধরনেরই (ক) ইলমে ফিকহ যা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে অন্ধ থাকতে হয়। (খ) ইলমে তিব্ব-চিকিৎসা শাস্ত্র, যা দ্বারা স্বাস্থ্যের সুস্থতা লাভ হয়। এ দুটি ছাড়া বাকী সব বিদ্যা রিপু তাড়িত বৈ নয়।

জনৈক কবি বেশ চমৎকর উক্তি করেছেন–

تَفَقَّهْ فَاِنَّ الْفِقْهَ اَفْضَلُ قَائِدٍ + اِلَى الْبِرِّوَ التَّقْوٰى وَاَعْدَلُ قَاصِدٍ ـ

هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِىْ اِلٰى سُنَنِ الْهُدٰى + هُوَ الْحِصْنُ يُنْجِىْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّدَائِدِ ـ

فَاِنَّ فَقِيْهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا + اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

যুগে যুগে ইলমের ফিক্‌হ

স্বর্ণ যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দু'ধরনের সাহাবী ছিলেন। একঃ যারা হাদীস হিফ্‌য ও সংরক্ষণ ও বর্ণনার কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতেন। যেমন– হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ। দুইঃ যারা কুরআন, সুন্নাহ গবেষণা করে শাখাগত মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান বের করার কাজে বেশী মনোযোগী থাকতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হাদীসে নববীকে পূর্ণ তাহকীক ও গবেষণার মাধ্যমে শরীআত স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী যাঁচাই করে তার পর তাকে আমলের জন্যে বাছাই করতেন। এদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবেয়ীনের যুগে মদীনা তায়্যেবা ছিল দারুল হিজরত ও নবুওয়্যাতের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এ কারণে উলূমে নববীয়ার মূলকেন্দ্র ও মারকায হওয়ার গর্ব এ মোবারক নগরীর ভাগ্যে জুটেছিল। সুতরাং নববী যুগ হতে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত আমল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এটাই কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইল্‌ম চর্চায় অত্র নগরি সদা মুখরিত থাকত। তাবেয়ীনের যুগে "ফুকাহায়ে সাবআ" (প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহ) এখানেই ছিলেন। ইমাম ইবনে মোবারক বর্ণনা করেন– যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা পেশ আসত এ সাত জন উক্ত ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতেন। তার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাযী সে বিষয়ে কোন ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দিতেন না।

ফুকাহায়ে সাবআ– মদীনার সপ্ত ফকীহ বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। যথা– ১। সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রাঃ) (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) ২। উরওয়া ইবনে যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ) (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) ৩। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রাঃ) (মৃত্যু ১০৮ হিঃ) ৪। খারেজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) (মৃত্যু ৯৯ হিঃ) ৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) (মৃত্যু ৯৮ হিঃ) ৬। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) (মৃত্যু ১০৯ হিঃ) ও ৭। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) অথবা সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ হলবী (রঃ) (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ) অত্র সাতজনকে এভাবে ছন্দবদ্ধ করেছেন

اَلَا اِنَّ مَنْ لَّا يَقْتَدِىْ بِاَئِمَّةٍ + فَقِسْمَتُهٗ ضِيَاى مِنَ الْحَقِّ خَارِجَة

فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ، عُرْوَةٌ ، قَاسِمٌ + سَعِيْدٌ ، اَبُوْ بَكْرٍ، سُلَيْمَانُ ، خَارِجَةُ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির তৃতীয় দশক হতে ইলমে ফিকহ সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূচিত হয়, সে সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত ইলমে ফিকহের ক্রমবিকাশমান ধারাকে মোটামুটি তিন স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ গবেষণা ও সংকলনের যুগ– এ যুগে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্হ শাস্ত্র সম্পাদনার কাজ শুরু করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজ সম্পন্ন করে যান। একারণে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কে ইলমে ফিকহর প্রথম সংকলক বা স্থপতি বলা হয়। এ কাজের জন্যে তিনি এক হাজার শিষ্যের মধ্যে বিশিষ্ট চল্লিশজন বাছাই করে ফিকহ বোর্ড বা মসলিসে শূরা গঠন করেন। মাসআলার সমাধানের নীতি নির্ধারণ কল্পে উসূলে ফিক্হ নামক অপর একটি শাস্ত্র ও এ সময় সম্পাদিত হয়। অতএব ফিকহ ও উসূলে ফিক্হ উভয় শাস্ত্রই এ যুগে সূচিত হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে তৃতীয় শতাব্দির শেষ পর্যন্ত সময়কে ফিকহ সংকলনের প্রথম স্তর গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় স্তরঃ পূর্ণতা ও তাকালীদের যুগ– এ যুগটি চতুর্থ শতাব্দির শুরু হতে সপ্তম শতাব্দিতে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন পর্যন্ত শেষ হয়। এ যুগেই সাধারণতঃ তাকলীদ বা মাযহাব অবলম্বনের প্রচলন হয়। সাধারণ মানুষ এবং আলেমগণ ও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করেন। ইজতিহাদের ধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাসআলা ইস্তিম্বাত বা বের করা পর্যন্ত ইজতিহাদের সীমা নির্ধারিত হয়। আলেমগণের মধ্যে যিনি যে মাযহাবের অনুসারী হন তিনি উক্ত মাযহাব ও উসূলের ভিত্তিতে ফিক্হ গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ শ্রেণীর ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাযহাব সুবিন্যস্ত ও সন্নিবেশিত না থাকার কারণে কালের পরিক্রমায় তাঁদের অনুসারী লোপ পেতে থাকে। পরিশেষে মাযহাব চতুষ্টয়ের ওপর হক মাযহাব সীমিত হয়ে যায়, এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় স্তর ঃ তাকলীদের যুগ– হিজরী সপ্তম শতাব্দির মধ্য ভাগ তথা আব্বাসীয় শাসনের অবসানের পর হতে এ যুগ সূচিত হয়। এ যুগে ইজতিহাদের ধারা ও প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমাম-মুজতাহিদ ও তাঁদের অনুসারী বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এমনভাবে মাসায়েল সংকলন ও সন্নিবেশিত করেন যে, এখন আর ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য যদি এমন কোন নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় যার স্পষ্ট সমাধান পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা তথা উসূলে ফিকহের আলোকে বিচক্ষণ আলিমগণের জন্যে ইজতিহাদের পথ কিয়ামত অবধি উন্মুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, এ স্তরে ও বহু ফেকহী গ্রন্থ রচিত হয়। তবে সেগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে রচিত গ্রন্থের টীকা, ব্যাখ্যা বা সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। এক একটি বিষয়ে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। অতঃপর স্থিরকৃত মতটি লিপিবদ্ধ করা হতো। আল্লামা সীমরী (রঃ) লিখেন– ইমাম সাহেব (রঃ) এর শিষ্যদের মধ্যে যতক্ষণ আফিয়া ইবনে ইয়াজিদ (রঃ) উপস্থিত না হতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখতেন। তিনি উপস্থিত হয়ে কোন এক মতের সাথে একমত পোষণ করলে তখন তা চূড়ান্ত রূপে লিপিবদ্ধ করতে বলতেন। অন্যথায় সে বিষয়ে আরো গবেষণার নির্দেশ দিতেন। সর্বশেষ মতের সাথে একমত পোষণ না করতে পারলে তিনি স্বমতের পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করতেন। সকলে তাতে একমত হলে তা مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ সর্বৈক্য মত রূপে নইলে مُخْتَلَفٌ فِيْهِ রূপে তাদের নামসহ তাদের মত লিপিবদ্ধ করা হতো।

বস্তুতঃ ইমাম সাহেব (রঃ) যেভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র সংকলনের কাজ আঞ্জাম দেন তা এমনই এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব যার দৃষ্টান্ত অনৈসলামিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ পদ্ধতিতে তিনি ইমাম মালেক (রঃ) এর বর্ণনা মতে ষাট হাজার এবং আবু বকর ইবনে আতীক (রঃ) এর ভাষ্যমতে পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করেন। খতীব খাওয়াযমীর বর্ণনা মতে, পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের মধ্যে আটত্রিশ হাজার মাসায়েল ইবাদত সংক্রান্ত, আর অবশিষ্ট মাসায়েল মোয়ামালাত বিষয়ক।

طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ **(ফকীহগণের স্তরসমূহ)** ঃ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ গণ সাত স্তরে বিন্যাস্ত। যথা–

১. **প্রথম স্তর** اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الدِّيْنِ ঃ ইজতিহাদের পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। *ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) ২। ইমা শাফেয়ী (রঃ) ৩। ইমাম মালেক (রঃ) ৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল* (রঃ) ৫। ইমাম আওযায়ী (রঃ) ৬। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ৭। ইমাম দাউদ যাহেরী (রঃ) ৮। ইমাম তাবারী (রঃ) প্রমুখ।

২. **দ্বিতীয় স্তর** اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَذْهَبِ ঃ মাযহাবের স্বীকৃত উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদকারী ফকীহগণ। যথা–ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ২। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ৩। ইমাম যুফর (রঃ) ৪। ইমাম ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হানাফী উসূলের ভিত্তিতে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস হতে মাসআলার সমাধান বের করতেন।

৩. **তৃতীয় স্তর**– اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَسَائِلِ ঃ প্রথম স্তরের ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়েলে তাঁদের গৃহীত নীতিমালার ওপর গবেষণাকারী ফকীহগণ। যে সকল বিষয়ে ইমামদের থেকে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই সে বিষয়ে তারা ইজতিহাদ করতেন। মূলতঃ মাযহাব প্রবর্তক ইমামের মতের সাথে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারী নন। যথা–১। ইমাম আবু বকর খস্সাফ (রঃ) ২। ইমাম তহাবী (রঃ) ৩। ইমাম কারখী (রঃ) ৪। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (রঃ) ৫। শামসুল আইম্মা সরখসী (রঃ) ৬। ফখরুল ইসলাম বযদবী (রঃ) ৭। কাযী খাঁন (রঃ) প্রমুখ।

৪. **চতুর্থ স্তর** اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ ঃ পূর্ববর্তী ইমামগণের ফতোয়ার দলীল প্রমাণ বের করার কাজে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন নন। তবে ইজতিহাদের সকল উসূল তাদের আয়ত্বে। এ কারণে কোন মুজতাহিদের অনুসরণে দ্বিমুখী অস্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা ও একটিকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম। যথা– ১। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাযী (রঃ) প্রমুখ।

৫. **পঞ্চম স্তর**– اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ ঃ দলীল প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে একই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদানের অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানউদ্দীন আল মুরগীনানী (রঃ) ২। আল্লামা আসবী জাবী (রঃ)। কারো কারো মতে আল্লামা কুদূরী (রঃ) এ স্তরের শামিল, কারো কারো মতে ৪র্থ স্তরে শামিল ছিলেন।

৬. **ষষ্ঠ স্তর**– اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ ঃ সবল-দুর্বল ইত্যাদি মতামতের মধ্যে পার্থক্যকারী ফকীহবৃন্দ। যথা–১। শামসুল আইম্মা কুদূরী (রঃ) ২। জামালুদ্দীন হাসীরি (রঃ) ও মুখতার, বেকায়া, মাজমা' ইত্যাদি গ্রন্থকারগণ।

৭. **সপ্তম স্তর**– مُتَّبِعِيْنَ الْمَذْهَبِ فَقَطْ ঃ মাযহাবের ফতোয়া অবগত উলামায়ে কেরাম, যারা উপরোক্ত কোন প্রকার দক্ষতার অধিকারীনন। এ স্তরটি মূলত তবকাতে ফুকাহার অন্তর্ভূক্ত নয়।

ফিক্‌হে হানফীর মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীবর্গের মন্তব্য ঃ

(ক) য়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রঃ) বলেন- আমি আল্লাহ তাআলার সমীপে মিথ্যা বলতে পারব না, বাস্তব কথা এইযে, আবু হানীফা (রঃ)-এর ফেকহ এর ন্যায় উত্তম ফেকহ আমি কারোরটি পায়নি। একারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তার ফিকহ গ্রহণ করেছি।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন- ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মুখাপেক্ষী। তিনি আরো বলেন- ফিকহ শাস্ত্রে যে ব্যক্তি পান্ডিত্য লাভ করতে চায় তার জন্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর শিষ্যগণের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য। কারণ (কুরআন-সুন্নাহর) অর্থ ও তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে ছিল, আল্লাহর শপথ। আমি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর কিতাবের মাধ্যমেই ফিকাহশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছি।

(গ) নযর ইবনে শুমায়ল (রঃ) বলেন - ফিকহ সম্পর্কে মানুষ অনবহিত ছিল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ই মানুষকে এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন।

(ঘ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর শিষ্য মাআ'ন (রঃ) লিখেন–

اَبُو حَنِيفَةَ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ هٰذَا الْفِقْهَ وَاَفْرَدَهُ بِالتَّالِيفِ مِنْ بَيْنِ الْاَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ فَبَدَأَ بِالطَّهَارَةِ ثُمَّ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ اِلٰى اَنْ خَتَمَ بِالْمَوَارِيثِ

(ঙ) য়াইয়া ইবনে মুঈন (রঃ) বলেন- ফিকহ তো কেবল ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর ফিক্হই।

(চ) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ফুয়ুযুল হরামায়নে লিখেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন- "হানাফী মাযহাব একটি উত্তম তরীকা, ঐ সুন্নাহর সাথে অতিশয় অনুকূলে যা ইমাম বুখারী ও সম সাময়িক মুহাদ্দিসগণ সংকলন ও সম্প্রসারণ করেছেন।

ফিকহে হানাফীর বিস্তৃতি ঃ

ফিকহে হানাফী যেহেতু একজনের সংকলিত নয়, বরং শীর্ষস্থানীয় ফুকাহায়ে কেরামের সমন্বয় গঠিত বোর্ডের সুচিন্তিত গবেষণার ফল। এ কারণে মানব জীবনে ঘটমান ও ঘটতব্য সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদান করা হয়েছে এতে। যে কারণে মুসলিম বিশ্বের বেশীরভাগ মানুষ এটাকে আমলের জন্যে গ্রহণ করেছে। সূফী-সাধকগণের অধিকাংশই এ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন- যেমন- হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহম, শাকীক বলখী, মা'রূফ কারখী, আবু ইয়াযীদ বুস্তামী, ফুযায়ল ইবনে আয়ায, দাউদ তায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু বকর অর্য়াক. আব্দুল কাদের জীলানী, মঈনুদ্দীন চিশতী প্রমূখ রহেমাহুমুল্লাহ বাগদাদ , মিশর, রোম, বলখ. বুখারা, সমরকন্দ. ইসপাহান, আজার বাইজান, ফরগান. যনজ্বান, তূস, বুস্তাম, উস্তারাবাদ. মুরগীনান, গজনা, কেরমান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ, মালোয়েশিয়া, আফ্রিকা, দাকান, ইয়ামেন প্রভৃতি নগর ও দেশের অধিকাংশই এ মাযহাবের অনুসারী।

طَبَقَاتُ الْمَسَائِلِ وَطَبَقَاتُ الْكِتَابِ (ফিকহী মাসায়েলও গ্রন্থের স্তরসমূহ) ঃ হানফী ফিকহের মাসায়েলের তিনটি স্তর–

(ক) যাহিরুর রিওয়ায়ার মাসায়েল। একে মাসায়েলে উসূল ও বলা হয়। এ গুলো হলো ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত দু'টি গ্রন্থের মাসায়েল। এগুলোতে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ) ও নিজস্ব ঐক্যমত ভিত্তিক ও মত বিরোধীয় সকল মাসায়েল লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত উসূলী বা বুনিয়াদী কিতাব ছ'টি হলো- ১। মাবসূত (এর অপর নাম- আসল) ২। যিয়াদাত, ৩। জামে' সগীর ৪। জামে' কবীর, ৫। সিয়ারে সগীর ও ৬। সিয়ারে কবীর।

(খ) নাওয়াদিরুর রিওয়ায়াহ, এগুলো বলতে ঐ সকল মাসআলা বুঝায় যা আয়েম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর সংকলিত উক্ত ছ'কিতাব বর্হিভূত।

(গ) নাওয়াযিল ও ওয়াকিআ'ত। এ দ্বারা ঐ সকল মাসায়েল বুঝায় যা পরবর্তী উলামায়ে কেরাম প্রয়োজন সাপেক্ষে এস্তেম্বাত করেছেন। পূর্বের কিতাবাদিতে যে সম্পর্কে ইমামগণের থেকে কোন বর্ণনা ছিল না। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রঃ) "কিতাবুন্নাওয়াযিল রচনা করেন। পরবর্তীতে সংকলিত মাজমূউন্নাওয়াযিল ওয়াল ওয়াকিআত ও কাযীখান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফিকহে হানফীর সংকলন রচনা ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নোক্ত ছন্দ দুটি স্মর্তব্য-

اَلْفِقْهُ زَرْعُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلْقَمَةُ + حَصَّادُهُ ثُمَّ اِبْرَاهِيمُ دَوَّاسُ ـ

نُعْمَانُ طَاحِنُهُ يَعْقُوبُ عَاجِنُهُ + مُحَمَّدٌ خَابِزٌ وَالْاٰكِلُ النَّاسُ ـ

অর্থাৎ ফিক্‌হে হানফীর বীজ বপনকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হযরত আলকমা (রঃ) হলেন উহার ফসল কর্তনকারী, ইব্‌রাহীম নাখয়ী' (রঃ) উহা পরিষ্কারকারী। আবু হানীফা নো'মান (রঃ) উহা দ্বারা আটা পেষণকারী, আর আবু ইউসুফ ইয়াকূব (রঃ) হলেন খামীরা তৈরীকারী, ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) হলেন- রুটি প্রস্তুতকারী, আর সকল মানুষ উহা ভক্ষণকারী।

ফিকহী বিধান ও তার প্রকারভেদ ঃ

শরয়ী'বিধান মূলতঃ দু'প্রকার। অর্জনীয় ও বর্জনীয়। প্রথম প্রকার আবার দু'ভাগে বিভক্ত- আযীমত, (আবশ্যিক) ও রুখসাত (শিথিলতা সম্পন্ন)। আযীমত বলতে এমন বিধান উদ্দেশ্য যা মৌলিকভাবে পালন কাম্য, সংশ্লিষ্টরূপে নয়। আর রূখসত বলতে ঐ সকল আমল উদ্দেশ্য যা ক্ষেত্র বিশেষ পালনের হুকুমে শীথিলতা সম্পন্ন। আযীমত আবার চার প্রকার- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল।

অর্জনীয় আমর ও তার প্রকারভেদ ঃ

فرض ঃ ফরয শব্দটি আবশ্যক, ভাগ, সীমাবদ্ধ করণ, সাব্যস্ত করণ ইত্যাদি প্রায় ৩০ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় শরয়ী' অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত আবশ্যকীয় বিষয়কে ফরয বলে।

ফায়েদা ঃ শরয়ী' দলীল চার ভাগে বিভক্ত-

(১) قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ- যা প্রমাণিত ও অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় অকাট্য (সন্দেহের অবকাশ মুক্ত)। যেমন- কুরআন ও হাদীসে মুতাওয়াতির।

(২) قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য, অর্থ ও উদ্দ্যেশের ক্ষেত্র সন্দেহযুক্ত। যথা- ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত ও হাদীস সমূহ।

(৩) ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত, অর্থ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অকাট্য। যথা- خبر واحد বা এক সনদে বর্ণিত হাদীস যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়।

(৪) ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণ ও অর্থ-উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত। যথা- এক সনদে বর্ণিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস।

প্রথম প্রকারের দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় ফরয, দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা ওয়াজিব তৃতীয় প্রকার দ্বারা সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং চতুর্থ প্রকার দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়।

(১) ফরযের প্রকারভেদ – ফরয দু'প্রকার

(ক) ফরযে আইন ঃ যা মুকাল্লাফ তথা শরীআ'তের বিধান বর্তিত সকল নর-নারীর জন্য পালন আবশ্যক।

(খ) ফরযে কিফায়া ঃ যা পালন সকলের ওপর অত্যাবশ্যক নয়। বরং ব্যক্তি বিশেষের পালনের দ্বারা সকলে দায়মুক্ত হয়ে যায়। উভয় ফরয অস্বীকারকারী কাফেরও ফাসেক বিবেচিত হয়।

২। **ওয়াজিব ঃ** যা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য নয়, যেমন- বিতর নামায, সাদকায়ে ফিত্‌র প্রভৃতি। আমলের ক্ষেত্রে ফরয, বিশ্বাস বা এ'তেকাদের ক্ষেত্রে নফল, এর অস্বীকারকারী কাফের নয়।

৩। **সুন্নত ঃ** সুন্নতের শাব্দিক অর্থ তরীকা, রীতি-নীতি প্রথা পরিভাষায় - যে আমল করার দ্বারা সওয়াবের অধিকারী হয়, না করলে শাস্তিও ভৎসর্নাযোগ্য হয় না, তাকে সুন্নত বলে।

আল্লামা আয়নী (রঃ) সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞারূপে নিম্নের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা (পালন অত্যাবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বে) সর্বদা পালন করেছেন, তাকে সুন্নত বলে।

সুন্নতের প্রকারভেদঃ সুন্নত দু'প্রকার। যথা- **(১) সুন্নতে হুদা :** ইবাদত সংশ্লিষ্ট। এটি আবার দু'প্রকার-**(ক) সুন্নতে মুয়াক্কাদা ঃ** যা ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবিরতভাবে পালন করেছেন।

(খ) সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা অধিকাংশ সময় পালন করেছেন। কখনো বা পরিত্যাগ করেছেন। এর অপর নাম মুস্তাহাব ও মানদূব।

(২) সুন্নতে যায়িদা ঃ অভ্যাসগত বিষয় সংশ্লিষ্ট।

৪। **নফল ঃ** নফলের শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। পরিভাষায় - ফরয ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত বিষয়কে নফল বলে। এ হিসেবে এটা সুন্নতের উভয় প্রকারকে শামিল করে।

বর্জনীয় আমলের প্রকারভেদঃ বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ বিষয় প্রথমতঃ দু'প্রকার।

১। **হারাম ঃ** যা অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মদ্যপান, সূদ প্রভৃতি।

২। **মাকরূহ ঃ** যা অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাকরূহ আবার দু'প্রকার।

১। **মাকরূহে তাহরীমি ঃ** যা সন্দেহযুক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– দাবা খেলা, কচ্ছপ খাওয়া প্রভৃতি। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মাকরূহ তাহরীমিকে হারামের একটি প্রকার আখ্যা দিয়েছেন। শায়খাইন (রঃ) এর মতে এটা হারাম ও হালাল কোনটির অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে হারামের নিকটবর্তী।

২। **মাকরূহে তানযীহি ঃ** যা গ্রহণ করা অপেক্ষা বর্জন শ্রেয়।

এক নজরে শরয়ী বিধানের প্রকারভেদঃ

শরয়ী বিধান

- আমর (পালনীয়)
  - আযীমত
    - ফরয
      - আইন
      - কেফায়া
    - ওয়াজিব
    - সুন্নত
      - সুন্নাত হুদা
        - মুয়াক্কাদা
        - গায়রে মুয়াক্কাদা (মুস্তাহাব, মানদূব)
      - যায়িদা
    - নফল
  - রুখসত
- নাহী (বর্জনীয়)
  - হারাম
  - মাকরূহ
    - তাহরীমী
    - তানযীহী
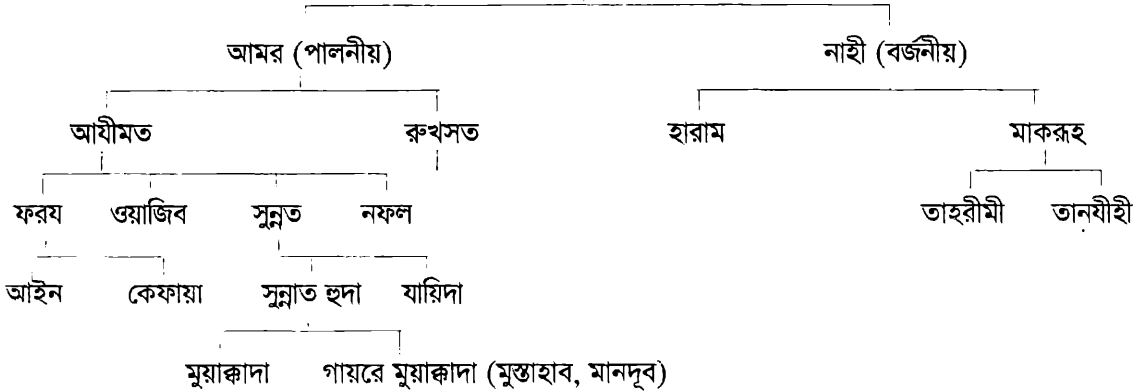
ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ঃ নো'মান, পিতার নাম সাবিত, উপনাম- আবু হানীফা, তিনি ৮০ হিজরী সনে উমাইয়া শাসক খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে পারস্যের কূফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

শৈশব হতেই তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। সে মতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পৈত্রিক ব্যবসায় সহায়তা করেন। প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। প্রথম পর্যায়ে ইলমে কালাম তথা দর্শন শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর কুরআন সুন্নাহর অতল সাগরে ডুব দেন, এবং সম-সাময়িক উলামায়ে কেরামের মাঝে অনন্য বিজ্ঞরূপে সুখ্যাতি লাভ করেন। ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। প্রায় চার সহস্র উস্তাদের নিকট হতে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্হের ইলম হাসিল করেন।

তিনি বেশ কতিপয় সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, তন্মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আবী আওফা (রঃ), হযরত সাহ্ল ইব্নে সা'দ সাঈদী (রঃ), হযরত আবু তুফাইল আমর ইব্নে ওয়াসেলা (রাঃ) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইমামগণের মধ্যে একমাত্র তাঁরই তাবেয়ী' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সর্বপ্রথম ইল্‌মে ফিক্হকে সতন্ত্ররূপ দান করে বিশ্ব মুসলিমের জন্যে অনন্য উপহার স্বরূপ রেখে যান। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন- اَلنَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِي حَنِيْفَةَ ফেক্হ শাস্ত্রে মানুষ আবু হানীফা (রঃ) এর মুখাপেক্ষী।

ইমাম সাহেব (রঃ) এর অসাধারণ ইল্‌ম ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে তদানিন্তন কালের খলীফা মানসূর তাঁকে প্রধান বিচারপতিত্ব পদ অলংকৃত করার জন্যে আবেদন করেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে খলীফার রোষানলে পতিত হন। এক পর্যায়ে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। অতঃপর কারাগারেই খাদ্যের সাথে গোপনে বিষ প্রয়োগের দরুন ১৫০ হিঃ সনে শাহাদতের অমীয় সূধা পান করেন। ইরাকের কুফা নগরীতে তিনি সমাহিত হন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী পরিভাষা

★ مُتَقَدِّمِيْن (মুতাকাদ্দিমীন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও সাহিবাইন (রঃ) এর সম সাময়িক ফকীহগণ। কারো মতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পর্যন্ত পূর্বের সকল ফুকাহায়ে কেরাম।

✪ مُتَأَخِّرِيْن (মুতাআখ্যিরীন) ঃ মুতাকাদ্দিমীনের পরবর্তী ফকীহগণ। কারো মতে মুহাম্মদ (রঃ)-এর পর হতে হাফেযুদ্দীন বুখারী (রঃ) পর্যন্ত ফকীহগণ।

আল্লামা যাহবী (রঃ) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বের ফকীহগণকে মুতাকাদ্দিমীন ও পরবর্তীগণকে মুতাআখ্যিরীন আখ্যা দিয়েছেন।

✪ اَئِمَّهٔ اَرْبَعَه (আইম্মায়ে আরবাআ) মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রবর্তকগণ। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)।

✪ اَئِمَّهٔ ثَلَاثَه (আইম্মায়ে ছালাছা) ঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)।

✪ شَيْخَيْن (শায়খাইন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এ দুজন ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর উস্তাদ ছিলেন।

✪ صَاحِبَيْن (সাহিবাইন) ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) উভয়ে আবু হানীফা (রঃ) এর শিষ্য। (-৭ হিসেবে উভয়ে পরস্পর সাথী।)

✪ طَرَفَيْن (তরফাইন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) (উস্তাদ-শিষ্য হওয়ায় দুদিকের দু'জন হলেন।)

✪ سَلَف و خَلَف (সলফ ও খলফ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পর্যন্ত ফকীহগণ সলফ ও তৎপরবর্তী হতে ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী পর্যন্ত ফকীহগণ খলফ। (মাবাদিয়াতে ফিকহ)

- رِوَايَةُ الظَّاهِرِ (রিওয়াইয়াতুয্ যাহির) ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত ছ'টির কোন একটির বর্ণনা। গ্রন্থ ছ'টি হলো– জামে' সগীর, জামে' কবীর, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে কবির, মাবসূত ও যিয়াদাত।
- كُتُبُ النَّوَادِرِ (কুতুবুন্নাওয়াদির) ঃ উপরোক্ত ছ'টি ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত অন্যান্য কিতাব।
- اَلصَّدْرُ الْاَوَّلُ (সদরুল আউয়্যাল) ঃ প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাবেয়ী'ন ও তাবঈ তাবেয়ী'নের যুগের ব্যক্তিবর্গ।

চার মাযহাবের তাকলীদের কারণ

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) লিখেন– মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন একটির অনুকরণের মধ্যে বহু কল্যাণ নিহীত রয়েছে। আর এ থেকে বিরত থাকার মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা। কেননা এ মাযহাবগুলো সলফ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। এবং ঘটতব্য অধিকাংশ মাসায়েল এতে সন্নিবেশিত। এ চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাব এতো সন্নিবেশিত নয়। এ কারণে বর্তমানে এচার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ আবশ্যক। উপরন্তু হাদীসে বড় জামাতের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, আর এ চারটিই বর্তমান বড় জামাত। নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুকরণ না করলে রিপুতাড়িত হয়ে কেবল সুবিধা মত রায়ের ওপর চলার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকট যা ধ্বংস অনিবার্যকর হয়ে দেখা দেয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে। অতএব চার মাযহাবের কোন একটির তাকলীদ জরুরী।

কুদূরী গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- **নাম ও বংশ ঃ** নাম–আহমদ, উপনাম-কুনিয়াত আবুল হুসাইন। খ্যাতিনাম–কুদূরী, পিতার নাম মুহাম্মদ, বংশের ক্রমধারা এরূপ–আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান আল বাগদাদী আল কূদুরী। গ্রন্থকার ৩৬২ হিঃ সনে ইরাকের বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন।
- **কুদূরী নামে খ্যাতির কারণ ঃ** প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালকান (রঃ) স্বীয় ইতিহাস অফায়াতুল আ'য়ান গ্রন্থে লিখেন قُدُورِى – قِدْرٌ (ডেগ) শব্দের বহুবচনের প্রতি সম্বন্ধিত। তবে এর কারণ আমি অবহিত নই। মদীনাতুল উলূম গ্রন্থকার লিখেন–এটা মূলতঃ قُدُوْر (ডেগ প্রস্তুত) শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত। অথবা কুদূর নামক মহল্লার প্রতি সম্বন্ধিত।
- **জ্ঞানার্জন ঃ** নিজ মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি তৎকালীন খ্যাতিমান ফকীহ শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্য়া জুরজানী (রঃ) এর সাহচর্যে গমন করেন। তাঁর কাছে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর আরো পাণ্ডিত্য লাভের লক্ষ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয খতীবে বাগদাদী (রঃ)-এর সান্নিধ্যে গমন করে হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীবে বাগদাদী (রঃ), কাযী মুফায্যল ইবনে মাসউদ তানূখী, কাযীউল কুযাত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী (রঃ) প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।
- **কর্মজীবন ঃ** গ্রন্থকার শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ইলমে দ্বীনের বিভিন্নমুখী খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। "মুখতাছারুল কুদূরী" গ্রন্থকারের অমরকীর্তি। মতবাদ নির্বিশেষে এ গ্রন্থটি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। হেদায়া গ্রন্থকার তাঁর টীকা গ্রন্থে সর্বাধিক মুখতাসারুল কুদূরীর ভাষ্য গ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন।
- **গ্রন্থাকারের ফেক্‌হী মর্যাদা ঃ** আল্লামা ইবনে কামাল পাশা গ্রন্থকার ও হেদায়া প্রণেতাকে পঞ্চম স্তরের ফকীহ আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা তাঁকে তৃতীয় তবকার ফকীহ গণ্য করেছেন।
- **তিরোধান ঃ** ইমাম কুদূরী (রঃ) ৬৬ বৎসর বয়সে ৪২৮হিঃ সনের ৫ই রজব রবিবার দিনে বাগদাদ নগরে পরলোক গমন করেন। ঐ দিনেই 'দরবে আবী খলফ' কবরস্তানে সমাহিত হন। পরে তাঁর দেহকে 'শারে' মানসূরে স্থানান্তর করে আবু বকর খাওয়ারেযমী হানাফী (রঃ) এর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।
- **রচনাবলী ঃ** ১. মুখতাসারুল কুদূরী, ২. আত্তাজরীদ, এতে হানফী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতবিরোধ পূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণের আলোকে হানফী মতবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ৩. আত্তাকারীর, ৪. শরহে মুখতারুল কারখী, ৫. শরহে আদাবুল কাযী প্রভৃতি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ الزَّاهِدُ اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرُ الْبَغْدَادِىُّ الْمَعْرُوْفُ بِالْقُدُوْرِىِّ

অনুবাদ ঃ পরম করুণাময় ও কৃপার আধার মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমূদয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিমিত্তে। আর শুভ পরিণাম খোদা-ভীরুদের জন্যে। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি। পরম শ্রদ্ধাভাজন, মহান জ্ঞান তাপস, সাধক, আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর বাগদাদী যিনি কুদূরী নামে সমধিক খ্যাত; বলেন–

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ উল্লেখের কারণ ঃ قَوْلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الخ গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) স্বীয় গ্রন্থকে নিম্নোল্লিখিত কোন কারণে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। যথা–

১। কালামুল্লাহ শরীফের অনুকরণ। কেননা পবিত্র কুরআন বিসমিল্লাহ দ্বারাই সূচিত হয়েছে।

২। রাসূল (সা.) এর বানী كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَءْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ [গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজ আল্লাহর নাম ছাড়া শুরু করলে তা বরকত শুণ্য হয়] এর উপর আমল তথা বরকত লাভের আশা পোষণকল্পে।

৩। অপরাপর সকল সালফে সালিহীন এর অনুকরণ কল্পে।

৪। অত্র পূণ্যময় কাজে শয়তানের প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়া কল্পে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন–

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِى النَّارِ-

(যে ব্যক্তি কোন কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ ..... পড়ে শয়তান এর দ্বারা বিগলিত হয়ে যায় যেমন আগুনে শিশা বিগলিত হয়।)

৫। অমুসলিম বিশেষতঃ প্রতিমা পূজারীদের বিরুদ্ধাচরণ কল্পে। কেননা তারা কাজের শুরুতে بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى (লাত ও উয্‌যার নামে) পড়ত।

৬। মহাবিচার দিবসে অধিক শাফায়াতকারী লাভের মানসে। কেননা আল্লাহ পাক বিস্‌মিল্লাহ পাঠকারীর জন্যে প্রতিটি হরফের বিনিময় একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত সে আল্লাহর গুণ-কীর্তন করতে থাকবে, এমনকি তার পরেও। এবং পাঠকের জন্যে দোয়ায়ে মাগফেরাত করতে থাকে।

৮। সর্বপ্রথম লিখিত বস্তুর অনুকরণ কল্পে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আছে– আল্লাহ্‌পাক কলম সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম তাকে লেখার আদেশ দিলে কলম বিস্‌মিল্লাহ দ্বারাই লেখা শুরু করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الخ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بٌ টি حَرْفِ جَارٍّ - এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– সাথে বা সহ, দ্বারা, হইতে, শপথ, সাহায্য, বরকত লাভ প্রভৃতি। এখানে প্রথমটি বা শেষোক্ত দুটির কোন একটি হতে পারে। اِسْمٌ শব্দটি এখানে নাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ইহা سُمُوٌّ শব্দমূল হতে গঠিত, অর্থ উঁচু হওয়া, এর থেকেই سَمَاءٌ (অর্থ আকাশ) গঠিত হয়েছে।

اَللّٰهُ শব্দটি মূলত ঃ اَلْاِلٰهُ ছিল। اِلٰهٌ এর শাব্দিক অর্থ মাবূদ, উপাস্য। বাবে فَتَحَ হতে اَلَهَ يَاْلَهُ اِلٰهَةً وَاُلُوْهِيَّةً এর অর্থ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً-

اِلٰهٌ এর শুরুতে اَلِفْ وَلَام যোগ হওয়ায় اَلْاِلٰهُ হয়েছে। অতঃপর اِلٰهٌ এর হাম্‌যা বিলোপ করে ইদগাম করায় اَللّٰهُ হয়েছে। এটা বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার নাম। যার অস্তিত্ব অবধারিত এবং সকল উত্তম গুণে পূর্ণাঙ্গ রূপে গুণান্বিত।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উভয়টি صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। رَحِمٌ শব্দমূল হতে উৎপত্তি। অতি দয়ালু। উভয়টির প্রায় একই অর্থ। তবে رَحِيْمٌ এর তুলনায় رَحْمٰنٌ এর মধ্যে একটি বর্ণ বেশী থাকায় এর মধ্যে মূল অর্থের অধিক্যতার গুণ বেশী। কেননা প্রসিদ্ধ আছে – كَثْرَةُ الْمَبَانِىْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ (বর্ণের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতা বুঝায়) এ কারণে رَحْمٰنُ শব্দের দ্বারা উভয় জাগতিক করুণা ও رَحِيْم দ্বারা কেবল পারলৌকিক দয়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়। অথবা رَحْمٰنُ ইহলৌকিক জগতে এবং رَحِيْمُ পরজগতে। কেননা। দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্যে তার দয়া বিদ্যমান। আর পরকালে কেবল মুসলিমদের জন্যে তার দয়া থাকবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে رَحْمٰن শব্দটি رَحِيْم এর তুলনায় عَام বা ব্যাপকতা সম্পন্ন।

<u>তারকীব ঃ</u> ب -حَرفِ جَار- اِسم শব্দটি مُضَاف, اَللّٰه শব্দটি مَوْصُوف - اَلرَّحْمٰنُ প্রথম সিফত, اَلرَّحِيْم দ্বিতীয় সিফত, مَوصوف উভয় সিফত মিলে مُضَاف اِلَيه - অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف اِلَيه মিলে مَجْرُور - جَار ও مَجْرُور মিলে সদা فِعْل বা شِبْهِ فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়। উল্লেখ না থাকলে তা উহ্য মানতে হয়। এখানে جَارٌ مَجْرُوْر কিসের সাথে مُتَعَلِّق হবে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কারো মতে উহ্য শব্দটি فِعل কারো মতো شِبه فِعل-এর পর উহ্য শব্দটি শুরুতে না শেষে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ, তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে শব্দটি شِبه فعل এবং তা শেষেই উহ্য।

اَلْحَمْدُ- ال টি اِسْتِغْرَاق (সামগ্রিকতা) বা جنس (জাতীয়তা) নির্দেশের। আর حَمْد অর্থ প্রশংসা, পরিভাষায় জবানের দ্বারা কারো অর্জিত গুণের কারণে প্রশংসা করা। পক্ষান্তরে مَدْح ও شُكْر অর্থ ও প্রশংসা, তবে مَدْح অর্জিত গুণের কারণে হওয়া শর্ত নয়। বরং অর্জিত বা সৃষ্টি গত যে কোন কারণে হতে পারে। এজন্যে حَمِدتُّ زَيْدًا - مَدَحْتُ زَيْدًا এবং مَدَحْتُ اللُّؤْلُؤَ ইত্যাদি বলা যায়। কিন্তু, حَمِدتُّ اللُّؤْلُؤَ বলা যায়না। কেননা মুক্তার গুণ তার অর্জিত হতে পারেনা। সুতরাং উভয়টি প্রশংসা বোধক হলেও শব্দটি عَام বা ব্যাপকতা সম্পন্ন এবং حَمْد শব্দটি خَاص বা সীমাবদ্ধ। অপরদিকে প্রশংসাবোধক আরেকটি শব্দ হল شُكر এটা করুণালাভের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শব্দ। এটি حَمْد ও مَدح উভয়টির তুলনায় একদিক দিয়ে খাছ (সীমিত)। কেননা حَمد ও مدح কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু شكر কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে খাস। তবে شُكر এর প্রকাশ যবানের সাথে খাছ নয়। বরং কোন অঙ্গের মাধ্যমে উপকার করার দ্বারাও শুকরিয়া প্রকাশ করা যায়। সুতরাং مَورِدُ তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে এটি আম (ব্যাপক)।

এ স্থলে حَمد শব্দের পূর্বে উল্লিখিত الف لا টি اِسْتِغْرَاقى হলে অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা, অর্থাৎ জগতে যত বস্তুর যত প্রশংসা হতে পারে তা সবই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই। কেননা তিনিই মূলত ঃ সব কিছুকে প্রশংসার উপযোগী করেছেন। সব কিছু তাঁরই অবদান। আর جنس উদ্দেশ্য নিলে অর্থ হবে– প্রশংসা বলতে যা বুঝে আসে তা আল্লাহরই জন্যে। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী।

رَبّ ঃ رَبّ শব্দটি কারো কারো মতে صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। কারো মতে اسم فاعل এর ছীগা, যা মূলতঃ رَابِبٌ ছিল। অধিকাংশের মতে মাসদার, اسم فاعل এর অর্থে। যেমন– زَيْدٌ عَدْلٌ এর অর্থ زَيْدٌ عَادِلٌ -অর্থাৎ পালনকর্তা, বহুবচন اَرْبَابٌ -পরিভাষায় رَبّ ঐ সত্বা কে বলে যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সামগ্রিক প্রয়োজনাদি পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেন। এ অর্থে এটি আল্লাহ্ পাকের জন্যে খাছ। তবে মালিক অর্থে ও ব্যবহৃত হয় যথা – رَبُّ الْمَال (সম্পদের মালিক)।

اَلْعٰلَمِيْنَ ঃ عَالَمٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ مَايُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ (যার দ্বারা স্রষ্টা কে চেনা যায়) আর বিবেক ও চক্ষুস্মান ব্যক্তি মাত্রই সৃষ্টি জগতের সাধারণ হতে সাধারণ একটি বস্তুর মাঝে ও তার স্রষ্টা কে দেখতে পায়। যথা কবির ভাষায়– لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ- تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

একারণে ব্যাপক অর্থে প্রতিটি সৃষ্টিই عَالَمٌ -পরিভাষায় এক একটি জগতকে عَالَمٌ বলে। এখানে সমগ্র জগত বুঝানের উদ্দেশ্যে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বন্দনার পর গ্রন্থকার সর্বাগ্রে মানুষকে চির সুখ শান্তি ও মহাসফলতা লাভে যাতে সবাই ধন্য হয়, রাহমানুর রাহীমের কল্পনাতীত নায নে'মত হতে বঞ্চিত হয়ে সীমাহীন আযাব ও গযবে নিপতিত না হয় বরং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার প্রয়াস পায় এ সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কল্পে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার পর গ্রন্থকার নবীজী সা. তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করেছেন। যা মানবিক বিচারে নিতান্ত জরুরী। কারণ যাদের মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় মিলে, মাখলুক কে খালেকের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল যাদের একমাত্র জীবন সাধনা তাঁদিগকে স্মরণ না করা অবশ্যই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ঃ উভয়টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। صَلٰوة সাধারণত রহমত ও কৃপা অর্থে এবং سلام শান্তি অর্থে ব্যবহৃত। رسول অর্থ مُرْسَل (প্রেরিত)। পরিভাষায় যিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ঐশী গ্রন্থ ও নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত তিনি হলেন রাসূল। আর নবী যিনি নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত নয় বরং অন্য রাসূলের শরীয়তে অনুসারী হয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক হেদায়েতের জন্য মনোনীত। অধিকাংশ আলিমদের মতে রাসূলের তুলনায় নবী ব্যাপকতা সম্পন্ন (আ'ম)। অর্থাৎ রাসূলের জন্যে নতূন শরীয়ত প্রাপ্ত হওয়া শর্ত, কিন্তু নবীর জন্যে এ শর্ত নয়। সুতরাং সকল রাসূল নবী; কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

قوله مُحَمَّدٌ ঃ محمد অর্থ প্রশংসিত, এ নামটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নাম। এর পূর্বে এ নামে অন্য কাউকে কখনো নাম রাখা হয়নি। বস্তুতঃ আমাদের নবীজী সা. দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন احمد (সর্বাধিক প্রশংসাকারী) আর দুনিয়াতে আবির্ভাবের পর তিনি হয়েছেন محمد (প্রশংসিত)।

قوله اَلشَّيْخُ الْاِمَامُ الخ – الشيخ শব্দটির মূল অর্থ বৃদ্ধ, প্রৌঢ়। পরিভাষায় শিক্ষক, গুরুজন, ধর্মীয় নেতা, শাস্ত্র বিশারদ ইত্যাদিকেও شَيْخ বলে-বহুবচনে شُيُوْخ। اَلْاِمَام নেতা, পণ্ডিত, দক্ষ শাস্ত্রিক, বহু বচনে -اَئِمَّةٌ اَلْاَجَلُّ মহান, সুউচ্চাসীন, পরম শ্রদ্ধেয় বহুঃ اَجِلَّاءُ –اَلزَّاهِدُ খোদাভীরু, সংযমী, পার্থিব চাকচিক্য বিরাগী।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۞ فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِيْ فَرْضِ الْغُسْلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَالْمَفْرُوْضُ فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوٰى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ ـ

পবিত্রতা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ উযূর ফরয সমূহ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছে কর তখন স্বীয় মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত ও গিরা পর্যন্ত পা ধৌত কর। এবং তোমাদের মাথা মাস্হ কর।" সুতরাং (প্রমাণিত হল যে,) উযূর ফরয হল (চারটি) তিন অঙ্গ ধৌত করা, ও মাথা মাস্হ করা, আমাদের হানাফী তিন ইমাম (হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর মতে উভয় কনুই ও পায়ের গিরা ধৌত করা ফরয হওয়ার হুকুমে শামিল। ইমাম যুফর র. ভিন্নমত পোষণ করেন। মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে ফরয হল– নাছিয়া পরিমাণ (মাথার অগ্রভাগ) অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. কোন এক জনপদের আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে এসে পেশাব করলেন। অতঃপর উযূ করলেন ও মাথার অগ্র ভাগে ও উভয় মোজায় মাস্হ করলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলামী জীবন ধারা মূলতঃ পাঁচ প্রকার বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– ১. عَقَائِد (মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদাগত) ২. عِبَادَات (ইবাদত-বন্দেগী, নামায রোযা প্রভৃতি) ৩. مُعَامَلات-(লেন দেন ইত্যাদি।) ৪. مُعَاشَرَات وَاٰدَابُ (ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি) ৫. مُجَازَاتُ (শাসন বা বিচার ব্যবস্থা)।

১ নং ও ৪ নং টি ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং এদুটি ভিন্ন শাস্ত্রীয়রূপে ভিন্নাকারে গ্রন্থিত হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থকার طَهَارَة দ্বারাই স্বীয় গ্রন্থকে শুরু করেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। এর জন্য طَهَارة অপরিহার্য। তাছাড়া রাসূল সা. ফরমায়েছেন– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা অর্ধ ঈমান, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে পসন্দ করেন।

قوله اَلطَّهَارَةُ ঃ শব্দটি বাবে نَصَرَ এর মাসদার অর্থ পবিত্রতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা و نجاستِ حقيقى حُكمى তথা প্রকৃত ও বিধানগত নাপাকী হতে পবিত্রতা হওয়াকে طَهَارَة বলে। طهارة এর طاء বর্ণে হরকতভেদে অর্থের পরিবর্তন হয়। যথা- যবর হলে পবিত্রতা, পেশ হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু, ও যের হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু রাখার পাত্র। طهارة এর সকল শাখা বা প্রকারভেদকে শামিল করার উদ্দেশ্যে শুরুতে اَلِفَ ولامِ اِسْتِغْرَاقى (সামগ্রিকতাজ্ঞাপক আলিফ ও লাম) যুক্ত হয়েছে।

قوله قُمْتُمْ الخ ঃ উল্লিখিত আয়াতে قُمْتُمْ অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি জাহেরীগণ বলে থাকেন। বরং اَرَدْتُّمْ (ইচ্ছা পোষণ করা) উদ্দেশ্য। কারণ বাহ্যত দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই পবিত্রতার্জন জরুরী। তাছাড়া প্রতিবারের নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উযূও জরুরী নয়। কারণ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সা. কর্তৃক একই উযূ দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় প্রমাণিত রয়েছে।

قوله فَاغْسِلُوْا ঃ غَسْل (ধৌত করা) শব্দ মূল হতে গঠিত অর্থ– পূর্ণাঙ্গে পানি প্রবাহিত করা। ফোটার নির্ঝরণ ঘটলে তাকে غَسْل বলে। পানি না ঝরলে غسل সাব্যস্ত হবে না। আর পেশ সহকারে غسل অর্থ গোসল বা স্নান করা।

قوله اِلَى الْمَرَافِقِ الخ ঃ مِرْفَقٌ (কনুই) এর বহু বচন مَرَافِق - كَعْبٌ অর্থ উঁচু স্থান, এর থেকে, كَاعِبَة (যুবতী)। আয়াতে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। কনুই ও টাখনুসহ ধুতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফর (র.)-এর মতে কনুই ও টাখনুর নিম্নাংশ পর্যন্ত ধোয়া জরুরী। এর দলীল হল– اِلى অব্যয়টি তার পূর্বের বস্তুর শেষ সীমা বুঝায়। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلى اللَّيْلِ এর মধ্যে রোযা পালনের শেষ সীমা হল রাত পর্যন্ত। রাত পূর্বের নির্দেশের মধ্যে শামিল নয়। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামগণের মতে কনুই ও টাখনু সহ ধোয়া জরুরী, তাঁদের মতে উপরোক্ত দলীলের উত্তর এই যে, الى এর ما قَبْل ও مَابَعْد (তথা আগে-পরের বস্তুটি) যদি একই জাতীয় হয় তাহলে পরবর্তীটি পূর্ববর্তী অংশের মধ্যে শামিল হবে নতুবা নয়। যথা– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّى رَاْسُهَا এর মধ্যে رَاسٌ শব্দটি سَمَكَة তথা মাছ খাওয়ার মধ্যে শামিল। আর এক জাতীয় না হলে দাখিল থাকবে না। যেমন উপরোক্ত আয়াতে দ্রষ্টব্য।

قوله وَاَرْجُلَكُمْ ঃ এর লামে যবর ও যের উভয় কিরাত বিদ্যমান। যবর পড়লে وَاَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল হবে। আর এটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামের অভিমত। এ কিরাতটি হযরত নাফে' ইবনে আমের কাসায়ী ইয়া'কুব, ইমাম হাফ্স প্রমূখ রহেমাহুমুল্লাহু হতে স্বীকৃত। পা ধোয়ার বিষয়টি উপরোক্ত নবীজী (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, ও পরবর্তী উম্মতের আমল দ্বারা ও প্রমাণিত।

আর لام বর্ণে যেরের কিরাত অনুযায়ী এর عَطْف, رُؤُوْسِكُمْ এর উপর হয়ে পা মাস্হ করার বিধানে শামিল হয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায়ের অভিমত।

এ কিরাত অনুযায়ী আহলে সুন্নতের উত্তর এই যে, উভয়ক্ষেত্রে اَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল। যেরটি جَرِّجِوَارْ বা পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণে হয়েছে মাত্র। যা আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ও স্বীকৃত।

<u>হিকমত ঃ</u> পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাস্হের পর উল্লেখের ব্যাপারে কাশ্শাফ গ্রন্থকার এই রহস্য ব্যাক্ত করেন যে, পা ধোয়ার ক্ষেত্রে স্বভাবত মানুষে পানী বেশী ব্যয় করে থাকে, যাতে এমনটি না করা হয় এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন উভয় কিরাতই সহীহ্। যবরের কিরাতটি পায়ে মোজা বিহীন অবস্থায়। আর যেরের কিরাতটি পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় প্রজোয্য।

<u>মাথা মাস্হের পরিমান ঃ</u> قوله وَالْمَفْرُوْضُ فِى مَسْحِ الرَّاْسِ ঃ মাথা মাস্হের পরিমানের আয়াতটি مُجْمَلٌ (অস্পষ্ট) থাকায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগনের মতে এক চতুর্থাংশ ফরয। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সামান্যতম এমনকি তিন চুল পরিমান হলে ও যথেষ্ট। অপর দিকে ইমাম মালেক এর মতে সমস্ত মাথা মাস্হ কর ফরয।

<u>হানাফীগনের দলীল ঃ</u> মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি হানাফীগণের দলীল। এটা ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমূখ সহীহসূত্রে উল্লেখ করেছেন।

قوله نَاصِيَة ঃ মাথার মোট চারটি অংশ রয়েছে। نَاصِيَة অগ্রভাগ, قَذَال পিছনভাগ ও فَوْدَيْن ডান ও বাম ভাগ।

<u>ফায়েদা ঃ</u> বর্ণিত হাদীস দ্বারা ৫টি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১। অন্যের পতিতভূমিতে প্রবেশে জায়েয হওয়া। ২। পেশাব করা জায়েয হওয়া ৩। পেশাব উযূ ভঙ্গ কারী হওয়া, ৪। উযূ নষ্টের পর উযু করা, ও ৫। মোজার ওপর মাস্হ করা।

وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الْاُذُنَيْنِ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ اِلَى الثَّلٰثِ۔

অনুবাদ ॥ উযূর সুন্নত সমূহ ঃ উযূর সুন্নত হল ১। উযূ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা। ২। উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া। ৩। মেসওয়াক করা, ৪। গড়গড়াসহ কুলি করা, ৫। নাকে পানি দেওয়া। ৬। উভয় কান মাস্‌হ করা, ৭। দাড়ি খেলাল করা। ৮। আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা। ৯। প্রতি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله سُنَن- سُنَن শব্দটি سُنَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি, পন্থা। চাই তা খারাপ হোক বা ভাল। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً....وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

সুন্নাতের সংজ্ঞা ঃ নবী করীম (সা.) যে কাজটি ইবাদতরূপে করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন সেটি সুন্নত। সুতরাং অভ্যাসগত কাজ সুন্নতের মধ্যে দাখিল নয়।

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাত ধোয়া ঃ قوله غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর সর্বাগ্রে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নত, চাই দিনে হোক বা রাতে। যেহেতু হাতের দ্বারা পবিত্রতা শুরু করতে হয়; এজন্যে এটাই সর্বাগ্রে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে দিনের বেলা ঘুম হতে জাগলে মুস্তাহাব, আর রাত্রে ঘুম হতে উঠলে ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যারা কেবল ঢিলা কুলূখ দ্বারা এস্তেঞ্জা করে তাদের জন্যে ওয়াজিব। কারণ ঘুমের কারণে নাপাক স্থানটি আদ্র হওয়ার পর উক্ত স্থানে হাত লেগে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বাকীদের জন্যে সুন্নত।

قوله وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ الخ অধিকাংশ ইমামের মতে উযুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাত। ইমাম আহমদ এর মতে ফরয। হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন- لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يُسَمِّ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى যে আল্লাহর নাম না নেয় তার উযু (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এখানে পূর্ণ ফযীলত লাভ না হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা উযূ সম্পর্কীয় আয়াতে এর উল্লেখ না থাকায় এটাই প্রমান করে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ খাছ নয়। বরং যে কোন উপায়ে আল্লাহর নাম হতে পারে। যেমন মুহীতের ভাষ্য মতে- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হেদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

قوله اَلسِّوَاكُ ঃ মেস্‌ওয়াক (দাতন) করা সুন্নত। নবী করীম (সা.ঃ) ফরমায়েছেন لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (নাসায়ী, ইবনে মাজা প্রভৃতি)

মতভেদ ঃ হানাফীগনের মতে মেসওয়াক করা উযূর সুন্নত, শাফেয়ীগনের মতে নামাযের সুন্নত, ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ধর্মীয় সুন্নত।

উপকারীতা ঃ মেসওয়াক করে উযু করার পর নামায পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। (আহমদ, ইবনে খুযায়মা, দারকুৎনী ও বায়হাকী। নাহরুল ফায়েকের বর্ণনামতে মেসওয়াকে ৩৬ প্রকার উপকার লাভ হয়। সর্বনিম্নতম উপকার হল দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া। আর সর্বোপরি হল মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ হওয়া।

قوله اَلْمَضْمَضَةُ ঃ مَضْمَضَه অর্থ গড়গড়াসহ কুলি করা। اِسْتِنْشَاق অর্থ নাকে পানি দেয়া। নাকে পানি দেয়ার ধরণ দুইটি। ১। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, হানাফী মাযহাবে এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত, ২। একবার পানি নিয়ে তা থেকে কুলি করা ও নাকে দেয়া। এভাবে মোট তিনবার পানি নিয়ে উভয়টি আদায় করা। আল্লামা মাযনী (র.) এর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এটাই শ্রেয়।

ইমামগণের মতভেদ ঃ অধিকাংশ ইমামের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যা ২২টি সনদ সূত্রে প্রমাণিত। তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে উভয়টি ফরয।

قوله مَسْحُ الْاُذُنَيْنِ ঃ মাথা মাস্হের অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাস্হ করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ীও আবু ছাওর (র.) এর মতে নূতন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্নত। মাস্হকালে কানের পিঠ ও পেটের উঁচুনীচু অংশে হাত ফিরান সুন্নতে শামিল।

قوله وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে দাড়ি খেলাল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, طرفين এর মতে সুন্নতে যায়িদা।

খেলালের তরীকা ঃ ডান হাতের তালুর পিঠ বুকের দিকে রেখে আঙ্গুল গুলো থুতনীর নিচ দিয়ে দাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট করে খেলাল করতে হয়। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোঁচর হয় তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছান জরুরী। আর ঘন হলে এবং চামড়া দৃষ্টি গোঁচর না হলে উপর অংশ ধোয়া জরুরী এবং খেলাল করা সুন্নত।

قوله وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ ঃ **খেলালের বিধান ও ফযীলত ঃ** রাসূল (সা.) ফমায়েছেন – خَلِّلُوا اَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا تَتَخَلَّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ তোমরা স্বীয় আঙ্গুল খেলাল কর যাতে তার মধ্যে দোজখের অগ্নি প্রবিষ্ট না হয়।

খেলালের পদ্ধতি ঃ হাতের ক্ষেত্রে এক হাতের পাঞ্জা বা আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ঘসতে হবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম পায়ের কণিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করতে হবে।

قوله وَتَكْرَارُ الْمَسْحِ ঃ উযূর পূর্ণাঙ্গতার জন্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নত। মূলত ঃ একবার ধোয়া ফরয। দুই বার ধোয়া সুন্নত ও তিন বার ধোয়া পূর্ণতাকল্পে সুন্নতে যায়িদা। শায়খ আবু বকরের মতে তিন বারই ফরয।

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّىْ اَنْ يَّنْوِىَ الطَّهَارَةَ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوْءَ فَيَبْتَدِأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّوَالِىْ وَمَسْحِ الرَّقَبَةِ ـ

অনুবাদ ॥ উযূর মুস্তাহাবসমূহ ঃ উযূ কারীর জন্যে মুস্তাহাব হল– ১। পবিত্রতা লাভের নিয়ত করা, ২। মাস্হের মধ্যে পূর্ণ মাথাকে বেষ্টন করে নেয়া। ৩। ধারাবাহিকভাবে উযূ করা। সুতরাং উযূর আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা যেটার আলোচনা দ্বারা শুরু করেছেন ঐ অঙ্গ দ্বারা শুরু করবে। ৪। ডান দিক হতে শুরু করা। ৫। একের পর এক ধৌত করা। ৬। ঘাড় মাস্হ করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুস্তাহাবের সংজ্ঞা مُسْتَحَبٌّ ঃ বাবে اِسْتِفْعَال এর مُضَارِع -مجهول-এর ছীগা, অর্থ পসন্দনীয়. যে কাজ করলে সওয়াব হয় এবং না করলে কোন গোনাহ হয় না তাকে মুস্তাহাব বলে। বস্তুত! মুস্তাহাবের উপর আমল কাজের পূর্ণতা বিধানের জন্য সহায়ক হয়। এর অপর নাম সুন্নতে যায়িদা।

قوله اَنْ يَّنْوِىَ الطَّهَارَةَ ঃ নিয়্যতের আভিধানিক অর্থ দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প করা। উল্লেখ্য যে ইচ্ছা বা সংকল্পের স্থান হল অন্তর। অতএব অন্তরে যে কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা বা অর্জনের উদ্দেশ্য রাখাই নিয়্যত। মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে অন্তরে ইচ্ছে রাখার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। হানাফী আলিমগণের মতে উযূর নিয়্যত করা সুন্নত।

উযুতে নিয়্যতের বিধান ও মতভেদ ঃ হানাফী আলিম গণের মতে উযূর নিয়্যত করা সুন্নত, আর কুদূরীর বর্ণনামতে সুন্নতে যায়িদা বা মুস্তাহাব। আদদুররুল মুখতারের গ্রন্থকারের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে ফরয।

নিয়্যতের পদ্ধতি ঃ কোন কোন বর্ণনায় নামাজের জন্যে উযূ করলে এ রূপে নিয়্যত করা মুস্তাহাব – نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاِسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ অন্য কাজের জন্য হলে শেষে اِسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ না বলে উক্ত কাজের কথা বলবে যেমন – لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ ইত্যাদি।

قوله وَيَسْتَوْعِبُ رَاسَهُ بِالْمَسْحِ ঃ কুদূরীর বর্ণনা মতে সম্পূর্ণ মাথা মাস্হ করা মুস্তাহাব, তবে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সম্ভবত মুস্তাহাব শব্দের ব্যাপকতার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসান্নিফ (র.) একে মুস্তাহাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) উসমান (রা.) এর বর্ণিত হাদীসও অন্যান্য অঙ্গের উপর কিয়াস করে তিনবার মাস্হ করা সুন্নত বলেন। হানাফীগণ বলেন– মাথা মাস্হকে অন্য সব মাস্হের উপর কিয়াস করা বাঞ্ছনীয়। ধোয়ার উপর নয়। বস্তুতঃ তিন বারের উদ্দেশ্য হল পূর্ণতালাভ। যেহেতু মাথার এক চতুর্থাংশ মাসহ ফরয। সুতরাং পূর্ণমাথা মাসহের দ্বারাই এর পূর্ণতা লাভ হয়। হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এ মতের দলীল যা তবরানী, বুখারী, মুসলিম প্রমূখ উল্লেখ করেছেন।

মাথা মাস্হের পদ্ধতি ঃ উভয় হাতের তিনটি করে আঙ্গুল মিলিয়ে মাথার অগ্রভাগে রাখতে হবে। বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল এবং তালু উঁচু রেখে পিছনের দিকে টানতে হবে। অতঃপর উভয় হাতের তালু দ্বারা উভয় কানের পার্শ্ব দিয়ে টেনে সামনে আনতে হবে। এরপর বৃদ্ধা আঙ্গুল কানের লতির নীচে রেখে তর্জনী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশ এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা বাইরের অংশ মাসহ করতে হবে। সর্বশেষে হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসহ করতে হবে। ঘাড় মাস্হের সময় নূতন পানি নিতে হবে না।

وَالْمَعَانِى النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوْءِ كُلُّ مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَ إِلٰى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَالْقَيْئُ إِذَا كَانَ مِلْأَ الْفَمِ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلٰى شَيْئٍ لَوْ أُزِيْلَ لَسَقَطَ عَنْهُ وَالْغَلَبَةُ عَلٰى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ وَالْقَهْقَهَةُ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ ـ وَفَرْضُ الْغُسْلِ اَلْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ وَسُنَّةُ الْغُسْلِ اَنْ يَّبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهٖ وَيُزِيْلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلٰى بَدَنِهٖ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى رَأْسِهٖ وَعَلٰى سَائِرِ بَدَنِهٖ ثَلٰثًا ثُمَّ يَتَنَحّٰى عَنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عَلٰى الْمَرْأَةِ اَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِى الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ الشَّعْرِ ـ

অনুবাদ ॥ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ ১। পেশাব-পায়খানর রাস্তা দ্বারা বহির্গমনকারী সকল বস্তু এবং ২। রক্ত, ৩। পিত্ত, ৪। পূঁজ বের হয়ে এমন স্থানে (অঙ্গে) গড়িয়ে পড়া যা পাক করার হুকুমে শামিল। ৫ মুখ ভরা পরিমান বমি। ৬। শুয়ে, হেলান দিয়ে বা কোন বস্তুতে এমন ভাবে ঠেস লাগিয়ে ঘুমান যে, তা সরালে সে নিশ্চিত পড়ে যাবে। ৭। বেহুসীর কারণে সঙ্গাহীন হওয়া। ৮। পাগল হওয়া। ৯। রুকু, সাজদা বিশিষ্ট নামায়ে অট্টহাসী দেওয়া। (গোসলের ফরয সমূহ ঃ) গোসলের ফরয (৪টি) ১। কুলি করা, ২ নাকে পানি দেয়া ও ৩। সমস্ত শরীর ধোয়া। (গোসলের সুন্নত সমূহ ঃ) গোসলের সুন্নত হল (৫ পাঁচটি) ১। গোসলকারী সর্ব প্রথম উভয়হাত ও লজ্জাস্থান ধৌত করবে। ২। শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা দূরীভূত করবে। অতঃপর ৩। নামাযের উযুর ন্যায় উযূ করবে। তবে পা ধুবে না। এরপর ৪। মাথায় ও সর্বাঙ্গে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর ৫। গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধুবে। মহিলাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে গেলে তাদের জন্যে বেনী বা খোপা খোলা জরূরী নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَعَانِى النَّاقِضَةُ ঃ اَلْمَعَانِىْ শব্দটি مَعْنٰى এর বহুঃ বচন। এখানে عِلَّت বা কারণ অর্থে ব্যবহৃত। ফাল্সাফা তথা দর্শণ শাস্ত্রের পরিভাষা হতে প্রভেদ করার লক্ষ্যে عِلَّت না বলে مُعَانِى শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। نَاقِض শব্দটি اَلنَّقْضُ মাসদার হতে গঠিত। অর্থ ভঙ্গকারী. বিনষ্টকারী, বহুবচনে نَوَاقِضُ ‑

উযূ ভঙ্গের কারণ ঃ উযু ভঙ্গকারী বস্থ প্রথমতঃ তিন ধরনের (১) শরীর হতে নির্গমণ কারী; (২) শরীরে প্রবেশকারী, (৩) শরীরে প্রভাব বিস্তার কারী। ১ম প্রকারটি আবার দু'ধরনের হতে পারে। (এক) পেশাব পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গমনকারী, (দুই) অন্য যে কোন অঙ্গ হতে নির্গমনকারী। উভয় ছুরতে (ক্ষেত্রে) উক্ত বস্তু স্বভাবজাত হতে পারে বা অস্বাভাবিক হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যে গুলো সর্বসম্মত রূপে উযূ ভঙ্গকারী সে গুলোকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। (আর সর্বক্ষেত্রে এটা মুসান্নিফ (র.) এর বৈশিষ্ট ও বটে) যথা।

১। পেশাব পায়খানার রাস্তা দ্বারা কোন কিছু বের হওয়া যা আয়াত إِذَاجَاءَ اَحَدٌ كُمْ مِنَ الْغَائِطِ (যখন তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে) এর ব্যাপকতার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, (ক) এখানে বের হওয়া দ্বারা প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং পেশাব পায়খানা ইত্যাদি দেখা যাওয়া মাত্র উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। (খ) পেশাব

পায়খানা ছাড়া অন্য কোন বস্তু যথা কৃমি, বায়ু, বীর্য, মজী (কামরস) অদি (পূঁজ জাতীয় বস্তু যা রোগের কারণে বের হয়) পাথর ইত্যাদি দ্বারা ও উযূ নষ্ট হয়ে যায়। তবে নারী পুরুষের পেশাবের পথ দ্বারা বর্হিগমনকারী বায়ুও কীট উযূ ভঙ্গকারী নয়।

(গ) পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য অঙ্গ হতে স্বাভাবিক নির্গমনকারী বস্তু যথা– ঘাম, থুথু ও অশ্রু উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর অস্বাভাবিক যথা– রক্ত, পূঁজ-কসানী ইত্যাদি উযূ ভঙ্গকারী।

قوله وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ ঃ রক্ত পূঁজ, পানি (কষানী) বের হয়ে ক্ষতস্থানে হতে গড়িয়ে গেলে উযূ নষ্ট হবে, নতুবা নয়। নাক, কান, চোখ ইত্যাদির অভ্যান্তরে রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে বাইরে না আসলে উযূ নষ্ট হবে না একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ বলা হয়েছে।

قوله وَالْقَيْحُ ঃ قَيْحٌ অর্থ– পূঁজ, বমি, قَيْئٌ একই অর্থে। পাঁচ প্রকার বস্তুর বমি হতে পারে। ১. পানি ২. খাদ্য ৩. পিত্ত, ৪. রক্ত ও ৫. কফ। প্রথম তিন প্রকারের বমি মুখ ভরা পরিমান হলে সর্বঐক্য মতে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে, নতুবা নয়। আর কফ বমি হলে طرفين তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কোন ক্ষেত্রে উযূ নষ্ট হবে না। বমিতে জমাট রক্ত বের হলেও উযূ নষ্ট হবে না। তরল হলে شيخين (আবু হানীফা ও আবু ইউসূফ (র.) এর মতে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুখভরা পরিমাণ হলে নষ্ট হবে নতুবা নয়।

قوله اَلنَّوْمُ مُضْطَجِعًا ঃ শুয়ে হেলান বা ঠেস দিয়ে ঘুমালে গুহ্যদ্বার ঢিলা হয়ে বায়ূ বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে উযূ বিনষ্ট হয়।

قوله اَلْقَهْقَهَةُ ঃ সাধারণ নামায ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় অট্টহাসি দিলে উযূ নষ্ট হয়না। উল্লেখ্য যে, হাসি তিন প্রকার ১. تبسم স্বরবিহীন মুস্‌কি হাসি, ২. ضحك মৃদু স্বরে হাসি, যাতে দাঁত বের হয় তবে স্বর শ্রুত হয় না ও ৩. قهقهه অট্টহাসি। যার স্বর অন্যদের কানেও পৌঁছে। নামাযের মধ্যে এরূপে খিলখিল করে হাসলে উযূ ও নামায উভয় নষ্ট হয়ে যায়। ২য়টি নামায ভঙ্গকারী তবে উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর ১মটি নামায ও উযূ কোনটি ভঙ্গ করে না। গোসলের তুলনায় উযূর প্রয়োজন বেশী। এজন্যে কুরআনে উযুর বিবরণ আগে এসেছে। গ্রন্থকার ও তার অনুসরণ করে আগে উযু তৎপর গোসলের বর্ণনা এনেছেন। غسل শব্দের غ এর উপর পেশ হলে অর্থ গোসল করা। আর যবর হলে অর্থ হবে ধৌত করা।

قوله اَلْمَضْمَضَةُ الخ ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া উলাময়ে আহনাফের মতে উযূর সুন্নত। কারণ আয়াতে وُجُوْه শব্দ এসেছে, যা مُوَاجَهَةٌ (সামনা সামনি হওয়া) থেকে গৃহীত। সামনা সামনি হওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অংশই দৃষ্টি গোচর হয়। এজন্যে মুখও নাকের অভ্যান্তরে পানি পৌঁছান ফরয নয়। অপরদিকে গোসলের ব্যাপারে আয়াতে فَاطَّهَّرُوْا বলা হয়েছে। যার অর্থ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করা। সুতরাং এর জন্যে যত টুকু অংশে পানি পৌঁছান সম্ভব তা এর মধ্যে শামিল। একারণে নাকের ভিতর ও পানি পৌঁছানো ফরয।

قوله ثُمَّ يَتَوَضَّأُ الخ ঃ যদি গোসলের স্থানে পানি জমা থাকে তাহলে শেষে সেখান থেকে সরে পা ধুবে। আর পানি জমা না থাকলে প্রথমে পা ধোয়াসহ উযূ পূর্ণ করবে।

قوله لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الخ ঃ মহিলাদের জন্যে চুলের বেনী বা খোপা খোলা জরূরী নয়। চুলের গোড়ায় পানি পৌছলেই যথেষ্ট। জাওহারাতুন্নায়্যিরা গ্রন্থকার লিখেন যে, হায়েয নেফাস হতে পাক হওয়ার জন্যে যে গোসল করতে হয় উক্ত গোসলের সময় চুল খুলে পানি পৌঁছান জরুরী, নতুবা খোলা জরুরী নয়।

ফায়েদা ঃ গোসল মোট ৪ প্রকার। প্রথম ফরয গোসল। এটা চার কারণে হয়। যথা ১. লিঙ্গের অগ্রভাগ পেশাব-পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করলে। উভয়ের উপর গোসল ফরয, বীর্যপাত হোক বা না হোক। ২. উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত। যে কোন উপায়ে বীর্য পাত ঘটলে চাই পুরুষ হোক বা মহিলা ৩। হায়েযের পরবর্তী গোসল। ৪। নেফাসের পরবর্তী গোসল।

সুন্নত গোসল ও চার প্রকার, ১. জুমআর নামাযের জন্য গোসল, ২. উভয়ে ঈদের গোসল, ৩. ইহ্‌রামের গোসল। ৪. আরাফার দিনের গোসল। ৩য় প্রকার ঃ গোসল ওয়াজিব মুর্দাকে গোসল করা। ৪র্থ প্রকার ঃ মুস্তাহাব। এটা কয়েক প্রকার। যথা– ইসলাম গ্রহনের জন্যে গোসল করা, বালেগ হওয়ার পর গোসল করা, পাগলামী দূরীভূত হওয়ার পর গোসল করা ইত্যাদি।

وَالْمَعَانِى الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ اِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلٰى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِحْرَامِ وَعَرَفَةَ وَلَيْسَ فِى الْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ وَفِيْهِمَا الْوُضُوْءُ - وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُوْنِ وَالْاٰبَارِ وَمَاءُ الْبِحَارِ وَلَا تَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَاَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْاَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَّاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءَ الزَّرْدَجِ وَتَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْئٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِىْ يَخْتَلِطُ بِهِ الْاُشْنَانُ وَالصَّابُوْنُ وَالزَّعْفَرَانُ -

<u>অনুবাদ ॥ গোসল ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ঃ</u> গোসল ফরযকারী বস্তুগুলো হলো– ১. যৌন উত্তেজনার সাথে পুরুষ বা মহিলার বীর্যপাত হওয়া। ২. নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের মিলন ঘটা, যদিও বীর্যপাত না হয়, ৩. হায়েয (ঋতুস্রাব) ৪. নেফাস (প্রসবান্তের স্রাব)। (সুন্নত গোসল) নবী করীম (সা.) নিম্নোক্ত গোসল সমূহ সুন্নত স্থির করেছেন। ১. জুমুআর নামাযের জন্য, ২. উভয় ঈদের নামাযের জন্য, ৩. হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য এবং ৪. আরাফার ময়দানে গমনের জন্যে। মযী ও অদী নির্গত হলে গোসল ফরয নয়। তবে উভয়টিতে উযূ (নষ্ট হয় বিধায় উযূ) আবশ্যক। পানির বিবারণ ঃ নিম্নোক্ত পানি সমূহ দ্বারা নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভ করা জায়েয। (১) আকাশ তথা বৃষ্টি, উপত্যকা, হ্রদ, বিল, ঝর্ণা, নদী কুপ এবং সাগরের পানি। (২) বৃক্ষ বা ফল নিংড়ান পানি (নির্যাস) দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়। (৩) এরূপ যে পানিতে অন্য বস্তুর প্রাধান্যতার ফলে তা পানির মৌলিক গুণাবলী বিনষ্ট করে দেয়। যেমন– শরবত, সিরকা, শুরবা (ঝোল), সবজীর রস, গোলাপের পানি, এবং গাজরের পানি, (৪) আর যে পানিতে কোন পবিত্র বস্তু পড়ে পানির কোন একটি গুণ (বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তন করে দেয়। তাদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। যথা– বন্যার পানি, এবং উশ্নান (সুগন্ধী ঘাস), সাবান, জাফরান (ইত্যাদি) মিশ্রিত পানি।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ</u> قوله اِنْزَالُ الْمَنِيِّ الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বীর্যপাত ঘটলেই গোসল ফরয। চাই উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে বীর্য স্বীয় স্থান হতে নির্গত হওয়ার কালে উত্তেজনা পাওয়া গেলে গোসল ফরয। চাই বের হওয়ার সময় উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে বীর্যপাত ঘটার সময় উত্তেজনা থাকলে গোসল ফরয হবে নতুবা নয়।

قوله وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ঃ التقاء অর্থ মিলিত হওয়া। خِتَانِين - خِتَان এর দ্বিবচন, অর্থ খতনার স্থান বা লিঙ্গের অগ্রভাগ। উল্লেখ্য যে, (ক) এখানে মিলিত হওয়ার দ্বারা প্রবেশ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং কেবল উভয়ের লজ্জা স্থান মিলিত হওয়ার দ্বারা গোসল করয হবে না। যতক্ষণ না অগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করবে। (খ) এখানে خِتَان দ্বারা পুরুষের গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন জিন যদি মানুষের আকৃতি ধারণ ছাড়াই কোন নারীর সঙ্গে সহবাস করে। আর এতে উক্ত নারীর বীর্যপাত না ঘটে তাহলে তার ওপর গোসল ফরয হবে না। তবে মানুষের আকৃতি ধারণ করে এমন করলে তখন গোসল ফরয হবে।

قوله المذى والودى الخ ঃ উত্তেজনার প্রথম ভাগে স্বচ্ছ আঠাল পানিকে مذى বা কামরস বলে। আর রোগের কারণে পেশাবের আগে বা পরে নির্গত সাদা তরল বস্তুকে ودى বলে। এ দুটির কোনটিতে গোসল ফরয হয় না। তবে উযূ নষ্ট হয়। أحداث শব্দটি حدث এর বহুবচন। অর্থ নাপাকী, অপবিত্রতা, এটা আবার দু'প্রকার اصغر যাতে কেবল উযূ ফরয হয়। ও اكبر। যাতে গোসল ফরয হয়। এখানে احداث। দ্বারা উভয় প্রকার حدث উদ্দেশ্য।

পানির প্রকারভেদ ঃ قوله بماء السماء ঃ سماء অর্থ আকাশ, এখানে বৃষ্টি উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, পানি প্রধানতঃ দু' প্রকার (ক) মুতলাক বা সাধারণ পানি। (খ) মুকায়্যাদ যা শুধু পানি শব্দের দ্বারা তা বোধগম্য হয় না বরং অন্য শব্দের সাথে মিলিত হয়ে পানি আখ্যায়িত হয়। যথা গাছের পানি, ওপরের পানি, ফলের রস প্রভৃতি। মুতলাক পানি আবার চার প্রকার।

(১) طاهر مطهر নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। যথা– সাধারণ পানি।

(২) طاهر غير مطهر নিজে পবিত্র তবে, অন্যকে পবিত্রকারী নয়। যথা একবার ব্যবহৃত পানি।

(৩) طاهر مكروه الاستعمال পবিত্র তবে অন্যের জন্যে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। যথা রৌদ্রে গরম কৃত পানি। বেগানা পুরুষের জন্যে বেগানা নারির বা এর বিপরীতের উচ্ছিষ্ট পানি।

(৪) مشكوك সন্দেহযুক্ত পানি। যেমন গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি।

قوله والاودية ঃ اودية শব্দটি وادى-এর বহুঃ অর্থ উপত্যকা, নিম্নভূমি, নদীর অববাহিকা ভূমি, এখানে নিম্ন ভূমি তথা খাল-বিল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত পানি সংরক্ষণ কষ্টকর বা অসম্ভব এরূপ পানিতে যতক্ষণ প্রকাশ্য নাপাকী দৃষ্টি গোচর না হয় তা পাক সাব্যস্ত হবে।

قوله غلبت عليه الخ ঃ পানিতে অন্যবস্তুর প্রাধান্য ঘটলে তাদ্বারা উযু বৈধ নয়, এ প্রাধান্যতা গুণের দিকে দিয়ে না অংশের দিক দিয়ে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হেদায়ার বর্ণনামতে অংশের দিকে দিয়ে। এটাই সহীহ, এটা ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুণের দিক দিয়ে প্রধান্যতা কুদূরী গ্রন্থকার (রঃ)-এমতকেই অবলম্বন করেছেন।

قوله فغير احد اوصافه الخ ঃ পানির তিনটি মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এ গুলোকে পানির ওয়াস্ফ বা গুণ বলে, যথা– স্বাদ, রং, গন্ধ। অন্য কোন পাক বস্তুর সংমিশ্রনে এর কোন একটি গুণ পরিবর্তন ঘটলে তা দ্বারা পবিত্রতার্জন জায়েয। একাধিক গুণ পরিবর্তন ঘটলে গ্রন্থকারের মতে তা দ্বারা পবিত্রতার্জন নাজায়েয। তবে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে একটি মাত্র গুণ বাকী থাকা পর্যন্ত জায়েয।

وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوْءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحِفْظِ الْمَاءِ مِنَ النَّجَاسَةِ فَقَالَ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ ـ وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ـ

অনুবাদ ॥ পানি পাক-নাপাকের বিবরণ ঃ قَوْلُهُ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ وَقَعَتْ (১) যে কোন আবদ্ধ পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। (পানি) কম হোক বা বেশী। কেননা নবী করীম (সা.) ফরমায়েছেন– তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে পেশাব না করে। এবং তাতে জানাবাতের (তথা ফরয) গোসল না করে। রাসূল (সা.) আরো ফরমায়েছেন– তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে জাগে সে যেন কখনই তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পানি পাত্রে হাত না ডুবায়। কেননা সে জানেনা তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করেছে। (২) প্রবাহমান পানিতে নাপাকী পড়লে তার প্রভাব (চিহ্ন) দেখা না গেলে উক্ত পানি দ্বারা উযূ জায়েয। কেননা স্রোতের কারণে নাপাকী স্থির থাকেনা। আর এমন বড় পুকুর যার এক পার্শ্বের পানি নাড়লে অপর পার্শ্বের পানি নড়েনা তার এক পার্শ্বে নাপাকী পড়লে অপর পার্শ্বে উযূ গোসল করা জায়েয। কেননা এটা স্পষ্ট যে, উক্ত পার্শ্বে নাপাকী পৌঁছেনি।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ دَائِمٌ সদা বিদ্যমান, স্থির অর্থে, لَا يَبُوْلَنَّ কখনো পেশাব করবে না। مَنَام-নিদ্রা, ঘুম। لَا يَغْمِسَنَّ ডুবানো। اِنَاءٌ-পাত্র। بَاتَتْ-রাত যাপন করেছে। جَرَيَان-প্রবাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পানি পাক-নাপাক সম্পর্কে মতভেদ ঃ قَوْلُهُ كُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ ঃ دَائِمٌ অর্থ সদাবিদ্যমান বা সার্বক্ষণিক এখানে স্থির তথা আবদ্ধ পানি উদ্দেশ্য। এরূপ পানিতে নাপাক বস্তু পড়লে সাথে সাথে তা নাপাক হয়ে যায়; যতক্ষণ তা ৪০ বর্গহাত না হয়। এর দলিল স্বরূপ মুসান্নিফ (র) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসে রাসূল (সা.) পানিকে নাপাক পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাদ্বারা বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। অপর হাদীসে হাতে নাপাকী লাগার সন্দেহে তিনবার না ধুয়ে পাত্রে হাত ডুবাতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা ও বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাক পড়লে অবশ্যই তা নাপাক হয়ে যায়।

মুসান্নিফ (র.)-এর পানি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উপরোক্ত দলিল পেশ করার কারণ এই যে, ইমাম মালেক (র.) اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (পানি পবিত্রকারী। কোন বস্তু তাকে অপবিত্র করে না।) হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, পানি কম হোক বা বেশী যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন গুণ (রং, ঘ্রাণ, স্বাদ) পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ তা অপবিত্র হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে দু মটকা (মাটির বড় পাত্র) পরিমানের কম হলে

সামান্য নাপাক পড়লে তা নাপাক হবে। আর এর চেয়ে বেশী হলে নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল – إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خَبَثًا (পানি দু' মটকা পর্যন্ত পৌছলে তা নাপাকী বহন করে না).

হানাফীগণের পক্ষ হতে ইমাম মালেক (র.) এর দলিলের উত্তর এই যে, উপরোক্ত হাদীসটি সমস্ত পানির ব্যাপারে নয়। বরং বীরে বুযাআ (বুযাআ' কূপে) এর পানির ব্যাপারে। যার পানি প্রবাহের দ্বারা খেত বাগান সেঞ্চন করা হত। সুতরাং তা আবদ্ধ বা স্থির পানির হুকুমে নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী' (র.) এর দলিলের উত্তর এই যে, এ হাদীসের সনদ, অর্থ, মর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের নিকট দূর্বলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং, স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস থাকা কালে এর দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণ যোগ্য নয়।

<u>প্রবাহমান পানি দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ</u> قوله اَلْمَاءُ الْجَارِيْ ঃ جَارِيْ অর্থ প্রবাহমান। এখানে প্রবাহমান বলতে কোন্ ধরনের প্রবাহ উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মর্তভেদ রয়েছে। যথা–

(১) স্বাভাবিক স্রোত বলতে মানুষে যা বুঝে।

(২) যে পানি খড় কূটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

(৩) এক জায়গা হতে আজলা করে পানি উঠানোর পর দ্বিতীয়বার পানি উঠাতে গেলে প্রথমবারের পানি যদি স্বস্থানে বিদ্যমান না থাকে তা প্রবাহমান।

قَوْلُهُ تَحَرَّكَ ঃ নাড়া দেওয়ার ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা–

(১) ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) এর মতে গোসলের সময়ের নড়াচড়া বা তরঙ্গ।

(২) আবু হানীফার এর অপর এক বর্ণনায় হাতের নাড়ায় সৃষ্টি তরঙ্গ।

(৩) মুহাম্মদ (র.) এর মতে উযূর সময়ের সৃষ্ট তরঙ্গ উদ্দেশ্য।

<u>غَدِيْر عَظِيْم দ্বারা উদ্দেশ্যঃ</u> উল্লেখ্য যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এর পরিমাপ ৪০ বর্গহাত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যে হাউজ বা পুকুরের কিনারা ৪০ হাত এবং এত টুকু গভীর যে, হাত দ্বারা পানি উঠাতে গেলে মাটিতে হাত স্পর্শ করেনা তা مَاء كَثِيْر বা অধিক পানি বিবেচিত হবে। হাউজ বা পুকুরটি গোলাকার হলে ৪৬ হাত, আর ত্রিভূজ আকৃতির হলে প্রত্যেক দিকে ১৫.২৫ (সোয়া পনর) হাত হবে।

وَمَوْتُ مَالَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِى الْمَآءِ لَايُفْسِدُ الْمَآءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيْرِ وَالْعَقَارِبِ وَمَوْتُ مَايَعِيْشُ فِى الْمَاءِ لَايُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ ـ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَايَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهُ فِىْ طَهَارَةِ الْاَحْدَاثِ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كُلُّ مَاءٍ اُزِيْلَ بِهِ حَدَثٌ اَوْ اُسْتُعْمِلَ فِى الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ اِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِىِّ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرَانِ ـ

অনুবাদ॥ যে সব প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই তা পানিতে মরে গেলে পানি নাপাক হয় না। যেমন মশা, মাছি, ভিমরুল, বিছা প্রভৃতি। তদরূপ যে সব প্রাণী পানিতে বাস করে তা পানিকে নাপাক করে না। যেমন– মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া প্রভৃতি।

ব্যবহৃত পানির বিধান ঃ ব্যবহৃত পানি নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে ব্যবহার করা না জায়েয। ব্যবহৃত পানি দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা দ্বারা একবার পবিত্রতা হাসিল করা হয়েছে। অথবা, (নৈকট্য) সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে (উযূ-গোসলে) ব্যবহার করা হয়েছে।

শোধিত চর্মের বিধান ঃ শূকর ও মানুষের চর্ম ব্যতিত সকল চর্ম দাবাগাত তথা শোধন করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তাতে নামায পড়া, তা দ্বারা তৈরীকৃত পাত্রের পানি দ্বারা উযূ গোসল করা জায়েয। মৃত প্রাণীর হাড় ও পশম পাক।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نفس অর্থ আত্মা, মানুষ, এখানে রক্ত অর্থে। سَائِلَةٌ অর্থ প্রবামান। রক্ত নাপাক হওয়ার জন্যে প্রবাহমান হওয়া শর্ত, যাকে কুরআনের ভাষায় دَمٌ مَسْفُوْحٌ বলা হয়েছে। সুতরাং সব রক্ত নাপাক নয়। মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদির মধ্যে যে রক্ত রয়েছে তা কোনটির মধ্যে প্রবাহমান নয়। আবার কোনটির রক্ত রক্ত হিসাবে বিবেচিত নয়। যেমন মাছের রক্ত। সুতরাং পানর মধ্যে এ সবের মৃত্যুতে পানি নাপাক হয়না। بق মশা, ذباب মাছি, زَنَابِيْر - زُنْبُوْرٌ এর বহুঃ ভিমরুল, বল্লা, عَقَارِب - عَقْرَب-এর বহুঃ বিছা, ضِفْدَعٌ - ব্যাঙ, سَرْطَانٌ -কাকড়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ব্যবহৃত পানি দ্বারা উদ্দেশ্য ও এর বিধান ঃ قَوْلُهُ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ ঃ مُسْتَعْمَلُ অর্থ ব্যবহৃত। এখানে উযূ গোসল বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শরীর হতে ঝরে পড়া পানি উদ্দেশ্য। সুতরাং শরীরে লেগে থাকা পানি মুস্তা'মাল ধর্তব্য নয়। ব্যবহৃত পানির বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে তিন ধরনের মতামত রয়েছে। যথা (ক) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর সনদ সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনা মতে নাজাসাতে খফীফা। (খ) ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর সনদে প্রাপ্ত বর্ণনা মতে নিজে পাক তবে অন্যকে পাক করতে পারে না। উল্লেখ্য যে এ মতের উপরই ফতোয়া। (গ) হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা মতে নাজাসাতে গলীযা; কঠোর নাপাক।

قَوْلُه وكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ الخ ঃ اِهَابٌ অর্থ চর্ম চামড়া, دُبِغَ অর্থ শোধিত করা হয়। লবন, ফিটকারী ইত্যাদি শোধনের উপকরনের মাধ্যমে চামড়ার গন্ধ, আদ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত করাকে দাবাগত করা বলে। এরূপ দাবাগত কৃত চামড়া পাক। পানিতে পড়লে বা এরূপ চামড়ার পানি পাত্রে পানি ভরলে তা সর্ব ঐক্য মতে পাক।

قَوله اِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيْر الخ ঃ শূকরের চামড়া পাক না হওয়ার কারণ হলো শুকরের সর্বাঙ্গই মজ্জাগত ভাবে নাপাক। আর মানুষের সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হওয়ার কারণে তার চামড়া দ্বারা এমনটি করাই নাজায়েয। সুতরাং পাক নাপাক হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

قَوْلُهُ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا الخ ঃ সকল মৃত প্রাণীর পশম, হাড়, নখ ইত্যাদি সবই পাক। তবে শূকরের সব কিছুই নাপাক। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে উপরোক্ত সব কিছুই নাপাক।

وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَافِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سُوْدَانِيَّةٌ أَوْ سَامُ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِيْنَ دَلْوًا إِلَى ثَلْثِيْنَ بِحَسْبِ كِبَرِ الدَّلْوِ أَوْ صِغَرِهَا وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا مَابَيْنَ أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا إِلَى خَمْسِيْنَ۔ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ أدَمِيٌّ نُزِحَ جَمِيعُ مَافِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ۔

অনুবাদ ॥ কূপের মাসায়েল ঃ কোন কূপে নাপাকী পতিত হলে উক্ত নাপাকী উঠিয়ে ফেলতে হবে। কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলাই হল কূপের পবিত্রতা। কূপের মধ্যে ইঁদুর, চড়ুই, টুনটুনি, গিরগিটি (ফেউটি) টিকটিকি পড়ে মরে গেলে ছোট-বড় বালতির তারতম্য অনুযায়ী ২০-৩০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি কবুতর, মুরগী অথবা বিড়াল পড়ে মরে যায় তাহলে ৪০-৫০ বালতি পানি উঠাতে হবে। কূপের মধ্যে কুকুর, ছাগল বা মানুষ মরে গেলে কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি মরার পর ফুলে বা ফেটে যায় তাহলেও সমস্ত পানি উঠাতে হবে চাই প্রাণীটি ছোট হোক বা বড়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بِئْرٌ – কূপ, বহুঃ اٰبَارٌ . نُزِحَتْ – اَلنَّزْحُ – (টানা, উঠান) হতে, فَارَةٌ – ইঁদুর, عُصْفُوْرَةٌ – চড়ুই, চড়ুইর ন্যায় ছোট্ট পাখি, صَعْوَةٌ – টুনটুনি, سُوْدَانِيَّةٌ – গিরগিটি, سَامُ اَبْرَصَ – টিকটিকী, دَلْوٌ –বালতি, বহুঃ دِلَاءٌ . سِنَّوْرٌ – বিড়াল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتْ الخ ঃ যে কোন বস্তুতে দৃশ্যমান নাপাক বস্তু পতিত হলে আগে তা অপসারণ করতে হবে। অতঃপর শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে পাক করতে হবে। নাপাকী না সরান ব্যতিত পাক হবে না। সুতরাং কূপে নাপাক বস্তু পড়লে আগে তা উঠাতে হবে। পরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বালতি পানি উঠাতে হবে। পানি উঠানোর সাথে সাথে বাকী সব পাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ الخ ঃ ১টি ইঁদুর বা এ পরিমাণের অন্য যে কোন প্রাণী পড়ে মরলে ২০ বালতি পরিমাণ পানি উঠানো ওয়াজিব। আর ৩০ বালতি পরিমাণ উঠানো মুস্তাহাব। এভাবে অন্যান্যগুলোর মধ্যে ও কম সংখ্যক বালতি পরিমাণ উঠানো ওয়াজিব। আর বাকী সংখ্যক মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিধান স্বাভাবিকভাবে পড়ে যাবার ক্ষেত্রে। আর যদি অন্যকোন প্রাণীর আক্রমণের কারণে ভীতু হয়ে পতিত হয় তাহলে সমস্ত পানি উঠান ওয়াজিব। কারণ এ ক্ষেত্রে ভয়ে পেশাব করে দেওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। দুটি ইঁদুর পড়ে মরলে শায়খাইনের মতে ২০ হতে ৩০ বালতি। আর ৩ হতে ৯টি পড়ে মরলে আবু হানীফা (র.) এর মতে ৪০ হতে ৬০ বালতি আর ১০টি হলে সম্পূর্ণ পানি উঠাতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ الخ ঃ কুকুর ও শূকরের ক্ষেত্রে মরা শর্ত নয়। বরং পতিত হলেই সমস্ত পানি ফেলান জরুরী। অন্যকোন প্রাণী পড়লে যদি জীবিত উঠান হয় তাহলে তার মুখ পানিতে ডুবেছে কিনা দেখতে হবে। যদি ডুবে থাকে তাহলে তার ঝুটার বিধান দেখে সে অনুযায়ী পানি পাক-নাপাক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ ঝুটা পাক হলে পানি পাক থাকবে, ঝুটা সন্দেহ যুক্ত হলে পানি সন্দেহ যুক্ত, ঝুটা নাপাক হলে পানি নাপাক।

وَعَدَدُ الدِّلَاءِ يُعْتَبَرُ بِالدَّلْوِ الْوَسَطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْآبَارِ فِى الْبُلْدَانِ فَإِنْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيْمٍ قَدْرَ مَايَسَعُ مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسَطِ أُحْتُسِبَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِيْنًا لَايُنْزَحُ وَ وَجَبَ نَزْحُ مَافِيْهَا اَخْرَجُوْا مِقْدَارَ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مِأتَا دَلْوٍ اِلٰى ثَلٰثِمِائَةٍ ـ وَإِذَا وُجِدَ فِى الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ اَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُوْنَ مَتٰى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِذَا كَانُوْا تَوَضَّئُوْا مِنْهَا وَغَسَلُوْا كُلَّ شَيْئٍ اَصَابَهٗ مَاؤُهَا ـ وَاِنْ انْتَفَخَتْ اَوْ تَفَسَّخَتْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِعَادَةُ شَيْئٍ حَتّٰى يَتَحَقَّقُوْا مَتٰى وَقَعَتْ ـ وَسُؤْرُ الْاٰدَمِىِّ وَمَايُؤْكَلُ لَحْمُهٗ طَاهِرٌ وَسُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسٌ وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطُّيُوْرِ وَمَا يَسْكُنُ فِى الْبُيُوْتِ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوْهٌ وَسُؤْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْاِنْسَانُ غَيْرَهٗ تَوَضَّأَ بِهٖ وَتَيَمَّمَ وَبِاَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ ـ

অনুবাদ ॥ বালতির সংখ্যা নির্ধানে শহরে কূপ হতে পানি উঠানোর জন্যে ব্যবহৃত বালতি ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা (কয়েকবারে) এ পরিমাণ পানি উঠানো হয়, যা মধ্যম ধরনের বালতিতে (অধিক সংখ্যক বারে) সংকুলান হয় তাহলে এর (মধ্যম বালতি) দ্বারা হিসাব করা হবে। কূপ যদি প্রবাহমান হয়, যা সেঞ্চন করা সম্ভব নয় আর সমস্ত পানি সেঞ্চন ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে যে পরিমাণ পানি বর্তমান আছে উক্ত পরিমাণ উঠিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে আগে পানির পরিমান স্থির করে নিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ২০০ -৩০০ বালতি পানি উঠাতে হবে। কূপের মধ্যে যদি মৃত ইঁদুর বা অন্যকোন প্রাণী পাওয়া যায় আর কোন্ সময় পড়েছে তা কেউ না জানে। আর তা ফুলে বা ফেটে-গলে না থাকে তাহলে এর পানি দ্বারা উযু করে থাকলে পূর্বের একদিন একরাতের নামায দোহরাতে হবে। এবং যে সব জিনিসে উক্ত পানি লেগেছে তাও ধুয়ে নিতে হবে। আর যদি পঁচে গলে থাকে তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর এক বর্ণনা মতে তিনদিন তিনরাতের নামায দোহরাতে হবে। আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে তাদের কিছুই দোহরাতে হবে না যতক্ষণ না সঠিকরূপে জানা না যায়, যে কখন পড়েছে।

ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের বিবরণ ঃ মানুষ ও যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তার ঝুটা-উচ্ছিষ্ট পাক। কুকুর, শূকর ও হিংস্র পশুর ঝুটা নাপাক। বিড়াল, মুরগী, হিংস্র পাখ-পাখালী এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণী যথা– সাপ ও ইঁদুর এর ঝুটা মাকরূহ। গাধা ও খচ্চরের ঝুটা সন্দেহযুক্ত। অতএব যদি কেউ তাছাড়া অন্যকোন পানি না পায় তাহলে ঐ পানি দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুম ও করবে। আর যেটা দ্বারা শুরু করুক জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مَيْتَةٌ – মুর্দার, মৃত প্রাণী, لَايَدْرُوْنَ – জানে না, اَعَادُوْا – দোহরাবে, يَتَحَقَّقُوْا – নিশ্চিত হবে, سُؤْرٌ – ঝুটা, سَبُعٌ ـ سِبَاعٌ – এর বহুঃ হিংস্র, بَهِيْمَةٌ ـ بَهَائِم – এর বহুঃ চতুষ্পদ প্রাণী, مُخَلَّاةٌ – ছেড়ে রাখা, ছুটা, طَيْرٌ ـ طُيُوْرٌ – এর বহুঃ পাখি, حَيَّةٌ – সাপ, بَغْلٌ – খচ্চর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قَوْلُهُ عَدَدُ الدِّلَاءِ الخ ঃ হানাফীগণের মতে বালতির সংখ্যা ধর্তব্য নয় বরং উক্ত পরিমান ধর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বড় এক বালতিতে যদি মধ্যম ২ বালতি পরিমান পানি ধরে তবে ২০ এর পরিবর্তে ১০ বালতি যথেষ্ট।

উচ্ছিষ্ট বা ঝুটার প্রকারভেদ ও বিধান ঃ قوله سُؤْرُ الْآدَمِيِّ الخ ঃ ঝুটার প্রকারভেদ। ঝুটা মোট পাঁচ প্রকার। যথা ঃ

(১) طَاهِرٌ بِالْاِتِّفَاقِ – সর্বৈক্য মতে পবিত্র। যেমন– মানুষ ও হালাল প্রাণীর ঝুটা। তবে শর্ত হল মুখে নাপাক কোন বস্তুর চিহ্ন বা আছর (প্রভাব) না থাকতে হবে।

(২) نَجِسٌ بِالْاِتِّفَاقِ – সর্বৈক্য মতে অপবিত্র। যেমন শূকর, কুকুরের ঝুটা। (একমাত্র ইমাম মালেক (র.)এর এতে মতনৈক্য করেন।)

(৩) مُخْتَلَفٌ فِيهِ – মত পার্থক্য বিশিষ্ট। যেমন শৃগাল, বাঘ, ভল্লুক, হাতি প্রভৃতির ঝুটা। হানাফীগণের মতে নাপাক, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে পাক।

(৪) مَكْرُوهٌ – মাকরূহ যেমন গাধা ও নাপাকখেকো প্রাণীর ঝুটা।

(৫) مَشْكُوكٌ – সন্দেহ যুক্ত যেমন-গাধা ও খচ্চরের ঝুটা, মুসান্নিফ (র.) ক্রমানুসারে এগুলো বর্ণনা করেছেন।

মানুষের ঝুটার বিধান ঃ উল্লেখ্য যে, হিন্দু-খৃষ্টান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ঝুটা পাক। ফতোয়া মতে তাদের পানাহারের অতিরিক্ত অংশ হালাল হলে মুসলমানদের জন্যে তা পানাহার করা জায়েয। তবে তাকওয়া বা পরহেযগারীতার বিষয়টি ভিন্ন। অমুসলিম জাতির নিকট পাক-নাপাকীর কোন প্রভেদ নেই। এ কারণে তা পরিহার করাই তাক্ওয়া। তদরূপ বেগানা নারী-পুরুষের ঝুটা পানাহার না করা অনেকের মতে তাকওয়া।

قَوْلُهُ سُؤْرُ الْهِرَّةِ الخ ঃ বিড়ালের ঝুটা, ছাড়া মুরগী, চিল, বাজ, কাক ইত্যাদির ঝুটা ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাকরূহ নয়; বরং পাক। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাকরূহে তানযিহী।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। طَهَارَةٌ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ط বর্ণের ওপর হরকতের বিভিন্নতায় অর্থের কি প্রভেদ হয় এবং এর বহু শাখা সত্ত্বে একবচন আনার কারণ কি? বর্ণনা কর।

২। প্রমাণের ভিত্তিতে উযূর ফরয সমূহ ও উহার সীমা বর্ণনা কর।

৩। نَوَاقِضِ وُضُوءٍ (উযূর ভঙ্গের কারণ) কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। উযূর ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব সমূহ আলোচনা কর।

৫। উযূর মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি? নিয়্যত ও মাথা মাসহের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কি? বর্ণনা কর।

৬। গোসলের ফরয কয়টি? এবং কি কি কারণে গোসল ফরয হয়? লিখ।

৭। গোসলের সুন্নত কয়টি এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নত? বর্ণনা কর।

৮। মহিলাদের জন্যে গোসলের সময় খোপা খোলা জরুরি কিনা? লিখ।

৯। مَاءٌ مُطْلَقٌ ও مَاءٌ مُقَيَّدٌ বলতে কি বুঝ? বিস্তারিত লিখ।

১০। উযূ ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভের জন্যে কোন্ কোন্ প্রকার পানি ব্যবহার বৈধ এবং কোন্ কোন্ পানি দ্বারা বৈধ নয়? লিখ।

১১। পানি মোট কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ।

১২। وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ اِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوْءُ بِهِ قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا অত্র ইবারতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ কর। এ প্রসঙ্গে কোন মতভেদ থাকলে তা স্ববিস্তারে আলোচনা কর।

১৩। غَدِيرٌ عَظِيمٌ ও مَاءٌ جَارِي দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এর বিধান কি? বর্ণনা কর।

১৪। دِبَاغَت কাকে বলে? এর বিধান ও পদ্ধতি কি? বর্ণনা কর।

১৫। مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ কাকে বলে এবং এর বিধান কি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

১৬। কূপে নাপাক পতিত হলে তা পাক করার বিধান কি? বিশদভাবে লিখ।

১৭। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْخَارِجَ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ إِشْتَدَّ مَرَضُهُ أَوْخَافَ الْجُنُبُ إِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَقْتُلُهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمَرِّضُهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِأَحَدِهِمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرٰى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ - وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُلِّ مَّا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيْخِ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ خَاصَّةً ، وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الْوُضُوْءِ - وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلٰى إِسْتِعْمَالِهِ وَلَايَجُوْزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِصَعِيْدٍ طَاهِرٍ - وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُوْ أَنْ يَجِدَهُ فِيْ اٰخِرِ الْوَقْتِ أَنْ يُّؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ إِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَيُصَلِّيْ بِتَيَمُّمِهِ مَاشَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ -

তায়াম্মুম প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ তায়াম্মুমের সময় যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি পানি না পায় বা শহরের বাইরে অবস্থানকারী যদি এমন দূরত্বে হয় যে, তার এবং পানির মাঝে এক মাইল বা এর চেয়ে অধিক দূরত্ব হয়। অথবা পানি তো পায় কিন্তু সে অসুস্থ। ফলে পানি ব্যবহার করলে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় করে। অথবা কোন জুনুবী ব্যক্তি যদি এরূপ আশংকা করে যে, গোসল করলে ঠান্ডায় তার প্রাণ কেড়ে নিবে বা অসুস্থ বানিয়ে দিবে তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

পদ্ধতি ঃ তায়াম্মুম হল মাটিতে দু'বার হাত মারা। একবার (হাত মারার) দ্বারা মুখ মন্ডল মাস্‌হ করবে। আর অপর বার (হাত মারার) দ্বারা দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাস্‌হ করবে। জানাবাত (ফরয গোসল) ও হদস (উযূ) এর তায়াম্মুম একই রকম। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাটি জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। যেমন– মাটি বালু, পাথর, সুরকী, চূনা, সুরমা ও হরিতাল প্রভৃতি। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) বলেন– মাটি ও বালু ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয নয়। তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরয, আর উযূর মধ্যে মুস্তাহাব।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ও আনুসঙ্গিক মাসায়েল ঃ (১) যে সব বস্তু উযূ ভঙ্গ করে তা তায়াম্মুম ও ভঙ্গ করে। ব্যবহারে সক্ষম এমন পানি দর্শন ও তায়াম্মুম বিনষ্ট করে, (২) পাক মাটি ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয নয়, (৩) যে ব্যক্তি পানি পায়না তবে শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার সে আশাবাদী তার জন্যে নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। সুতরাং (তখন) সে পানি পেলে উযূ করে নামায পড়বে নইলে তায়াম্মুম করবে। একই তায়াম্মুম দ্বারা ফরয ও নফলের যত নামায পড়তে ইচ্ছুক পড়বে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ تَيَمُّمٌ – অর্থ ইচ্ছা করা, পবিত্র মাটি দ্বারা শরীয়ত সম্মত পন্থায় পবিত্রতার ইচ্ছা করাকে تَيَمَّم বলে, خَارِجَ الْمِصْرِ – শহরের বাইরে, مِيْل – মাইল, اِشْتَدَّ – বৃদ্ধি পাবে অর্থে, يُمْرِضُ – তাকে অসুস্থ বানাবে, صَعِيْدٌ – মাটি تُرَابٌ -মাটি, رَمْلٌ -বালু, جَصٌّ -সুরকী, نُوْرَةٌ - চূনা, كُحْلٌ -সুরমা, زَرْنِيْخٌ - হরিতাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ তায়াম্মুমের সূচনা ঃ তায়াম্মুম এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য যা পূর্বে কোন উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। গায্ওয়ায়ে মুরাইসী' হতে প্রত্যাবর্তন কালে রাসূল (সাঃ) এক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে হযরত আয়েশা (রা.) এর হার হারিয়ে যায়, আর তা অনুসন্ধানে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। সেখানে পানি না থাকায় তাঁরা সংকটে পতিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) মেয়েকে বকা-ঝকা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত আয়েশার মর্যাদা ও সমুন্নত হয়।

তায়াম্মুমের রুকন দুটি ঃ (১) দু'বার হাত মারা, (২) মুখ মন্ডল ও উভয় হাত মাস্হ করা।

তায়াম্মুমের শর্ত ছয়টি ঃ (১) নিয়ত করা (ফরযের মধ্যে শামিল), (২) মাসহ করা, (৩) কমপক্ষে তিন আঙ্গুল দ্বারা মাস্হ করা, (৪) মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু হওয়া, (৫) তায়াম্মুমের মাটি পবিত্র হওয়া, (৬) পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

সুন্নত আটটি ঃ (১) বিসমিল্লাহ পড়া, (২) উভয় হাতের তালু মাটিতে মারা, (৩) মাটিতে হাত মারার পর নিজের দিকে টানা, (৪) পুনরায় সামনে হাত নেওয়া, (৫) হাত সামান্য ঝেড়ে ফেলা, (৬) আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত রাখা, (৭) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তথা আগে মুখ অতঃপর হাত মাস্হ করা, (৮) উভয় অঙ্গ মাস্হের মধ্যে বিলম্ব না করা।

قوله بَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيْلِ ঃ এখানে শহর দ্বারা পানির স্থান উদ্দেশ্য, শহরে পানির সহজ লভ্যতার কারণেই শহর বলা হয়েছে। পানি এক মাইল দূরত্বে হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে এটাই অধিকাংশের অভিমত। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে পানি হতে এ পরিমাণ দূরে থাকলে যে, পানি আনতে গেলে কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা আছে। কারো মতে মুখে আযান দিলে যে পর্যন্ত আযানের শব্দ শোনা না যায় এতটুকু দূরত্ব হলে।

مِيْل এর পরিমাণ ঃ এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহীহ মত হল আবুল আব্বাস আহমদ শিহাবুদ্দীন (র.) এর। তিনি বলেন– চার ফরসখে এক বারীদ, তিন মাইলে এক ফরসখ। এক হাজার বা' এ একমাইল। চার গজে (হাতে) এক বা'। আর ২৪ আঙ্গুলে (ইঞ্চিতে) গজ। আর ছয়টি যবের পিঠ পরস্পর মিললে এক আঙ্গুল। মোটকথা চার হাজার হাত তথা ২০০০ গজে শরয়ী এক মাইল।

তায়াম্মুম বৈধের ক্ষেত্র সমূহ ঃ নিম্নোক্ত কারণসমূহে তায়াম্মুম বৈধ। যথা–(১) পানি কমপক্ষে এক মাইল দূরে হওয়া, (২) পানি উঠানোর ব্যবস্থা না থাকা, (৩) পানি আনতে গেলে প্রাণ নাশের আশংকা থাকা, (৪) এমন বাহনে আরোহণ করা যেখান থেকে নেমে পানি ব্যবহার অসম্ভব, (৫) পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া। (যদি ঠান্ডা পানি ক্ষতিকর কিন্তু গরম পানি ক্ষতিকর নয় তবে গরম পানি ব্যবহার করতে হবে, (৬) পানি ব্যবহার করলে পিপাসায় কাতর হওয়ার আশংকা থাকা, (৭) পানি আনতে অক্ষম হওয়া, (৮) উযূ করতে গেলে জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

قوله مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ঃ মাটিজাত দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। মাটি জাত বলতে সেসব দ্রব্য উদ্দেশ্য যা পুড়ালে ছাই হয় না বা বিগলিত হয় না। তবে চূনা এর ব্যতিক্রম।

قوله رُؤْيَةُ الْمَاءِ الخ ঃ যে সব বিষয়ে উযূ ও গোসল ভঙ্গ হয় তাতে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়। তবে গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবার জন্য গোসলের ফরয আদায় পরিমাণ পানি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর নামাযের মধ্যে দেখলেও উক্ত নামায সহীহ হয়ে যাবে।

وَيَجُوْزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوْتَهُ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ فَلَهُ أَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ وَكَذٰلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيْدَ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَّفُوْتَهُ الْعِيْدُ ـ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوْتَهُ الْجُمُعَةُ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَكَذٰلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ إِنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلٰكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ فَائِتَتَهُ ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِيْ رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ صَلٰوتَهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُعِيْدُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً أَنْ يَّطْلُبَ الْمَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَّتَيَمَّمَ حَتّٰى يَطْلُبَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيْقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَّتَيَمَّمَ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ وَصَلّٰى ـ

অনুবাদ॥ (৪) সুস্থ মুকীম ব্যক্তির সামনে জানাযা উপস্থিত হলে যদি তার অলী অন্য কেউ হয় ফলে উযূ করতে গেলে নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার জন্যে তায়াম্মুম করা জায়েয, (৫) তদরূপ কেউ ঈদের জামাতে হাজির হল এমতাবস্থায় সে আশংকা করল যে, উযূ করতে গেলে তার ঈদের জামাত ছুটে যাবে তার জন্যে ও তায়াম্মুম জায়েয। (৬) যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে হাজির হয়ে আশংকা করে যে যদি উযূতে লিপ্ত হয় তাহলে তার জুমআ ছুটে যাবে তথাপি সে উযূ করবে। অতঃপর জুমআ পেলে জুমআ পড়বে। নতুবা চার রাকাত যোহর পড়বে। তদরূপ যদি সময় সংকীর্ণ হয় ফলে আশংকা করে যে, যদি উযূ করে তাহলে সময় চলে যাবে তাহলে সে তায়াম্মুম করবে না বরং উযূ করে তার কাযা নামায পড়বে। (৭) মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকতেই পানির কথা স্মরণ হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে নামায দোহরাতে হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে (উযূ করে) নামায দোহরাতে হবে। (৮) তায়াম্মুমকারীর যদি প্রবল ধারণা না হয় যে, তার নিকটবর্তী কোন স্থানে পানি আছে তাহলে তার জন্যে পানি খোঁজ করা জরুরী নয়। আর যদি পানি থাকার প্রবল ধারণা থাকে তাহলে পানি খোঁজ না করে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। (৯) যদি কোন সফররত ব্যক্তির সঙ্গির সাথে পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার নিকট পানি খুঁজবে। অতঃপর যদি সে দিতে অস্বীকার করে তবে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَدْرَكَ – পায়, ضَاقَ – সংকীর্ণ হয়, نَسِيَ – ভুলে যায়, يُعِيْدُ – দোহরাবে, لَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهِ – প্রবণ ধারণা না হয়. هُنَاكَ – সেখানে, لَمْ يَجُزْ – যথেষ্ট হবে না, رَفِيْقٌ – সঙ্গি, সাথী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قَوْلُهُ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ঃ মাটিজাত দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয, মাটি জাত বলতে সেসব দ্রব্য উদ্দেশ্য যা পুড়ালে ছাই হয় না বা বিগলিত হয় না। তবে চুনা এর ব্যতিক্রম।

قَوْلُهُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ الخ ঃ হানাফী মাজহাবে একই তায়াম্মুমে যে কোন নামায এবং যত ওয়াক্ত ইচ্ছা পড়তে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে প্রত্যেক ফরযের জন্য ভিন্ন তায়াম্মুম করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কারো উপর গোসল ফরয হলে যদি গোসলের দ্বারা ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে কিন্তু উযূ ক্ষতিকর না হয় তাহলে গোসলের পরিবর্তে সে তায়াম্মুম করবে, আর নামাযের জন্য ভিন্ন তায়াম্মুম করবে।

قَوْلُهُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ الخ ঃ যে সব বিষয়ে উযূ ও গোসল ভঙ্গ হয় তাতে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়। তবে গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবার জন্য গোসলের ফরয আদায় পরিমাণ পানি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর নামাযের মধ্যে পানি দেখলে উক্ত নামায সহীহ্ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْمُسَافِرُ اِذَا نَسِيَ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, এটা মুসাফিরের সাথে খাছ নয়। জামে সগীরের বর্ণনা মতে মুসাফির হৌক বা না হৌক সবার জন্য একই বিধান। তবে নামাযের মধ্যে পানির কথা স্মরণ হলে নামায ছেড়ে উযূ করবে ও নুতনভাবে নামায পড়বে। আর যদি পানি নেই ধারণা করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে। অতঃপর জানতে পারে যে, পানি আছে তাহলে সর্বৈক্য মতে নামায দোহরাতে হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ الخ ঃ যদি পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি খোঁজ করা আবশ্যক। তবে কতটুকু দূরত্বে থাকলে পানি খোঁজ করতে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

(১) হেদায়া ও কান্‌যের ভাষ্য মতে এক গালওয়াহ অর্থাৎ ৪০০ হাত বা ২০০ গজ।

(২) হালবী (র.) এর বর্ণনা মতে ৩০০ হাত বা নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার এরিয়া।

(৩) বাদায়ের ভাষ্য মতে যতদূর যেয়ে তালাশ করায় তার নিজের ও সাথীদের কষ্ট না হয় সে পরিমাণ আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত।

قَوْلُهُ مَعَ رَفِيْقِهِ الخ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে সাথীর নিকট চাওয়া ওয়াজিব, তরফাইনের মতে ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এরও এই অভিমত। আর চাওয়া সত্বে না পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে সর্বৈক্যমতে চাওয়া ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। تَيَمُّمٌ কাকে বলে? তায়াম্মুমের রুকন, শর্ত ও সুন্নত কয়টি ও কি কি ?

২। তায়াম্মুমের সূচনা কখন হয়? কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

৩। তায়াম্মুম জায়েয কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বর্ণনা দাও।

৪। একই তায়াম্মুমের দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়া জায়েয কিনা? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

৫ । কতটুকু দূরত্বে পানি থাকলে তায়াম্মুম বৈধ নয় এবং সাথীর নিকট পানি থাকলে চাওয়া জায়েয কিনা?

৬। কেউ কাছে পানি থাকা সত্বে তা ভুলে যাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করে নামায পড়লে তার বিধান কি বিস্তারিত লিখ।

৭। কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় লিখ।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا وَاِبْتِدَاؤُهَا عَقِيْبَ الْحَدَثِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْاَصَابِعِ يُبْتَدَأُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ وَفَرْضُ ذٰلِكَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلٰى خُفٍّ فِيْهِ خَرْقٌ كَثِيْرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ جَازَ ـ

মোজা মাস্‌হ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ মোজা মাস্‌হের বিধান ও নিয়ম ঃ ১. উযূ ওয়াজিবকারী সর্বপ্রকার অপবিত্রতা হতে (পা ধোয়ার পরিবর্তে) মোজার ওপর মাস্‌হ করা সুন্নতে রাসূল (সা.) দ্বারা প্রমাণিত। যখন তা (পা ধুয়ে) পবিত্রতা লাভের পর পরিধান করে থাকে, অতঃপর নাপাক হয়ে যায়, ২. মোজা পরিহিত ব্যক্তি মুকীম হলে একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাস্‌হ করতে পারে, আর মুসাফির হলে তিনদিন তিন রাত মাস্‌হ করতে পারে। এ সময়টা শুরু হবে নাপাক হওয়ার পর হতে। ৩. **পদ্ধতিঃ** হাতের আঙ্গুল সমূহ দ্বারা উভয় মোজার পিঠে রেখাকৃতি করে মাস্‌হ করতে হয়। আঙ্গুল হতে শুরু করে পায়ের নলির দিকে টানবে। এর ফরয হল হাতের তিন আঙ্গুল পরিমান। ৪. যে মোজা এত অধিক ফাটা যে, পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বের হয়ে যায় তার ওপর মাস্‌হ করা জায়েয নয়। আর এর কম হলে জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خُفَّيْنِ ـ خُفٌّ – এর দ্বিবচন, অর্থ– মোজা, بِالسُّنَّةِ – হাদীস বা নবীজীর আমল দ্বারা, اِذَا لَبِسَ – যখন পরিধান করে, عَقِيْبَ – পিছনে, পরে, خُطُوطًا ـ خَطٌّ – এর বহুঃ রেখা, দাগ, سَاق – পায়ের নলি, خَرْق – ফাটল, يَتَبَيَّنُ - প্রকাশ পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ ঃ মোজা মাস্‌হ এ উম্মতের বিশেষত্ব, মুতাওয়াতির হাদীস ও আমল দ্বারা প্রমাণিত। প্রায় ৮০জন সাহাবী (রা.) মোজা মাস্‌হের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মাস্‌হ জায়েযের শর্তাবলী ঃ قوله اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ الخ ঃ মাস্‌হ জায়েয হওয়ার শর্ত – (১) মোজা এমন মোটা হওয়া যে, তা না বাঁধলেও পায়ে আটকে থাকে, (২) কম পক্ষে তিন মাইল পথ নির্বিঘ্নে হেটে যাওয়া যায় এমন মোটা ও মজবুত হওয়া, (৩) পানি প্রবেশ করে এমন মোজা না হওয়া, (৪) এমন ঘন হওয়া যাতে পায়ের চামড়া দৃষ্টি গোচর না হয়।

قوله عَلٰى الطَّهَارَةِ ঃ মাস্‌হ জায়েয হওয়ার জন্যে উযূ করে মোজা পরিধান করা শর্ত। আগে পা না ধুয়ে মোজা পরলে উক্ত মোজার ওপর মাসহ জায়েয হবে না।

قوله وَاِبْتِدَائُهَا الخ ঃ মোজা পরিধানের পর যখন নাপাক হবে ঐ সময় হতে মাস্‌হের সময়সীমা শুরু হবে। কেননা তখন হতেই মোজা নাপাক প্রবেশ হতে প্রতিবন্ধক হয়।

قوله عَلٰى ظَاهِرِهِمَا ঃ মোজা মাসহের ব্যাপারটি মূলতঃ কিয়াস বর্হিভূত (নতুবা উপরে মাসহের পরিবর্তে নিচে মাস্‌হই যুক্তিযুক্ত ছিল।) এ কারণে হাদীসের নিয়ম পদ্ধতিকে স্বঅবস্থায় রাখা জরুরী। উল্লেখ্য যে, মাস্‌হ করারই যথেষ্ট।

وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَيُنْقِضُهُ اَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ فَاِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلّٰى وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ اَقَامَ فَاِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً اَوْ اَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْهُ تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوْقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ اَوْ مُنَعَّلَيْنِ وَقَالَا يَجُوْزُ اِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لَا يَشِفَّانِ ـ

অনুবাদ ॥ ৫. যার উপর গোসল ফরয তার জন্যে মোজার উপর মাস্‌হ করা জায়েয নয়।

মাস্‌হ ভঙ্গের কারণ সমূহ ঃ ১. যে সব বিষয় উযূ ভঙ্গ করে তা মোজার মাস্‌হ ও ভঙ্গ করে, তাছাড়া পা হতে মোজা খোলায় এবং মাসহের সময়সীমার সমাপ্তি ও মাস্‌হকে বিনষ্ট করে। ২. সুতরাং যখন সময়সীমা অতিবাহিত হবে (আর উযূ ঠিক থাকে) তখন মোজাদ্বয় খুলে পা ধুয়ে নিবে এবং নামায পড়বে, উযূর বাকী অঙ্গসমূহ দ্বিতীয়বার ধুতে হবে না। ৩. যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ শুরু করে। অতঃপর একদিন একরাত অতিক্রমের পূর্বে সফর শুরু করে তাহলে (প্রথম হতে) তিনদিন তিনরাত মাস্‌হ করবে। ৪. আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসহ শুরু করে পরে মুকীম হয় সে যদি একদিন একরাত বা ততোধিক দিন মাস্‌হ করে থাকে তাহলে তার জন্যে মোজা খুলে মাস্‌হ করা জরুরী। আর যদি এর চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে একদিন একরাত মাস্‌হ পূর্ণ করবে। ৫. যে ব্যক্তি মোজার ওপর জুরমূক পরিধান করে সে জুরমুকের ওপরই মাস্‌হ করবে। ৬. জাওরাবের উপর মাস্‌হ নাজায়েয, তবে পূর্ণ চামড়ার বা নীচে চামড়া লাগান থাকলে জায়েয, সাহিবাঈনের মতে মোটা ও ছেড়া না হলে জায়েয।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ نَزْعُ الْخُفِّ – মোজা খোলা, টানা, مُضِيُّ الْمُدَّةِ –সীমা অতিক্রম করা, بقية – অবশিষ্ট, جُرْمُوْق – মোজা হেফাযতের জন্য ওপরে পরিধেয় আবরণ, جَوْرَبَيْن – জাওরাব পূর্ণ চামড়া দ্বারা তৈরী মোজার উপর পরিধেয় বস্তু, لَا يَشِفَّانِ – পানি প্রবেশ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ঃ এটা সফওয়ান ইবনে আস্যাল (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

قوله وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ ঃ মাস্‌হের সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাস্‌হ ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং অন্যকোন কারণে উযূ বিনষ্ট না হলে কেবল পা ধুয়ে মোজা পরিধান করাই যথেষ্ট। বাকী উযূ দোহরাতে হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে নুতনভাবে উযূ করা জরুরী। এটা ঐ সময় যখন পা ধোয়ার জন্য পানি বিদ্যমান থাকে। আর যদি পানি না থাকে. আর ঐ সময় সে নামাযরত থাকে তাহলে অধিকাংশ আলিমের মতে নামায সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اَلْجُرْمُوْقُ ঃ ময়লা ও কাদা-মাটি হতে হেফাজতের জন্যে মোজার উপর জরমূক পরা হয়। এটা সাধারণত টাখনু পর্যন্ত হয়।

اَلْجَوْرَبَيْنِ ঃ جَوْرَبٌ এর দ্বিবচন, সম্পূর্ণ চর্মদ্বারা প্রস্তুত শক্ত মোজা বিশেষ।

وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ ـ

অনুবাদ ॥ (৬) পাগড়ী, টুপী বোরকা ও হাত মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েয নয়, ব্যান্ডেজের ওপর মাস্হ করা জায়েয যদি তা বিনা উযুতে বাঁধে। যদি ক্ষত না সারার পূর্বে ব্যান্ডেজ পড়ে যায় তথাপি মাস্হ বাতিল হবে না, তবে ক্ষত ভাল হওয়ার পারে পড়ে গেলে মাস্হ বাতিল হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عِمَامَة – পাগড়ী, قَلَنْسُوَة – টুপী, قُفَّازَيْن ـ قُفَّازٌ – এর দ্বিবচন, হাত মোজা, جَبِيْرَة এর বহুঃ جَبَائِر – ব্যান্ডেজ, পট্টি, بُرْءٌ – সুস্থ হওয়া, ভাল হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ঃ পাগড়ীর ওপর মাস্হ করা হানাফী গণের মতে নাজায়েয। কেননা আয়াতে وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ (তোমরা মাথা মাস্হ কর) বলা হয়েছে। পাগড়ীর ওপর মাস্হ করাকে কেউ মাথা মাস্হ করা বলেনা। বাকী বিভিন্ন হাদীসে পাগড়ীর ওপর মাস্হ জায়েয হওয়া সম্পর্কে যা প্রতীয়মান হয় তার উত্তর এই যে, এটা প্রথম ছিল পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْجَبَائِرِ ঃ মোজার ন্যায় ব্যান্ডেজের ওপর মাস্হ করা জায়েয। তবে চার দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে ব্যবধান আছে। যথা–

(১) ব্যান্ডেজের উপর মাস্হের কোন সময়সীমা নেই। কিন্তু মোজা মাসহের নিদিষ্ট সময় সীমা রয়েছে।

(২) ক্ষত শুকানোর পূর্বে ব্যান্ডেজ পড়ে গেলে মাস্হ বাতিল হয় না, মোজার ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যায়।

(৩) ব্যান্ডেজ বাধার জন্য পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। মোজা মাস্হের জন্য শর্ত।

(৪) ক্ষত শুকানোর পর ব্যান্ডেজ পড়ে গেলে কেবল ঐ জায়গা ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট। আর মোজাদ্বয়ের একটি খুললেই উভয় পা ধোয়া জরুরী।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। মাস্হের বৈধতার দলিল কি? মোজা মাসহের শর্ত কয়টি ও কি কি?

২। মোজা মাস্হের সময় সীমা কার জন্যে কতটুকু? মাস্হের পদ্ধতি কি?

৩। جُرْمُوْق ও جَوْرَبٌ কাকে বলে? এর হুকুম কি?

৪। মাস্হ ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি?

بَابُ الْحَيْضِ

اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ ـ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِىْ اَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتّٰى تَرٰى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلٰوةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا يَأْتِيْهَا زَوْجُهَا وَلَايَجُوْزُ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَلَايَجُوْزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ اِلَّا اَنْ يَّأْخُذَهُ بِغِلَافِهِ فَاِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْيُهَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِىْ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ كَامِلَةٍ وَاِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ جَازَ وَطْيُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ـ

<u>অনুবাদ ॥ হায়েয প্রসঙ্গ</u> ঃ ১. হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন তিন রাত, এর কম হলে তা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা, আর হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা হল ১০ দিন। এর অধিক হলে তা ইস্তিহাযা। ২. হায়েযের দিন সমূহে লাল, হলুদ এবং মেটে রঙের যে রক্ত মহিলারা দেখে তা হায়েয, খাটি সাদা রং দেখা পর্যন্ত।

<u>ঋতুবতী মহিলার বিধান</u> ঃ ১. হায়েয ঋতুবর্তী মহিলাদের নামায রহিত করে এবং রোযাকে হারাম করে, (পরে) রোযা কাযা করবে, নামায কাযা করবে না, মসজিদে প্রবেশ করবে না, বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করবে না এবং তার সাথে তার স্বামী সঙ্গম করবে না, ২. ঋতুবর্তী ও জুনুবী মহিলার জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। ৩. উযূ বিহীন ব্যক্তির জন্যে গিলাফ ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই। ৪. দশদিনের কমে হায়েযের রক্ত বন্ধ হলে গোসল করা বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয নয়। আর ১০ দিনের পর রক্ত বন্ধ হলে গোসলের আগে ও সঙ্গম করা জায়েয।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ</u> ঃ حَيْضٌ – অর্থ প্রবাহিত হওয়া, পরিভাষায় প্রাপ্ত বয়সে মহিলাদের যোনি পথে প্রবাহিত রক্ত ঋতুস্রাব। اَلْحُمْرَةُ – লাল, اَلصُّفْرَةُ – হলদে, الْكُدْرَةُ – মেটে, اَلْبَيَاضُ – সাদা, وَلَايَاْتِيْهَا زَوْجُهَا – এখানে স্বামী আমার দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য, اَلْمُصْحَفُ – কুরআন মজীদ।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥</u> قوله اَقَلُّ الْحَيْضِ الخ ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা যা উল্লিখিত হয়েছে তা হানাফীগণের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে নিম্নে একদিন উর্ধ্বে ১৫ দিন। ইমাম মালেক (র.) এর মতে নিম্নতম এক ঘন্টা ও হতে পারে। আর অধিকের কোন সীমা নেই।

ফায়েদা ঃ হায়েযের সূচনা ঃ ১. হাকেম ও ইবনে মুনযির হযরত আনাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে সময় হযরত হাওয়াকে বেহেশত হতে বের করা হয় তখন হতে এর সূচনা হয়। (এর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন– গন্দম ছিড়ার দরুন যখন গাছ থেকে রস ঝরতে থাকে। তখন গাছে বদদোয়া করে। ফলে হায়েযের সূত্রপাত হয়।) ২. এটাও বর্ণিত আছে যে, আদম (আ.) এর কন্যা সন্তানের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ৩. কারো কারো মতে বনী ইস্রাঈলের থেকে এর সূত্রপাত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) এর একটি হাদীস দ্বারা এর সমার্থন বুঝা যায়।

ঋতুস্রাবের রং ঃ قوله وَمَاتَرَاهُ الْمَرْأَةُ ঃ হায়েযের রক্তের রং মোট ছয় প্রকার হতে পারে। যথা– (১) সাদা, (২) লাল, (৩) হলদে, (৪) সবুজ, (৫) ঘোলা ও (৬) মেটে। লাল ও কালো রঙের রক্ত ইজমা মতে হায়েয। গাঢ় ও হলদে রক্ত সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে হায়েয। হালকা হলদে ঘোলা ও মেটে রঙের রক্ত তরফাইনের মতে হায়েয। ইমাম আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে হাল্কা মেটে রক্ত হায়েয নয়। তবে হায়েযের শেষাংশে হলে তা হায়েয সাব্যস্থ হবে। আর খাটি সাদা রং সম্পর্কে কারো কারো অভিমত এই যে, এটা হায়েয বন্ধ হবার পর দৃষ্টি গোচর হয়। তবে আল্লামা হানীফ গঙ্গুহী (র.) এর তাহকীক মতে এর দ্বারা হায়েয বন্ধ হওয়া উদ্দেশ্য। মূলতঃ এটা কোন রক্তই নয়।

قوله تَقْضِى الصَّلٰوةَ الخ ঃ নামায ও রোযার কাজার মধ্যে পার্থক্যের কারণ ঃ যেহেতু রোযা বৎসরে একবার। এ কারণে তার কাযা আদায় করা কষ্টকর নয়। পক্ষান্তরে নামায আসে প্রতি দিনে ৫ বার। সুতরাং এটা কাযা করা মহিলাদের জন্য কষ্টকর। এহেতু শরীঅত এটাকে মাফ করে দিয়েছে।

قوله وَلَايَاتِيهَا زَوْجُهَا ঃ নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ বিবস্ত্র করে পরস্পর মিলিয়ে যৌন আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ। তবে বাকী অঙ্গদ্বারা জায়েয। এ সময়ে সহবাস করা কঠোর হারাম।

قوله قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ الخ ঃ দোয়া স্বরূপ সামান্য অংশ– যেমন بِسْمِ اللّٰهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা এক এক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন পড়া বা পড়ান জায়েয।

وَالطُّهْرُ اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِىْ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِىْ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِاَكْثَرِهٖ وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ هُوَ مَاتَرَاهُ الْمَرْأَةُ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرُّعَافِ لَايَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَلَا الصَّوْمَ وَلَا الْوَطْئَ وَاِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوْفَةٌ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوْغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِىْ اِسْتِحَاضَةٌ - وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِىْ لَايَرْقَأُ يَتَوَضَّؤُوْنَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَيُصَلُّوْنَ بِذٰلِكَ الْوُضُوْءِ فِى الْوَقْتِ مَاشَاءُوْا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَاِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوْءُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اِسْتِيْنَافُ الْوُضُوْءِ لِصَلٰوةٍ اُخْرٰى وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ وَالدَّمُ الَّذِىْ تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِىْ حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَلَدِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهٗ وَاَكْثَرُهٗ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِى النِّفَاسِ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِىْ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَاخَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيْبَ الوَلَدِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِىْ -

অনুবাদ ॥ হায়েযের সময় সীমার মধ্যে দু'রক্তের মাঝে যে তুহর বা পবিত্রতা দেখা যায় তা হায়েয পরিগণিত হবে। তুহর বা পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন। বেশীর কোন সীমা নেই। ৮. তিন দিনের কমে ও ১০ দিনের উর্ধ্বে যে রক্ত দেখা যায় তা হল ইস্তিহাযা। এর বিধান নাকসীরের (নাক দিয়ে রক্ত ঝরার) বিধানের ন্যায়। এটা নামায, রোযা ও সহবাসের প্রতিবন্ধক নয়। ৯. যদি রক্তস্রাব ১০ দিনের বেশী হয় আর উক্ত মহিলার হায়েযের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিকে ফিরাতে হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলি ইস্তিহাযা গণ্য হবে। ১০. যদি কোন মহিলা বালেগা হওয়ার সাথে সাথে ইস্তিহাযাগ্রস্থ হয় তাহলে প্রতিমাসে ১০ দিন তার হায়েয ধরা হবে, বাকীটা ইস্তিহাযা। ১১. ইস্তিহাযার রোগিনী এবং যার অনবরত পেশাব ঝরে বা সব সময় নাক হতে রক্ত ঝরে, যে ক্ষত হতে সব সময় পূঁজ-রক্ত ঝরে এ ধরনের রোগীরা প্রত্যেক ওয়াক্তে উযূ করবে এবং ঐ উযূ দ্বারা উক্ত ওয়াক্তের ফরয ও নফল যত ইচ্ছা পড়বে। ওয়াক্ত শেষ হলে তাদের উযূ বাতিল হয়ে যাবে। পরে তাদের অন্য নামাযের জন্যে নূতন উযূ করা আবশ্যক।

নিফাসের সংজ্ঞা সময়সীমা ও বিধান ঃ ১. সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলে। গর্ভ ধারিনী গর্ভ অবস্থায় যে রক্ত দেখে এবং সন্তান প্রসবকালে.প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত মহিলারা যে রক্ত দেখে তা ইস্তিহাযা। ২. নিফাস তথা সন্তান প্রসবান্তে ক্ষরিত রক্তের কোন সময়সীমা নেই। তবে সর্বোচ্চ তা ৪০ দিন হতে পারে। এর অতিরিক্ত হলে তা ইস্তিহাযা। ৩. যদি রক্ত ৪০ দিন অতিক্রম হয়ে যায় আর উক্ত মহিলা এর আগে ও সন্তান প্রসব করে থাকে এবং তাঁর নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে তবে উক্ত অভ্যাসের দিনগুলো প্রতি রুজু করতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন অভ্যাস না থাকে তাহলে ৪০ দিন নিফাস গণ্য হবে। ৪. যদি কোন মহিলার একই গর্ভে দু'টি সন্তান প্রসব হয় তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতে প্রথম সন্তানের পর হতেই তার নিফাস গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফর (র.) এর মতে দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠের পর হতে নিফাস গণনা করা হবে।

শব্দিক বিশ্লেষণ ঃ طُهْرٌ – পবিত্রতা, تَخَلُّلَ – মাঝে পতিত হয়, اَلْجَارِىْ – প্রবাহিত, غَايَةٌ – সীমা, رُعَافٌ – নাকসীর, নাক দ্বারা রক্ত ঝরা, عَادَةٌ – অভ্যাস, مَعْرُوفَةٌ – পরিচিত, নির্দিষ্ট অর্থে। سَلِسُ الْبَوْلِ –পেশাবের ফোটা ঝরা বা ~~বহুমূত্র রোগ~~, اَلرُّعَافُ الدَّائِمِ –সদা নাক হতে রক্ত ঝরা, لَايَبْرَئُ – নিরাময় হয়না, اِسْتِيْنَافٌ – নুতনভাবে শুরু করা, عَقِيْبَ – পিছনে, পরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَالطُّهْرُاِذَاتَخَلَّلَ الخ ঃ দু'রক্তের মাঝের রক্ত বিহীন দিনগুলো রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই শামিল। চাই হায়েযের রক্ত হোক বা নেফাসের। মহিলাদের রক্ত স্রাবের ধারাবাহিকতা থাকা না থাকার মাসআলা বেশ জটিল। এ কারণে সহজবোধ্যতার জন্যে মতভেদসহ ছক আকারে পেশ করা হল–

ক্রমিক	মাছআলা	আবূ ইউসূফ (র.)	মুহাম্মদ (র.)	ইমাম যুফর (র.)	হাসান (র.)
১	১ দিন রক্ত ৮ দিন তুহর ১দিন রক্ত	সম্পূর্ণ হায়েয	হায়েয নয়	হায়েয নয়	হায়েয নয়
২	২ দিন রক্ত ৭ তুহর ও ১ দিন রক্ত	,,	,,	সম্পূর্ণ হায়েয	,,
৩	৩ দিন রক্ত ৬ তুহর ১ দিন রক্ত	,,	৩ দিন হায়েয	,,	প্রথম ৩ দিন হায়েয
			বাকী ইস্তিহাযা		বাকী ইস্তিহাযা
৪	১ দিন রক্ত ৬ তুহর ৩ দিন রক্ত	,,	শেষ ৩ দিন হায়েয	,,	শেষ ৩ দিন হায়েয
৫	৪ দিন রক্ত ৫ তুহর ১দিন রক্ত	,,	সম্পূর্ণ হায়েয	,,	প্রথম ৪ দিন হায়েয
৬	১দিন রক্ত ৫ তুহর ৪ দিন রক্ত	,,	,,	,,	শেষ ৪ দিন হায়েয
৭	১ দিন রক্ত ২ তুহর ১ দিন রক্ত	,,	,,	,,	সম্পূর্ণ হায়েয
৮	৩ দিন রক্ত ৬ তুহর ৩ দিন রক্ত	প্রথম ১০ দিন হায়েয	প্রথম ৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তিহাযা	প্রথম ১০ দিন হায়েয	প্রথম ৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তহাযা

ইস্তিহাযা ঃ قوله اَلْاِسْتِحَاضَةُ ঃ পাঁচ প্রকারের রক্তকে ইস্তিহাযা গণ্য করা হয়। যথা– (১) ৯ বছরের কম ও ৫৫ বছরের অধিক বয়সী হলে, (২) ৩ দিনের কম হলে, (৩) ১০ দিনের অধিক হলে, (৪) গর্ভাবস্থায় প্রবাহিত হলে, (৫) নিফাসে ৪০ দিনের বেশী হলে।

قوله حُكْمُ الرُّعَافِ ঃ অনবরত নাক দ্বারা রক্ত ঝরাকে رُعَاف বলে, এর বিধান হল প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সময় নুতন উযূ করে নামায পড়বে। রমযান হলে রোযা রাখবে। নামায ও রোযা কোনটি মাফ নয়।

قوله رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا ঃ অর্থাৎ যে কয়দিন হায়েয আসা তার অভ্যাস বা নিয়ম ছিল ঐ কয়দিনই হায়েয গণ্য করতে হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

قوله وَالْمُسْتَحَاضَة ইস্তিহাযার রোগী, বহুমূত্র ও নাক দ্বারা অনবরত রক্তঃ ক্ষরণের রোগী ইত্যাদির জন্যে হানাফী মাযহাবমতে এক ওয়াক্তের উযূ দ্বারা উক্ত ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত সহ কাযা নামায ও যা ইচ্ছে আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্যে ভিন্ন উযূ করতে হবে।

قوله فَنِفَاسُهَا مَاخَرَجَ الخ ঃ শায়খাইন (র.) এর মতের স্বপক্ষে বলেন যে, যেহেতু প্রথম সন্তান ভূমিষ্টের সাথে সাথে তার জরায়ুর মুখ খুলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। সুতরাং ঐ সময় হতেই নিফাস ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে. নিফাস শুরুর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও ইদ্দত সমাপ্তি সর্বৈক্যমতে দ্বিতীয় সন্তান থেকে ধর্তব্য হবে। আর দুই সন্তান প্রসবের মাঝে ছয় মাসের কম হলে শেষেরটি জারজ পরিগণিত হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। حيض এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? কখন হতে এর সূচনা হয়েছে বিস্তারিত লিখ।
২। حيض এর সর্বনিম্ন ও সর্বোর্ধ সময়সীমা বর্ণনা কর। এর কম-বেশী স্রাবকে কি বলে?
৩। হায়েয ও এস্তেহাযার বিধান কি বিস্তারিত লিখ।
৪। طهر কাকে বলে? এর সময়সীমা কতটুকু বর্ণনা কর।
৫। مَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِى بَطْنٍ وَاحِدٍ এর মতান্তরসহ ব্যাখ্যা কর।
৬। رُعَاف এর সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা কর।
৭। نِفَاس কাকে বলে? এর সময়সীমা ও বিধান কি? লিখ।

بَابُ الْاَنْجَاسِ

تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّيْ وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَيَجُوْزُ تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَاِذَا اَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجُفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْاَرْضِ جَازَ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُ رُطْبِهِ فَاِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ اَجْزَأَهُ فِيْهِ الْفَرْكُ ، وَالنَّجَاسَةُ اِذَا اَصَابَتِ الْمِرْاٰةَ اَوِ السَّيْفَ اِكْتَفٰى بِمَسْحِهِمَا وَاِنْ اَصَابَتِ الْاَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ اَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا ـ

নাপাকী প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. নামাযী ব্যক্তির শরীর, কাপড় ও নামাযের স্থান নাপাকী থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। ২. নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিল করা জায়েয পানি দ্বারা এবং এমন সকল তরল বস্তু দ্বারা যাদ্বারা নাপাকী দূরীভূত করা সম্ভব। যথা–সিরকা, (জুস) গোলাপ পানী প্রভৃতি। ৩. যদি মোজায় শরীর বিশিষ্ট নাপাকী লাগে (তথা শক্ত দৃশ্যমান হয়) আর তা শুকিয়ে যাওয়ার পর মাটিতে মুছে ফেলে তাহলে উক্ত মোজা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয। ৪. বীর্য নাপাক। পাতলা (তরল) হলে তা ধোয়া ওয়াজিব। আর যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তাহলে কোন বস্তু দ্বারা খুটে ফেললে যথেষ্ট হবে। ৫. যদি আয়না বা তরবারী (ও এ জাতীয় শক্ত বস্তুতে) নাপাকী লাগে তাহলে তা ঘসে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ الاَنْجَاس ـ نَجَسٌ – এর বহুঃ ج যবরযুক্ত হলে মূল নাপাকী, আর যেরযুক্ত হলে নাপাক বস্তুটি, تَطْهِيْر পবিত্র করা, مَائِع – তরল, পাতলা, اِزَالَتُهَا – উহা দূরীভূত করা, جِرْم – শরীর, فَدَلَكَهُ – তা মুছে ফেললো, الفَرْكُ – খুচিয়ে বা খুটে উঠানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ الخ – পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, আল্লাহ পাক নিজে পবিত্র, পবিত্রতাকে তিনি পসন্দ করেন। কেবল পোশাক পরিচ্ছদই নয় বরং ঘর-বাড়ীর পরিবেশ, সকল কাজ কারবার ইত্যাদি সব কিছুরই নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা ইসলামে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সর্বপ্রকারের অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করণে সচেষ্ট থাকা অপরিহার্য।

قوله وَيَجُوْزُ الخ ঃ এটা শায়খাইন (র.) এর অভিমত, ইমাম মুহাম্মদ, শাফেয়ী, মালেক ও যুফর (র.) এর মতে কেবল পানি দ্বারাই পাক হতে পারে।

قوله يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا ঃ এর দ্বারা মধু, তৈল ইত্যাদি তরল বস্তু বাদ দেয়া উদ্দেশ্য যাদ্বারা পাক হয় না।

قوله نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ الخ ঃ এখানে جرم তথা শরীর বিশিষ্ট দ্বারা ঘনত্ব ও স্থূলদেহ বিশিষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য যা শুকিয়ে গেলে ও কোন বস্তু দ্বারা উঠিয়ে ফেলা সম্ভব। যেমন– মল, গোবর প্রভৃতি। বর্ণিত মতটি শায়খাইন (র.)-এর। ইমাম মুহাম্মদ এর মতে এ ক্ষেত্রে ও ধোয়া জরুরী।

قوله وَاِنْ اَصَابَتِ الْاَرْضَ الخ ঃ হানাফী তিন ইমামের মতে উক্ত মাটি পাক হয়ে যাবে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়। আর ইমাম শাফেয়ী ও যুফর (র.) এর মতে পাক হবে না। সুতরাং নামায ও তায়াম্মুম কোনটিই জায়েয নয়।

وَمَنْ اَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْخَمْرِ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ اَوْمَا دُوْنَهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ وَاِنْ زَادَ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ مَالَمْ تَبْلُغْ رُبْعَ الثَّوبِ وَتَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ اَلَّتِيْ يَجِبُ غَسْلُهَا عَلٰى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا اِلَّا اَنْ يَّبْقٰى مِنْ اَثَرِهَا مَايَشُقُّ اِزَالَتُهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا اَنْ يَّغْسَلَ حَتّٰى يَغْلِبَ عَلٰى ظَنِّ الْغَاسِلِ اَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَالْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يُجْزِئُ فِيْهِ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُمَا يَمْسَحُهُ حَتّٰى يُنَقِّيْهِ وَلَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ وَاِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيْهِ اِلَّا الْمَاءُ اَوِ الْمَائِعُ وَلَا يَسْتَنْجِيْ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيَمِيْنِهِ ـ

অনুবাদ ॥ ৬. কোন ব্যক্তির (শরীরে বা কাপড়ে) যদি এক দেরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ নাজাসাতে গালীযা (কঠোর নাপাকী) লাগে যেমন রক্ত, মল-মূত্র, মদ প্রভৃতি তাহলে উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয। আর এর অধিক হলে জায়েয নয়। ৭. আর যদি নাজাসাতে খাফীফা (হাল্‌কা নাপাকী) লাগে যথা– হালাল প্রাণীর মূত্র তাহলে কোন অঙ্গের বা অংশের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ না হলে উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয। ৮. যে সব নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে ধৌত করা ওয়াজিব তা দু'প্রকার। (ক) যদি তা দৃশ্যমান বস্তু হয় তাহলে তার অস্তিত্ব বিলীন হওয়াই তার পবিত্রতা; তবে যদি তার চিহ্ন দূরীভূত করা দুরূহ হয় তা এবং (খ) যার দৃশ্যমান অস্তিত্ব নেই এর পবিত্রতা হল ধৌতকারীর ধারণায় নাপাকী অবশিষ্ট নেই এমন সময় পর্যন্ত ধৌত করা।

এস্তেঞ্জা প্রসঙ্গ ঃ ১. (পেশাব-পায়খানার পর) এস্তেঞ্জা (পবিত্রতা হাসিল) সুন্নত। পাথর, মাটির ঢিলা এবং এর স্থলাভিষিক্ত বস্তু এর জন্যে যথেষ্ট। পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত নাপাকীর স্থান মুছতে হবে। এর কোন নির্দিষ্ট সুন্নত সংখ্যা নেই। তবে (সর্বশেষ) পানি দ্বারা ধৌত করাই উত্তম, ২. আর নাপাকী (মল-মূত্র) যদি বের হওয়ার স্থান (এক দেরহাম) হতে অতিক্রম করে যায় তাহলে পানি বা ঐ জাতীয় তরল বস্তু ছাড়া পাক হবে না। ৩. হাড়, গোবর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُغَلَّظَةٌ – কঠোর, مُخَفَّفَةٌ – হালকা, পাতলা (নিম্নমানের উদ্দেশ্য), غَائِط – মল, পায়খানা, مَرْئِيَة – দৃশ্যমান, اَثَرُهَا – তার প্রভাব, চিহ্ন, مَايَشُقُّ اِزَالَتُهَا – যা দূর করা দুরূহ, কষ্টকর, مَدَرٌ – ঢিলা-মাটি, يُنَقِّيْه – তা পরিষ্কার করে, رَوْثٌ – গোবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ ঃ নাজাসাতে গলীজা কাকে বলে এ প্রসঙ্গে হানাফী আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। যথা– ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে যে নাপাকী প্রমাণিত হওয়ার দলিলের বিপক্ষে কোন দলিল নেই সেটা নাজাসাতে গলীজা। আর থাকলে সেটা খফীফা সাহিবাইনের

মত যে নাপাকীর ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা গলীজা, আর ইজমা না হলে সেটা খফীফা (ব শিথিলতা সম্পন্ন)।

পাক-নাপাক রক্ত ঃ قوله وَالدَّمُ ঃ রক্ত দ্বারা মানুষ বা পশুর প্রবাহিত রক্ত উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, গোশতের মধ্যে যবাইর পরে যে রক্ত থাকে তা নাপাক ও হারাম নয়। কোরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত নাপাক।

মোট ১২ প্রকারের রক্ত নাপাক নয়। যথা– (১) অপ্রবাহিত রক্ত, (২) শহীদের রক্ত, (৩) গোশতের রক্ত, (৪) রগের রক্ত, (৫) কলিজা, (৬) দিল, (৭) পরান, (৮) মাছ, (৯) মশা, (১০) মাছি ও (১১) ছারপোকার রক্ত।

قوله مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ ঃ গাঢ় হলে এক দিরহাম তথা রৌপ্য মুদ্রা (২০ কীরাত ওযন) ও তরল হলে হাতের তালু পরিমাণ মাফ। আর খফীফা হলে শরীর বা কাপড়ের যেকোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম হলে মাফ, উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয।

قوله اَلْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ ঃ ইস্তিঞ্জা অর্থ পবিত্রতা লাভ করা, চাই তা ঢিলা, পানি বা টয়লেটপেপার দ্বারাই হোক। পেশাব-পায়খানার পর উক্ত স্থান পরিষ্কার করা সুন্নত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে নয়, বরং অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা– মল-মূত্র যদি এক দেরহাম পরিমান জায়গা অতিক্রম করে যায় তাহলে তাথেকে পবিত্রতার্জন ফরয। আর এক দেরহাম পরিমান জায়গায় লাগলে ওয়াজিব, এক দিরহামের কম জায়গায় লাগলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর পার্শ্বে মোটেই না লাগলে মুস্তাহাব।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। কোন্ কোন্ বস্তু হতে নাপাকী দূরীভূত করা ওয়াজিব?

২। নাপাকী হতে পবিত্র করার জন্য গ্রন্থকার মোট যে কয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত লিখ।

৩। নাজাসাতে গলীজা কাকে বলে? এর বিধান কি বিস্তারিত লিখ।

৪। কোন্ রক্ত পাক ও কোন্ রক্ত নাপাক বিস্তারিত লিখ।

৫। استنجاء অর্থ কি? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এর বিধান কি? বিশদভাবে লিখ।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِى الْأُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَئٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَئِ الزَّوَالِ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَئٍ مِثْلَهُ ـ

নামায অধ্যায়

অনুবাদ ॥ নামাযের ওয়াক্ত প্রসঙ্গ ঃ ১. ফজরের শুরু ওয়াক্ত হল যখন সুবহে সাদিক উদয় হয়। আর তা হল পূর্বাকাশে চওড়া (আড়াআড়ি) শুভ্র আভা। ফজরের শেষ ওয়াক্ত হল সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। ২. যুহ্রের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) হেলে যায়। আর শেষ ওয়াক্ত হল আবু হানীফা (র.) এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ছাড়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমান হবে (তখন পর্যন্ত)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صَلٰوة – নামাযের প্রতিশব্দ, صِلى – শব্দমূল হতে গঠিত, মূল অর্থ, تَحْرِيكُ الصَّلَوَيْنِ – নিতম্বদ্বয় নড়াচড়া করা, নামাযের মধ্যে উভয় নিতম্ব নড়াচড়া করার কারণে এ নাম হয়েছে। এর বহুঃ صَلَوَات – صَلٰوة শব্দটি দোয়া, এস্তেগফার, রহমত, দরূদ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, الفَجْرُ الثَّانى – সুবহে সাদিক, البَيَاضُ – শুভ্রতা, المُعْتَرِضُ – আড়াআড়ি, প্রস্থ, افُق – দিগন্ত, আকাশের কিনারা, فَيْئٌ ছায়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ اَلْفَجْرُ الثَّانِىْ ঃ সুবহে সাদিক, রাতের শেষলগ্নে প্রথমে একবার পূর্বাকাশ কিছুটা আলোকিত হয়ে পরে উক্ত আলো দূরীভূত হয়ে যায়। এটাকে فَجْر أَوَّل বা সুবহে কাযিব বলে। এর সামান্য পরে প্রস্থভাবে পুনরায় আলোকিত হয়ে ক্রমান্বয়ে দিনের সূচনা করে। ওটাকে فَجْر ثَانى বা সুবহে সাদিক বলে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) প্রথম দিন সুবহে সাদিকের সময় এবং দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে ফজরের নামায পড়িয়ে নবী করীম (সা.) কে বলেছিলেন-এর মাঝেই আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য ফজরের নামাযের সময়।

قوله وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ الخ ঃ যুহরের ওয়াক্ত সর্ব সম্মতিক্রমে সূর্য পশ্চিমাকাশে অবনমিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়। তবে শেষ হওয়ার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। আর সাহিবাইন, ইমাম যুফর, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে এক গুণ হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য ইমাম হাসান (র.) কর্তৃক বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা (র.) এর অপর একমত জমহুর এর মতই। ইমাম তাহাবী এটাই গ্রহণ করেছেন। তহ্তাবী (র.) বলেন– যুহর এক গুণ ছায়া হওয়ার পূর্বে এবং আছর দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার পরে পড়ার মধ্যে সাবধানতা বিদ্যমান। যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

ছায়ায়ে আস্লী বা মূল ছায়া নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ সমতল স্থানে বৃত্ত তৈরী করে তার মধ্যভাগে একটি কাঠি স্থাপন করতে হবে। অতঃপর সকালে ছায়া কমতে কমতে যখন বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে তথায় একটি চিহ্ন দিবে। দ্বিপ্রহরে ছায়া হ্রাস পাওয়া বন্ধ হওয়ার স্থানে আরেকটি চিহ্ন এবং পুনরায় বর্ধিত হয়ে যখন বৃত্ত অতিক্রম করবে সে স্থানেও একটি চিহ্ন দিবে। এবার দুই প্রান্তের চিহ্নের উপর সরল রেখা টেনে ঠিক মধ্যভাগ বরাবর যতটুকু দূরত্ব থাকবে তাই মূল ছায়া গণ্য হবে। চিত্রাকারে প্রদত্ব হল লক্ষ কর–
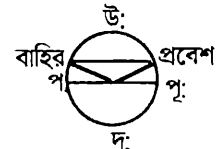
وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِىْ يُرٰى فِى الْاُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ الْحُمْرَةُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِى الصَّيْفِ وَتَقْدِيْمُهَا فِى الشِّتَاءِ وَتَاْخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرُ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلٰى مَاقَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُسْتَحَبُّ فِى الْوِتْرِ لِمَنْ يَّاْلَفُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ اَنْ يُّؤَخِّرَ الْوِتْرَ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ وَاِنْ لَمْ يَثِقْ بِالْاِنْتِبَاهِ اَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ ـ

অনুবাদ ॥ ৩. আসরের ওয়াক্তের শুরু হল উভয় বর্ণনা মতে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে। আর শেষ ওয়াক্ত হল সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। ৪. মাগরিবের ওয়াক্তের শুরু সূর্যাস্তের পর, আর এর শেষ ওয়াক্ত শাফাক বা শুভ্র আভা অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত। আবু হানীফা (র.) এর মতে শাফাফ ঐ শুভ্র আভা যা আকাশের কিনারায় (পশ্চিম দিগন্তে) রক্তিম আভার পরে পরিলক্ষিত হয়। সাহিবাইনের মতে রক্তিম আভাটিই শাফাক। ৫. ইশার ওয়াক্তের শুরু হল শাফাক (রক্তিম বা শুভ্র আভা) অস্তমিত হওয়ার পর এবং শেষ ওয়াক্ত হল সুবহে সাদিক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। ৬. বিতিরের ওয়াক্তের শুরু ইশার নামাযের পর এবং শেষ ওয়াক্ত ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত।

নামাযের মুস্তাহাব সময় ঃ মুস্তাহাব হল ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পরে পড়া। গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায, তাপ কম হওয়ার (ঠাণ্ডা হওয়ার) পরে পড়া এবং শীতকালে ওয়াক্তের শুরুতে পড়া। আসরের নামায সূর্যের রং পরিবর্তন (হলুদ) না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা। মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া এবং ইশার নামায রাতের প্রথম প্রহরের (এক তৃতীয়াংশের) পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা। আর বিতির নামাযের ব্যাপারে মুস্তাহাব হল যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ার আগ্রহশীল তার জন্যে রাতের শেষাংশে পড়া। আর যদি রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আস্থা না রাখে তাহলে নিদ্রার পূর্বে বিতির পড়বে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شَفَق – এর মূল অর্থ হালকা, পাতলা, হালকা আলোকজ্জ্বল অর্থে ও ব্যবহৃত হয়, حُمْرَة – লালিমা, রক্তিম, اِسْفَار – ফর্সা করা, اِبْرَاد – ঠাণ্ডা করা, صَيْف – গ্রীষ্মকাল, شِتَاء – শীতকা يَّاْلَفُ – আগ্রহশীল হয়, لَمْ يَثِقْ – আস্থা না রাখে, بِالْاِنْتِبَاه – জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে, اَوْتَرَ – বিতির পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مَالَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত হল হানাফী গণের মতে شفق অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। আর ইমাম শাফেয়ী' (র.) এর মতে সূর্যাস্তের পর উযূ ও আযান ইকামাতের পর পাঁচ রাকাত বা কোন বর্ণনায় তিন রাকাত নামায পড়া পর্যন্ত। কারণ জিব্রাইল (আ.) উভয়দিন একই ওয়াক্তে মাগরিবের ইমামতী করেছিলেন। হানাফীগণ তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত شفق অস্তমিত হওয়ার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তবে شفق এর অর্থ আবু হানীফা (র.) শুভ্র আভা ও সাহিবাইন রক্তিম আভা গ্রহণ করেন।

ফজরের মুস্তাহাব সময় ঃ قوله وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَار ঃ

(ক) ফজরের নামায হানাফীগণের মতে আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর।

(খ) শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য কতিপয় আলিমের মতে غلس তথা অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব।

(গ) হাদীসে উভয় ধরনের রেওয়ায়াত বিদ্যমান থাকায় কোন কোন আলিম বলেন– অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হওয়ার পর শেষ করাই উত্তম। যাতে উভয় ধরনের হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

(ঘ) কারো মতে এমন সময় পড়বে যাতে সুন্নত কিরাত সহ পড়ার পর ভুল হলে পুনরায় সুন্নত কিরাত সহ পড়া যায়। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صلوة এর আভিধানিক অর্থ কি? নামাযকে এ নামে নামকরণের কারণ কি?

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমার বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৩। ছায়ায়ে আসলী কাকে বলে? এবং তা নির্ণয়ের পদ্ধতি কি?

৪। ফজরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত কোন্‌টি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

بَابُ الْأَذَانِ

اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُوْنَ مَاسِوَاهَا وَلَاتَرْجِيْعَ فِيْهِ وَيَزِيْدُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيْدُ فِيْهَا بَعْدَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَيَتَرَسَّلُ فِى الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِى الْإِقَامَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُوْلٰى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِى الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ وَيَنْبَغِى أَنْ يُّؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ عَلٰى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ جَازَ وَيُكْرَهُ أَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا إِلَّا فِى الْفَجْرِ عِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

আযান ইক্বামত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ও জুমআর জন্য আযান দেয়া সুন্নত। অন্য নামাযের জন্য আযান সুন্নত নয়। আযানের মধ্যে তারজী' (দুরস্ত) নেই। ফজরের আযানে হায়্যা আলাল ফালাহর পর দু'বার "আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাওম" বৃদ্ধি করতে হবে। ২. ইক্বামাত ও আযানের ন্যায়। তবে এর মধ্যে 'হায়্যা আলাল ফালাহ'র পর দু'বার "ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাহ্" বাড়াবে। ৩. আযানের মধ্যে থেমে থেমে বলবে। আর ইক্বামাতের মধ্যে তাড়াতাড়ি বলবে। ৪. আযান ও ইক্বামাত কিবলামুখী হয়ে বলবে। ৫. কাযা নামাযের জন্যে ও আযান ইক্বামত বলবে। যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে প্রথম নামাযের জন্যে আযান-ইক্বামত বলবে। আর বাকী নামাযের ব্যাপারে সে ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে আযান ইক্বামত উভয় বলতে পারে। ইচ্ছা করলে শুধু ইক্বামতের উপর ও ক্ষান্ত করতে পারে। ৬ আযান-ইক্বামাত পাক অবস্থায় বলা উচিৎ, বিনা উযূতে আযান বললে ও জায়েয হয়ে যাবে। বিনা উযূতে ইক্বামত বলা, এবং জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় আযান দেয়া মাকরূহ। ৭. ওয়াক্তের পূর্বে নামাযের জন্যে আযান দিবে না। তবে ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে ফজরের নামাযের জন্যে (ওয়াক্তের পূর্বে) আযান দিতে পারে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أذان – শব্দটি, فَعَال – এর ওযনে মাসদার, কারো মতে ইসমে মাসদার, কেননা, أَذَّنَ – এর মাসদার, تَاذِيْنٌ – ব্যবহৃত হয়, অর্থ ঘোষণা করা, تَرْجِيْع – অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, আযানের উভয় শাহাদতকে প্রথমে আস্তে বলার পর পুনরায় উচ্চঃস্বরে বলাকে تَرْجِيْع বলে। يَتَرَسَّلُ – ধীরে ধীরে, থেমে-থেমে বলবে, يَحْدُرُ – অবিরত বলে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ আযান প্রবর্তনের ঘটনা ঃ ইসলামের সূচনা লগ্নে মুসলমানের সংখ্যা কম থাকায় আযানের প্রয়োজন পড়তো না, কারণ মসজিদের নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে নামাযের সময় হলেই তারা মসজিদে সমবেত হতো। মুসলমানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও দূরে অবস্থানের কারণে একই সময় সমবেত হতে

সমস্যা দেখা দেয়। ফলে এর সহজ উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে। এ লক্ষে মহানবী (স.) সাহাবীগণকে নিয়ে একদা পরামর্শে বসেন। কেউ নামাযের সময় হলে ঘন্টা বাজানোর, কেউ অগ্নি প্রজ্বলিত করার, কেউবা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার মন্তব্য পেশ করেন। নবীজী (স.) এর নিকট কোনটি মনঃপূত না হওয়ায় সেদিনকার পরামর্শ সভা মূলতবী হয়ে যায়। আল্লাহর মেহের! উক্ত রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি ও হযরত উমর (রা.) সহ অনেককেই স্বপ্ন যোগে আযানের শব্দ শেখান হয়। প্রত্যুষে আনন্দে যাঁর যাঁর স্বপ্ন নবীজী (সা.) কে অবহিত করতে ছুটে যান। নবীজী (সা.) একও অভিন্ন স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বলেন–আল্লাহর পক্ষ হতেই ফেরেশতার মাধ্যমে এ সুন্দর পদ্ধতি জানান হয়েছে। সুতরাং আজ হতে এটাই হবে মুসলিম জাতিকে নামাযের জন্যে আহবান করার পদ্ধতি। পরে হযরত বেলালের কণ্ঠস্বর উঁচু হওয়ায় তাঁকে রীতিমত মুয়ায্যিন নির্ধারণ করা হয়।

قوله الأَذَانُ سُنَّةٌ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে উভয়টি ওয়াজিব। বস্তুতঃ গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী। উল্লেখ্য যে, এ বিধান জামাতে নামাযের ব্যাপারে। একাকী নামাযীর জন্যে সুন্নতে গায়রে মুওয়াক্কদা বা মুস্তাহাব।

<u>**আযানের শব্দাবলীর ব্যাপারে মতভেদ ঃ**</u> আযানের শব্দাবলীর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যথা– ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে মোট ১৯টি, তা এভাবে যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৪ বার, প্রথমে দুবার আস্তে অতঃপর দু'বার জোরে (তারজী' সহ) মোট ৮ বার। حَيَّ عَلٰى দ্বয় ২ বার করে ৪ বার। অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ ২ বার ও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ১ বার। ইমাম মালেক (র.) এর মতে ১৭টি উপরোক্ত নিয়মে। তবে প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ - ২ বার। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ১৫টি প্রথমোক্ত নিয়মে। তবে তিনি তারজী এর প্রবক্তা নন, বিধায় শাহাদত দ্বয়ে প্রথম ৪টি কম। উল্লেখ্য যে, হযরত বেলালের বর্ণিত হাদীস এর দলিল। আর শাফেয়ী (র.) আবু মাহযূরা (র.) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, আবূ মাহযূরা (রা.) কে শিক্ষা দেওয়ার মানসে শাহাদতের শব্দদ্বয় ডবল উচ্চারণ করা হয়েছে। উপরন্ত হযরত বেলাল যেহেতু স্থায়ী মুয়াযযিন, সুতরাং তাঁর বর্ণিত হাদীসই অধিক গ্রহণযোগ্য।

قوله وَيَزِيْدُ فِى الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ الخ ঃ একবার ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফজরের জামাতে হাযির হতে বিলম্ব হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রা.) রাসূল (সা.) এর হুজরা শরীফের নিকট যেয়ে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ الخ বাক্য উচ্চারণ করেন। এতে নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে দ্রুত মসজিদে হাজির হন এবং ঐদিন হতেই তিনি এ বাক্যটি ফজরের আযানে বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন।

قوله وَيَتَرَسَّلُ فِى الْأَذَانِ ঃ আযানে تَرْسِيْل তথা থামার পদ্ধতি এই যে, দু'বার আল্লাহ আকবর বলে থামবে। পুনরায় দু'বার আল্লাহু আকবর বলে থামবে। এরপর প্রতি শ্বাসে এক একশব্দ একবার করে বলবে। সর্বশেষে এক শ্বাসে দু'বার আল্লাহু আকবর বলবে।

উল্লেখ্য যে, আযানের মধ্যে একই শব্দ একবার অতি দ্রুত ও আরেকবার অতিরিক্ত টেনে বলা এবং স্বরকে উঠান নামান তথা কাপানো যা আমাদের দেশে প্রায়ই জায়গায় প্রচলিত, অনেক মুহাক্কিক আলিম এটাকে মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন।

قوله اِلَّا فِى الْفَجْرِ ঃ আয়েম্মায়ে ছালাছার নিকট ফজরের আযান ওয়াক্তের আগে দেওয়া জায়েয। কারণ কোন কোন হাদীসে সুব্হে সাদিকের আগে আযান দেওয়া প্রমাণিত আছে। হানাফীগণের মতে তা তাহাজ্জুদের আযান ছিল, ফজরের নয়। আর এটা ক্ষেত্রে বিশেষ জায়েয।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। اذان এর আভিধানিক অর্থ কি এবং আযান প্রবর্তনের ঘটনা কি? লিখ।

২। اذان এর শব্দের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামগণের মতান্তর কি? উল্লেখ কর।

৩। ترجيع ও ترسيل এর অর্থ ও এর বিধান কি? লিখ।

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّيْ اَنْ يُّقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْاَنْجَاسِ عَلٰى مَاقَدَّمْنَا، وَيَسْتُرُعَوْرَتَهٗ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ مَاتَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُوْنَ السُّرَّةِ وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهٗ عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِّنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ مَايُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلّٰى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلّٰى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا اَجْزَأَهٗ وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ -

নামাযের শর্তাবলী

অনুবাদ॥ ১. নামায ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে সর্বাগ্রে ওয়াজিব হল পূর্বোল্লেখিত যাবতীয় নাপাকী ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া। ২. ছতর আবৃত করা, পুরুষের ছতর হল নাভীর নিচ হতে হাঁটু পর্যন্ত। হাঁটু ছতর তবে নাভী ছতর নয়। আর স্বাধীন মহিলার মূখ মন্ডল ও হাতের গোছা ছাড়া সর্বাঙ্গ ছতর। পুরুষের যে অঙ্গ ছতর ক্রীতদাসীর জন্যে তা ছতর। উপরন্ত তার পেট ও পিঠ ও ছতর। এছাড়া বাকী অঙ্গ ছতর নয়। ৩. কেউ নাপাকী দূর করার মত কিছু না পেলে উক্ত নাপাকী সহকারে নামায পড়বে পরে দোহরাতে হবে না। ৪. কেউ যদি ছতর আবৃত করার কাপড় না পায় তাহলে সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে নামায পড়বে। রুকূ সাজদার জন্যে ইশারা করবে। (মাথা ঝুকাবে মাত্র)। দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ও জায়েয হয়ে যাবে তবে প্রথমটিই উত্তম।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شُرُوط - شَرْط এর বহুঃ যে কোন বস্তুর বহিরাগত এমন বিষয় যা ছাড়া তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, (বলা হয়)-شَرْطُ الشَّيْئِ خَارِجُ الشَّيْئِ وَرُكْنُ الشَّيْئِ دَاخِلُ الشَّيْئِ- اَحْدَاث - حَدَثٌ এর বহুঃ এমন নাপাকী অবস্থা যা থেকে কেবল উযূ দ্বারাই পাক হওয়া যায়, اَنْجَاس - نَجَسٌ এক বহুঃ নাপাক বস্তু উদ্দেশ্য, عَوْرَةٌ গুপ্তাঙ্গ, ছতর, سُرَّة – নাভী, رُكْبَة – হাঁটু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَ الْعَوْرَة ঃ পুরুষের ছতর নাভীর নিচ হতে হাঁটুর প্রান্তসীমা পর্যন্ত। আর মহিলাদের-মুখ, হাতের পোছা ও পায়ের পাতা ছাড়া সর্বাঙ্গ ছতর। উল্লেখ্য যে, নামাযের মধ্যে যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থকার পায়ের পাতার কথা উল্লেখ করেননি, অথচ বাকী দু অঙ্গের তুলনায় পা বের করার জরূরতই প্রকট। সুতরাং পা ছতরের বাইরে থাকাই সমীচীন। এ কারণে হেদায়া গ্রন্থকার স্পষ্টাকারে পা ছতর বহির্ভূত বলেছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মহিলাদের সর্বাঙ্গই ছতরে শামিল বলে অনেক মুহাক্কিক আলেম ফতোয়া দিয়েছেন। অবশ্য তা নামাযের জন্যে নয় বরং বাইরে যাতায়াত বা পর পুরুষের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে।

قوله وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَايُزِيْلُ بِه ঃ এ ক্ষেত্রে দু'টি ছুরত হতে পারে। যদি এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে কম অংশে নাপাক হয় তাহলে সবৈক্য মতে ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে হবে, বিবস্ত্র হয়ে পড়লে সহীহ হবে না। কারণ বস্তুর চতুর্থাংশ গোটা বস্তুর হুকুম বা বিধানে গণ্য হয়। আর যদি এর বেশী অংশ নাপাক হয় তাহলে শায়খাইনের মতে সে ইচ্ছাধীন। তবে উক্ত কাপড় পরে নামায পড়াই শ্রেয়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও মালেক (র.) এর মতে তার এখতিয়ার থাকবেনা বরং উক্ত কাপড় পরেই নামায পড়তে হবে।

وَيَنْوِى لِلصَّلٰوةِ الَّتِى يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَّا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيْمَةِ بِعَمَلٍ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ خَائِفًا فَيُصَلِّيْ إِلٰى اَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ فَاِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَّسْئَلُهُ عَنْهَا اِجْتَهَدَ وَصَلّٰى فَاِنْ عَلِمَ اَنَّهُ اَخْطَأَ بَعْدَ مَاصَلّٰى فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَاِنْ عَلِمَ ذٰلِكَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنٰى عَلَيْهَا ۔

অনুবাদ ॥ ৫. যে নামায সে শুরু করতে যাচ্ছে উক্ত নামাযের নিয়ত করবে, নিয়ত এমনভাবে করবে যে, উক্ত নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝে অন্যকোন আমল দ্বারা ব্যবধান করবে না। ৬. কিবলার দিকে মুখ করবে। তবে যদি (প্রাণ সংহারক কোন বস্তুর ভয়ে) ভীত হয় তাহলে যে দিকে সক্ষম হবে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। যদি কেবলার ব্যাপারে কারো সন্দেহের সৃষ্টি হয়, আর জিজ্ঞেস করার মত কোন মানুষ যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে (কেবলা নির্ধারণ করতঃ) নামায আদায় করবে। নামায আদায়ের পর যদি জানতে পারে যে, ভুল হয়েছে তথাপি তার জন্যে নামায দোহরাতে হবে না। যদি সে নামাযের মধ্যেই এটা জানতে পারে তাহলে (নামাযের মধ্যেই) কিবলার দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং ঐ নামাযের পরেই বেনা করবে। (অর্থাৎ বাকী নামায ঐ নামাযের সাথে পড়ে নিবে। নতুন করে শুরু করতে হবে না)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خَائِف – ভীতু, শংকিত, جِهَة – দিক, بِحَضْرَتِه – তার সম্মুখে উপস্থিতিতে, اِجْتَهَد –গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনা করবে, اَخْطَأَ – ভুল করেছে, اِسْتَدَارَ – ঘুরে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيَنْوِى لِلصَّلٰوةِ ঃ যে নামায পড়তে চাচ্ছে উক্ত নামাযের নিয়ত অন্তরে রাখবে। উল্লেখ্য যে, نيت অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প। এর স্থান যবান নয় বরং অন্তর। অতএব অন্তরের ইচ্ছা-ই ধর্তব্য। সুতরাং কেউ অন্তরে এক নামায পড়ার ইচ্ছে রেখে মুখে বে-খেয়ালে অন্যকোন নামায উচ্চারণ করে তথাপি তার নাম নামায ছহীহ হয়ে যাবে। অন্তরের সংকল্পের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণে যদি তাকবীরে তাহরীমা বা রাকাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে উচ্চারণ না করাই উত্তম হবে।

قوله وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ الخ ঃ নামাযে কেবলামুখী হওয়া ফরয। কেননা ইরশাদ হয়েছে– فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ তোমরা (নামাযে) খানায়ে কা'বার প্রতি মুখ ফিরাও। উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসীর জন্যে হুবহু কা'বার প্রতি মুখ করে দাঁড়ান ফরয। আর দুরবর্তী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে নিজ নিজ দেশ ও অঞ্চল হতে কা'বা যেদিকে অবস্থিত উক্ত দিকে ফিরে নামায পড়া ফরয। হুবহু কা'বা গৃহের প্রতি ফেরা ফরয নয়। অর্থাৎ নামাযী চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগ হতে সমানভাবে দুদিকে দুটি সরল রেখা টানলে যদি কা'বা উভয় রেখার মাঝে ৯০ ডিগ্রী অপেক্ষা কমের মধ্যে হয় তাহলে তা কেবলার দিক বলে বিবেচিত হবে। এর মধ্যে মুখ ফিরিয়া নামায পড়লে যদিও হুবহু কা'বার দিক না হয় তথাপি নামায ছহীহ হয়ে যাবে। যথা– চিত্রে লক্ষ কর–

কা'বা
৯০°
নামাযী

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عَوْرَة অর্থ কি? নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এর সীমারেখা কি? বিস্তারিত লিখ।

২। নিয়্যত অর্থ কি? এর গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কেবলামুখী হওয়া বলতে কি বুঝায়? কতটুকু পরিমাণ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালেও নামায সহীহ হয়ে যাবে? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ سِتَّةٌ اَلتَّحْرِيْمَةُ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقُعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِقْدَارُ التَّشَهُّدِ وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِى صَلٰوتِهِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِاِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ فَاِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيْرِ اَللّٰهُ اَجَلُّ اَوْ اَعْظَمُ اَوْ اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ اَجْزَاهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيُسِرُّ بِهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا اَوْ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَىِّ سُوْرَةٍ شَاءَ وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُهَا الْمُؤْتَمُّ وَيُخْفِيْهَا ـ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ اَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ـ

নামাযের পদ্ধতি

অনুবাদ॥ নামাযের রোকনসমূহ ঃ নামাযের (ভিতরগত) ফরয ছয়টি, ১. তাকবীরে তাহরীমা বলা, ২. দাঁড়ান, ৩. কোরানের অংশ পড়া, ৪. রুকু করা, ৫. সাজদা করা, ৬. শেষে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা, আর এর বেশী বসা সুন্নত।

নামায আদায়ের পদ্ধতি ঃ ১. কেউ নামায শুরু করলে সর্বাগ্রে তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলবে। তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত এতটুকু উত্তোলন করবে যাতে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল উভয় কানের লতি বরাবর হয়। কেউ যদি আল্লাহু আকবরের স্থলে 'আল্লাহু আজাল্লু' বা আ'যম অথবা 'আররহমানু আকবর' বলে তাহলে তরফাইনের মতে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে কেবল 'আল্লাহু আকবর' আল্লাহুল আকবর, আল্লাহুল কাবীর ছাড়া (অন্য কিছু বললে) জায়েয হবে না। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধারন করবে। উভয় হাত রাখবে নাভীর নীচে। অতঃপর سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ও আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে (আস্তে) পড়বে। অতঃপর সুরায়ে ফাতিহা ও এর সাথে অন্যকোন সূরা বা যে কোন সূরা হতে তিনটি আয়াত পাঠ করবে। ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবেন তখন মুক্তাদী আস্তে আমীন বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে ও উভয় হাত দ্বারা হাঁটুর উপর (শক্তভাবে) ধরবে। হাতের আঙ্গুল গুলো প্রশস্ত রাখবে, পিঠ (সোজা করে) বিছিয়ে দিবে, মাথা উঁচু ও করবে না, নীচু ও করবে না, রুকুর মধ্যে সুব্হানা রব্বিয়াল আযীম কমপক্ষে তিনবার বলবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فَرِيْضَةٌ - فَرَائِضُ – এর বহুঃ অবশ্য পালনীয়, অপরিহার্য বিষয়, اَلتَّحْرِيْمَةُ – হারাম করণ, অত্র তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সকল জায়েয কাজ হারাম হয়ে যায় বিধায় একে তাকবীরে তাহরীমা বলে। قَعْدَةٌ – বৈঠক, বসা, يُحَاذِى –বরাবর হবে, بِإِبْهَامَيْهِ – উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা, شَحْمَةٌ – কানের লতি, يَعْتَمِدُ – ধরবে অর্থে, يُسِرُّ – আস্তে বলবে, مُؤْتَمٌّ – মুক্তাদী। رُكْبَةٌ – হাঁটু, يُفَرِّجُ – প্রশস্ত রাখবে, ظَهْرٌ – পিঠ, لَايُنَكِّسُ – নীচু করবে না,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ ঃ নামাযের মধ্যে ৬টি জিনিস ফরয বা রোকন প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলা, এটা বস্তুতঃ নামাযের বহিরাংশের ফরয, নামাযের ভিতরগত রোকনের নিকটবর্তী হওয়ায় এটাকে ভিতরগত গণ্য করা হয়েছে। শায়খাইন (র.) এর মতে এটা ভিতরগত ফরয নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ত্বহাবী (র.) প্রমূখের মতে এটা শর্ত নয় বরং রোকন।

قوله وَالْقِيَامُ ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। তবে নফল নামায বসে পড়ার অনুমতি আছে। যদি ও এতে সওয়াব অর্ধেক হয়। সুতরাং দাঁড়ানোর শক্তি থাকতে বসে ফরয নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। চাই পুরুষ হোক বা মহিলা।

নামাযে হাত উত্তোলন সীমা ঃ قوله وَرَفَعَ يَدَيْهِ ঃ হানাফীগণের মতে হাত উত্তোলনের সীমা কানের লাত পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাঁধ পর্যন্ত। ইমাম মালেক (র.)–এর মতে মাথা পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, হাতের নিম্নভাগ কাঁধ বরাবর, বৃদ্ধা আঙ্গুল কানের লতি বরাবর। এবং বাকী আঙ্গুলের মাথা কানের উপরাংশ পর্যন্ত উঠানোর দ্বারা সব রেওয়াতের উপর আমল হয়ে যায়।

قوله سُنَّةٌ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এর ব্যাপক অর্থ তথা সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা এর মধ্যে ওয়াজিব ও শামিল রয়েছে।

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে? قوله وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ ঃ হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখসহ সকল হানাফী আলেমের মতে নাভীর নীচে হাত বাধা সুন্নত। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা গ্রন্থে ইবরাহীম আদহাম (র.) এর বর্ণিত মারফু ও সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সীনার উপর হাত বাঁধা সুন্নত। ইমাম মালেক (র.) এর মতে হাত ছেড়ে রাখা সুন্নত।

قوله وَيُسِرُّبِهِمَا ঃ ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সাওরী (র.) এর মতে আউযু ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জাহরী নামাযে বিসমিল্লাহ স্বরাবে ও সিররি নামাযে নীরবে পড়া সুন্নত। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ফরয নামাযে সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়া না জায়েয।

اٰمِيْنَ বলার হুকুম ঃ قوله وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ ঃ ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে ইমাম মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্যে আমীন বলা সুন্নত। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে উচ্চস্বরে বলা সুন্নত। আর হানাফী ইমামগণ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পরবর্তী উক্তি মতে আস্তে আমীন বলা সুন্নত। ইমাম মালেক (র.) এর মতে কেবল মুক্তাদীর জন্যে আমীন বলা সুন্নত। এ ব্যাপারে হানাফীগণের দলিল হল হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস যে, নামাযে চারটি বিষয় চুপে চুপে বলবে–আমীন, ছানা, আউযু ও বিসমিল্লাহ।

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُوْلُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَ:
اسْتَوٰى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ
وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ فَاِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى اَحَدِهَا جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ
تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَنْفِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَاِنْ سَجَدَ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ
اَوْعَلٰى فَاضِلِ ثَوْبِهٖ جَازَ وَيُبْدِىْ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِىْ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُوَجِّهُ اَصَابِعَ
رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ وَاِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَاِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَاسْتَوٰى قَائِمًا
عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَايَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَيَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
مِثْلَ مَافَعَلَ فِى الْاُوْلٰى اِلَّا اَنَّهُ لَايَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ
الْاُوْلٰى فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى
فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى نَصْبًا وَ وَجَّهَ اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى
فَخِذَيْهِ وَيَبْسُطُ اَصَابِعَهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَالتَّشَهُّدُ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَلَايَزِيْدُ
عَلٰى هٰذَا فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً
فَاِذَا جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِى الْاُوْلٰى وَتَشَهَّدَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ اَلْفَاظَ الْقُرْاٰنِ وَالْاَدْعِيَةَ الْمَأْثُوْرَةَ وَلَا
يَدْعُوْ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ
اللّٰهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ -

অনুবাদ ॥ অতঃপর মাথা উত্তোলন করে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে। আর মুক্তাদী বলবে "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলে সাজদায় গমন করবে। উভয় হাত জমীনের উপর রাখবে। চেহারা রাখবে উভয় হাতের মাঝে। সাজদা করবে নাক ও কপালের উপর, যদি এর কোন একটির উপর যথেষ্ট করে তথাপি আবু হানীফা (র.) এর মতে জায়েয হয়ে যাবে। আর সাহিবাইনের মতে ওযর ছাড়া কোন একটির উপর যথেষ্ট করা জায়েয হবে না। যদি কেউ পাগড়ীর

প্যাচের উপর বা বস্ত্রের অতিরিক্ত অংশের ওপর সাজদা করে তা জায়েয হবে। সাজদায় উভয় বাহু খুলে রাখবে, পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী রাখবে। সাজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উত্তোলন করবে। আর এটাই তাসবীহের নিম্নতম পরিমাণ। অতঃপর মাথা উত্তোলন করবে ও তাকবীর বলবে। শান্তভাবে বসার পর তাকবীর বলে সাজদায় গমন করবে। স্থিরতার সাথে সাজদা করার পর তাকবীর বলে পায়ের পাতার ওপর ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। যমীনের ওপর হাত দ্বারা ভর লাগাবে না। প্রথম রাকাতে যা কিছু করেছে দ্বিতীয় রাকতে তাই করবে। তবে ছানা ও আউযু পড়বে না এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যকোন তাকবীরে হাত উঠাবেনা। দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উঠানোর পর বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ কেবলামুখী করে পা খাড়া রাখবে। আর উভয় হাত উভয় রানের ওপর রাখবে, আঙ্গুল সমূহ বিছিয়ে রাখবে। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ হল–আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি----। প্রথম বৈঠকে আবদহু ওয়া রাসূলুহ এরপর কিছু বৃদ্ধি করবে না। শেষের দু'রাকাতে কেবল সূরায়ে ফাতেহা পড়বে। নামাযের শেষে যখন বসবে প্রথম বৈঠকে বসার ন্যায় বসবে ও তাশাহ্হুদ পড়বে এবং নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়বে। এরপর কুরআনের শব্দে ও হাদীসে বর্ণিত দোয়ার শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল দোয়া করবে। মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন দোয়া করবে না। অতঃপর ডানে সালাম ফিরাবে এবং বলবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। এভাবে বাম দিকে ও সালাম ফিরাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جُبْهَةٌ – কপাল, ললাট, اِطْمَأَنَّ – ধীরস্থির হবে, শান্ত হবে, نَصَبَ – খাড়া/সোজা রাখবে, اِفْتَرَشَ – বিছিয়ে দিবে। اَلْمَأْثُوْرَةُ বর্ণিত। এখানে কোরান, হাদীসে বর্ণিত উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ তাহ্মীদ প্রসঙ্গে মতভেদ ঃ قوله اَلْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম কেবল সামিআল্লাহু --- বলবে। মুক্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী নামাযরত ব্যক্তি) 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে, সাহিবাইনের মতে ইমাম ও আস্তে আস্তে রব্বানা ----- বলবে। বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক উভয়টি বলার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য ইবনে মাজা ছাড়া ছিহাহ ছিত্তার বাকী গ্রন্থে ইরশাদ হয়েছে যে, ইমাম সামি আল্লাহু -- বললে তোমরা 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে। এ হাদীসে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন বন্টন বুঝায় এ কারণে ইমাম সাহেব (র.) উক্ত মতের প্রবক্তা হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, মুনফারিদের ব্যাপারে তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা– (১) শুধু সামিআল্লাহু --- বলবে। আবু হানীফা (র.) এর এমতটি আবু ইউসূফ (র.) এর সূত্রে মূলী গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। (২) শুধু রব্বানা--- এটা কান্যের গ্রন্থকার কাফী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হালওয়ানী ও ত্বহাবী (র.) এ মতকে পসন্দ করেছেন। (৩) উভয়টি বলবে, এমতটি হেদায়া গ্রন্থকার সর্বাধিক বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা সদরুশ শহীদ (র.) বলেছেন– وعليه الْإِعْتِمَادُ নির্ভরযোগ্য মত এটাই। সুতরাং একাকী নামাযরত ব্যক্তি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় মাফিক আল্লাহ--- ও দাঁড়ানোর পর রব্বানা---- বলবে।

قوله وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهِ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নাক ও কপাল উভয়টির ওপর সাজদা করার সার্বক্ষণিক আমল রয়েছে। অবশ্য ওযর বশতঃ একটির ওপর যথেষ্ট করা ও জায়েয। তবে শুধু নাকের নরম অংশ স্পর্শ করে সাজদা করলে নামায হবে না। সাহিবাইনের মতে বিনা ওযরে একটির ওপর যথেষ্ট করলে নামায হবে না। দুররে মুখতারের বর্ণনা মতে আবু হানীফা (র.) এটা মাকরূহ হওয়ার মত পরিত্যাগ করে সাহিবাইনের এ মত গ্রহণ করেছেন।

قوله وَإِذَا اِطْمَأَنَّ ঃ তরফাইনের মতে নামাযের সকল রোকনের মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ওয়াজিব আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে ফরয।

<u>রফই' য়াদায়ন প্রসঙ্গ ঃ</u> قوله وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ ঃ হানাফীগণের মতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযে অন্য কোথাও হাত উত্তোলন করবেনা। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকর, উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা প্রমূখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে রফই' য়াদাইন না করা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) এর সর্বাধিক সহীহ মত ও রফই' য়াদাইন না করা।

অপরদিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) রফই' য়াদাইন করার পক্ষে। তাঁদের স্বপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত জাবের, আনাস, ইবনে আব্বাস প্রমূখ সাহাবী (রা.) এর আমল বিদ্যমান। উপরন্তু হযরত আবু হুমায়দ ও জাবের (রা.) কর্তৃক রফই' য়াদাইন না করার হাদীস এ মতের প্রমাণ বহন করে।

হানাফীগণের দলীল উপরোক্ত সাহাবায়ে কেরাম এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী ও কুফাবাসীর আমল। এর সাথে সাথে হযরত জাবের (রা.) এরই অপর এক হাদীস যে, নবীজী (সা.) আমাদিগকে রফই য়াদাইন করতে দেখে ইরশাদ করেছিলেন– "ব্যাপার কি? আমি তোমাদিগকে পাগলা উটের নড়াচড়ার ন্যায় নামাযের মধ্যে হাত উঠাতে দেখছি কেন? নামাযের মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন কর।" অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِيْ إِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ تَكْبِيْرَاتِ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةِ الْقُنُوْتِ . الخ এতে সাত স্থানে হাত উঠানের কথা ব্যক্ত হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল নামাযে কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠান। বাকী যে সব হাদীসে হাত উঠানোর কথা আছে হানাফীগণ তা অস্বীকার করেন না বরং বলেন– এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের আমল ছিল পরবর্তীকালে তা মনসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে। যেমন–নামাযে কথা বলা, হাঁটা-চলা করা রহিত হয়েছে।

<u>পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য ঃ</u> "খাযাইনুল আসরার" এর ভাষ্য মতে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে ২৫টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। (১) মহিলারা হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, (২) হাত বের করবেনা, (৩) হাতের পোছার উপর অপর হাত বাঁধবে, (৪) স্তনের নীচে হাত বাঁধবে, (৫) রুকুতে কম ঝুকবে, (৬) রুকুতে হাতে ভর করবে না, (৭) রুকুতে হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে, (৮) রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রাখবে (স্বজোরে ধরবেনা), (৯) রুকুতে হাঁটু সামান্য ঝুকায়ে রাখবে, (১০) রুকুতে শরীর ও হাত মিলিয়ে রাখবে, (১১) সাজদার মধ্যে বগল মিলিয়ে রাখবে, (১২) সাজদায় উভয় হাত বিছিয়ে রাখবে, (১৩) বসার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে দিয়ে পাছার ওপর বসবে, (১৪) বসার সময় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে, (১৫) নামাযে লোকমার প্রয়োজন হলে হাতে তালির মাধ্যমে শব্দ করবে, (১৬) পুরুষের নামাযের ইমামতি করবেনা, (১৭) একাকী মহিলাদের জামাতে নামায মাকরূহ, (১৮) মহিলাদের জামাতে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবেনা, (১৯) মহিলাদের জন্য জামাতে শরীক হওয়া মাকরূহ, (২০) জামাতে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে, (২১) মহিলাদের ওপর জুমআ ফরয নয়, (২২) ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, (২৩) তাকবীরে তাশরীক (এর বর্ণনা মতে) ওয়াজিব নয়, (২৪), ফজরের নামায রাতের অন্ধকারে পড়া উত্তম ও (২৫) স্বরবে কেরাত পড়বে না।

ইমাম ত্বহতাবী (র.) আরো ২টি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। যথা– আযান দিবে না, ও মসজিদে ই'তেকাফ করতে পারবে না। সুতরাং সর্বমোট ২৭ দিক দিয়ে পার্থক্য হল।

وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِنْ كَانَ اِمَامًا وَيُخْفِى الْقِرَاءَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْاُوْلَيَيْنِ وَاِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ اِنْ شَاءَ جَهَرَ وَاَسْمَعَ نَفْسَهُ وَاِنْ شَاءَ خَافَتَ وَيُخْفِى الْاِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ وَيَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ وَلَا يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةٍ غَيْرِهَا وَلَيْسَ فِىْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوْزُ غَيْرُهَا وَيُكْرَهُ اَنْ يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلٰوةِ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا غَيْرَهَا وَاَدْنٰى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اِسْمُ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَجُوْزُ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثِ آيَاتٍ قِصَارٍ اَوْ آيَةٍ طَوِيْلَةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ وَمَنْ اَرَادَ الدُّخُوْلَ فِىْ صَلٰوةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ اِلٰى نِيَّتَيْنِ نِيَّةِ الصَّلٰوةِ وَنِيَّةِ الْمُتَابَعَةِ -

অনুবাদ ॥ ইমাম হলে ফজরের উভয় রাকাতে মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাতে স্বরবে কিরাত পড়বে এবং প্রথম দু'রাকাতের পরে নীরবে কিরাত পড়বে। আর মুনফারিদ (তথা একাকী) হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে জোরে পড়বে ও নিজেকে শুনাবে। আর চাইলে আস্তে ও পড়তে পারে। যুহর ও আসরে ইমাম হলে ও আস্তে কিরাত পড়বে। বিতির নামায তিন রাকাত এর মধ্যে সালামের দ্বারা প্রভেদ করবে না। তৃতীয় রাকাতে সারা বছর রুকুর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। বিতিরের প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও এর সাথে অপর একটি সূরা পড়বে। কুনূত পড়ার ইচ্ছা করলে আগে তাকবীর বলে হাত উঠাবে। অতঃপর কুনূত পড়বে। বিতির ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনূত পড়বেনা। কোন নামাযে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়া (প্রমাণিত) নেই যে, উক্ত সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়া জায়েয নেই। নামাযের জন্যে এমন কোন সূরা পাঠ নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ যে, উক্ত নামাযে সে সূরা ছাড়া অন্যকোন সূরাই পড়বে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে নামায সহীহ হওয়ার জন্যে কমপক্ষে এতটুকু কুরআন পড়তে হবে যাকে কুরআন বলে গণ্য করা যায়। সাহিবাইন (র.) বলেন কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত ছাড়া নামায সহীহ হবে না। ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরাত পড়বেনা। যদি কেউ অন্যের নামাযে শরীক হতে চায় তাহলে সে দু'টি নিয়্যতের মুখাপেক্ষী হবে। নামাযের নিয়্যত ও ইমামের অনুকরণের নিয়ত (এক্তেদার) নিয়ত।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يَقْنُتُ - দোয়ায়ে কুনূত পড়বে, قُنُوْت - এর মূল অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, ঝুকে পড়া, আনুগত্য করা, এ দোয়ার মধ্যে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য বুঝায়। এ কারণে একে দোয়ায়ে কুনূত বলে। وِتْرٌ বেজোড়, مَا يَتَنَاوَلُهُ - যা শামিল করে, قِصَار . قَصِيْر - এর বহুঃ ছোট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ বিতির নামাযের রাকাত ও হুকুম ঃ قوله اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ الخ ঃ বিতির নামাযের ব্যাপারে অনেক ধরনের মত পার্থক্য রয়েছে, রাকাতের ব্যাপারে, হুকুমের ব্যাপারে, কুনূতের ব্যাপারে ইত্যাদি। বিতির নামায তিন রাকাত, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক রাসূল (সা.) এর রাতের নামাযের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে– চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। সাতের কম ও তের এর অধিক পড়তেন না। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিন রাকাত ছিল বিতির, বাকী রাকাত ছিল তাহাজ্জুদ।

হুকুম ঃ বিতির নামাযের ব্যাপারে আবু হানীফা (র.) হতে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (১) ফরয, এটা যুফর (র.) ও কতিপয় আলিমের অভিমত, (২) ওয়াজিব, এটা আবু হানীফা (র.) এর সর্বশেষ অভিমত, (৩) সুন্নতে মুয়াক্কাদা এটা সাহিবাইন (র.) এর অভিমত।

উপরোক্ত তিন প্রকার বর্ণনার মধ্যে এভাবে মিল দেওয়া যায় যে, আমলের দিক দিয়ে ফরয, এ'তেকাদ বা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ওয়াজিব এবং প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নত। অর্থাৎ সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত।

কুনূত কখন পড়বে? ঃ قوله وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে তৃতীয় রাকাতে কুনূত পড়বে, ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এ ব্যাপারে কোন উক্তি নেই। তবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। রুকূর পরে পড়াই তাঁদের বিশুদ্ধতম মত। এ ব্যাপারে হানাফীগণের দলীল হল বুখারীর হাদীস– আসেম (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) কে কুনূত কখন পড়ব প্রশ্ন করলে উত্তরে বলেন– قَبْلَ الرُّكُوْعِ (রুকুর পূর্বে পড়বে)। আর রুকুর পরে কুনূত পড়ার যে, হাদীস রয়েছে তা দ্বারা কুনূতে নাযিলা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবে সারা বৎসর কুনূত পড়া ওয়াজিব। শাফেয়ী মায্হাবে কেবল রমযানের শেষার্ধে পড়া ওয়াজিব।

কিরাত খলফাল ইমাম ঃ قوله وَلَايَقْرَئُ الْمُؤْتَمُّ ঃ মুক্তাদীর জন্যে ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা বা অন্যকোন সূরা না পড়া ওয়াজিব। চাই জাহরী নামায হোক বা সির্‌রী। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ইমাম মালেক, আওযায়ী, আহমদ ও ইমাম আবু হানীফা (র.) এর অভিমত এটাই। অপরদিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী, আবু ছাওর, ছাওরী (র.)-এর মতে সকল নামাযেই মুক্তাদী সূরায়ে ফাতেহা পড়বে। তাদের দলীল– لَاصَلٰوةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَئْ بِفَاتِحَةِالْكِتَابِ যে সূরায়ে ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না। হানাফীগণের দলীল ঃ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ الخ আয়াত যে, যখন কোরান পড় তোমরা মনযোগ সহকারে শুন ও নীরব থাকো। এবং مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَائَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ যার ইমাম থাকে ইমামের কিরাতই তার কিরাত। সূরায়ে ফাতেহা পড়ার হাদীসের উত্তর এই যে, এটা ইমাম ও মুনফারিদের জন্য খাছ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। নামাযের রোকন কয়টি ও কি কি? তাকবীরে তাহরীমা শর্ত না, রোকন?

২। নামাযে হাত বাঁধা ও আমীন বলার বিধান এবং এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর।

৩। তাহ্মীদ তথা "রব্বানা লাকাল হাম্দ" ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ কার জন্যে বলা সুন্নত?

৪। নামাযে رَفْعِ يَدَيْنِ এর ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কি? বিস্তারিত লিখ।

৫। পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে কি কি ক্ষেত্রে পার্থক্য? বর্ণনা কর।

৬। বিতির নামায কয় রাকাত ও এর হুকুম কি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

৭। মুক্তাদির জন্যে কিরাত পড়ার বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ الْجَمَاعَةِ

وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ اَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَقْرَأُهُمْ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَوْرَعُهُمْ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَسَنُّهُمْ وَيُكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقُ وَالْاَعْمٰى وَ وَلَدُ الزِّنَاءِ فَاِنْ تَقَدَّمُوْا جَازَ وَيَنْبَغِى لِلْاِمَامِ اَنْ لَا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَآءِ اَن يُّصَلِّيْنَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْاِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَمَنْ صَلّٰى مَعَ وَاحِدٍ اَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَا اِثْنَيْنِ تَقَدَّمَهُمَا وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ اَنْ يَّقْتَدُوْا بِامْرَأَةٍ اَوْ صَبِيٍّ -

---

জামাআত ও ইমামতী প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. জামাআতে নামায পড়া সুন্নতে মুয়াককাদা, ২. ইমামতীর জন্যে সর্বাধিক যোগ্য হল সুন্নতের ব্যাপারে সর্বাধিক আলিম ব্যক্তি। এক্ষেত্রে সবাই সমান হলে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তেলাওয়াত কারী। এতে সমান হলে সর্বাধিক পরহেযগার ব্যক্তি, এতে ও সবাই সমপর্যায়ের হলে সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি, ৩. ক্রীতদাস, বেদুইন, ফাসেক, অন্ধ ও জারজ ব্যক্তির ইমামতী মাকরূহ। মুসল্লীগণ এমন কাউকে ইমাম বানালে জায়েয আছে। ৪. ইমামের জন্যে উচীত হল নামায দীর্ঘ না করা, ৫. শুধু মহিলাদের জন্যে জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তথাপি জামাতে নামায পড়তে চাইলে ইমাম সাহেবা উলঙ্গদের মাসআলার ন্যায় তাদের মাঝে দাঁড়াবে। ৬. একজন মুক্তাদী নিয়ে নামায পড়লে তাকে ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে, মুক্তাদী দু'জন হলে তাদের সামনে দাঁড়াবে, ৭. পুরুষের জন্যে মহিলা ও নাবালেগের পিছনে এক্তেদা করা নাজায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَوْلَى النَّاسِ - সর্বাধিক যোগ্য, উত্তম, بِالسُّنَّةِ - নিয়ম পদ্ধতি তথা মাসায়েলের ব্যাপারে, تَسَاوَوْا - সমান হয়, اَوْرَعُهُمْ - সর্বাধিক পরহেযগার, اَسَنُّهُمْ - সর্বাধিক বয়স্ক, اَعْرَابِىْ - বেদুঈন, গ্রাম্য, মূর্খ, فَاسِق - কবীরা গোনাহকারী বা ছগীরা গোনাহে অভ্যাস্থ, كَالْعُرَاةِ - উলঙ্গ-বস্ত্রহীনদের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ জামাআতের হুকুম ঃ قوله اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ঃ ইমাম আহমদ (র.) এর মতে জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। ইমাম শাফেয়ী ও ত্বহাবী (র.) এর মতে ফরযে কেফায়া, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) এর মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

قوله اَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ الخ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা নামাযের মাসায়েল ও সুন্নত মুস্তাহাব ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

মহিলাদের জামাআত ঃ قوله وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ঃ শুধু মহিলাদের জামাআত মাকরূহে তাহরীমী, চাই ফরয নামায হোক বা নফল বা তারাবীহ। বর্তমান ফেতনা ফাসাদের আধিক্যতার দরুন যে কোন নামাযে মসজিদে জামাআতের সহিত নামায পড়া অধিকাংশ আলিমের মতে মাকরূহ। তবে বাড়ীতে মুহররম পুরুষের পিছনে এক্তেদা করা বিশেষত, খতমে তারাবীহতে শরীক হওয়াকে কোন কোন আলিম মাকরূহ বিহীনভাবে জায়েয বলেন।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মহিলাদের জামাআতে হাযির হওয়ার যে প্রমাণ রয়েছে তা ফেতনার কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ হয়েছে। অবশ্য হজ্বের সময়ে ওযরবশতঃ অনুমতি রয়েছে।

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنْثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ فَإِنْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِىْ صَلٰوةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلٰوتُهُ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ وَلَابَأْسَ بِاَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوْزُ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ خُرُوْجُ الْعَجُوْزِ فِىْ سَائِرِ الصَّلٰوةِ وَلَايُصَلِّى الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْاُمِّىِّ وَلَا الْمُكْتَسِىْ خَلْفَ الْعُرْيَانِ -

কাতার ও এক্তেদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. জামাআতে নামাযের জন্যে প্রথমে পুরুষে কাতার করবে। অতঃপর নাবালেগ ছেলেরা, অতঃপর হিজড়ারা, অতঃপর মহিলারা, ২. যদি কোন পুরুষের পাশে মহিলা দাঁড়ায় আর উভয়ে একই নামাযে শরীক থাকে তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে, ৩. মহিলাদের জন্যে জামাআতে হাজির হওয়া মাকরূহ। আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফজর, মাগরিব ও ইশায় বৃদ্ধা মহিলার জন্য হাজির হওয়া দোষণীয় নয়। আর সাহিবাইনের মতে বৃদ্ধা মহিলার জন্যে সকল নামাযে হাজির হওয়া জায়েয। ৪. বহুমূত্র রোগীর পিছনে পাক ব্যক্তি নামায পড়বে না। তদরূপ মুস্তাহাযা মহিলাদের পিছনে ঋতুমুক্ত (পাক) মহিলা, কোরান পাঠে অক্ষম ব্যক্তি কোরান পাঠকারীর পিছনে, কাপড় পরিহিত ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে না।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ صِبْيَان - صَبِىٌّ - এর বহুঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, جُنُبٌ - পার্শ্বে, حُضُوْرٌ - উপস্থিত হওয়া, عَجُوْزٌ - বৃদ্ধা, سَائِر - সমস্ত, مُكْتَسِىْ - কাপড় পরিহিত, عُرْيَان - উলঙ্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ কাতারের নিয়ম ঃ قوله وَيَصُفُّ الرِّجَالُ الخ কাতার বাঁধার ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে ইলম ও জ্ঞানের অধিকারীগণ আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকবে। অতঃপর তারা যারা তাঁদের সাথে সংশ্রব রাখে। তাছাড়া নবীজী (সা.) নিজে ও কাতারবদ্ধ করার সময় আগে পুরুষ, অতঃপর বালক, অতঃপর মহিলাদিগকে সবার পিছনে দাঁড় করাতেন।

পুরুষ ও মহিলার একত্রে নামায প্রসঙ্গ ঃ قوله فَإِنْ قَامَتْ الخ মহিলারা পুরুষের পিছনে এক্তেদা করতে চাইলে সবার পিছনে দাঁড়াবে, যদি একজন মহিলা এবং মুহাররমা বা নিজ স্ত্রী ও হয় তথাপি পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। উল্লেখ্য যে, যদি উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায় তাহলে ১০টি শর্তে পুরুষের নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। যথা– (১) মহিলা বালেগা বা কামোদ্দীপক হলে, (২) উভয়ে একই নামাযে শরীক থাকলে, (৩) উভয়ের মাঝে এক অঙ্গুল পরিমাণ মোটা আবরণ না থাকলে, (৪) মহিলার নামায আদায়যোগ্য হলে (অর্থাৎ হায়েয, নেফাস মুক্ত হলে।) (৫) জানাযার নামায না হয়ে সাধারণ নামায হলে, (৬) উভয়ের পা এক বরাবর হলে, (৭) পূর্ণ এক রোকন পরিমাণ এক সঙ্গে থাকলে, (৮) পুরুষে উক্ত মহিলার ইমামতীর নিয়ত করলে, অন্যথায় মহিলার নামায বিনষ্ট হবে। (৯) মহিলা সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হলে, (১০) স্থান এক হলে, এ দশটি বিষয় পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু মহিলার নামায আদায় হয়ে যাবে।

وَيَجُوْزُ اَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِيْنَ وَيُصَلِّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَايُصَلِّى الَّذِى يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِى وَلَايُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا اٰخَرَ وَيُصَلِّى الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ وَمَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ اَعَادَ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى اَنْ يَّعْبَثَ بِثَوْبِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ وَلَا يُقَلِّبُ الْحَصٰى اِلَّا اَنْ لَّايُمْكِنُهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهِ فَيُسَوِّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُفَرْقِعُ اَصَابِعَهُ وَلَايُشَبِّكُ وَلَايَتَخَصَّرُ وَلَايُسْدِلُ ثَوْبَهُ وَلَايَكُفُّهُ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا –

অনুবাদ ॥ ৫. তায়াম্মুমকারীর জন্যে উযূকারীদের ইমামতী এবং মোজা মাস্‌হকারীর জন্যে পা ধৌতকারীদের ইমামতী করা জায়েয, ৬. দাঁড়ান ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তে পারে, ৭. রুকু সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না এবং ফরয নামায আদায়কারী নফল নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না। তদরূপ এক ফরয আদায়কারী অন্য ফরয নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না। নফল নাদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে নামায পড়তে পারে, ৮. কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে এক্তেদা করার পর যদি জানতে পারে যে, ইমাম অপবিত্র ছিল তাহলে সে নামায দোহরায়ে পড়বে।

নামাযের মাকরূহ সমূহ ঃ ১. নামাযী ব্যক্তির জন্যে মাকরূহ হল– শরীর বা কাপড় নিয়ে খেলা করা, ২. পাথর কণা সরানো, তবে তার ওপর সাজদা করা অসম্ভব হলে একবার সরাতে পারে, ৩. আঙ্গুল ফুটাবে না, ৪. আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাবেনা, ৫. কোমরে হাত রাখবেনা, ৬. গলায় (না পেচিয়ে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখবে না এবং কাপড় গুছাবে না, ৭. (পুরুষে) চুল বেঁধে রাখবে না, ৮. ডানে বায়ে তাকাবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَنْ يَؤُمَّ – ইমাম হওয়া, ইমামতী করা, مُؤْمِى – ইশারাকারী, اَن يَّعْبَثَ – খেলা করা, অহেতু কাজ করা, لَايُقَلِّبُ – সরাবেনা, حَصٰى – কণা, لَايُفَرْقِعُ – ফুটাবেনা, لَايُشَبِّكُ – আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল আঙ্গুল ঢুকাবে না, لَايَتَخَصَّرُ – কোমরে হাত রাখবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى ঃ মাকরূহ অর্থ অপছন্দনীয়। উল্লেখ্য যে, ফেকাহ গ্রন্থে সাধারণভাবে মাকরূহ উল্লেখ থাকলে তাদ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য নেয়া হয়, মাকরূহ কাজের দ্বারা আমলের সওয়াবের ঘাটতি হয়।

قوله اَنْ يَّعْبَثَ الخ . عَبَثٌ ঃ অর্থ অপ্রয়োজনীয় বা অহেতু কাজ, যে কাজে দুনিয়া বা আখিরাতে কোন উপকার সাধিত হয় না তাকে عَبَث বলে। যে সব খেলা-ধুলায় আনন্দ উপভোগ হয় বটে কিন্তু তা ফরয থেকে উদাসীন রাখে তাকে لَهْو বলে। নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে তার মনিবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এ জন্যে যথাসম্ভব ধীরস্থিরতা ও একাগ্রতা অবলম্বন করা জরুরী এবং এমন সব আচরণ ও অবস্থা পরিত্যাগ করা জরুরী যা ভদ্রতা ও শালীনতার পরিপন্থী। বস্তুতঃ গ্রন্থকার মাকরূহ প্রসঙ্গে যে সব বিষয় আলোকপাত করেছেন, সবগুলোর মধ্যেই এ মৌলিক বিষয়টি লক্ষ রয়েছে।

قوله اَنْ يُّسْدِلَ الخ ঃ গলায় না পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখা বা কারো মতে নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে কাপড় পরিধান করাকে سَدْل বলে।

وَلَا يُقْعِيْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ اِنْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلٰوتِهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ اِمَامًا فَإِنْ كَانَ اِمَامًا اِسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلٰوتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ وَاِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ جُنَّ اَوْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ اَوْ قَهْقَهَ اِسْتَانَفَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ وَاِنْ تَكَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهِ سَاهِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَاِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ اَوْ تَكَلَّمَ اَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلٰوةَ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ -

---

অনুবাদ ॥ ৯. কুকুরের বসার ন্যায় বসবেনা, ১০. মুখ বা হাত দ্বারা সালামের উত্তর দিবে না, ১১ ওযর ব্যতিত আসন পেতে (চার যানু হয়ে) বসবেনা, ১২. পানাহার করবেনা।

নামায ভঙ্গের কতিপয় কারণ ও সমাধান ঃ ১. নামাযরত ব্যক্তির যদি উযূ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম না হলে যেয়ে উযূ করে আসবে এবং উক্ত নামাযের ওপর ভিত্তি করে বাকী নামায আদায় করবে। আর ইমাম হলে অন্য কাউকে প্রতিনিধি (ইমাম) বানিয়ে উযূ করে আসবে এবং উক্ত নামাযের উপর ভিত্তি করে বাকী নামায পড়বে যতক্ষণ না সে কথাবার্তা বলবে। তবে নুতনভাবে নামায পড়া শ্রেয়। ২. যদি নামাযের মধ্যে ঘুমানের কারণে কারো স্বপ্নদোষ হয়, বা পাগল হয়ে যায়, বা বেহুস হয়ে যায় অথবা খিলখিল করে হাসে তাহলে উযূ ও নামায উভয় দোহরাতে হবে, ৩. যদি কেউ নামাযে ভুল বশতঃ বা ইচ্ছাকৃত কথা বলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, ৪. যদি কারো তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর উযূ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উযূ করে এসে সালাম ফিরাবে, ৫. যদি কেউ এ অবস্থায় স্বেচ্ছায় উযূ নষ্ট করে বা কথা বলে, অথবা নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لَا يُقْعِيْ – ইক্বআ অর্থ কুকুরের ন্যায় সামনের পা সোজা রেখে নিতম্বের উপর ভর করে বসা, جُنَّ – পাগল হয়ে যায়, اُغْمِيَ عَلَيْهِ – বেহুস হয়ে যায়, قَهْقَهَ – অট্ট হাসী দেয়া, سَاهِيًا – ভুলবশত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله لَا يُقْعِيْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ ঃ اِقْعَاء অর্থ কুকুরের ন্যায় বসা, অর্থাৎ দু'হাত মাটিতে এবং উভয় পা খাড়া করে বুকের সাথে মিলিয়ে উভয় নিতম্বের উপর বসা।

নামাযের বেনা প্রসঙ্গ ঃ قوله فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ الخ ঃ নামাযে উযূ নষ্ট হয়ে গেলে নীরবে উযূ করে এসে বাকী নামায আদায় করে নেয়াকে বেনা করা বলা হয়। সে ইমাম হলে অন্যকে ইশারায় হাত ধরে সামনে অগ্রসর করে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বানাবে। হানাফী ইমামগণ এ ব্যাপারে তবরানী ও দারকুৎনীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী বলেন– এক্ষেত্রে অযূ করে নুতনভাবে নামায আদায় করতে হবে, কেননা উযূ নষ্ট হওয়া, হাঁটা চলা করা, উযূ করা এ সবই নামাযের প্রতিবন্ধক। সুতরাং স্বেচ্ছায় উযূ নষ্ট করলে যেরূপ বেনা করা জায়েয হয় না, তদরূপ এ ক্ষেত্রে ও।

বেনা দুরস্ত হওয়ার শর্তাবলী ঃ উল্লেখ্য যে, বেনা করা দুরস্ত হওয়ার জন্য ১৩ টি শর্ত। যথা– (১) উযূ নষ্ট না করা, (২) গোসল ওয়াজিবকারী নাপাকী না হওয়া, (৩) নামাযীর শরীর হতে বর্হিগমনকারী হওয়া, (৪) অস্বাভাবিক না হওয়া, (৫) নাপাক অবস্থায় পূর্ণ এক রোকন আদায় না হওয়া, (৬) আসা-যাওয়া কালে কোন রোকন আদায় না করা, (৭) নামাযের পরিপন্থী অন্যকোন কাজ না করা, (৮) নিকটে পানি থাকতে দূরে না যাওয়া, (৯) বিনা ওজরে বিলম্ব না করা, (১০) নতুন কোন নাপাকী প্রকাশ না পাওয়া, (১১) صَاحِبِ تَرْتِيْبْ তথা যার উপর ধারাবাহিকভাবে নামায আদায় করা ওয়াজিব এমন নামাযের কথা স্মরণ না থাকা, (১২) মুক্তাদীর জন্যে নিজ জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামায আদায় না করা, তবে মুনফারিদ হলে উযূর স্থানের সন্নিকটই নামায আদায় করতে পারে, (১৩) ইমাম হলে অনুপযুক্ত কাউকে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) না বানান।

وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِى صَلٰوتِهٖ بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ وَإِنْ رَاٰهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهٖ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيْلٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُوْرَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُوْمِيًا فَقَدِرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلٰوةً قَبْلَ هٰذِهٖ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِى فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِى الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيْرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَبَرِأَتْ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ فِى قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَمَّتْ صَلٰوتُهُمْ فِى هٰذِهِ الْمَسَائِلِ-

---

অনুবাদ ॥ তায়াম্মুমকারী নামাযের মধ্যে পানি দেখলে তার নামায বাতিল হয়ে যবে।

দ্বাদশ মাসায়েলঃ আর যদি তাশাহহুদ পরিমান বসার পরে দেখে বা সে মোজা মাস্‌হকারী হয়, আর তার মোজা মাস্‌হের সময় শেষ হয়ে যায়, অথবা মৃদুভাবে উভয় মোজা খুলে ফেলে বা কোন উম্মী ব্যক্তি সূরা শিখে ফেলে, বা কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বস্ত্র লাভ করে, বা ইশারায় নামায আদায়কারী রুকূ-সাজদায় সক্ষম হয়, অথবা যদি স্মরণ হয় যে তার পূর্বের নামায কাযা রয়েছে, বা ইমামের উযূ নষ্ট হওয়ার পর যদি উম্মীকে স্থলাভিষিক্ত বানায়, অথবা ফজরের নামায আদায় কালে সুর্যোদয় হয়ে যায়, জুমআর নামায আদায় করতে করতে আসরের সময় এসে যায়, অথবা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ গ্রহণকারীর ক্ষত শুকিয়ে ব্যান্ডেজ পড়ে যায়, অথবা মুস্তাহাযা মহিলা ইস্তিহাযা মুক্ত হয় এসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তাদের নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– তাদের নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فَانْقَضَتْ – পূর্ণ হয়ে গেল, مُدَّةٌ – মেয়াদ, خَلَعَ – খুলে ফেলল, أُمِّىٌّ – নিরক্ষর, এ স্থলে-সূরা-কিরাত অজ্ঞ, عُرْيَان – বিবস্ত্র, جَبِيْرَةٌ – পট্টি, ব্যান্ডেজ, بُرْءٌ – সুস্থতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله بَطَلَتْ صَلٰوَاتُهُمْ الخ ঃ গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) উপরে وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الخ হতে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মাসআলার বর্ণনা করতঃ একত্রে সব গুলোর বিধান উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানীফা (র.) এর মতে এ সকল ক্ষেত্রে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং নুতনভাবে নামায আদায় করতে হবে। কেননা এসব ক্ষেত্রে নামাযের সর্বশেষ ফরয তথা মুসল্লীর ইচ্ছায় নামাযের পরিপন্থী কোন কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করার ফরযটি বাকী থেকে যায়। আর ফরয ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে সাহিবাইন (র.) এর মতে এটা ফরয নয়। সুতরাং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে এর কোন একটি প্রকাশ পেলে নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে সালামের দ্বারা নামায শেষ করার ওয়াজিব তরক হওয়ায় পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব হবে। কোন কোন আলিম বলেন বস্তুত স্বেচ্ছায় নামায নষ্ট করা (خُرُوْجُ بِصُنْعِهٖ) ইমাম সাহেবের নিকট ও ফরয নয়। তবে তাশাহহুদের আগে পরে নামাযের পরিপন্থী কিছু পাওয়া যাওয়ার প্রভেদ তাঁর নিকট নেই। বিধায় উভয় অবস্থায়ই নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর সাহিবাইনের মতে পরে পাওয়ার দ্বারা নামায ফাসেদ হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। পুরুষ ও মহিলাদের জামাতে নামায আদায়ের হুকুম কি? জামাতের জন্যে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?
২। নামাযের জামাতে কাতারের পদ্ধতি কি হবে বর্ণনা কর।
৩। পুরুষ ও মহিলা একত্রে নামায পড়তে চাইলে কিভাবে দাঁড়াতে হবে?
৪। নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়ালে কি কি শর্তে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়? বর্ণনা কর।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلٰى صَلٰوةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَّخَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْوَقْتِ فَيُقَدِّمُ صَلٰوةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِتَةِ ثُمَّ يَقْضِيْهَا وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ تَزِيْدَ الْفَوَائِتُ عَلٰى خَمْسِ صَلٰوةٍ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيْبُ فِيْهَا -

কাযা নামাযের বিবরণ

অনুবাদ ॥ ১. কারো নামায কাযা হয়ে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নিবে। (পরবর্তী) ওয়াক্তিয়া নামাযের আগে পড়ে নিবে। তবে যদি ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামায আগে পড়ে নিবে। অতঃপর কাযা নামায পড়বে। ২. যার কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে যায়, যেভাবে নামায ফরয হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে তার কাযা আদায় করবে। তবে যদি কাযা নামায পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয়ে যায় তাহলে তা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিধান রহিত হয়ে যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ قَضَاءٌ - পূর্ণ করা, পালন করা, فَوَائِت - فَائِتَةٌ এর বহুঃ ছুটে যাওয়া, কাযা অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوَاتٌ الخ ঃ যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক নামায কাযা হয় তাহলে আগেরটা আগে ও পরেরটা পরে কাযা পড়তে হবে। আর এর অধিক হলে যে কোনটা ইচ্ছা আগে পরে আদায় করতে পারে। ইমাম আহমদ, মালেক, ইব্রাহীম নখয়ী (র.) প্রমূখের ও একই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ক্রমধারা (তারতীব) মুতাবেক পড়া মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, এখানে নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত দ্বারা নিষিদ্ধ সময় উদ্দেশ্য, যা হারাম ও মাকরূহ উভয়কে শামিল করে।

উমরী কাযা প্রসঙ্গ ঃ কারো কয়েক মাস বা কয়েক বৎসরের নামায (রোযা) কাযা হয়ে থাকলে তাকে উমরী কাযা বলে। এরূপ নামাযের আদায় করা ওয়াজিব। সাথে সাথে স্বেচ্ছায় উদাসীনতায় এরূপ করে থাকলে তার জন্যে তাওবা এস্তেগফার করা জরুরী। উমরী কাযার সহজ পদ্ধতি এই যে, যত মাস বা বৎসর কাযা হয়েছে তার প্রথম বৎসরের প্রথম মাস অনুপাতে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সাথে ওয়াক্তের ফরযের কাযা পড়ে নিবে। এভাবে একেক মাস করে সামনে বাড়তে থাকবে। সম্ভব হলে আরো বেশী ওয়াক্তের পড়ে দ্রুত কাযা আদায় শেষ করা শ্রেয়। উল্লেখ্য যে বিতির নামাযের এ কাযা পড়তে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। ফায়েতা বা কাযা নামায আদায়ের নিয়ম কি? বিস্তারিত লিখ।

২। উমরী কাযা কাকে বলে? ও তার সহজ নিয়ম কি? লিখ।

بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

لَايَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِى الظَّهِيْرَةِ وَلَا يُصَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ وَلَا يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ -

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. (ক) সূর্যোদয়কালে নামায পড়া নাজায়েয, (খ) সূর্যাস্তকালে উক্ত দিনের আসরের নামায ছাড়া অন্যকোন নামায পড়া নাজায়েয এবং (গ) ঠিক দ্বি প্রহরে ও কোন নামায পড়া দুরস্ত নয়, এ সকল সময়ে জানাযার নামায পড়া এবং তেলাওয়াতের সাজদা করা ও দুরস্ত নয়। ২. (ক) ফজরের নামাযের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং (খ) আসরের নামাযের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরূহ। ৩. এ দু' সময়ে কাযা নামায পড়া, তেলাওয়াতের সাজদা করা ও জানাযার নামায পড়া দোষণীয় নয়। তবে তওয়াফের পরবর্তী দু' রাকাত নামায পড়বে না। ৪. সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ছাড়া অন্যকোন নামায পড়া মাকরূহ, মাগরিবের পূর্বে ও কোন নামায পড়বে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ ظَهِيْرَةٌ – দুপুর, بَأْسٌ - ক্ষতি, দোষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَايَجُوْزُ الخ ঃ এ তিন ওয়াক্তে কাফেররা সূর্যের পূজা করে বিধায় রাসূল (সা.) নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

قوله مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ الخ ঃ এ দু সময়ে কোন নফল পড়া নবীজীর (সা.) থেকে প্রমাণিত নেই অথচ তিনি নামাযের অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে নামায পড়া পছন্দনীয় নয় বা মাকরূহ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। কোন্ কোন্ সময় নামায পড়া নাজায়েয ও কোন্ কোন্ সময় মাকরূহ? বর্ণনা কর।

بَابُ النَّوَافِلِ

اَلسُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ يُّصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ صَلّٰى بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ صَلّٰى ثَمَانِىْ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَزِيْدُ بِاللَّيْلِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ - وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَاِنْ شَاءَ سَكَتَ وَاِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِىْ جَمِيْعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ وَجَمِيْعِ الْوِتْرِ وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ثُمَّ اَفْسَدَهَا قَضَاهَا فَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَقَعَدَ فِى الْاُوْلَيَيْنِ ثُمَّ اَفْسَدَ الْاُخْرَيَيْنِ قَضٰى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاِنْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُؤْمِىْ اِيْمَاءً -

সুন্নত-নফল প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নত হল সুবহে সাদিকের পরে দু'রাকাত, যুহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত, আসরের পূর্বে চার রাকাত ইচ্ছে করলে দু'রাকাত ও পড়তে পারে। মাগরিবের পরে দু'রাকাত। এবং ইশার পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত হচ্ছে করলে দু'রাকাত ও পড়তে পারে। ২. দিনের নফল নামায ইচ্ছে করলে দু'রাকাত এক সালামে পড়তে পারে অথবা চার রাকাত ও পড়তে পারে, এর অতিরিক্ত (এক সালামে) পড়া মাকরূহ। আর রাতের নফল নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এক সালামে আট রাকাত পড়লেও জায়েয। এর অতিরিক্ত মাকরূহ। সাহিবাইন (র.) বলেন- রাতে এক সালামে দু'রাকাতের অধিক পড়বেনা। ৩. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। শেষের দু'রাকাতের ব্যাপারে নামাযী ইচ্ছাধীন। চাইলে সূরায়ে ফাতেহা পড়তে পারে। চাইলে নীরব ও থাকতে পারে। আবার চাইলে তাসবীহ ও আদায় করতে পারে। ৪. নফল (ও সুন্নত) নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এবং বিতিরের সকল রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। ৫. কেউ নফল নামায শুরু করে

নষ্ট করে ফেললে সে উক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে। যদি কেউ চার রাকাত নামায পড়ে। এর প্রথম দু'রাকাতের পরে বসে, অতঃপর শেষ দু'রাকাতের মধ্যে নষ্ট করে ফেলে তাহলে দু'রাকাত কাযা করবে। আবু ইউসূফ (র.) এর মতে চার রাকাত কাযা পড়বে। ৬. দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে নফল নামায বসে পড়তে পারে। কেউ দাঁড়িয়ে নফল শুরু করবার পর (কিছু অংশ) বসে আদায় করলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ওযর ছাড়া জায়েয নেই। কেউ শহরের বাইরে (সফররত) থাকলে নিজ বাহন যেদিকে যায় উক্ত দিকে ফিরে ইশারার মাধ্যমে নফল পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلنَّوَافِلُ الخ : نَافِلَةٌ এর বহুঃ اَلنَّوَافِلُ। অর্থ অতিরিক্ত, গনীমতের মাল মূল মাল হতে অতিরিক্ত হওয়ায় তাকে نَافِلَة বলে। ফরয ওয়াজিবের অতিরিক্ত সকল নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা, গায়রে মুয়াক্কাদা বা নফল সবই এর অন্তর্ভূক্ত।

قوله بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الخ : সার্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত নামায হল ফজরের দু'রাকাত সুন্নত। কারো ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে শায়খাইন (র.) এর মতে কাযা আদায় করবেনা। কেননা ফরযের সাথে ছাড়া নফলের কাযা আদায় হয়না, তবে করলে ক্ষতি নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাযা পড়তে পারে।

قوله اَرْبَعًا بَعْدَهٗ : তিরমিযী শরীফে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি যুহ্‌রের আগে ৪রাকাত ও পরে চার রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে আল্লাহ পাক তার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম করে দিবেন। অন্য এক হাদীসে ফরযের পর দু'রাকাতের কথাও বর্নিত আছে এবং এটাই অধিক শক্তিশালী। একারণে দু'রাকাত করে ৪ রাকাত আদায় করলে উভয়ের ওপর আমল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, যুহরের সুন্নত চার রাকাত কোন কারণে আগে পড়তে না পারলে শায়খাইনের মতে ফরযের পরে আগে দু'রাকাত পড়বে, অতঃপর উক্ত চার রাকাত পড়বে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে আগে চার রাকাত, পরে দু'রাকাত পড়বে।

قوله اَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ الخ : আসরের চার রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন– مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ যে ব্যক্তি আসরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে দোযখের অগ্নি তাকে স্পর্শ করবেনা। অবশ্য কোন কোন হাদীসে দু'রাকাতের বর্ণনা থাকায় ইমাম মুহাম্মাদ (র.) মুসল্লীর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

قوله رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : এ দু'রাকাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘকিরাত যথা প্রথম রাকাতে الم تنزيل ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মূলক পড়তেন।

قوله اَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ : ইশার ফরযের পরেও চার রাকাত পড়ার বর্ণনা আছে যথা-

مَنْ صَلّٰى بَعْدَالْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ كَانَ لَهٗ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "যে ব্যক্তি ইশার পরে চার রাকাত নামায পড়বে সে লায়লাতুল কদরে উক্ত নামায পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।" অন্য রেওয়াতে দু'রাকাত পড়ার যে বর্ণনা আছে তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর আগে-পরের চার চার রাকাত গায়রে মুয়াক্কাদা। উল্লেখ্য যে, সর্বমোট সুন্নতে মুয়াক্কাদা হল বার রাকাত। ফজরে দুই, যুহরে ছয়, মাগরিবে দুই ও ইশায় দুই রাকাত। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ফরমায়েছেন- مَنْ ثَابَتَ عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ رَكْعَةٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ "যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকাত নামায রীতিমত পড়বে, আল্লাহ পাক তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর নিমার্ণ করবেন।

قوله وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ الخ ঃ নফলের প্রতি রাকাত স্বতন্ত্র নামায। একত্রে অধিক রাকাতের নিয়ত করলেও প্রথম দু'রাকাত সম্পন্ন হলে পরবর্তী দু'রাকাত করে ওয়াজিব হয়। এ কারণে নফলের প্রতি রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরয। তদরূপ চার রাকাতের নিয়ত করে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে নামায নষ্ট হয়ে গেলে কেবল পরবর্তী দু'রাকাতই কাযা করতে হয়।

قوله يَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهِ الخ ঃ যান বাহনে আরোহণ কালে অবতরণ করার সুযোগ না থাকলে বা অবতরণ করলে মাল-পত্র চুরি হবার আশংকা থাকলে উক্ত বাহনেই নামায পড়ে নিবে। ফরয নামায হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কেবলা মূখী থাকা ফরয। আর নফল হলে কেবলা মুখী হওয়া ফরয নয়। শাফেয়ী (র.) এর মতে তাহরীমা কালে ফরয। পরে কেবলা ঘুরে গেলে অসুবিধা নেই। আর রুকু সাজদা সম্ভব না হলে ইশারায় আদায় করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। نفل অর্থ কি ? নফল নামায এক তাহরীমায় কত রাকাত পড়া শ্রেয়? বিস্তারিত লিখ।

২। নফল নামাযে কিরাত স্বরবে ও নীরবে পড়ার ব্যাপারে বিধান কি? লিখ।

৩। আছর ও ইশার নামাযের পূর্বে নফল কয় রাকাত ও এর ফযীলত কি? লিখ।

৪। যানবাহনে নফল নামায পড়লে কেবলামুখী হওয়ার বিধান কি? লিখ।

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

سُجُوْدُ السَّهْوِ وَاجِبٌ فِى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَلْزَمُهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ إِذَا زَادَ فِىْ صَلٰوتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا أَوْتَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا أَوْتَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوِ الْقُنُوْتِ أَوِ التَّشَهُّدِ أَوْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيْمَا يُخَافَتُ أَوْخَافَتَ فِيْمَا يُجْهَرُ وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوْجِبُ عَلٰى الْمُؤْتَمِّ السُّجُوْدَ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ فَإِنْ سَهٰى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُوْدُ ـ

সহু সাজদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. নামাযে কম বেশীর ক্ষেত্রে সহু সাজদা ওয়াজিব। (নিয়মঃ) প্রথমে সাজদা করবে, অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। ২. সহু সাজদা ঐক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় যখন নামায জাতীয় কোন ক্রিয়া নামাযে (ভুলবশত) অতিরিক্ত হয়ে যায় যা নামাযের অঙ্গ নয়। অথবা কোন ওয়াজিব কাজ তরক করে বা সূরায়ে ফাতিহা, দোয়ায়ে কুনূত, তাশাহহুদ, বা ঈদের নামাযের তাকবীর ছেড়ে দেয়। অথবা আস্তে কিরাতের স্থলে ইমাম জোরে পড়ে, অথবা জোরের স্থলে আস্তে পড়ে, ৩. ইমামের ভুলে মুক্তাদীর ওপর ও সাজদা ওয়াজিব করে। ইমাম সাজদা না করলে মুক্তাদী ও সাজদা করবেনা। আর মুক্তাদী ভুল করলে ইমামের ওপর সাজদা ওয়াজিব নয় এবং মুক্তাদীর ওপরও ওয়াজিব নয়।

প্রসঙ্গিক আলোচনা ॥ قول سُجُوْدُ السَّهْوِ ঃ سَهْوٌ অর্থ ভুল। এখানে اِضَافَتٍ لِّىّ অর্থাৎ لِلسَّهْوِ (ভুলের কারণে)।

قوله بَعْدَ السَّلَامِ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সালামের পূর্বে সাজদা করবে। ইমাম মালেক (র.) এর মতে কোন কাজ ভুল হলে সালামের আগে ও বেশী হলে সালামের পরে করবে। আর আবূ হানীফা (র.) এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই সালামের পরে সাজদা করবে। হুযূর (সাঃ) হতে আগে পরে উভয় প্রকারের আমল বিদ্যমান আছে। তবে قولى (উক্তিগত) হাদীসে সালামের পরে দু'সাজদার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ প্রতি ভুলের জন্য সালামের পর দু'সাজদা, করতে হবে।

قوله ثُمَّ يَتَشَهَّدُ الخ ঃ সালাম ফেরানোর দ্বারা সাজদার পূর্বের তাশাহহুদ শেষ হয়ে যায়। এ কারণে নুতন ভাবে বৈঠকের মধ্যে তাশাহহুদ পড়ার জরুরত দেখা দেয়।

قوله فِعْلًامِنْ جِنْسِهَا এ কথার দ্বারা যে সব কাজ নামাযের অঙ্গ তাতে কম বেশী করার দ্বারা সাজদা ওয়াজিব নয় এটা বুঝান উদ্দেশ্য। যথা কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি লম্বা করা। এতে সহু সাজদা ওয়াজিব হয়না।

قوله أَوْتَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا الخ ঃ এখানে مَسْنُوْنٌ দ্বারা مَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ তথা সুন্নতে রাসূল (সাঃ) দ্বারা প্রমাণিত থাকা উদ্দেশ্য।

قوله يُخَافَتُ ঃ উল্লেখ্য যে, একাকী ব্যক্তির জন্যে কোন ক্ষেত্রেই কিরাত জোরে বা আস্তে পড়া ওয়াজিব নয়। বরং সে ইচ্ছাধীন। এ কারণে তার জন্যে স্বরবের স্থলে নীরবে বা এর বিপরীত হলে সহু সাজদা ওয়াজিব নয়। আর ইমামের জন্যে এরূপ কতটুকু করলে সহু সাজদা ওয়াজিব এব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ এমন হলে সাজদা ওয়াজিব, নতুবা নয়।

وَمَنْ سَهٰى عَنِ الْقُعْدَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ اِلٰى حَالِ الْقُعُوْدِ اَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ وَاِنْ كَانَ اِلٰى حَالِ الْقِيَامِ اَقْرَبُ لَمْ يَعُدْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْقُعْدَةِ الْاَخِيْرَةِ فَقَامَ اِلٰى الْخَامِسَةِ رَجَعَ اِلٰى الْقُعْدَةِ مَالَمْ يَسْجُدْ وَاَلْغٰى الْخَامِسَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهٗ وَتَحَوَّلَتْ صَلٰوتُهٗ نَفْلًا وَكَانَ عَلَيْهِ اِنْ يَضُمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً وَاِنْ قَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا الْقُعْدَةَ الْاُوْلٰى عَادَ اِلٰى الْقُعُوْدِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ ضَمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً اُخْرٰى وَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ وَالرَّكْعَتَانِ نَافِلَةٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَ ثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهٗ اِسْتَاْنَفَ الصَّلٰوةَ فَاِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهٗ كَثِيْرًا بَنٰى عَلٰى غَالِبِ ظَنِّهٖ اِنْ كَانَ لَهٗ ظَنٌّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ ظَنٌّ بَنٰى عَلٰى الْيَقِيْنِ –

অনুবাদ ॥ ৪. কেউ যদি প্রথম বৈঠকে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। আর বসার নিকটবর্তী থাকতেই স্মরণ এসে যায় তাহলে সে বসে যাবে ও তাশাহহুদ পড়বে। আর যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয় তাহলে (বসার দিকে) ফিরবেনা। বরং শেষে সহু সাজদা করবে। ৫. যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যেয়ে পঞ্চম রাকাতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে। তার পঞ্চম রাকাত বাদ হয়ে যাবে, এবং শেষে সহু সাজদা করবে। পঞ্চম রাকাতকে যদি সাজদা দ্বারা আবদ্ধ (মজবুত) করে ফেলে তাহলে তার ফরয বাতিল হয়ে উক্ত নামায নফলে পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্যে ষষ্ঠ এক রাকাত মিলাতে হবে। ৬. যদি কেউ চতুর্থ রাকাতে বসে অতঃপর দাঁড়িয়ে যায়, আর এটাকে প্রথম বৈঠক ধারণা করে থাকে তাহলে পঞ্চম রাকাতের সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে এবং সালাম ফিরিয়ে সহু সাজদা করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতকে সালাম দ্বারা বেঁধে ফেলে তাহলে আরো এক রাকাত মিলাবে। এক্ষেত্রে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে, শেষের দু'রাকাত নফল বিবেচিত হবে। যদি কেউ নামাযে সন্দিহান হয়, এবং তিন রাকাত পড়ল, না চার রাকাত জানেনা,আর এমন সন্দেহ তার এই প্রথম পেশ হয়, তাহলে সে নুতন ভাবে নামায পড়বে। আর যদি অনেকবার এমন হয়ে থাকে তাহলে প্রবল ধারণা যেদিকে হয় তার ওপরই নির্ভর করবে যদি ধারণা থাকে। আর ধারণা না থাকলে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নামায পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله عَادَ اِلٰى الْقُعُوْدِ الخ ঃ কেননা এক সাজদা না করা পর্যন্ত রাকাত পূর্ণ হয়না, একারণে পুনরায় বসে যাবে। আর সাজদা করে ফেললে উক্ত রাকাত নষ্ট করা ঠিক হবেনা। কেননা ইরশাদ হয়েছে– لَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট করোনা।" আর বেজোড় কোন নফল হয়না এ কারণে আরো একরাকাত মিলিয়ে দু'রাকাত পূর্ণ করতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। সহু সাজদা কাকে বলে? সহু সাজদা সালামের পূর্বে না পরে? এ ব্যাপারে মতান্তর কি? বর্ণনা কর।
২। সহু সাজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি কি? বর্ণনা দাও।
৩। মুনফারিদ ব্যক্তি যদি স্বরবের কেরাত নীরবে বা এর বিপরীত পড়ে তাহলে সহু সাজদা ওয়াজিব কিনা?
৪। وَيَلْزَمُهٗ سُجُوْدُ السَّهْوِ اِذَا زَادَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا اَوْ تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا ـ ব্যাখ্যা কর।
৫। যদি কেউ সন্দিহান হয় যে, নামায ৩ রাকাত পড়ল? নাকি ৪ রাকাত, তার সমাধান কি? লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ الْقِيَامُ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ أَوْمٰى إِيْمَاءً وَجَعَلَ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ إِلٰى وَجْهِهٖ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ إِسْتَلْقٰى عَلٰى قَفَاهُ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْمٰى بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَإِنِ اضْطَجَعَ عَلٰى جَنْبِهٖ وَ وَجْهُهٗ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَوْمٰى جَازَ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِيْمَاءَ بِرَأْسِهٖ أَخَّرَ الصَّلٰوةَ وَلَا يُوْمِيْ بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهٖ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَجَازَ أَنْ يُّصَلِّيَ قَاعِدًا يُوْمِئُ إِيْمَاءً۔

রুগ্ন ব্যক্তির নামায

<u>অনুবাদ</u> ॥ ১. রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হলে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে নামায পড়বে, আর রুকু সাজদা করতে সক্ষম না হলে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। সাজদার ক্ষেত্রে রুকু হতে বেশী নীচু হবে। (সাজদার জন্য) কোন বস্তু উঠিয়ে চেহারায় লাগাবেনা। যদি বসতেও স্বক্ষম নাহয় তাহলে চিত হয়ে শুবে। উভয় পা কেবলামূখী রাখবে। অতঃপর রুকু সাজদার জন্য ইশারা করবে। আর যদি কাৎ হয়ে শোয় আর মুখ কেবলার দিকে থাকে অতঃপর ইশারায় নামায আদায় করে তা জায়েয হয়ে যাবে। ২. আর যদি মাথা দ্বারা ইশারার ক্ষমতাও না রাখে তাহলে নামায বিলম্বিত করবে। কেবল চক্ষুদ্বয়, ভ্রূযুগল ও অন্তর দ্বারা ইশারা করবে না। ৩. কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়, আর রুকু সাজদার ক্ষমতনা রাখে তাহলে তার জন্যে দাঁড়ান জরূরী নয়। বসে ইশারায় নামায পড়া জায়েয।

<u>প্রসাঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله تَعَذَّرَ الْقِيَامُ الخ ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়া কোন্ সময় রহিত হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে মাথা ঘুর্ণন বা দূর্বলতার দরুণ দাঁড়াতে নাপারে তখন বসে নামায পড়ার অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহীহ মত এইযে, যে কোন ক্ষেত্রে দাঁড়াতে অপারগ হলে বা ক্ষতিকর হলে বসে নামায আদায় করবে, কিছু অংশ এমনকি যদি তাহরীমাটাও দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে তা হলে দাঁড়িয়ে আদায় করবে। বাকী নামায বসে আদায় করবে।

قوله وَلَا يَرْفَعُ إِلٰى وَجْهِهٖ الخ ঃ যতটুকু নত হয়ে সাজদা করতে পারে ততটুকু নত হতে হবে। বালিশ ইত্যাদি কিছু উঁচু করে কপালে লাগিয়ে সাজদা করবে না। তবে মাটির সাথে লাগানো শক্ত বস্তু হলে মাকরূহ হবেনা।

قوله إِسْتَلْقٰى عَلٰى قَفَاهُ ঃ সহজ পদ্ধতি এইযে, পা কেবলামুখী করে হাঁটু দুটি উঁচু রাখবে। আর মাথার নীচে দু'একটা বালিশ রেখে মাথা উঁচু করে ইশারায় রুকু সাজদা করবে।

قوله أَخَّرَ الصَّلٰوةَ ঃ ইশারায় নামায আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে তখন তার জন্যে নামায মাফ হয়ে যায়, তবে পরে সুস্থ হলে কাযা পড়তে হবে। আর সুস্থ নাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। "বিলম্বিত করবে" এ শব্দের দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَاِنْ صَلَّى الصَّحِيْحُ بَعْضَ صَلٰوتِهٖ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهٖ مَرَضٌ تَمَّمَهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُوْمِيْ اِيْمَاءً اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ اَوْ مُسْتَلْقِيًا اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ ـ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ قَائِمًا فَاِنْ صَلّٰى بَعْضَ صَلٰوتِهٖ بِاِيْمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اِسْتَأْنَفَ الصَّلٰوةَ وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَمَادُوْنَهَا قَضَاهَا اِذَا صَحَّ وَاِنْ فَاتَتْهُ بِالْاِغْمَاءِ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَقْضِ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি নামাযের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়ে অতঃপর তার রোগ দেখা দেয় তাহলে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে তা পূর্ণ করবে। রুকু সাজদার ক্ষমতা না রাখলে ইশারায় আদায় করবে। আর বসার ক্ষমতা না রাখলে চিৎ হয়ে আদায় করবে। ৫. যে ব্যক্তি রোগের কারণে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে নামায আদায় করছিল যদি নামাযের ভেতরই সুস্থ হয়ে যায় তাহলে বাকী নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর যদি নামাযের কিছু অংশ ইশারার মাধ্যমে আদায় করে অতঃপর রুকু সাজদা করতে স্বক্ষম হয়, তাহলে নুতন ভাবে নামায আদায় করবে। ৬. যদি কেউ পাঁচ বা এর কম নামাযের সময় পরিমাণ বেহুস থাকে সে সুস্থ হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা পড়বে। আর বেহুসের কারণে এর অধিক নামায ছুটে গেলে তার কাযা পড়তে হবেনা।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ الخ ঃ কেননা এ ক্ষেত্রে রুকু সাজদা পাওয়া যাওয়ার কারণে كَامِل (পূর্ণাঙ্গ) এর বেনা বা ভিত্তি نَاقِص (অপূর্ণাঙ্গ) এর উপর হয়না। এজন্যে জায়েয।

قوله وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ ـ الخ ঃ এ মাসআলাটির ভিত্তি মূলত ঃ ইস্তিহসানের ওপর। নতুবা কিয়াসের চাহিদা হল এক ওয়াক্ত ব্যাপী বেহুস থাকলেও তার কাযা ওয়াজিব নাহওয়া। কারণ তখন সে মুকাল্লাফ নয়। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) এর অভিমত। ইস্তিহসান (উত্তম জ্ঞানকরা) এর কারণ এইযে, মূলতঃ পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ব্যাপী হলে তা প্রতি ওয়াক্ত مُكَرَّرْ (একাধিক বার) হওয়ার কারণে আধিক্যে পরিণত হয়। ফলে তা কাযা আদায় কষ্টকর, আর কম হলে তা কষ্ট কর নয়। উপরন্ত সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা ও এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন - হযরত আলী (রা.) একাধারে চার ওয়াক্ত পরিমাণ বেহুস ছিলেন পরে তিনি উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির পাঁচ ওয়াক্ত পরিমাণ বেহুস থাকায় উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেন। আর হযরত ইবনে উমর (রা.) এর সময় একদিন একরাতের বেশী সময় বেহুশ ছিলেন তিনি উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেননি।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের আদায়ের হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

২। রুগ্ন ব্যক্তির নামায কোন্ সময় রহিত হয়ে যায়? লিখ।

৩। বেহুস ব্যক্তির নামাযের হুকুম কি? বেহুস কালীন ব্যক্তি তো মুকাল্লাফ থাকেনা। তথাপি কি তার জন্যে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে?

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

فِى الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ سَجْدَةً فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَفِى الرَّعْدِ وَفِى النَّحْلِ وَفِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَالْاُوْلٰى فِى الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمٓ تَنْزِيْلِ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَالْاِنْشِقَاقِ وَالْعَلَقِ - اَلسُّجُوْدُ وَاجِبٌ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِىْ وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْاٰنِ اَوْلَمْ يَقْصُدْ فَاِذَا تَلَا الْاِمَامُ اٰيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَامُوْمُ مَعَهُ فَاِنْ تَلَا الْمَامُوْمُ لَمْ يَلْزِمِ الْاِمَامَ وَلَا الْمَامُوْمَ السُّجُوْدُ وَاِنْ سَمِعُوْا وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ اٰيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَسْجُدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ وَسَجَدُوْهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَاِنْ سَجَدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُمْ وَمَنْ تَلَا اٰيَةَ سَجْدَةٍ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتّٰى دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا وَسَجَدَ لَهُمَا اَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ وَاِنْ تَلَاهَا فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ السَّجْدَةُ الْاُوْلٰى وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ -

---

তিলাওয়াতে সাজদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ তিলাওয়াতে সাজদার হুকুম ও মাসায়েল ঃ (সাজদার সংখ্যা) কুরআন মজীদে মোট ১৪টি সাজদা আছে। ১। সূরা আ'রাফের শেষে, ২। সূরা রা'দে ৩। নাহলে ৪। বনী ইসরাঈলে, ৫। মারয়ামে, ৬। সূরায়ে হ'জ্জের প্রথমটিতে, ৭। সূরায়ে ফুরকানে, ৮। নামলে, ৯। আলিফ লাম-মীম তানযীলে, ১০। সোয়াদে, ১১। হা-মী সা'জদাতে, ১২। নাজমে, ১৩। ইনশেকাকে ও ১৪। আলাক্বে।

মাসায়েল ঃ ১. তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের ওপর সাজদা ওয়াজিব। চাই শ্রবণের ইচ্ছে করুক বা না করুক। ২. ইমাম সাজদার আয়াত তিলায়াত করলে তিনি এবং মুক্তাদীগণ একই সাথে সাজদা করবে। মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদী কারো জন্যে সাজদা ওয়াজিব হয়না। ৩. যদি তাদের সাথে নামাযরত নয় এমন ব্যক্তি হতে নামাযী ব্যক্তিগণ সাজদার আয়াত শোনে তাহলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবেনা, বরং নামাযের পরে সাজদা করবে। নামাযের মধ্যে সাজদা করলে তা যথেষ্ট হবেনা। তবে এতে নামায নষ্ট হবেনা। ৪. কেউ যদি নামাযের বাহিরে সাজদার আয়াত পড়ে কিন্তু তখন

সাজদা না করে। অতঃপর নামায শুরু করে নামাযের মধ্যে পুনরায় উক্ত আয়াত পড়ে এবং তিলাওয়াতের সাজদা করে তাহলে তা উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ৫. আর যদি নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের পর সাজদা করে অতঃপর নামায শুরু করে দ্বিতীয়বার উক্ত আয়াত পড়ে তাহলে প্রথম সাজদা যথেষ্ট হবেনা। ৬. কেউ একই মজলিসে সাজদার আয়াত বারবার পড়লে এক সাজদাই তার জন্যে যথেষ্ঠ হবে।

সাজদার নিয়ম ঃ কেউ তিলাওয়াতের সাজদা করতে ইচ্ছে করলে প্রথম 'আল্লাহু আকবর' বলবে। তবে হাত উঠাবেনা। অতঃপর সাজদা করবে। পূণরায় আল্লাহু আকবর বলে সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করবে। তিলাওয়াতের সাজদাকারীর জন্য তাশাহহুদ পড়তে হয়না এবং সালাম ফিরাতে হয়না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله أَرْبَعَةَ عَشَرَ الخ ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফা (র.) এর মতে তিলাওয়াতের সাজদা ১৪টি। তবে শাফেয়ী (র.) এর মতে সূরা হজ্জে দু'টি সাজদা, আর সূরা সোয়াদে কোন সাজদা নেই। আর আবু হানীফা (র) এর মতে সুরা সোয়াদে একটি ও হজ্জে একটি। হযরত আহমদ ইবনে হম্বল র (র.) এর মতে ১৫টি। সুরায় হজ্জের ২টিও সোয়াদের ১টি।

قوله اَلسُّجُوْدُ وَاجِبٌ الخ ঃ হানফীগণের মতে তিলাওয়াতের সাজদা আমলের দিক দিয়ে ওয়াজিব। কেননা এ গুলোর প্রত্যেকটিই সাজদা জরুরী হওয়া বুঝায়। সাজদার আয়াত গুলো তিন ধরণের। (এক) কোনটির মধ্যে স্পষ্টাকারে সাজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়, (দুই) কোন কোন আয়াতে সাজদা আম্বিয়ায়ে কেরামের আমল বা অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে। অতএব তাদের এক্তেদা বা অনুসরণ জরুরী, (তিন) কোন কোন আয়াতে সাজদা না করার কারণে তিরস্কার করা হয়েছে। আর ওয়াজিব তরকের কারণেই তিরস্কার করা হয়। সুতরাং এটাও ওয়াজিব প্রমাণ করে।

উল্লেখ্য যে, সাজদার আয়াত পাঠ বা শ্রবণের সাথে সাথেই সাজদা করা উচিৎ। কারণ বশতঃ পরে করলেও আদায় হয়ে যাবে। ঋতুবতী, নাবালেগ, বেহুস ও পাগল ব্যক্তি সাজদার আয়াত শ্রবণ করলে তাদের ওপর সাজদা ওয়াজিব হয়না।

قوله لَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُ الخ ঃ অর্থাৎ নামাযে থাকাকালে নামাযের বাইরের কারো থেকে সাজদার আয়াত শুনে নামযের মধ্যে সাজদা করলে সাজদা আদায় হয়না। তবে এতে নামায নষ্ট হবেনা। কেননা সাজদা নামাজের অঙ্গ। আর মাসবূক ব্যক্তি যেরূপ রুকুর পরে ইমানের সাথে শরীক হলে তার উক্ত সাজদা নামাযে গণ্য হয়না তদরূপ এক্ষেত্রে ও তিলাওয়াতের সাজদা গণ্য হবেনা।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। তিলাওয়াতের সাজদার সংখ্যার ব্যাপারে মতান্তর কি? এবং আদায়ের পদ্ধতি কি? বিস্তারিত লিখ।

২। তিলাওয়াতের সাজদার হুকুম কি এবং কেন সাজদা করতে হয়? বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

اَلسَّفَرُ الَّذِىْ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْاَحْكَامُ هُوَ اَنْ يَقْصُدَ الْاِنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصَدِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ بِسَيْرِ الْاِبِلِ وَمَشْىِ الْاَقْدَامِ وَلَا مُعْتَبَرَ فِىْ ذٰلِكَ بِالسَّيْرِ فِى الْمَاءِ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَنَا فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَانِ وَلَا تَجُوْزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا ـ

মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ সফর দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যে সফর দ্বারা শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায় তাহল এমন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা যে স্থান ও তার নিজের মধ্য উট চলার বা পায়ে হাঁটার পথে তিন দিনের দুরত্ব হয়। এ দুরূত্ব পানি পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

মুসাফিরের করনীয়ও কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. আমাদের (হানাফীগণের) মতে মুসাফিরের জন্য চার রাকাত ফরয নামাযের ক্ষেত্রে দু'রাকাত পড়া ফরয। দু'রাকাতের অধিক পড়া মুসাফিরের জন্যে জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلسَّفَرُ الَّذِىْ يَتَغَيَّرُ الخ ঃ سفر অর্থ প্রকাশ হওয়া, ভ্রমন করা। ভ্রমনের দ্বারা ভ্রমনকারী নিকট বিভিন্ন বিষয় যা তার চরিত্র প্রকাশিত হয়। এ জন্যে সফরকে সফর বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় সকল ভ্রমণ কে সফর বলা হয়না বরং যে সফর দ্বারা শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সফর বলে। তার জন্যে শর্ত হলো ১. নির্দিষ্ট স্থানে গমনের উদ্দেশ্য রাখা, কোন লক্ষ্যস্থল ঠিক না করে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমন করলে ও তার উপর মুসাফিরের কোন বিধান বর্তাবেনা। ২. কমপক্ষে ৪৮ মাইল তথা ৯০ কিঃ মিঃ দুরত্বে যাওয়ার ইচ্ছো রাখা।

মুসাফিরের বিধান ঃ উল্লোখ্যে যে, সফরের দ্বারা মুসাফিরের ওপর ৫ প্রকার বিধান শিথিল হয়। (ক) চার রাকাত ফরয নামায মুসাফিরের জন্যে দু'রাকাত পড়তে হয়। (খ) সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামায নফলের পর্যায়ে গণ্য হয়। (গ) রামাযানের রোযা সফর অবস্থায় আদায় করা জরুরী থাকেনা, পরে কাযা আদায় করতে পারে। (ঘ) মোজার ওপর মাসহ করার সময়সীমা ৩দিন ৩রাত বিলম্বিত হয়। (ঙ) ঈদ ও জুমআর নামাযের ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

قوله وَلَامُعْتَبَرَفِيْ ذٰلِكَ الخ ঃ বৎসরের সর্বাপেক্ষা ছোটদিনে, সমতল ভূমিতে তিন দিনে যতদূর যাওয়া যায় ঐ পরিমানই হল সফরের হুকুম বর্তানোর নিম্নতম সীমা। এতে জলযানে বা পাহাড়ী অসমতল ভূমি অতিক্রম করা ধর্তব্য নয়। বরং শান্ত আব-হাওয়ায় নৌকায় তিন দিনে যতটুকু পথ অতিক্রম করা যায় জলপথে এটাই ধর্তব্য। স্থলের হিসেব স্থলে এবং জলপথের হিসেব জলপথেই কার্যকর। তদরূপ পাহাড়ী এলাকার দূরত্বও ভিন্নভাবে ধর্তব্য। উল্লেখ্য যে, স্থলপথে ঐ টা ৪৮ মাইল বা ৯০ কিঃ মিঃ ধার্য করা হয়েছে। চাইতা দ্রুতযানে যতই কম সময়ে অতিক্রম করা যাক তা ধর্তব্য নয়।

فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ وَكَانَتِ الْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً وَإِنْ لَّمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ ـ وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بُيُوْتَ الْمِصْرِ وَلَا يَزَالُ عَلٰى حُكْمِ الْمُسَافِرِ حَتّٰى يَنْوِي الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُتِمَّ وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُّقِيْمَ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنَّمَا يَقُوْلُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُ حَتّٰى بَقِيَ عَلٰى ذٰلِكَ سِنِيْنَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ـ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسَاكِرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمُّوا الصَّلٰوةَ ـ

অনুবাদ ॥ যদি চার রাকাত পড়ে আর প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে তাহলে ফরয আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে শেষের দু'রাকাত নফল বিবেচিত হবে। আর যদি প্রথম দু'রাকাতের পরে তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসে তাহলে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। ২. কোন ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর যখন সে নিজ জনপদ অতিক্রম করবে তখন থেকে দু'রাকাত নামায পড়বে। এবং ঐ সময় পর্যন্ত সে মুসাফিরের হুকুমভুক্ত থাকবে যতক্ষণ না পনের বা ততোধিক দিন কোন শহরে (স্থানে) থাকবার নিয়ত করবে। আর (এরূপ নিয়ত করলে) তখন তার জন্যে পূর্ণ নামায পড়া জরূরী হবে। যদি পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করে তাহলে কছর করবে (দু'রাকাত পড়বে)। ৩. কোন ব্যক্তি যদি শহরে যেয়ে, পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে বরং বলতে থাকে যে আগামীকাল বা পরশু বের হবো এভাবে সে কয়েক বৎসর কাটিয়ে দেয় তথাপি তার জন্যে দু'রাকাতই পড়তে হবে। ৪. কোন লোক যদি শত্রুভূমিতে গমন করে পনের দিন সেখানে অবস্থানের নিয়ত করে তথাপি পূর্ণ নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে সফর হালতে এটা আযীমত তথা জরূরী। সুতরাং দু'রাকাতই ফরয। অতএব চার রাকাত পড়লে তা'ফরয গণ্য হবেনা। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে এটা রোখসত তথা ইচ্ছাধীন। সুতরাং সময় থাকলে চার রাকাত ও পড়তে পারে।

قوله بُيُوْتَ الْمِصْرِ الخ ঃ অর্থাৎ নিজ জনপদের বসতী অতিক্রম করার পর তার ওপর মুসাফিরের বিধান বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, নিজ জনপদ বলতে সাধারণতঃ যে স্থানে সচারাচর চলাফেরা করা হয় উক্ত এলাকা অতিক্রম করা উদ্দেশ্য।

قوله إِذَا دَخَلَ الْعَسَاكِرُ الخ ঃ দারুল হরব তথা অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম সৈন্যদের জন্য নিরাপত্তাহীন এলাকা বিবেচিত। যে কোন মূহুর্তে প্রস্থানের জরূরত হতে পারে। এ জন্যে সেখানে থাকা কালীন সময়ে কছর পড়তে হবে।

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِى صَلٰوةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِى فَائِتَةٍ لَمْ تُجْزِ صَلٰوتُهُ خَلْفَهُ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلٰوتَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَّقُولَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ـ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُّقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنًى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ يَجُوزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوزُ وَقْتًا وَتَجُوزُ الصَّلٰوةُ فِى سَفِينَةٍ قَاعِدًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا لَاتَجُوزُ إِلَّا بِعُذْرٍ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى السَّفَرِ قَضَاهَا فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى الْحَضَرِ قَضَاهَا فِى السَّفَرِ أَرْبَعًا وَالْعَاصِى وَالْمُطِيعُ فِى السَّفَرِ فِى الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ –

অনুবাদ ॥ ৫. কোন মুসাফির ব্যক্তি ওয়াক্ত বাকী থাকতে যদি মুকীমের পিছনে এক্তেদা করে তাহলে পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। আর যদি (ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর কাযা নামাযের এক্তেদা করে তাহলে মুকীমের পিছনে তার নামায আদায় হবেনা। ৬. কোন মুসাফির যদি মুকীমদের ইমাম হয় তাহলে সে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর মুকীম মুক্তাদীরা বাকী নামায পূর্ণ করবে। আর ইমামের জন্য হল সালামের পরে এটা বলে দেয়া মুস্তাহাব যে, আপনারা নিজ নিজ নামায পূর্ণ করে নিন। কারণ আমরা মুসাফির। ৮. মুসাফির ব্যক্তি নিজ শহরে (এলাকায়) পৌঁছলে পূর্ণ নামায পড়বে। যদিও তথায় মুকীম হওয়ার (থাকার) নিয়ত নাকরে। যদি কারো পূর্বের স্থায়ী বাসস্থান থাকে। আর সেখান থেকে অন্যত্র স্থায়ী (বসবাসের জন্য) বাসস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর সেখান থেকে সফর করে পূর্বের বাসস্থানে গমণ করে তাহলে সেখানে পূর্ণ নামায পড়বেনা বরং কছর পড়বে। ৯. কোন মুসাফির যদি মক্কায় মিনায় পনের দিন থাকার নিয়ত করে তাহলে সে পূর্ণ নামায পড়বেনা। ১০. মুসাফিরের জন্যে جمع بين الصلوتين (দু' নামায একত্রে পড়া) আদায়ের দিক দিয়ে জায়েয। ওয়াক্তের দিক দিয়ে জায়েয নয়। ১১. হযরত আবু হানীফা (র.) এর মতে নৌকায় সর্বাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয। সাহিবাইনের মতে অক্ষমতা বশত ঃ জায়েয নতুবা নাজায়েয। ১২. সফর অবস্থায় কারো নামায কাযা হয়ে গেলে মুকীম অবস্থায় দু'রাকাতই কাযা পড়বে। তদরূপ মুকীম অবস্থায় কারো নামায কাযা হলে সফর অবস্থায় চার রাকাতই কাযা পড়বে। সফরের শিথিলতার ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যে সফরকারী ও অন্যায় উদ্দেশ্যে সফরকারী একই পর্যায়ে গণ্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مِصْرٌ শহর, নগর। وَطَنٌ বাসস্থান, سَفِينَةٌ নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, জলযান, حَضَرٌ মুকীম অবস্থা। عَاصِى গোনাহগার, পাপী। এখানে পাপকার্যে সফররত, مُطِيعٌ অনুগত, এস্থলে সৎ উদ্দেশ্যে সফররত। رُخْصَةٌ ছু'টি, শিথিলতা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَتَمَّ الْمُقِيْمُوْنَ الخ : মুসাফিরের পিছনে মুকীম ব্যক্তি এক্তেদা করলে ইমামের সালামের পর উঠে বাকী দু'রাকাত বিনা কিরাতে আদায় করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মুকীম মুক্তাদীরা لَاحِقْ এর হুকুমে গণ্য। আর লাহিকের জন্য ক্বিরাত পড়তে হয়না।

قوله وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الخ : অর্থাৎ ইমাম মুসাফির ও মুক্তাদী মুকীম হলে নামাযের (শুরতে বা শেষে) তা জানিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

قوله وَاِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ الخ : মুসাফির স্বীয় স্থায়ী বাসস্থান এলাকায় গমণ করা মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। চাই যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক ।

قوله مَنْ كَانَ وَطَنٌ الخ : বাসস্থান সাধারণতঃ তিন ধরণের হতে পারে যথা : (ক) وَطَنِ اَصْلِىْ বা স্থায়ী বাসস্থান। অর্থাৎ যে স্থানে স্বীয় পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীরূপে বসবাস করা হয়। এরূপ বাসস্থান এলাকায় গমন মাত্র সফরের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। (খ) وَطَنِ اِقَامَتْ বা অস্থায়ী বাসস্থান। অর্থাৎ যেখানে চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে বাস করা হয়। এরূপ বাসস্থানে পনের দিনের কম থাকার নিয়ত থাকলে কছর পড়তে হবে। (গ) وَطَنِ سُكْنٰى সাময়িক বাসস্থান যেখানে সামান্য দু'চারদিন অবস্থানের নিয়ত করা হয়।

জ্ঞাতব্য : وَطَنِ اِقَامَتْ তথা এমন সাময়িক বাসস্থান যেখানে বসবাসের জরুরী সামগ্রী নিয়ে বাস করা হয়। এর বিধানের ব্যাপারে দ্বিমুখী মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়ত থাকলে কছর পড়তে হবে। তবে পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুফতী হযরত রশিদ আহমদ দামাত বারাকাতুহুম এর তাহকীক মতে যদি সেখানে বসবাসের সামগ্রী মজুদ থাকে তাহলে সেখানে পৌছান মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। অতিরিক্ত জানার জন্য আহসানুল ফতোয়া দ্রষ্টব্য। (গ) বিবাহিতা মহিলারা স্বামী গৃহে অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে এটাই তার মূল বাসস্থান ধর্তব্য।

قوله اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الخ : ওয়াক্তের দিকে দিয়ে একত্রে দুওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয। অর্থাৎ যুহরের একেবারে শেষ মুহূর্তে যুহর এবং আছরের শুরু মুহূর্তে আছর। এটা জায়েয। আর একই ওয়াক্তে উভয় নামায আদায় করা দুরস্ত নয়। তবে হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় জায়েয বরং ওয়াজিব।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। سفر এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং শর্তাবলী কি?

২। মুসাফিরের বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের পিছনে বা এর বিপরীত এক্তেদা করলে তার বিধান কি? বুঝিয়ে লিখ।

৪ চাকুরীরত বিদেশী মুসাফির ব্যক্তিগণ কর্মস্থলে (وَطَنِ اِقامت) আসলে তার বিধান কি?

৫। وطن তথা আবাসস্থল মোট কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির বিধান লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

لَاتَصِحُّ الْجُمُعَةُ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ فِىْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوْزُ فِى الْقُرٰى وَلَا تَجُوْزُ اِقَامَتُهَا اِلَّا لِلسُّلْطَانِ اَوْ لِمَنْ اَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَاتَصِحُّ بَعْدَهُ۔

জুমআ'র নামায প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ জুমআ' কায়েমের শর্তাবলী ঃ ১. জনবহুল শহর অথবা শহরের ঈদগাহ ছাড়া জুমআ' সহীহ নয়। ২. গ্রামে জুমআ' সহীহ নয়। শাসক বা শাসকের নির্দেশিত (প্রতিনিধি) ছাড়া জুমআর জামাআ'ত কায়েম করা জায়েয নয়। ৩. জুমআ' সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্য হতে আরেকটি হল সময় হওয়া। সুতরাং যুহরের ওয়াক্তে জুমআ' সহীহ হবে। এরপর সহীহ নয়।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلْجُمُعَةُ জাহিলিয়্যাতের যুগে জুমআকে عَرُوْبَة বলা হত। কা'ব ইবনে লুওয়াই সর্বপ্রথম জুমআ'কে জুমাআ' নামকরণ করেন। এটা মূলত ঃ اِجْتِمَاع সমবেত হওয়া থেকে গৃহীত। এদিনে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত থাকায় এ নামকরণ করা হয়েছে। কারো মতে এদিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টির উপাদান সমূহ একত্রিত করেন বিধায় এদিনকে জুমআ'র দিন বলে।

قوله لَاتَصِحُّ الْجُمُعَةَ الخ জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ছয়টি ও আদায় হওয়ার জন্যে ছয়টি। নিম্নের শে'র দু'টিতে তা গ্রথীত হয়েছে। যথা–

حُرٌّ صَحِيْحٌ بِالْبُلُوْغِ مُذَكَّرٌ + مُقِيْمٌ وَذُوْعَقْلٍ لِشَرْطِ وُجُوْبِهَا–

وَمِصْرٌ وَسُلْطَانٌ وَوَقْتٌ وَخُطْبَةٌ + وَاِذْنٌ كَذَا جَمْعٌ لِشَرْطِ اَدَائِهَا–

قوله اِلَّافِىْ مِصْرٍجَامِعٍ الخ ঃ জনবহুল শহর ছাড়া জুমআ' সহীহ নয়। এমর্মে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত لَايَصِحُّ جُمُعَةٌ وَلَاتَشْرِيْقٌ وَلَافِطْرُوَلَااَضْحٰى اِلَّافِىْ مِصْرٍجَامِعٍ অর্থাৎ জনবহুল শহর ছাড়া কোথাও জুমআ' তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আযহা জায়েয নেই। একারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে গ্রামে জুমআ' সহীহ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে গ্রামে ও জুমআ' ওয়াজিব।

শহর দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ (ক) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে শহর দ্বারা এমন লোকালয় উদ্দেশ্য যেখানে শাসক, বিচারক বা তাদের প্রতিনিধি আছে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী সহজলভ্য হয়। (খ) ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর অপর এক বর্ণনা মতে যে জনপদের অধিবাসী এ পরিমাণ হয় যে, তারা তথাকার বৃহৎ মসজিদে প্রবেশ করলে মসিজিদে স্থান সংকুলান হয়না। তা শহরের পর্যায়ে গণ্য। (গ) কারো মতে যেখানে শরয়ী সিদ্ধান্ত দেয়ার মত আলিম, শাসক, বিচারক ও বাজার থাকে তা শহর ধর্তব্য।

গ্রামে জুমআ আদায় ঃ قوله اَلْجُمُعَةُ فِى الْقُرٰى ঃ উপরোল্লিখিত শহরের সংখা বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল কে শহরের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। কেননা এখানকার গ্রামগুলো অধিকাংশই পরস্পর সংযুক্ত অধিকবসতীপূর্ণ এবং সরকারী প্রতিনিধি যথা– মেম্বর বিচারক, ও দোকান পাট সমৃদ্ধ। এবং সামাজিক আচার-আচরণ ও নগর অধিবাসীগণের ন্যায়। উল্লেখ্য যে, এখানে গ্রাম দ্বারা এসকল সুযোগ-সুবিধাহীন যাযাবর, বেদুঈন জীবন যাপনকারী এলাকা উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে এর অস্তিত্ব বিরল।

وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَازَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمّٰى خُطْبَةً فَإِنْ خَطَبَ قَاعِدًا اَوْ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ ـ وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْجَمَاعَةُ وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ وَقَالَا اِثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيْهِمَا قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلٰى مُسَافِرٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيْضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا اَعْمٰى فَإِنْ حَضَرُوْا وَصَلُّوْا مَعَ النَّاسِ اَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ ـ وَيَجُوْزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَّؤُمُّوْا فِى الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِىْ مَنْزِلِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهٗ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ وَجَازَتْ صَلٰوتُهٗ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. আরেকটি শর্ত হল নামাযের পূর্বে খুৎবা প্রদান। ইমাম দু'খুৎবা দিবেন। এর মাঝে সামান্য বসার দ্বারা প্রভেদ করবেন। প্রবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করবেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে খুৎবাকে শুধু আল্লাহর যিকিরে সীমিত করা জায়েয। আর সাহেবাইন (র.) বলেন এমন দীর্ঘ আলোচনা হতে হবে যাকে খুৎবা (ভাষণ) অভিহিত করা যায়। বসে বা অপবিত্র অবস্থায় খূৎবা দিলে তা জায়েয তবে মাকরূহ হবে। ৫. জুমআ'র আরেক শর্ত হল জামাআ'ত হওয়া। আবু হানীফা (র.)-এর মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হল ইমাম ছাড়া তিন জন। সাহিবাইন (র.) বলেন ইমাম ছাড়া দু'জন। উভয় রাকাতে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বেন। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই।

যাদের ওপর জুমআ' ওয়াজিব নয় ঃ মুসাফির, মহিলা, রুগ্নব্যক্তি নাবালেগ, ক্রীতদাস ও অন্ধের ওপর জুমআর নামায ওয়াজিব (ফরয) নয়। তবে তারা জুমআ'য় হাজির হয়ে নামায আদায় করলে যুহরের ফরয ওয়াক্তিয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. ক্রীতদাস, মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির জন্যে জুমআর ইমামতী করা জায়েয। ২. জুমআ'র দিন কোন ব্যক্তি যদি ইমামের জুমআ' আদায়ের পূর্বে নিজ গৃহে যুহর আদায় করে নেয়। অথচ তার কোন ওযর নেই তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে নামায জায়েয হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ الخ ঃ অর্থাৎ জুমআ ফরয না হওয়া সত্ত্বে কেউ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। যুহর পড়তে হবেনা। যেমন মুসাফির রমযানের রোযা রাখলে তার রোযা আদায় হয়ে যায়।

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا بَطَلَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالسَّعْيِ إِلَيْهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتَبْطُلُ حَتّٰى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذٰلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ ـ وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلّٰى مَعَهُ مَاأَدْرَكَ وَبَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّهَا بَنٰى عَلَيْهَا الظُّهْرَ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَقَالَا لَابَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ مَالَمْ يَبْدَأْ بِالْخُطْبَةِ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অনুবাদ ॥ অতঃপর যদি তার জুমআ'র নামাযে হাজির হওয়ার ইচ্ছে জাগে এবং মসজিদের দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে কেবল এ যাত্রার দ্বারাই তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ইমামের সাথে শরীক না হওয়া পর্যন্ত বাতিল হবেনা। ২. মাযুর ব্যক্তিদের জন্যে জুমআর দিনে যুহরের নামায জামাআতে পড়া মাকরূহ। তদরূপ কায়েদীদের জন্যেও। ৩. জুমআ'র দিন যে ব্যক্তি ইমামকে (জুমআ' আদায়রত) পেল সে যে পরিমাণই পাবে উক্ত পরিমাণই তার সাথে আদায় করবে। বাকী জুমআ'র ছুটে যাওয়া নামায উক্ত নামাযের ওপর ভিত্তি করে পড়ে নিবে। যদি তাশাহ্হুদ বা সাজদার মধ্যে পায় তাহলে শায়খাইনের মতে এর ওপরই জুমআর বেনা করবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যদি দ্বিতীয় রাকাতের বেশীভাগে পায় তাহলে জুমআ'র বেনা করবে। অন্যথায় যুহরের বেনা করে যুহর আদায় করবে। ৪. জুমআ'র নামাযের জন্যে ইমাম বের হলে মুসল্লীরা তার খুৎবা হতে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত নামায ও কথাবার্তা পরিহার করবে। সাহিবাইন (র.) বলেন খুৎবা শুরু না করা পর্যন্ত (নামায) দোষণীয় নয়। ৫. মুয়াযযিন জুমআ'র প্রথম আযান দিশে মানুষেরা বেচা-কেনা পরিহার করবে। এবং জুমআ'র জন্য রাওনা করবে। ৬. অতঃপর ইমাম মিম্বরে আরোহণ করে বসবেন। আর মুয়াযযিনগণ মিম্বর বরাবর দাঁড়িয়ে আযান বলবে। এরপর ইমাম খুৎবা দিবেন এবং খুৎবা শেষ হলে নামায আদায় করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيُكْرَهُ أَنْ يُّصَلِّى ঃ এটা শহরের ক্ষেত্রে মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য গ্রামে যাদের ওপর জুমআ' ফরয নয় তাদের জন্যে যুহরের নামায জামাআ'তে পড়া মাকরূহ নয়। জামাতে পড়া মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, এতে জুমআ'র জামাআতের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অজানা মানুষ তাদের সাথে এক্তেদা করতে পারে, উপরন্ত দু' নামাযের মধ্যে বাহ্যিক সংঘর্ষ বা تَعَارُضْ সৃষ্টিহয়।

قوله إِذَاخَرَجَ الْإِمَامُ الخ ঃ আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমামের হুজরা মসজিদ সংলগ্ন হলে হুজরা হতে বের হওয়ার সাথে সাথে নামায, কথা-বার্তা, তাসবীহ আদায় সব পরিত্যাগ করবে। আর পূর্বেই নামায শুরু করে থাকলে তা শিঘ্র সম্পন্ন করে নিবে। এভাবে কারো তারতীব (ক্রমধারা) মোতাবেক কাযা নামায থাকলে তা আদায় করে নিবে। উল্লেখ্য যে, ইমামের খুৎবার সময় দানবাক্স চালু করা এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়াও মাকরূহ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তে হবে। কেননা হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, খুৎবা দান কালে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হাজির হল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলেন। সে উত্তরে "না" বললে তিনি তাকে দু'রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। হানাফীগণের দলীল হুজুর (সা.) এর বাণী إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ "তুমি তোমার সাথীকে চুপ কর বললে ও তুমি অন্যায় করলে।" সুতরাং আমর বিল মা'রুফ যা নফল নামায হতে উত্তম যখন নিষিদ্ধ, সুতরাং নামায আরো আগেই নিষিদ্ধ হবে। আর উপরের হাদীসের উত্তর এইযে, সম্ভবত রাসূল (সা.) তখন নীরব ছিলেন। তাছাড়া ঐ ব্যক্তির জন্য পরে উপস্থিত সবার নিকট হতে আর্থিক সাহায্য কামনা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই তাকে আগে দাঁড় করিয়ে তার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

قوله وَإِذَا أُذِّنَ الخ ঃ জুমআ'র আযানের সাথে সাথে নামাযের প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব এবং দুনিয়াবী কার্য হারাম। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে- إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

যখন জুমআ'র আযান দেওয়া হয় তোমরা দ্রুত আল্লাহর যিকিরের প্রতি ছুটে এসো এবং বেচা-কেনা পরিহার কর। উল্লেখ্য যে, এ আযান দ্বারা খুৎবার পূর্বের আযান উদ্দেশ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। جُمُعَةٌ অর্থ কি? জুমআর পূর্বের নাম কি ছিল? কে সর্ব প্রথম এ নামকরণ করে? এদিনকে জুমআ নামকরণের হেতু কি?

২। জুমআ ওয়াজিব ও আদায় সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত কয়টি? সংক্ষেপে লিখ।

৩। مِصْرِ جامع কাকে বলে? বিস্তারিত আলোকপাত কর।

৪। وَلَا تَجُوْزُ (الْجُمُعَةُ) فِى الْقُرٰى কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৫। কার কার ওপর জুমআ ওয়াজিব নয়? বর্ণনা কর।

৬। গোলাম ও মুসাফিরের জন্য জুমআর ইমামতী সহীহ কিনা? লিখ।

৭। কেউ জুমআর দিন যুহর আদায়ের পর জুমআর জন্যে গমন করলে তার যুহরের নামাযের ব্যাপারে হুকুম কি? মতান্তর সহ লিখ।

৮। জুমআর নামাযে কেউ তাশাহ্হুদ কালে এক্তেদা করলে তার হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَلوٰةِ الْعِيْدَيْنِ

يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ اَنْ يَّطْعَمَ الْاِنْسَانُ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَيَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ وَيَتَوَجَّهَ اِلَى الْمُصَلّٰى وَلَا يُكَبِّرُ فِىْ طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُكَبِّرُ عِنْدَ هُمَا وَلَا يَتَنَفَّلُ فِى الْمُصَلّٰى قَبْلَ صَلوٰةِ الْعِيْدِ فَاِذَا حَلَّتِ الصَّلوٰةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا اِلَى الزَّوَالِ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِى الْاُوْلٰى تَكْبِيْرَةَ الْاِحْرَامِ وَثَلٰثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِأُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَاِذَا فَرِغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَكَبَّرَ تَكْبِيْرَةً رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ ـ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلوٰةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاَحْكَامَهَا وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلوٰةُ الْعِيْدِ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا فَاِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهِدُوْا عِنْدَ الْاِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيْدَ مِنَ الْغَدِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلوٰةِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهٗ ـ

ঈদের নামায

অনুবাদ॥ ঈদুল ফিতরের দিন মুস্তাহাব ও মাকরূহ কার্যসমূহ ঃ ১. ঈদুল ফিতরের দিবসে মুস্তাহাব হল ঈদগায়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করা, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নিজ উত্তম পোষাক পরিধান করে ঈদগায় রওনা হওয়া। ২. আবু হানীফা (র.) এর মতে পথিমধ্যে তাকবীর (উচ্চস্বরে) বলবেনা। সাহিবাইন (র.) এর মতে তাকবীর (উচ্চস্বরে) পড়বে। ৩. ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগায় কোন নফল নামায পড়বেনা। ৪. সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর যখন নামায পড়া জায়েয তখন হতে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। সূর্য হেলে গেলে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

ঈদের নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ ইমাম মুসল্লীগণকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর আরো তিনবার তাকবীর বলবেন। অতঃপর সূরায়ে ফাতেহা ও এর সঙ্গে অপর একটি সূরা পড়বেন। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাত কে ক্বিরাত (সূরায়ে

ফাতেহা ও অপর সূরা) দ্বারা শুরু করবেন। ক্বিরাত হতে ফারেগ হয়ে তিনবার তাকবীর বলবেন। চতুর্থবার তাকবীর বলে রুকু করবেন এবং উভয় ঈদের তাকবীরে হাত উঠাবেন। অতঃপর নামাযের পরে দু'খুৎবা দান করবেন। খুৎবার মধ্যে মানুষ কে সাদকায়ে ফিতর ও এর বিধান শিক্ষা দিবেন।

কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. কারো ইমামের সাথে নামায ছুটে গেলে তার কাযা পড়বেনা। ২. যদি মানুষে ঈদের চাঁদ না দেখে পরদিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর কিছু মানুষ ইমামের কাছে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে পরদিন ঈদের নামায পড়বে। যদি এমন বিশেষ কোন ওযর দেখা দেয় যা দ্বিতীয় দিন নামায আদায়ের প্রতিবন্ধক তাহলে পরে আর ঈদের নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ঈদের পটভূমি ঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর যখন দেখলেন তাদের খেলা-ধুলা ও আনন্দ উৎসবের জন্যে বৎসরে দু'দিন বিশেষ ভাবে নির্ধারিত। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- আল্লাহ তোমাদের জন্যে এর চেয়ে উত্তম দুটি দিন প্রতিদান স্বরূপ দান করেছেন-তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আবূ দাউদ, নাসায়ী।) প্রতিবৎসর উভয় ঈদের দিনে আল্লাহর তরফ হতে তাঁর অনুগত বান্দাগণের প্রতি বিশেষ করুণা, ও পুরস্কার অবতীর্ণ হয়। প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে সবার জন্যে আনন্দ ও খুশী বয়ে আনে ধরার বুকে। হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভুলে যেয়ে ধনী-নির্ধন নির্বিশিষে সকলে এক কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে স্রষ্টার দরবারে প্রাণ উজাড় করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মনের সকল আকুতী মিনতি পেশ করে। আর স্রষ্টার থেকে লাভ করে সমূহ পাপরাশি ক্ষমার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এমন দিনটি আনন্দের নয়তো কি? বৎসরান্তে দুবার এদিন প্রত্যাবর্তন করে বিধায় একে ঈদ বলা হয়। এটা মূলত ঃ عَوْدٌ (প্রত্যাবর্তন করা) শব্দ হতে গঠিত।

ঈদুল ফিতরের মুস্তাহাব সমূহ ঃ قوله وَيُسْتَحَبُّ الخ ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে মোট ১২টি কার্য মুস্তাহাব। মুসান্নিফ (র.), তন্মধ্য হতে ৪টি উল্লেখ করেছেন। বাকী গুলো হল ৫. মেসওয়াক করা। ৬ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা, ৭. পাগড়ী বাঁধা, ৮, সকাল সকাল উঠা, ৯, সকালেই ঈদগায় গমন করা। ১০, মহল্লার মসজিদে ফজরের নামায পড়া, ১১. পদব্রজে ঈদগায় যাওয়া. ও ১২. এক রাস্তায় যাওয়া ও অপর রাস্তায় আসা।

قوله وَلَا يُكَبِّرُ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ঈদুল ফিতরে পথিমধ্যে তাকবীর বলবেনা। আর সাহিবাইনের মতে আস্তে আস্তে বলবে। অপর এক বর্ণনামতে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে আস্তে তাকবীর বলবে। আর সাহিবাইনের মতে উচ্চস্বরে বলবে। বাদায়ে, সিরাজী, তাতারখানিয়া প্রভৃতিতে এ মতটি গৃহীত হয়েছে। এবং এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও ফতোয়া যোগ্য।

قوله وَلَايَتَنَفَّلُ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, ঈদের দিন সকালে নফল শুধু ঈদগাতেই নয় বরং ঘরে পড়াও মাকরূহ।

ঈদের তাকবীর ঃ قوله وثلثا بعدها ঃ ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে বারটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে অতিরিক্ত তাকবীর বারটি। তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবীর ছাড়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে প্রত্যেক রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে এটাই উল্লিখিত হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটিই সর্বাধিক শক্তিশালী।

قوله صَدَقَةُ الْفِطْرِالخ ঃ অর্থাৎ সাদকায়ে ফিতর কি? কার ওপর ওয়াজিব? কখন ওয়াজিব? কতটুকু ওয়াজিব? কোন্ বস্তু ওয়াজিব ? এ পাঁচ বিষয় শিক্ষা দিবে। উল্লেখ্য যে, জুমআর খুৎবায় যা সুন্নত বা মাকরূহ ঈদের খুৎবায় ও সে সব বস্তু সুন্নাত বা মাকরূহ। কেবল দুদিক দিয়ে পার্থক্য (এক) জুমআ'র খুৎবা নামাযের পূর্বে আর ঈদের খুৎবা পরে,(দুই) জুমআ'র খুৎবার শুরুতে বসা সুন্নত। ঈদের খুৎবায় এটা সুন্নত নয়।

وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْاَضْحٰى اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُؤَخِّرَ الْاَكْلَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَهُوَ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّى الْاَضْحٰى رَكْعَتَيْنِ كَصَلٰوةِ الْفِطْرِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا الْاُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْاَضْحٰى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَلَا يُصَلِّيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ اَوَّلُهُ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاٰخِرُهُ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تعالى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تعالى اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّكْبِيْرُ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَاتِ "اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

---

অনুবাদ ॥ ঈদুল আযহার মুস্তাহাব সমূহ ও অন্যান্য মাসায়েল : ১. ঈদুল আযহার দিন মুস্তাহাব হল– (১) গোসল করা, (২) সুগন্ধি লাগান। (৩) ঈদের নামায হতে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্ব করা। (৪) তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগায় গমন করা। ২. ঈদুল ফিতরের ন্যায় ঈদুল আযহার নামাযও দু'রাকাত। নামাযের পরে দুখুৎবা প্রদান করবে। এর মধ্যে মানুষকে কুরবানী ও তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল শিক্ষা দিবে ৩. যদি ঈদের দিন নামাযের প্রতিবন্ধক কোন ওযর দেখা দেয় তাহলে পরবর্তী দিন বা তার পরবর্তী দিন নামায আদায় করবে। এর পরে আর পড়বেনা। ৪. তাকবীরে তাশরীক পড়ার সময় শুরু হয় আরাফার দিন (৯ই জিলহাজ্জ) ফজর হতে। আর শেষ হয় আবূ হানীফার (র.) এর মতে কুরবানীর দিন। তথা ১ তারিখের আসরের নামায পর্যন্ত। আর সাহিবাইনের মতে আইয়ামে তাশরীক (১৩ তারিখ) এর আসর পর্যন্ত। তাকবীর সকল ফরয নামাযের পর এভাবে পড়তে হয়- "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ : সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাহল ৯ তারীখের ফজর হতে ১৩ তারীখের আসর পর্যন্ত।

قوله عُقِيْبُ الصَّلٰوَاتِ : সাহিবাইনের মতে তাকবীরে তাশরীক ফরযের তাবে'বা অনুগত। সুতরাং যার ওপর নামায ফরয তার ওপর তাকবীর পড়া ওয়াজিব। চাই মুসাফির হোক বা মুকীম, পুরুষ হোক বা মহিলা। এ কথার ওপরই ফতোয়া।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عيد অর্থ কি? ঈদের নামায সূচনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। ঈদুল ফিতিরের দিন মুস্তাহাব আমল কি কি? সুন্দর করে লিখ।

৩। ঈদের নামাযের অতিরিক্ত মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি?

৪। ঈদুল আযহার দিন মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি?

৫। তাকবীরে তাশরীক কি? কার ওপর ওয়াজিব ও সময়সীমা কি? লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوفِ

إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَيُخْفِيْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجْهَرُ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدَهَا حَتّٰى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ وَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْإِمَامُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ بِهِمُ الْجُمْعَةَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلَّاهَا النَّاسُ فُرَادٰى وَلَيْسَ فِيْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُصَلِّيْ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ وَلَيْسَ فِي الْكُسُوْفِ خُطْبَةٌ -

সূর্য গ্রহণের নামায

অনুবাদ॥ ১. সূর্য গ্রহণ হলে ইমাম মানুষগণ কে নিয়ে নফল নামাযের ন্যায় দু'রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে একটি রুকু করবেন। উভয় রাকাতে লম্বা ক্বিরাত পড়বেন। আবু হানীফা (র.) এর মতে আস্তে ক্বিরাত পড়বেন। সাহিবাইন (র.) এর মতে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর সূর্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবেন। যে ইমাম জুমআ'র নামায পড়ান তিনিই লোকজন নিয়ে এ নামায পড়াবেন। ইমাম উপস্থিত না থাকলে নিজেরা একাকী নামায পড়বে। চন্দ্র গ্রহণের নামাজে জামাআ'ত নেই। রবং প্রত্যেকেই নিজে নিজে নামায পড়বে। সূর্য গ্রহণের নামাযে খুৎবা প্রমাণিত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله إِذَا انْكَسَفَتْ الخ ঃ আল্লাহ পাকের মহাশক্তির দৃষ্টান্তের মধ্য হতে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ অপার শক্তির নিদর্শন বহন করে। আর এ কারণেই নবীজী (সা,) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় সাথে সাথে ছুটে গেছেন নামাযের দিকে। অস্বাভাবিক ও মহা দূর্যোগপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে এটাই করণীয় বিশ্ব মুসলিমের জন্যে।

قوله فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ الخ ঃ রাসূল (সা.) জীবনে একবারই মাত্র এ নামায আদায় করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো একবারের এই নামাযে রুকুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহাবী হতে বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে। প্রতি রাকাতে ১হতে ১০রুকু পর্যন্ত বর্ণিত আছে। মূলত ঃ নামাযে রুকু অতি দীর্ঘ হওয়ায় পিছনের নামাযীরা সম্ভবত সামনের অবস্থা দেখার জন্য মাথা উঁচু করেছেন। তাদের দেখাদেখি কেউ কেউ তাদের অনুসরণ করেছেন, আর সামনের নামাযীদিগকে রুকুর মধ্যে দেখে পূণরায় রুকুতে গেছেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এরূপ করেছেন। এরূপ করার ফলে পিছনের বর্ণনা কারীগণ একাধিক রুকুর বর্ণনা করেছেন। আর সামনের মুসল্লীগণ একই রুকুর বর্ণনা করেছেন। হানাফীগণ এযুক্তির আলোকে এবং অন্যান্য সকল নামাযের উপর কিয়াস করে প্রতি রাকাতে একই রুকু করার বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.) দু'রুকুর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

قوله وَيُخْفِيْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الخ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে উভয় রাকাতে আস্তে কিরাত পড়বে। সাহিবাইন (র.) এর মতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে।

قوله كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ ঃ অর্থাৎ অন্যান্য নফলের ন্যায় আযান ইকামত ছাড়া পড়বে। তবে অন্য উপায়ে ডাকাডাকি বা প্রচার করার অনুমতি আছে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صَلٰوةُ الْكُسُوْفُ কাকে বলে? এর নিয়ম কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ صَلٰوةٌ مَسْنُوْنَةٌ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ وَاِنَّمَا الْاِسْتِسْقَاءُ اَلدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُصَلِّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ وَيُقَلِّبُ الْاِمَامُ رِدَاءَهٗ وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرْدِيَتَهُمْ وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ لِلْاِسْتِسْقَاءِ ـ

এস্তেসক্বার নামায

<u>অনুবাদ</u> ॥ ১. আবু হানীফা (র.) বলেন– এস্তসক্বা তথা বৃষ্টি কামনার জন্যে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায আদায়ের বিধান নেই। তবে মানুষে একাকীভাবে পড়লে জায়েয আছে। এস্তেসক্বা মূলতঃ দোয়া ও এস্তেগফার। ২. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন– ইমাম (জন সাধারণ কে নিয়ে) দু'রাকাত নামায পড়বেন। উভয় রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বেন। অতঃপর খুৎবা পড়বেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। ইমাম স্বীয় চাদর উলটিয়ে পরবেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। এস্তেসকার নামাযে জিম্মিরা উপস্থিত হবেনা।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ</u> ঃ اِسْتِسْقَاءِ বৃষ্টি কামনা। مَسْنُوْن সুন্নত। وُحْدَانًا পৃথক পৃথকভাবে। يُقَلِّبُ উল্টাবে। পরিবর্তন করবে। رِدَاءٌ চাদর। বহু ঃ اَرْدِيَةٌ- اَهْلُ الذِّمَّةِ জিম্মীগণ, যেসব বিধর্মীরা মুসলিম শাসককে কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله اَلْاِسْتِسْقَاءُ ঃ বৃষ্টি কামনার জন্য নামায পড়া এ উম্মতের বৈশিষ্ট। এ নামায মূলত ঃ ২য় হি ঃ সনে সূচিত হয়। রাসূল (সা.) এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য উম্মৎ হতে এ নামাযের রীতি চলে আসছে।

قوله قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح ঃ এস্তেসক্বার নামায সুন্নত কিনা? এব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম সাহেব (র.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায নয়। এটা মূলতঃ দোয়া ও এস্তেগফার। তবে মানুষে একাকী এ ভাবে পড়লে তা জায়েয। এ ঘটনার দ্বারা এ নামায সুন্নত বা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়না। তবে দুররে মুখতার রচয়িতা লিখেন এর দ্বারা জামাআতবদ্ধ হয়ে পড়া সুন্নত না হওয়া বুঝায় মাত্র।

قوله يُقَلِّبُ الْاِمَامُ الخ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ, মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, আহমদও মালেক (র.) এর মতে ইমামের জন্য স্বীয় চাদর বা রুমাল উলটিয়ে গায়ে দেয়া সুন্নত। রাসূল (সা.) হতে এর প্রমাণ রয়েছে। চাদর উল্টানোর পদ্ধতি হল– উভয় হাত পিছনে নিয়ে ডান হাত দ্বারা বাম পার্শ্বের ও বাম হাত দ্বারা ডান পার্শ্বের নীচের কোণা ধরে ঘুরিয়ে ডান পার্শ্ব বাম দিকে ও বাম পার্শ্ব ডান কাঁধে আনবে। এটা মূলত ঃ অবস্থার পরিবর্তন তথা কুলক্ষণ কে সুলক্ষনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বুঝায়।

قوله وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ ঃ কাফের মুশরেকরা যেহেতু আল্লাহর নাফরমান। সুতরাং তাদিগকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া কামনা করা কবুলিয়াতের পরিপন্থী হওয়ার আশংকা রাখে। তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে তারা উপস্থিত হলে তাড়িয়ে দেয়া উচিত হবেনা।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّجْتَمِعَ النَّاسُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ إِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ فِىْ كُلِّ تَرْوِيْحَةٍ تَسْلِيْمَتَانِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيْحَةٍ ثُمَّ يُوْتِرُ بِهِمْ وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِىْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ -

তারাবীহ নামায

অনুবাদ॥ ১. রমাযান মাসে মুসল্লীগণের জন্য ইশার নামাযের পর সমবেত হওয়া মুস্তাহাব। ইমাম মুক্তাদিগকে নিয়ে পাঁচ তারবীহা নামায আদায় করবেন। প্রতি তারবীহাতে দু'বার সালাম ফিরাতে হয়। দু'তারবীহার মাঝে এক তারবীহা পরিমাণ বসবে। ২, অতঃপর জামাতের সহিত বিত্‌র আদায় করবে। রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে জামাতে বিত্‌র পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ঃ কিয়ামে রমাযান দ্বারা তারাবীহ নামায উদ্দেশ্য। এ মর্মে রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন– إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ "আল্লাহ তোমাদের ওপর রমাযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্যে তারাবীহ কে সুন্নত করলাম"।

তারাবীহ সম্পর্কে মতভেদ ঃ قوله خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ- تَرْوِيْحَةٌ এর বহুঃ অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ, প্রতি দু'রাকাতে এক তারবীহা হয়। প্রতি চার রাকাতের পর দু'রাকাত পরিমাণ বসে বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব। বিধায় এ নামায কে তারাবীহ নামায বলে। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ নামাযের রাকাতের ব্যাপারে ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৬, ৩৪, ২৮, ও ২০ রাকাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ আলিম যথা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ প্রমূখ (র.) বিশ রাকাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ হযরত উমর (রা.) এর আমল হতে রীতিমত বিশ রাকাত জামাতবদ্ধ হয়ে খতমে কুরআন সহপড়া শুরু হয়। সকল সাহাবী বিনা বাক্য ব্যয়ে এতে শরীক হন। আর সাহাবীদের আমল ও যেহেতু উম্মতের জন্য সুন্নত। একারণে বিশ রাকাতই সুন্নতে মুয়াক্কাদারূপে স্থির পায়।

قوله وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ الخ ঃ নাওয়াযিল কিতাবের ভাষ্য মতে রমাযান ছাড়াও বিতির নামায জামাতে পড়া জায়েয, তবে মুস্তাহাব নয়। সুতরাং এখানে لَا يُصَلِّىْ দ্বারা মাকরূহ না হওয়া উদ্দেশ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। تَرَاوِيْح এর অর্থ কি এবং উহার হুকুম কি? বর্ণনা কর।
২। تَرَاوِيْح নামাযর কত রাকাত এবং কোন্ সময় হতে সূচনা হয়েছে ? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

اِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْاِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةٌ اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّىْ بِهٰذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُوْا وَذَهَبُوْا اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُوْلٰى فَصَلُّوْا وُحْدَانًا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا وَمَضَوْا اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى وَصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا فَاِنْ كَانَ مُقِيْمًا صَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّىْ بِالطَّائِفَةِ الْاُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَلَا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ حَالِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ وَاِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُؤْمُوْنَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ شَاءُوْا اِذَا لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى التَّوَجُّهِ اِلَى الْقِبْلَةِ -

---

ভয়কালীন নামায

অনুবাদ॥ ১. শত্রুর (আক্রমনের) প্রবল আশংকা থাকলে ইমাম লোকজনকে দু'ভাগে বিভক্ত করবেন। একভাগ শত্রুর মোকাবেলায় থাকবে, অপর দল থাকবে ইমামের পেছনে (নামাযে)। এদল নিয়ে তিনি দু'সাজদায় এক রাকাত নামায পড়বেন। দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করলে এ দলটি শত্রু সম্মুখে যাবে। আর ঐ দলটি আসলে ইমাম তাদিগকে নিয়ে দু' সাজদায় এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এবং তাশাহ্হুদ পড়বেন ও সালাম ফিরাবেন। কিন্তু মুক্তাদিরা সালাম ফিরাবেনা। তারা শত্রুর মোকাবেলায় গমন করবে। আর প্রথম দল এসে এক রাকাত দু'সাজদার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন আদায় করে নিবে। ক্বিরাত পড়বেনা। শেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর শত্রুর মোকাবেলায় যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে দু'সাজদার মাধ্যমে ক্বিরাত সহকারে এক রাকাত নামায পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়বে ও সালাম ফিরাবে। ২. ইমাম যদি মুকীম হন, তাহলে প্রথম দলকে নিয়ে দু'রাকাত পড়বেন আর দ্বিতীয় দল নিয়ে দু'রাকাত পড়বেন। ৩. মাগরিবের নামাযে প্রথম দলকে নিয়ে পড়বেন দু'রাকাত আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে পড়বেন এক রাকাত। ৪. নামাযরত অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হবেনা। (বরং সামনে টহল দিবে।) যুদ্ধে লিপ্ত হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ৫. শত্রুর ভয় আরো তিব্র হলে সোয়ার অবস্থায় যার যার মত নামায আদায় করে নিবে। ক্বিবলামূখী হওয়া সম্ভব না হলে যে দিক ফিরেই হোক ইশারায় রুকু সাজদা করবে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله صَلٰوةُ الْخَوْفِ ঃ নামায এমনি গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন যা হুস থাকা পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই মাফ নেই। প্রবল ভয় ভীতির পরিস্থিতিতে ও তা আদায় করতে হবে, তবে ওযর বশতঃ নামাযের পদ্ধতির মধ্যে শীথিলতা আছে। তাছাড়া জামাআতে নামায আদায় ও যে কত গুরুত্ব রাখে তাও এর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বহুবার (৪-২৪ বার) এবং পরবর্তীতে বহু সাহাবী হতে এ নামায বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়া প্রমাণিত রয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায কাযা করলেন কেন? এর উত্তর এইযে, এটা উক্ত ঘটনার পর হতে জায়েয হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ নামায সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে।

নবীজী (সা.) এর পরে এ নামায জায়েয রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেননা এতে বহু আমলে কাছীর (যা নামায ভঙ্গের কারণ) রয়েছে। উপরন্তু রাসূল (সা.) এর বর্তমানে অন্য কেউ ইমামতী করতে পারত না। এসব কারণে ইমাম মালেক (র.) এর মতে এটা রাসূল (সা.)-এর জন্যে খাছ ছিল। হানাফীগণের মতে সর্বকালের জন্যে এ হুকুম বলবৎ। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হতে এর উপর আমল বিদ্যমান রয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صَلٰوةُ الْخَوْفُ এর নিয়ম কি? বর্ণনা দাও।
২। বর্তমান صَلٰوةُ الْخَوْف এর এ পদ্ধতি বলবৎ আছে কি না? লিখ।

بَابُ الْجَنَائِزِ

إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَإِذَا مَاتَ شَدُّوْا لِحْيَتَهُ وَغَمَضُوْا عَيْنَيْهِ فَإِذَا اَرَادُوْا غَسْلَهُ وَضَعُوْهُ عَلَى سَرِيْرٍ وَجَعَلُوْا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَنَزَعُوْا ثِيَابَهُ وَ وَضَّأُوْهُ وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ ثُمَّ يُفِيْضُوْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُجَمَّرُ سَرِيْرُهُ وِتْرًا وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ وَبِالْحُرْضِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ حَتَّى يُرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَايَلِي التَّحْتِ مِنْهُ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ حَتَّى يُرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَايَلِي التَّحْتِ مِنْهُ ـ

জানাযা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. মানুষের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাকে ডান পার্শ্বে কেবলামুখী করে শোয়াবে। এবং কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। মৃত্যুবরণের পর তার দাড়ি বেঁধে দিবে এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। ২. মুর্দাকে গোসল করানোর ইচ্ছে করলে তাকে খাটিয়ার ওপর রাখবে এবং তার ছতরের ওপর কাপড় রেখে পোশাক খুলে নিবে। অতঃপর উযূ করাবে তবে কুলি করাতে হবেনা এবং নাকে পানি দিতে হবেনা। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। বেজোড় সংখ্যক বার (চারিপার্শ্বে) সুগন্ধীর ধোয়া দিবে। গোসলের পানি বরই পাতা বা উশনান মিশিয়ে গরম করবে। না পাওয়া গেলে স্বচ্ছ পানিই যথেষ্ট। অতঃপর খিতমী (ভিজান পানি) দ্বারা মুর্দার মাথা ও দাড়ি ধুয়ে দিবে। এরপর বাম পার্শ্বে শোয়াবে, বরই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা এমন ভাবে ধোয়াবে যাতে নিচের অংশে পানি পৌঁছে। অতঃপর মুর্দাকে ডান কাতে শোয়ায়ে পানি দ্বারা এমন ভাবে গোসল করাবে যাতে নিম্নের অংশে পানি পৌঁছে বলে মনে হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جَنَائِزُ - جَنَازَةٌ এর বহু ঃ জীমে যবর হলে মূর্দার বা মৃতব্যক্তি, আর যের হলে লাশবাহী খাট অর্থ হবে। شِقِّهِ الْاَيْمَن ডান কাত। لُقِّنَ তালকীন করবে। স্মরণ করিয়ে দিবে شَدُّوْا বাঁধবে। غَمَضُوْا বন্ধ করে দিবে। سَرِيْر খাটিয়া, খাট, তখতা, عَوْرَة ছতর يُفِيْضُوْنَ প্রবাহিত করবে। يُجَمَّرُ ধুনী দিবে। وِتْرٌ বেজোড়, يُغْلَى সিদ্ধ করবে। سِدْرٌ বরই, কুল। حُرْضٌ উশনান, সুগন্ধি ঘাস। اَلْقُرَاحُ স্বচ্ছ (খালেস) পানি। خِطْمِيّ সুগন্ধী উদ্ভিদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله لُقِّنَ ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে মৃদু স্বরে বার বার কালেমায়ে শাহাদাত পড়বে যাতে শুনে সেও পড়তে থাকে। এটা মুস্তাহাব। এসময় সূরায়ে ইয়াসীন পাঠেরও নির্দেশ এসেছে।

মৃত্যুর পর করণীয় ঃ উল্লেখ্য যে, (ক) মৃত্যুর পর পার্শ্বে আগরবাতি জ্বালান মুস্তাহাব। (খ) নাপাক নারী-পুরুষ মৃত্যের নিকট আসবে না। (গ) মৃতকে গোসল না দেয়া পর্যন্ত তার নিকটে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। তবে অন্য ঘরে বসে পড়া যায়। (ঘ) মৃত্যুর পর যথা শিঘ্র কাফন দাফন সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। (ঙ) স্ত্রী স্বামী কে গোসল করাতে পারে কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে ও গোসল করাতে পারবেনা, তবে দেখার অনুমতি আছে।

ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ اِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيْقًا فَاِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيْدُ غَسْلَهُ ثُمَّ يُنَشِّفُهُ فِيْ ثَوْبٍ وَيُدْرَجُ فِيْ اَكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوْطَ عَلٰى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُوْرَ عَلٰى مَسَاجِدِهِ ـ وَالسُّنَّةُ اَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِيْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ وَلِفَافَةٍ فَاِنِ اقْتَصَرُوْا عَلٰى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَاِذَا اَرَادُوْا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ اِبْتَدَأُوْا بِالْجَانِبِ الْاَيْسَرِ فَالْقَوْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْاَيْمَنِ فَاِنْ خَافُوْا اَنْ يَّنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوْهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ اَثْوَابٍ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَلِفَافَةٍ فَاِنِ اقْتَصَرُوْا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ جَازَ وَيَكُوْنُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيْصِ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلٰى صَدْرِهَا وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَلَا يُقَصُّ شَعْرُهُ وَتُجَمَّرُ الْاَكْفَانُ قَبْلَ اَنْ يُدْرَجَ فِيْهَا وِتْرًا فَاِذَا فَرَغُوْا مِنْهُ صَلُّوْا عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ ॥ তারপর বসিয়ে কিছুতে ঠেস দিয়ে রাখবে এবং হালকা ভাবে পেটের উপর হাত ফিরাবে। কোন কিছু (নাপাক) বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। এতে গোসল দোহরাতে হবেনা। অবশেষে কাপড় দ্বারা শরীর মুছবে এবং কাফন পরাবে। মৃতের মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি এবং সাজদার স্থান সমূহে কর্পূর লাগাবে।

কাফনের সুন্নত তরীকা ঃ ১. পুরুষের ক্ষেত্রে ইযার, কোর্তা, ও লেফাফা এ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। এর যে কোন দু'টি কাপড়ে সীমিত রাখা ও জায়েয। লেফাফা (ও ইযার) জড়ানোর সময় প্রথম মৃতের বাম দিক হতে শুরু করবে। তারপর ডান দিকের কাপড় জড়াবে। লেফাফা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা বেঁধে দিবে। ২. মহিলাদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দিতে হয়। ইযার, কোর্তা, উড়না, সীনাবন্দ, এর দ্বারা স্তনদ্বয় বাঁধা হয়, এবং চাদর। অবশ্য (ইযার, লেফাফা ও কোর্তা) তিন কাপড়ে সীমিত করা ও জায়েয। ওড়না থাকবে কোর্তার ওপরে ও লেফাফার তলে। ৩. মহিলাদের চুল (কোর্তা পরানোর পর) বুকের ওপর রাখবে। ৪. মৃতের চুল-দাড়ি আচড়াবেনা এবং নখ ও চুল কাটবেনা। ৫. কাফন পরানোর পূর্বে বেজোড় সংখ্যক বার সুগন্ধীর ধুনী দিবে। গোসল ও কাফন হতে ফারেগ হওয়ার পর জানাযার নামায পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَالسُّنَّةُ اَنْ يُكَفَّنَ الخ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা কাফন পরানোর সুন্নত তরীকা উদ্দেশ্য। মূলত ঃ কাফন পরান ওয়াজিব।

কাফন কাটার নিয়ম ঃ লেফাফা (চাদর) ও ইযার (তাহবন্দ) লাশের দীর্ঘতার চেয়ে একহাত লম্বা ও প্রস্থে (উভয় হাত সহ) চাদর এক হাত অতিরিক্ত চওড়া কাটতে হবে। আর কোর্তা প্রস্থে চাদরের সমান ও দৈর্ঘে পা সমান হবে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের কাফনে সাধারণত ৭-৮ গজ ও মহিলাদের কাফনে ৯-১০ গজ কাপড় লাগে।

وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ فَإِنْ لَّمْ يَحْضُرْ فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُّصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ ـ فَإِنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلِّى بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَالصَّلٰوةُ أَنْ يُّكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَقِيْبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً ثَالِثَةً يَدْعُوْ فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً رَابِعَةً وَيُسَلِّمُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُوْلٰى وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَإِذَا حَمَلُوْهُ عَلَى سَرِيْرِهٖ أَخَذُوْا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ وَيَمْشُوْنَ بِهٖ مُسْرِعِيْنَ دُوْنَ الْخَبَبِ ـ

অনুবাদ ॥ জানাযার নামাযের নিয়ম ঃ ১. জানাযার ইমামতীর জন্য অগ্রগণ্য হলেন শাসক যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে মহল্লার ইমাম কে অগ্রসর করা মুস্তাহাব। তা না হলে মৃতের ওলী (বা তার মনোনীত কেউ) নামায পড়াবে। ২. যদি ওলী বা শাসক ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ায় তাহলে ওলী বা শাসক নামায দোহরাতে পারে। কিন্তু ওলী (বা তার মনোনীত) কেউ নামায পড়িয়ে থাকলে অন্য কারো জন্যে দ্বিতীয়বার নামায পড়ান জায়েয নয়। ৩. যদি জানাযার নামায বিহীন কাউকে দাফন করা হয় তাহলে তিন দিন পর্যন্ত কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া জায়েয। এর পরে আর জায়েয নেই। ৪. জানাযার পড়ার সময় ইমাম লাশের সীনা বরাবর দাড়াবে।

জানাযা নামাযের নিয়ম ঃ প্রথমে তাকবীর বলে (হাত বেঁধে) ছানা পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলে নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়বে। এরপর তৃতীয় তাকবীর বলে নিজের জন্যে এবং মৃত ব্যক্তি ও সমগ্র মুসলমানদের জন্যে দোয়া করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীরে হাত উত্তোলন করবেনা। ৬. জামে মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَإِنْ دُفِنَ الخ ঃ তিন দিন পর্যন্ত কবরের পার্শে জানাযা পড়ার এমতটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর হেদায়া প্রণেতা (র.) এর বর্ণনামতে তিন দিনের সাথে খাছ নয়। বরং লাশ পঁচে গলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েয। আর এটা অনেকটা মাটি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। অন্য এলাকার তুলনায় মরু এলাকা বিলম্বে পঁচে। মোট কথা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা পর্যবেক্ষক মহলের ধারণার ওপর নির্ভরশীল।

قوله يَحْمَدُ اللّٰهَ ঃ এখানে হামদ দ্বারা ছানা উদ্দেশ্য। হানফী মাযহাবের ফতোয়া মতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন তাকবীরে হাত উঠাবেনা। উলামায়ে বলখ ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে প্রথম তাকবীরের পরে সূরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। আমাদের মতে ছানার পরিবর্তে দোয়া হিসাবে পড়া জায়েয। আর ক্বিরাত হিসাবে পড়া মাকরূহে তাহরীমা।

ফায়েদা ঃ জানাযার রোকন শর্ত ও সুন্নত সমূহ ঃ জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। এর রোকন (ফরয) দু'টি, দাঁড়ান ও চার তাকবীর বলা। শর্ত চারটি− ১। মুর্দা মুসলমান হওয়া, ২। পাক হওয়া, ৩। সামনে থাকা, ৪। ও লাশ যমীনের ওপর রাখা। সুন্নত তিনটি− ১। হামদ ২। ছানা ও ৩। দোয়া। উল্লেখ্য যে, গায়েবী জানাযা ছহীহ শর্তানুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী।

قوله فِيْ مَسْجِدِ الخ ঃ মসজিদের অভ্যন্তরে লাশ রেখে জানাযা পড়া মাকরূহে তাহরীমি। তবে লাশ বাইরে রেখে সবাই থাকবে ভিতরে বা কিছু বাইরে ও কিছু ভিতরে উভয় ক্ষেত্রে কারো কারো মতে মাকরূহে তানযীহি।

فَاِذَا بَلَغُوا اِلٰى قَبْرِهٖ كُرِهَ لِلنَّاسِ اَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ اَنْ يُوضَعَ مِنْ اَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةِ فَاِذَا وُضِعَ فِىْ لَحْدِهٖ قَالَ الَّذِىْ يَضَعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيُوَجِّهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَيَحِلُّ الْعُقْدَةَ وَيُسَوِّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَيُكْرَهُ الْاٰجُرُّ وَالْخَشَبُ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ وَمَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّىَ وَغُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ اُدْرِجَ فِىْ خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ -

---

অনুবাদ ॥ লাশ বহন ও দাফনের নিয়ম ঃ ১। খাটিয়ায় লাশ উঠানোর পর তার চারো পায়া ধরবে ও উঠাবে এবং না দৌড়ে দ্রুত হাঁটবে। ২। কবরস্তানে পৌছার পর ঘাড় হতে লাশ নামানোর পূর্বে অন্যান্যদের জন্যে বসা মাকরূহ। ২, বগলী কবর বানাবে। মুর্দাকে কেবলা দিক হতে কবরে নামাবে। কবরে রাখার সময় যারা রাখবে তারা "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" বলবে। মুর্দাকে কেবলামূখী করে (কাৎকরে) শোয়াবে। অতঃপর গিরাগুলি খুলে দিবে। ৩। কবরের ওপর কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কবরের ওপর পাকা ইট ও কাঠ দেওয়া মাকরূহ। তবে বাঁশ ব্যবহারে ক্ষতি নেই। অতঃপর তার ওপর মাটি দিয়ে দিবে। এবং কবর কে উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু করে দিবে। চার কোণ করবেনা। ৩. জন্মের পরে কেউ চিৎকার (বা শব্দ করলে এবং তৎক্ষনাত মৃত্যুবরণ করলে) তার নাম রাখতে হবে, গোসল দিতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে। আর ভূমিষ্ঠের পর কোন শব্দ না করলে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করবে, জানাযা পড়তে হবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ سَرِيْر খাটিয়া, قَائِمَةٌ-قَوَائِم এর বহুঃ পায়া। خَبَب দৌড়। لَحْدٌ বগলী কবর। عُنُقٌ-اَعْنَاقٌ এর বহু ঃ ঘাড়, কাঁধ। عِقْدٌ গিরা, বন্ধন। لَبِنٌ কাঁচা ইট। اَجُرٌّ পোড়া ইট। خَشَبٌ কাঠ। قَصَبٌ বাঁশ। خِرْقَةٌ কাপড়ের টুকরা। اِسْتَهَلَّ কান্নাকাটি করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيُلْحَدُ الخ ঃ لَحْدٌ অর্থ বগলী কবর। অর্থাৎ কবর সোজা খনন করে পরে পশ্চিম দিকে বাক্সের ন্যায় করা। হুযূর (সা.) কে বগলী কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। তবে এর জন্যে এটেল বা শক্ত মাটি হওয়া আবশ্যক। নতুবা ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে। বেলে বা নরম যমীন হলে شِقّ তথা চাপা (সোজা খাড়া) কবর করা উত্তম। মাটি নরম হলে বাক্সের মধ্যে লাশ রেখে দাফন করা দোষণীয় হয়।

قوله يُسَوِّي اللَّبِنُ الخ ঃ কবরের ওপর দুপাশ হতে কাঁচা ইট বসিয়ে দেওয়া দোষণীয় নয়। তবে পোড়া ইট মাকরূহ। কবর পাকা করা, গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি মাকরূহে তাহরীমি। অবশ্য মানুষের পদচারণা বা জীব জন্তুর উৎপাত হতে রক্ষার জন্য দূর হতে দেয়াল নিমার্ণ করা দোষণীয় নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। جَنَازَه অর্থ কি? তালকীন কাকে বলে? এবং কারো মৃত্যুর পর করণীয় কি? বর্ণনা কর।
২। জানাযা নামাযের রোকন, শর্ত ও সুন্নত আলোচনা কর।
৩। কাফনের সুন্নত তরীকা কি?
৪। জানাযা নামাযের ইমামতির ব্যাপারে অগ্রগণ্য কে? জানাযা বিহীন দাফন করলে করণীয় কি?

بَابُ الشَّهِيْدِ

اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ وُجِدَ فِى الْمَعْرِكَةِ وَبِهٖ اَثَرُ الْجِرَاحَةِ اَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهٖ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَايُغَسَّلُ وَاِذَا اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ الصَّبِىُّ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُغَسَّلَانِ وَلَايُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيْدِ دَمُهٗ وَلَايُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهٗ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالسِّلَاحُ وَمَنِ ارْتُثَّ غُسِلَ وَالْاِرْتِثَاثُ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يُدَاوِىْ اَوْ يَبْقٰى حَيًّا حَتّٰى يَمْضِىَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلٰوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ اَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرِكَةِ حَيًّا وَمَنْ قُتِلَ فِىْ حَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ اَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ـ

শহীদ প্রসঙ্গ

শহীদের সংজ্ঞা ও অনুবাদ॥ ঐ ব্যক্তিকে শহীদ বলে যাকে মুশরেকরা হত্যা করে, অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষত যখম অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়, অথবা যাকে মুসালমানরা জুলুম বশতঃ হত্যা করে, আর তার হত্যার দ্বারা কারো ওপর দিয়ত (রক্তপণ) ওয়াজিব হয়না।

বিধান ঃ ১. শহীদ ব্যক্তিকে কাফন পরাতে হবে এবং তার জানাযার নামায পড়তে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবেনা। তবে কোন জুনূবী (যার ওপর গোসল ফরয) ব্যক্তি শহীদ হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তাকে গোসল দিতে হবে। এভাবে নাবালেগ কেউ শহীদ হলেও (তাকে গোসল দিতে হবে।) আর আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে এদু'জনের কাউকে গোসল দিতে হবে না। ২. শহীদের রক্ত ধোয়া যাবেনা এবং তার পোশাক খোলা যাবেনা। তবে চামড়ার পোশাক, তুলা ভরা পোশাক, মোজা, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে থাকলে তা খুলতে হবে।

মাসয়েল ঃ ১. মুরতাছ ব্যক্তির গোসল দিতে হবে। মুরতাছ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে আহত হওয়ার পর পানাহার করে বা চিকিৎসা গ্রহণ করে, বা আহত হওয়ার পর পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পেরিয়ে যাওয়া পরিমাণ সময় বেহুস অবস্থায় জীবিত থাকে, বা যুদ্ধক্ষেত্র হতে জীবিত স্থানান্তরিত হয়। ২. যাকে শরিয়তের দন্ডবিধি মোতাবেক প্রাণদন্ড দেয়া হয় খুনের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা হয়। তাকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়তে হবে। (সে শহীদ নয়।) ৩. কোন ইসলামী রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত নিহত হলে তার জানাযা পড়া যাবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شَهِيْد সাক্ষী, প্রতক্ষকারী, সাক্ষ্য প্রদত্ব। مَعْرِكَة যুদ্ধক্ষেত্র, جِرَاحَة ক্ষত, যখম। دِيَةٌ রক্ত পণ। فَرْو চর্ম নির্মিত পোশাক حَشْو অতিরিক্ত (পোশাক), خُفٌّ মোজা। سِلَاح হাতিয়ার, যুদ্ধাস্ত্র। اِرْتِثَاث উপকার গ্রহণ করা। بُغَاة ـ بَاغِى র বহু ঃ রাষ্ট্রদ্রোহী। قُطَّاعٌ- قَاطِعٌ এর বহুঃ ডাকাত।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله اَلشَّهِيْدُ الخ ঃ অপরাপর মৃতদের থেকে শহীদের আলোচনা কে পৃথক শিরোনামে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য মৃতদের তুলনায় শহীদী মৃতের সম্মান ও মর্যাদা ভিন্নতর। এমর্মে স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন- وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِن لَّا تَشْعُرُوْنَ (আল্লাহর রাহে যারা নিহত হয় তাদিগকে মৃত বলোনা, তারা জীবিত। তবে তোমরা অনুভব করতে পারোনা। (বাক্বারা) সাধারণ শ্রেণীর আলোচনার পর বিশেষ ব্যক্তির নাম যেরূপ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় এখানেও তদরূপ অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার কারণে শহীদকে ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

شَهِيْد শব্দটি اَلشَّهَادَةُ বা اَلشُّهُوْدُ মর্যাদার হতে উদ্‌গত। অর্থ-সাক্ষ্য দেয়া, উপস্থিত হওয়া। এটা فَعِيْل এর ওযনে شُهُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ شُهُوْدٌ بِالْجَنَّةِ তথা জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদত্ব। অথবা মৃত্যুকালে তাদের নিকট ফেরেশতার আগমন ঘটায় شَهِيْد কে শহীদ কে বলে। অথবা এটা فَاعِل অর্থাৎ সাক্ষী অর্থে। কেননা শহীদের রক্ত ও ক্ষত তাদের জন্য সাক্ষী হবে।

قوله ظُلْمًا ঃ অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গত কারণে কাউকে হত্যা করা হলে সে শহীদ গণ্য হবেনা।

<u>শহীদের জানাযা ঃ</u> قوله يُصَلِّى عَلَيْهِ ঃ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে শহীদের জানাযাও পড়া যাবেনা। কেননা হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে আছে উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হন রাসূল (সা.) তাদিগকে না গোসল দিয়েছেন না জানাযা পড়েছেন। বরং তাদের তরবারী তাদের পাপ মার্জনাকারী। আমাদের দলীল হল হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস যে, উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের উপর রাসূল (সা.) জানাযার ন্যায় নামায আদায় করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও যুবাইর (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর পূর্বের হাদীসের উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নামায পড়াকালে উক্ত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন না। আর পাপ মার্জিত হওয়া জানাযা পড়ার প্রতিবন্ধক নয়। বরং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেও জানাযা পড়া যেতে পারে।

قوله وَاِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ ঃ আবু হানীফা (র.) এর মতে শহীদ হওয়ার জন্যে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও জানাবাত হতে পাক হওয়া শর্ত। সাহিবাইন (র.) এর মতে শাহাদত গোসলের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তাকে গোসল দিতে হবে না। আবু হানীফা (র.) এ মর্মে হযরত হানযালা (রা.) এর ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা তাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন। সুতরাং এটাই প্রাধান্য যোগ্য।

قوله وَمَنْ ارْتُثَّ الخ ঃ اِرْتِثَاثٌ অর্থ উপকার লাভ করা, এখানে জীবন ধারনের উপায়– উপকরণের মধ্য হতে কোন উপায়-উপকরণ লাভ করা উদ্দেশ্য। যেমন পানাহার করা, চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রভৃতি।

قوله وَمَنْ قُتِلَ فِى حَدٍّ الخ ঃ কিসাস বা হদ্দ স্বরূপ কেউ নিহত হলে সে শহীদ গণ্য হবে না। কেননা শাহাদাতের জন্য ظلما (অন্যায় ভাবে) নিহত হওয়া শর্ত।

قوله مِنَ الْبُغَاةِ الخ ঃ ইসলামী রাষ্ট্রদ্রোহী, ডাকাত সন্ত্রাসী ইত্যাদি নিহত হলে তার জানাযা পড়া যাবেনা। কেননা হযরত আলী (রা.) নেহরাওয়ানবাসী কতিপয় খারেজী (হযরত আবূ বকর (রা.) এর বিদ্রোহ ঘোষণাকারী) নিহত হলে তাদের জানাযা পড়েননি। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا এতে তিনি রাষ্ট্র দ্রোহীতার প্রতি ইশারা করেন।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। شهيد এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং এ নামকরণের কারণ কি? বর্ণনা কর।

২। শহীদের জানাযা পড়ার হুকুম কি? মতান্তরসহ বিস্তারিত লিখ।

৩। اِرْتِثَاث বলতে কি বুঝায়? রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসী ব্যক্তির জানাযার বিধান কি?

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا فَاِنْ صَلّٰى الْاِمَامُ فِيْهَا بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهٗ اِلٰى ظَهْرِ الْاِمَامِ جَازَ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهٗ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ جَازَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهٗ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ لَمْ تَجُزْ صَلٰوتُهٗ وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلُّوْا بِصَلٰوةِ الْاِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ اَقْرَبُ اِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْاِمَامِ جَازَتْ صَلٰوتُهٗ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ جَانِبِ الْاِمَامِ وَمَنْ صَلّٰى عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهٗ -

---

কা'বার অভ্যন্তরে নামায

অনুবাদ ॥ ১. কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ফরয, নফল সর্ব প্রকারের নামায পড়া জায়েয। ২. যদি ইমাম সাহেব জামাতে নামায পড়ান আর কতক মুক্তাদী ইমামের পিঠের দিকে তাদের পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় তথাপি নামায হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইমামের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে তার নামায ও জায়েয হয়ে যাবে। তবে এরূপ দাঁড়ান মাকরূহ। যদি কারো পিঠ ইমামের মুখেরদিকে হয় (অর্থাৎ ইমামের সামনে দাড়ায়) তাহলে তার নামায সহীহ হবেনা। ৩. ইমাম মসজিদে হারামে নামায পড়লে মুক্তাদীগণ কা'বার চতুষ্পার্শ্বে গোলাকৃতি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে নামায আদায় করবে। তন্মধ্য হতে যদি কেউ ইমামের তুলনায় কা'বার বেশী নিকটবর্তী হয় তথাপি তার নামায জায়েয হয়ে যাবে যদিনা সে ইমামের পার্শ্বে থাকে। কেউ কা'বার ছাদের ওপর নামায পড়লে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله جَائِزَةٌ فَرْضُهَا الخ ঃ কা'বার অভ্যন্তরে নামায জায়েয কিনা এ ব্যাপারে ইমাম গনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জায়েয। আর শাফেয়ী (র.) এর মতে নাজায়েয। ইমাম মালেক (র.) এর মতে ফরয জায়েয, নফল না জায়েয।

ইমাম সাহেব (র.) এর দলীল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন- মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) হযরত উসামা, বেলাল ও উসামা ইবনে তালহা (রা.) কা'বা গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্দ করে দেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি (সা.) তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন। হযরত বেলাল (রা.) বাইরে আসলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম নবীজী (সা.) কি আমল করলেন ? বললেন-নামায পড়েছেন। আর তা এভাবে যে, দু'খুটি তাঁর বাম পার্শ্বে ছিল, একটি ছিল ডান পার্শ্বে। আর তিনটি ছিল পেছনের দিকে।

قوله اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ ঃ কেননা এক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমাম হতে অগ্রসর হয়ে যায়। আর এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায়ের পদ্ধতি কি? বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ اِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَامَجْنُوْنٍ وَلَامُكَاتِبٍ زَكٰوةٌ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيْطٌ بِمَالِهٖ فَلَا زَكٰوةَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ مَالُهٗ اَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ اِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَيْسَ فِيْ دُوْرِ السُّكْنٰى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَاَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكٰوةٌ وَلَايَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ لِلْاَدَاءِ اَوْ مُقَارَنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهٖ وَلَايَنْوِى الزَّكٰوةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ -

যাকাত অধ্যায়

অনুবাদ ॥ যাকাত ফরয প্রসঙ্গ ঃ ১. স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান ব্যক্তি যখন পূর্ণ নিসাবের পরিপূর্ণ মালিক হয়, আর উক্ত মালের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হয় তার ওপর যাকাত ফরয। ২. নাবালেগ, পাগল ও মুকাতাব গোলামের ওপর যাকাত ফরয নয়, ৩. যার ওপর তার সম্পদ গ্রাসকারী ঋণ থাকে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। যদি ঋণের অধিক সম্পদ থাকে তাহলে বর্ধিত অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. বসবাসের গৃহ, ব্যবহারের পোশাক, গৃহস্থলি সরঞ্জাম, আরোহণের পশু, খিদমতের গোলাম ও ব্যবহারের জরুরী হাতিয়ারের ওপর যাকাত ফরয নয়।

নিয়ত প্রসঙ্গ ঃ ১. যাকাত আদায়কালে বা যাকাতের মাল পৃথক করাকালে যাকাতের নিয়ত থাকা অপরিহার্য। নতুবা যাকাত আদায় হবেনা। ২. কেউ যাকাতের নিয়ত ছাড়া সমস্ত মাল দান করে দিলে তার থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ زَكٰوة পবিত্র, উত্তম অংশ. بَاب تَفْعِيْل হতে زَكّٰى تَزْكِيَةً অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া حَالَ অতিক্রান্ত হয়, ঘূর্ণন করে। حَوْلٌ বৎসর। مُكَاتَبٌ মৃত্যুর পর স্বাধীন এমন চুক্তিকৃত গোলাম। دَيْنٌ ঋণ اَلْفَاضِل অতিরিক্ত, বর্ধিত। دُوْرٌ - دار এর বহুঃ ঘর, سُكْنٰى বসবাস مُحِيْط বেষ্টন কারী, সমস্ত সম্পদ গ্রাসকারী ঋণ অর্থে, اَثَاثٌ আসবাব, সরঞ্জাম دَوَابٌّ -دَابَّةٌ এর বহুঃ পশু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ যাকাতের সংজ্ঞা ঃ قوله الزكوة - শরীআতের পরিভাষায়-নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে দান করাকে যাকাত বলে।

২য় হিজরী সনে যাকাত ফরয হয়। ইসলামে নামায-রোযার মতই যাকাতের গুরুত্ব। তবে ব্যতিক্রম এই যে, (ক) নামায-রোযা হল بَدَنِىٌّ তথা শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত হল مَالِىٌّ বা সম্পদ বিষয়ক ইবাদত। (২) নামায রোযা সবার জন্যে ফরয, আর যাকাত নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের ওপর ফরয। (৩) নামায রোযা নিছক আল্লাহর হক, আর যাকাত হল বান্দার হক।

<u>যাকাত কার উপর ফরয ?</u> قوله اَلْحُرُّ الْمُسْلِمُ الخ ঃ যাকাত ফরয হওয়ার সর্ব মোট শর্ত হল ৮টি। তন্মধ্য হতে ৫টি যাকাতদাতার জন্য প্রযোজ্য। যথা- (১) মুসলমান হওয়া, (২) স্বাধীন হওয়া, (৩) সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, (৪) বালেগ হওয়া, (৫) ঋণের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়া। বাকী ৩টি সম্পদের ক্ষেত্রে- (১) নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া, (২) উক্ত সম্পদের ওপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়া, (৩) সায়েমা বা ব্যবসার মাল হওয়া।

قوله مِلْكًا تَامًّا الخ ঃ অর্থাৎ মালিকানা ভোগ ব্যবহারের ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং ক্রয়ের পর মাল হস্তগত না হওয়া পযর্ন্ত উক্ত মালের ওপর যাকাত ফরয নয়।

قوله وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে নাবালেগের ওপর যাকাত ফরয নয়। তবে অন্য তিন ইমামের মতে ফরয। তার অভিভাবক তার মাল হতে যাকাত আদায় করবে।

<u>যাকাতের গুরুত্ব ও উপকারীতা ঃ</u> যাকাত ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ জান-মাল ইত্যাদি সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মতই এর ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছণীয়। এর উপকারীতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ ধনীদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করুন। এটা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ تُرْبِيُ الْاَمْوَالَ নিশ্চয়ই যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে ইত্যাদি। যাকাতের উপকারীতাগুলো নিম্নরূপ -

১। মনও সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হওয়া, ২। সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া, ৩। গরীব-দুঃখীর হক আদায় হওয়া, ৪। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় ও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, ৫। সম্পদ স্থায়ী হওয়া, ৬। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, ৭। জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি লাভ ইত্যাদি।

<u>ফায়েদা ঃ</u> পাঁচ ধরণের মালের যাকাত দেয়া ফরয। (ক) সোনা-রুপা, (খ) ব্যবসার মাল, (গ) নগদ মুদ্রা টাকা বা তার মূল্যের চেক, (খ) উৎপাদিত ফসল, (ঙ) গৃহপালিত পশু, সামনে এসবের বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। زكواة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? যাকাত কার ওপর ফরয বিস্তারিত লিখ।

২। যাকাতের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

لَيْسَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى تِسْعٍ فَاِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَرْبَعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ اِلٰى تِسْعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلٰى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلٰثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَّسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ -

উটের যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই। উটের সংখ্যা পাঁচে উপনীত হলে আর তা সায়েমা হলে (তথা মাঠে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে) এবং তার ওপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হলে তখন নয় পর্যন্ত একটি ছাগল (বা সমপরিমাণ অর্থ যাকাত দেয়া) ওয়াজিব। ১০ টি হলে ২টি ছাগল, ১৪টি পর্যন্ত এ বিধান। ১৫ হতে ১৯ পর্যন্ত ৩টি ছাগল এবং ২০ হতে ২৪ পর্যন্ত ৪টি ছাগল ওয়াজিব। অতঃপর ২৫টিতে উপনীত হলে বিনতে মাখায (এক বছর বয়সী উট), ৩৫ পর্যন্ত এ বিধান। অতঃপর ৩৬ টিতে পৌছলে বিনতে লাবুন (তিন বছর বয়সী উট) এটা ৪৫ পর্যন্ত। যখন তা ৪৬ এ উপনীত হবে একটি হিক্কা (চার বছর বয়সী) ওয়াজিব ৬০ পর্যন্ত এ বিধান। আর ৬১ হতে ৭৫ পর্যন্ত হলে জাযআ (৫ বছর বয়সী) ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله سَائِمَةً ঃ যে গৃহ পালিত পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চলে ফিরে জীবন ধারণ করে, অর্থ ব্যয় করে সংরক্ষিত আহার খাওয়াতে হয়না তাকে سَائِمَة বলে। এর বহুবচন হল سَوَائِم -এ ধরনের পশু যদি বংশ বৃদ্ধি ও গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত হয় তথাপি তার যাকাত দিতে হবে। তবে আরোহণ বা বোঝা বহনের জন্যে প্রতিপালন করলে তার যাকাত দিতে হবেনা। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য হলে অন্যান্য ব্যবসায়িক দ্রব্যের ন্যায় মূল্য হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। চাই সংখ্যা যা-ই হোক না কেন

قوله بِنْتُ مَخَاضٍ : مَخَاضٌ অর্থ প্রসব বেদনা, গর্ভবতী উটের বাচ্চার বয়স এক বছরে উপনীত হলে তার মা পুনরায় গর্ভ সম্ভবা হয় একারণে তার মাকে بِنْتُ مَخَاضٍ (গর্ভবতীর কন্যা) বলে। لَبَنٌ - لَبُوْنٌ হতে উদ্‌গত। অর্থ দুগ্ধ সমপন্না, বাচ্চা ২বছরে উপনীত হলে তার মা ২য় বাচ্চার জন্যে দুগ্ধ সম্পন্না হয় একারণে ৩ বছরী বাচ্চাকে بِنْتُ لَبُوْنٍ (দুগ্ধবতীর কন্যা) বলে। حِقَّة অর্থ বাশা উট, ৩ব ছর বয়সী হলে সাধারণত বোঝা বহনের যোগ্য হয় একারণে ৩ বছর বয়সী বাচ্চাকে حقة বলে। جَذْعَة অর্থ যুবতী। উট ৪ বৎসর বয়সী হলে যৌবন লাভ করে। তাই ৪ বছর বয়সী উটনীকে جَذْعَة বলে।

زَكٰوةُ الْاِبِلِ ঃ রাসূল (সা.) কর্তৃক যাকাত আদায়কারীদের নিকট যে হুকুমনামা প্রেরিত হত তাতে উটের যাকাতের আলোচনা সর্বাগ্রে থাকত। এ কারণে গ্রন্থকার سَوَائِم (তথা পালিত পশু) এর আলোচনা শুরুতে এনেছেন। আর বস্তুত ঃ উটই আরবদের প্রধান সম্পদ বটে।

فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ وَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَيَكُوْنُ فِى الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا ثَلٰثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَفِى الْخَمْسِ شَاةٌ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَّسِتًّا وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ اَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ –

অনুবাদ॥ অতঃপর উট ৭৬ এ উপনীত হলে ৭৬-৯০ পর্যন্ত ২টি বিনতে লাবূন দিতে হবে। আর ৯১ টিতে পৌঁছলে ৯১-হতে ১২০ পর্যন্ত সংখ্যায় ২টি হিক্কা দিতে হবে। তারপর নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। সুতরাং (১২০ এর পরে) ৫টি হলে ১টি ছাগল ও ২টি হিক্কা, ১০টি হলে ২টি ছাগল ও ২টি হিক্কা। ১৫টি হলে ৩টি ছাগল (ও ২টি হিক্কা) ২০টি হলে ৪টি ছাগল (ও ২টি হিক্কা) ২৫টি হলে ৫০টি পর্যন্ত ৩টি হিক্কা। এরপর নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। পরবর্তী ৫টিতে ১টি ছাগল, ১০টিতে ২টি ছাগল. ১৫টিতে ৩টি ছাগল, ২০টিতে ৪টি ছাগল। এখানে ২৫টিতে ১টি বিনতে মাখায, ৩৬টিতে ১টি বিনতে লাবূন, এরপর যখন ১৯৬ টিতে পৌঁছবে তখন ৪টি হিক্কা দিতে হবে। এভাবে ২০০ পর্যন্ত। পুনরায় সম্পূর্ণ নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। যেমনটি হয়েছিল ১৫০ এর পরবর্তী ৫০এর মধ্যে। উটের ব্যাপারে বুখতী উটও আরবী উট সমপর্যায়ে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَالْبُخْتُ الخ ঃ আরবী ও অনারবীর সংঙ্গমে যে উটের জন্ম হয় তাকে বুখতী উট বলে। বাদশাহ বুখতে নাসার এ পদ্ধতিতে উটের নতুন প্রজন্ম ঘটেয়েছিল। বিধায় এ প্রজন্মের উটকে বুখতী উট বলে। عِرَابٌ হল খালেস আরব দেশীয় উট।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। উটের যাকাতের নিয়ম কি? লিখ।

২। سَائِمَه কাকে বলে? বয়সভেদে উটের নাম কি কি? بُخْت কাকে বলে? লিখ।

لَيْسَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ ثَلٰثِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ وَفِيْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى الْاَرْبَعِيْنَ وَجَبَ فِى الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذٰلِكَ اِلٰى سِتِّيْنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَفِىْ الْوَاحِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْعِشْرِيْنَ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الثَّلٰثِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ عَشَرَةِ مُسِنَّةٍ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَيْئَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ سِتِّيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا تَبِيْعَانِ اَوْتَبِيْعَتَانِ وَفِىْ سَبْعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيْعٌ وَفِىْ ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ وَفِىْ تِسْعِيْنَ ثَلٰثَةُ اَتْبِعَةٍ وَفِىْ مِائَةٍ تَبِيْعَتَانِ وَمُسِنَّةٌ وَعَلٰى هٰذَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِيْ كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيْعٍ اِلٰى مُسِنَّةٍ وَالْجَوَامِيْسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ -

---

গরুর যাকাত

অনুবাদ ॥ ৩০টির কম গরুতে যাকাত ফরয নয়। যখন গরুর সংখ্যা ৩০টিতে উপনীত হবে, এবং তা সায়েমা (তথা বছরের বেশী ভাগ মাঠে বিচরণশীল) হবে এবং পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন তাতে ১টি তাবীআ' (১ বছরে বাছুর) ওয়াজিব হবে। এবং ৪০টিতে ১টি মুসিন্না (২বছরে বাছুর) দিতে হবে। অতঃপর ৪০ এর বেশী হলে আবূ হানীফা (র.) এর মতে ৬০ পর্যন্ত পূর্বের হিসেবে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ একটি বেশী হলে মুসিন্নার ৪০ ভাগের এক ভাগ, দুটি হলে ২০ ভাগের এক ভাগ, তিনটি হলে মুসিন্নার ৪০ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব। আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ৬০ পর্যন্ত অংশের কোন যাকাত নেই। ৬০ টি হলে তাতে ২টি তাবীআ'। অতঃপর ৭০ টিতে এটি মুসিন্না ও ১টি তাবীআ', ৮০ টিতে ২টি মুসিন্না, ৯০ টিতে ৩টি তাবীআ' ১০০ টিতে ২টি তাবীআ' ও ১টি মুসিন্না ওয়াজিব। এরূপে প্রতি দশে তাবীআ' ও মুসিন্না ফরয হওয়ার বিধান পরিবর্তন হবে। উল্লেখ্য যে, গরুও মহিষের বিধান একইধরনের।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَبِيْعٌ ঃ এক বছর বয়সী বাছুর-গরুকে تَبِيْعٌ ও দু'বছর বয়সী বাছুরকে مُسِنَّةٌ বলে। উল্লেখ্য যে, যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী সম পর্যায়ে গণ্য।

قوله اَلْبَقَرُ ঃ بَقَرٌ অর্থ ফাড়া, বিদীর্ণ করা, সাধারণত গরু দ্বারা হাল চাষ করে যমীন ফাড়া হয়। এ কারণে গরু কে بقر নামে নাম করণ করা হয়েছে। تَبِيْع অর্থ تَابِع, অনুগত। একবছর বয়সী বাছুর সাধারণত তার মায়ের পিছনে পিছনে গমন করে একারণে একে تَبِيْع বলে। এ ভাবে سَنَةٌ - مُسِنَّة হতে উদ্গত। অর্থ বয়স প্রাপ্ত। جَامُوْسٌ - جَوَامِيْسُ এর বহুঃ মহিষ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। গরুর যাকাতের নিয়ম কি এবং এর জন্যে শর্ত কি? বিস্তারিত লিখ।

২। টীকা লিখ بَقَر - مُسِنَّة - تَبِيْع

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

لَيْسَ فِى اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعَ مِائَةٍ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالضَّانُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ -

ছাগলের যাকাত

অনুবাদ ॥ ৪০ এর কম ছাগলে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন ছাগল ৪০ টি হয়ে তা মাঠে বিচরণশীল ও পূর্ণ এক বছর তার ওপর অতিক্রান্ত হবে তখন ১টি ছাগল ওয়াজিব হবে। এটা ১২০ পর্যন্ত চলবে। এরপর ১টা বেশী হলে ২টি ছাগল ওয়াজিব হবে। এ ভাবে ২০০ পর্যন্ত। অতঃপর ১টি বেশী হলে ৩টি ছাগল ওয়াজিব। এরপর ৪০০ পর্যন্ত উন্নীত হলে ৪টি ছাগল ওয়াজিব। অতঃপর প্রতি শতে ১টি ছাগল ওয়াজিব। যাকাতের ক্ষেত্রে ভেড়াও দুম্বা সমপর্যায়ে গণ্য।

উটের যাকাত চিত্রে গৃহপালিত পশুর যাকাত

সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ	সংখ্যা	যাকাত	সংখ্যা	যাকাত	সংখ্যা	পরিমাণ
৫	১ ছাগল	১০	২ ছাগল	১৫	৩ ছাগল	২০	৪ ছাগল
২৫	১ বছরী বাছুর ১টি (১ বিনতে মাখায)	৩৬	২ বছরী ১ বাছুর (১ বিনতে লাবুন)	৪৬	৩ বছরী ১ বাছুর (১ হিক্কা)	৬১	৪ বছরী ১ বাছুর (১ জাযআ')
৭৬	২ বিনতে লাবুন	১২০	২ হিক্কা	১২৫	১ ছাগল ও ২ হিক্কা	১৩০	২ ছাগল ও ২ হিক্কা
১৩৫	৩ ছাগল ও ৫২ হিক্কা	১৪০	৪ ছাগল ও ২ হিক্কা	১৪৫	১ বিনতে মাখায ২ হিক্কা	১৫০	৩ হিক্কা
১৫৫	১ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৬০	২ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৬৫	৩ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৭০	৪ ছাগল ও ৩ হিক্কা
১৭৫	৩ হিক্কা. ১ বিনতে মাখায	১৮৬	৩ হিক্কা. ১ বিনতে লাবূন	১৯৬	৩ হিক্কা	২০০	৪ হিক্কা

গরুর যাকাত

৩০	১ তাবী' (১ বছরী বাছুর)	৪০	১ মুসিন্ন (২ বছরী বাছুর)	৬০	২ তাবী'	৭০	১ তাবী' ১ মুসিন্ন
৮০	২ মুসিন্ন	৯০	৩ তাবী'	১০০	১ মুসিন্ন ও ২ তাবী'		

ছাগল/ভেড়ার যাকাত

بَابُ زَكٰوةِ الْخَيْلِ

إِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَأُنَاثًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْطٰى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارًا وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا فَأَعْطٰى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ فِيْ ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكٰوةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا زَكٰوةَ فِي الْخَيْلِ وَلَاشَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيْلِ زَكٰوةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مَعَهَا كِبَارٌ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَجِبُ فِيْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنٌّ فَلَمْ يُوْجَدْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ أَعْلٰى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ أَوْ أَخَذَ دُوْنَهَا وَأَخَذَ الْفَضْلَ -

---

ঘোড়ার যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. যদি ঘোড়া নর মাদী মিশ্রিত ও সায়েমা হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে তার যাকাতের ব্যাপারে মালিক ইচ্ছাধীন। চাইলে প্রতি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি দীনার যাকাত দিবে। চাইলে ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি ২০০ দিরহামে ৫দিরহাম যাকাত দিবে। ২. আবু হানীফা (র.) এর মতে শুধু মাদী ঘোড়া থাকলে তার যাকাত দিতে হবেনা। আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ঘোড়ার কোন যাকাতই নেই। ৩. গাধা ও খচ্চরে ও যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে (ব্যবসার সম্পদ হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. ইমাম আবু হানীফাও মুহাম্মদ (র.) এর মতে উট ও ছাগলের বাচ্চা এবং বাছুর গরুর কোন যাকাত নেই। (তবে সাথে বয়স্ক থাকলে তার যাকাত ওয়াজিব।) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে শুধু বাচ্চা থাকলেও তন্মধ্য হতে (নিসাব পরিমাণ হলে) ১টি যাকাত দেয়া ওয়াজিব। ৫. কারো ওপর যদি ১টি মুসিন্না (দু'বছর বয়সী বাছুর) ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট তা না থাকে তবে যাকাত আদায় কারী মুসিন্নার ওপরের গরু নিয়ে তার অতিরিক্ত মূল্য মালিক কে ফেরত দিবে। অথবা নিম্নস্তরের বাছুর নিয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করে নিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خَيْلٌ ঘোড়া, বহু ঃ خُيُوْلٌ - ذُكُوْرٌ - ذَكَرٌ এর বহু ঃ নর, أُنْثٰى - أُنَاثٌ এর বহুঃ মাদী, قَوَّمَ মূল্য নির্ধারণ করবে। فُصْلَانٌ - فَصِيْلٌ এর বহু ঃ উটের বাচ্চা, حُمْلَانٌ - حِمْلٌ এর বহুঃ ছাগলে ছানা, عَجَاجِيْلُ - عِجُّوْلٌ এর বহু ঃ গরুর বাছুর, بِغَالٌ - بَغْلٌ এর বহুঃ খচ্চর, حَمِيْرٌ - حِمَارٌ এর বহুঃ পালিত গাধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله زَكٰوةُ الْخَيْلِ الخ ঃ আয়েম্মায়ে ছালাছাও সাহিবাঈনের মতে ঘোড়া সায়েমা ও নর মাদী মিশ্রিত হলেও তার যাকাত ফরয নয়। আবু হানীফা (র.) এর মতে সায়েমা হলে ঘোড়া প্রতি ১ দীনার বা মূল্য হিসেবে ৪০ টাকায় এক টাকা ওয়াজিব। আর কেবল এক শ্রেণী থাকলে প্রজনন মুনাফা না থাকায় ওয়াজিব নয়।

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكٰوةِ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ زَكٰوةٌ وَلَايَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَارَذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِيْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَمَّهُ اِلٰى مَالِهِ وَزَكّاهُ بِهِ وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِيْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ فَاِنْ عَلَفَهَانِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَا زَكٰوةَ فِيهَا وَالزَّكٰوةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيفَةَ وَاَبِيْ يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تعالٰى فِي النِّصَابِ دُوْنَ الْعَفْوِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعالٰى تَجِبُ فِيهِمَا وَاِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكٰوةِ سَقَطَتْ وَاِنْ قَدَّمَ الزَّكٰوةَ عَلَى الْحَوْلِ هُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ -

---

অনুবাদ ॥ ৬. যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা ও জায়েয। ৭. কাজে ব্যবহৃত পশু, পরিবহনের জন্তু ও সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত পশুর যাকাত ওয়াজিব নয়। ৮. যাকাত উসূলকারী সেরা মাল বা নিম্নতম মাল গ্রহণ করবেনা, বরং মধ্যম ধরনের মাল গ্রহণ করবে। ৯. যার নিসাব পরিমাণ মাল আছে বছরের মাঝে ঐ জাতীয় আরো কিছু মাল লাভ হল তাহলে বর্ধিত মাল কে উক্ত মালের সাথে মিলিয়ে তার যাকাত দিবে। ১০ সায়েমা ঐ পশু কে বলে যা বছরের বেশীর ভাগ (চারণ ভূমিতে) চরার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন পশু কে বছরের অর্ধেক বা ততোধিক মাস সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ায় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। ১০. ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) এর মতে নিসাবের ওপর যাকাত আরোপিত হয়। বাড়তি অংশে নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফর (র.) বলেন- উভয়ের ওপর যাকাত আরোপিত হয়। ১১. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সম্পদ বিনষ্ট হলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ১২. বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে যদি সে নিসাবের মালিক হয় তাহলে তা সহীহ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ قِيَمٌ- قِيْمَةٌ এর বহুঃ মূল্য عَوَامِلُ - عَامِلَةٌ এর বহুঃ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পশু, حَوَامِلُ - حَامِلَةٌ এর বহু ঃ বোঝা বহন কারী, যা পরিবহনের কার্যে ব্যবহৃত, পশু عَلُوْفَةٌ সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ কারী পশু, رَذَالَةٌ নিম্নমাণের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله دفع القيم الخ ঃ যাকাতের ক্ষেত্রে বস্তুর মূল্য দেওয়াও জায়েয। কেনন যাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল গরীব-মিসকীনের আহারের সংস্থান করা। আর এর জন্যে মূল্য বা নগদ অর্থ হলে তার বিভিন্ন প্রয়োজনে ইচ্ছেমত ব্যয় করতে সক্ষম হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে মূল্য দেওয়া জায়েয নেই কারণ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الخ আয়াতে مِنْ اَمْوَالِهِمْ দ্বারা উক্ত মালেরই কিছু অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেওয় হয়েছে। (অর্থাৎ خُذْ بَعْضَ اَمْوَالِهِمْ)

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে যা জান লিখ।

بَابُ زَكٰوةِ الْفِضَّةِ

لَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَاشَىْءَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَيَكُوْنُ فِيْهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مَازَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكٰوتُهُ بِحِسَابِهِ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْفِضَّةِ وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَشُّ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ وَيُعْتَبَرُ اَنْ تَبْلُغَ قِيْمَتُهَا نِصَابًا -

---

রূপার যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. দু'শ দিরহামের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন (রূপার পরিমাণ) দু'শ দেরহাম হবে এবং পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে তাতে পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে। ৩. ২০০ হতে ২৪০ এর আগ পর্যন্ত বর্ধিত অংশে যাকাত নেই। যখন তা চল্লিশে উপনীত হবে তখন তাতে ১ দেরহাম ওয়াজিব হবে। অতঃপর আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রতি ৪০ দেরহামে ১ দেরহাম। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ২০০ দেরহামের ওপর যা বর্ধিত হবে উক্ত হিসেবে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. রূপার পাত বা রূপা নির্মিত কোন বস্তুতে রূপার অংশ বেশী হলে তা রূপার বিধানেই গণ্য হবে। আর খাদের অংশ বেশী হলে তা আসবাব পত্রের বিধানে গণ্য হবে। তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব ধর্তব্য হওয়ার জন্যে তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فِضَّةٌ রূপা, دُوْنَ কমে, নীচে, غَالِب বেশী, প্রাধান্য, وَرَق রূপার পাত, এখানে রূপার জিনিষ পত্র উদ্দেশ্য। غَشٌّ খাদ, عُرُوْض আসবাব পত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مِائَتَىْ دِرْهَمٍ الخ ঃ রূপার মূল নিসাব হল ২০০ দেরহাম। রৌপ্য মুদ্রাকে দেরহাম বলা হয়। তৎকালীন যুগের সাড়ে ৩ মাশায় এক দেরহাম হতো। আর ১২ মাশায় হয় এক তোলা। এ হিসেবে ২০০ দেরহাম = ৮৫০ মাশা বা ৫২ তোলা ৪ মাশা হয়। অর্থাৎ ২ মাশা কম সাড়ে বায়ান্ন তোলা। বর্তমান মেট্রিক পদ্ধতি হিসেবে হয় ৬১২. ৩৫ গ্রাম।

قوله وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ الخ ঃ সোনা -রূপার জিনিষে যদি খাদের ভাগ বেশী হয় তাহলে তা সোনা-রূপার নিসাবে গণ্য হবেনা। বরং তার মূল্য ধরে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব, নতুবা নয়। আর খাদের পরিমাণ অর্ধেকের কম হলে খাদ ধর্তব্য হবেনা, সোনা-রূপার সাথেই খাদের ওযন ধরতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। রূপার যাকাতের নিসাব ও হুকুম কি? মতান্তরসহ লিখ

بَابُ زَكٰوةِ الذَّهَبِ

لَيْسَ فِيْ مَا دُوْنَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ فِيْ كُلِّ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ قِيْرَاطَانِ وَلَيْسَ فِيْ مَادُوْنَ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا مَازَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَزَكٰوتُهُ بِحِسَابِهِ وَفِيْ تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَحُلِيِّهِمَا وَالْاٰنِيَةِ مِنْهُمَا زَكٰوةٌ -

---

স্বর্ণের যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. বিশ মেসকালের কম স্বর্ণে যাকাত ওয়াজিব নয়। ২০ মেসকাল হলে এবং তার ওপর এক বৎসর পেরিয়ে গেলে তাতে অর্ধ মেসকাল যাকাত ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি ৪ মেসকালে ২কীরাত। আবূ হানীফা (র.) এর মতে ৪ মেসকালের কমের অংশে যাকাত নেই। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ২০ মেসকালের ওপর যতটুকুই বর্ধিত হবে পূর্বের হিসেবে তার যাকাত হবে। সোনা-রূপার (অশোধিত) খন্ড, অলংকার, পাত্র এ সবের ওপর ও যাকাত ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ذَهَبٌ স্বর্ণ, مِثْقَالٌ ৮ রতিতে ১ মাশা, ৪ মাশা ৪ রতিতে ১ মেসকাল। এহিসেবে ২০ মিসকালে হয় ৯০ মাশা বা সাড়ে ৭ তোলা। বর্তমান প্রচলিত মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে এক মেসকাল পরিমাণ হল ৪.৭৮৭৪ গ্রাম। সুতরাং ২০ মেসকাল (৪. ৮৭৭৪×২০= ৯৫. ৭৪৮০) বা সাড়ে পঁচানব্বই গ্রাম হয়। সুতরাং কারো নিকট এ পরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণের অলংকার চাই ব্যবহৃত হোক বা না হোক তার জন্যে প্রতি বছর এর ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা সমপরিমাণ অর্থ যাকাত দিতে হবে। এমর্মে হযরত মুআয (র.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন- وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ

قوله وَحُلِيِّهِمَا الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারের ওপর ও যাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ব্যবহার বৈধ অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আমাদের দলীল এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ দু'জন মহিলাকে স্বর্ণের চুড়ি পরতে দেখে বললেন- তোমরা কি এর যাকাত দাও ? তারা বলল– না। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন- তোমরা কি পসন্দ করতে যে, তোমাদিগকে আল্লাহ তাআলা আগুনের চুড়ি পরান ? তারা বলল- না! অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন– তাহলে এর যাকাত দাও। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের সোনা-রুপার অলংকার থাকলে নিসাব পরিমাণ হলে তাদের ওপর এর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। স্বর্ণের যাকাতের নিসাব কি? মেট্রিক পদ্ধতিতে এর ওজন কতটুকু?

২। স্বর্ণের অলংকারের ওপর যাকাত ফরয কিনা? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ زَكٰوةِ الْعُرُوْضِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ فِىْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَاكَانَتْ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الْوَرِقِ اَوِ الذَّهَبِ يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ اَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ مِنْهُمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَوِّمُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ فَاِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ يُقَوِّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِى الْمِصْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِغَالِبِ النَّقْدِ فِى الْمِصْرِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِىْ طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ لَايُسْقِطُ الزَّكٰوةَ وَيُضَمُّ قِيْمَةُ الْعُرُوْضِ اِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذٰلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ حَتّٰى يَتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بِالْاَجْزَاءِ –

পণ্য সামগ্রীর যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. ব্যবসার পণ্য-দ্রব্য তা যে ধরণেরই হোক যদি মূল্য সোনা-রূপার কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত ওয়াজিব। ২. মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যেটা গরীব মিসকীনের জন্যে অধিক উপকারী হবে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- (সোনা-রূপার) যেটা দ্বারা পণ্য খরীদ করে তাদ্বারা মূল্য হিসেব করবে। সুতরাং সোনা-রূপা ছাড়া যদি অন্য কোন বস্তু দ্বারা খরীদ করে থাকে তাহলে শহরে বহুল প্রচলিত মুদ্রার হিসেবে মূল্য স্থির করবে। আর মুহাম্মদ (র.) বলেন সর্বাবস্থায় শহরের বহুল প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা হিসেব করতে হবে। ৩. বছরের দু'প্রান্তে নিসাব পূর্ণ থাকলে মধ্যবর্তী ঘাটতি দ্বারা যাকাত রহিত হবেনা। ৪. পণ্যের মূল্য সোনা-রূপার সাথে মিলাতে হবে। এভাবে আবু হানীফা (র.) এর মতে সোনা থাকলে মূল্যের দিক দিয়ে রূপার সাথে মিলাতে হবে। যাতে নিসাব পূর্ণ হয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন- মূল্যের দিক দিয়ে সোনা-রূপার সাথে মিলাতে হবেনা। বরং অংশের দিক দিয়ে মিলাতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عُرُوْضٌ- عَرَضٌ এর বহু ঃ পণ্য-দ্রব্য, আসবাব-সামগ্রী। ثَمَنٌ মুদ্রা, সোনা-রূপা। مِصْرٌ শহর, নগর। اَلنَّقْدُ الْغَالِبُ বেশী প্রচলিত মুদ্রা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله عُرُوْضُ التِّجَارَةِ الخ ঃ ব্যবসারী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত– (ক) পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়া (খ) পূর্ণ বৎসর বা বসরের দু'প্রান্তে মজুদ থাকা।

ফায়েদা ঃ (ক) আয়ের উৎস বা উপকরণের ওপর যাকাত ফরয নয়। সুতরাং মেশিনারী বা ভাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহ ইত্যাদির মূল্যের ওপর যাকাত ফরয নয়। বরং এ গুলো দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বা প্রাপ্ত অর্থের ওপর যাকাত আরোপিত হবে। তদরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে মৌলিক প্রয়োজনাদি, ঋণ ইত্যাদি হতে অতিরিক্ত হওয়া শর্ত।

(খ) প্রয়োজন দু'প্রকার (১) মৌলিক প্রয়োজন বলতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উদ্দেশ্য। এ সকল উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্যে টাকা মজুদ থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন এক ব্যক্তির বসবাসের ঘরের প্রকট অভাব, এলক্ষে সে ৫০ হাজার টাকা যোগাড় করল, এবং বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে উক্ত টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে না। (২) অমৌলিক প্রয়োজন তথা জীবন ধারণের জন্যে যা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় বরং ভোগ-বিলাসিতা ও আনন্দ-উৎসব মূলক প্রয়োজন যেমন, বিবাহ-শাদী, আকীকা, সন্তানের লেখাপড়া ইত্যাদি, বাসার ফ্রিজ, খাট-পালঙ্গ তৈরী, জাক জমক পূর্ণ ভবণ নির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত টাকা নিসাব পরিমাণ ও বৎসর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে কার্যে ব্যবহারের পর উক্ত সামগ্রীর যাকাত ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। ব্যবসার পণ্যে যাকাত ফরযের শর্ত কি কি? প্রয়োজন কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

২। وَقَالَا لَا يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بِالْأَجْزَاءِ ইবারতটির ব্যাখ্যা কি? বুঝিয়ে দাও।

بَابُ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهِ الْعُشْرُ وَاجِبٌ سَوَاءٌ سُقِيَ سَيْحًا اَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ اِلَّا الْحَطَبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيْشُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰه تَعَالٰى لَايَجِبُ الْعُشْرُ اِلَّا فِيْمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ عِنْدَ هُمَا عُشْرٌ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا يُوْسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ قِيْمَةَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنْ اَدْنٰى مَايَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسَقِ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجِبُ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ اَمْثَالٍ مِنْ اَعْلٰى مَايُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتُبِرَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ اَحْمَالٍ وَفِي الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ اَمْنَاءٍ وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ اِذَا اُخِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَيْءَ فِيْهِ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشَرَةَ اَزْقَاقٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةَ اَفْرَاقٍ وَالْفَرَقُ سِتَّةٌ وَّثَلٰثُوْنَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِيْ وَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخِرَاجِ عُشْرٌ -

---

শস্য-পণ্য ও ফলের যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন- জমিতে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশী। তাতে উশর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব। চাই তা খাল-নদী বা সেঞ্চনের পানি যা দ্বারাই সেঞ্চিত হোক। তবে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস এর অন্তর্ভূক্ত নয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– ঐ সকল ফল শস্য ছাড়া উশর ওয়াজিব নয় যা দীর্ঘস্থায়ী হয় (সংরক্ষণ করা যায়) এবং তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়। আর নবীজী (সা.) এর ৬০ ছা'তে হল এক ওয়াসাক। সাহিবাইনের মতে শাক সব্জিতে কোন উশর নেই। ২. বালতি, চর্কি, উট বা গরু মহিষ বাহিত পানি দ্বারা যে জমি সেঞ্চিত হয় উভয় মতানুযায়ী তাতে অর্ধ উশর ওয়াজিব। ৩. আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- যে সব বস্তু ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ করা হয়না যেমন– জাফরান, তূলা প্রভৃতি তাতে উশর ঐ সময় ওয়াজিব হবে যখন তার মূল্যে ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত নিম্নতম বস্তুর মূল্যের সমপরিমাণ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– এ জাতীয় উৎপাদিত দ্রব্যে ঐ সময় উশর ওয়াজিব

হবে যখন উৎপাদিত দ্রব্য পরিমাপের সর্বোচ্চ স্তরের ৫ গুণ হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পাঁচ বান্ডেল (গাইট) ও জাফরানের ক্ষেত্রে ৫ সের পরিমাণ হলে উশর ওয়াজিব হবে। উশরী ভূমিতে মধু আহরিত হলে তাতে উশর ওয়াজিব চাই কম হোক বা বেশী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- দশ মশক (চর্ম নির্মিত পাত্র) না হওয়া পর্যন্ত উশর ওয়াজিব হবেনা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন পাঁচ ফারাক না হওয়া পর্যন্ত উশর ওয়াজিব হবেনা। আর ফারাক হল ইরাকী রতলের ৩৬ রতল সমপরিমাণ-খেরাজী ভূমিতে উৎপাদিত দ্রব্যে উশর ওয়াজিব নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ زُرُوعٌ - زَرْعٌ এর বহু ঃ শস্য, ফসল, ثِمَارٌ - ثَمَرٌ এর বহু ঃ ফল, عُشُرٌ (দশ ভাগের ১ ভাগ) $\frac{১}{১০}$ سقى সেঞ্চিত হয় পানি পরিমাপ পাত্র, سيحا সেঞ্চন করে, حطب কাঠ, قصب বাঁশ, حشيش ঘাস وَسَقٌ, ৬০ ছা'তে এক ওয়াসাক হয়, خَضْرَوَاتٌ শাক-সব্জী, غَرْبٌ বড় বালতি, دَالِيَةٌ চর্কি, سَانِيَةٌ পানি বহণ কারী উটনী, قُطْنٌ তুলা। اَلْخَارِجُ বহির্গমনকারী, উৎপাদিত অর্থে। خَمْسَةُ اَمْثَالٍ পাঁচ গুণ, حِمْلٌ -اَحْمَال এর বহু ঃ বোঝা, বান্ডেল, গাইট, اَمْنَاء - مَنٌّ এর বহু ঃ সের اَزْقَاقٌ - زِقٌّ এর বহু ঃ ৫০ সের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চর্মনির্মিত পাত্র اَفْرَاقٌ - فَرَقٌ এর বহুঃ ১৮ সের সম পরিমাণ ওযন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله لَايَجِبُ الْعُشُرُالخ ঃ সাহিবাইনের মতে যে সব বস্তু পচনশীল নয় তথা রোদে শুকান ব্যতিত দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায় তাতে উশর ওয়াজিব। যেমন– ধান, গম, যব, সোলা, মুশুরী, খেজুর, কিসমিস, তিল, শরিষা ও রকমারী ফল প্রভৃতি। তবে তা কমপক্ষে ৫ ওয়াসাক পরিমাণ এবং উশরী জমিতে উৎপাদিত হতে হবে।

উশরী ও খেরাজী জমির পরিচয় ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই যে দেশ সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয় এবং তার অধিবাসী গণ ও মুসলমান হয়ে যায়, বা যে বিজিত রাষ্ট্রের ভূমি মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় উক্ত ভূমি চিরদিনের জন্যে উশরী গণ্য হয়। অপর দিকে যে রাষ্ট্র সন্ধি বা যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর তদানিন্তন খলীফা উক্ত ভূমি কে উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধীনে রেখে দেয়, আর বিনিময়ে তাদের থেকে বাৎসরিক ট্যাকস বা রাজস্ব আদায় করে তাকে খেরাজী জমি বলে। উক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলে উশর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহিবাইন (র.) এর মতে উশর ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মৌলিক দুটি পার্থক্য আছে। যথা – (১) ইমাম সাহেব (র.) এর মতে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস ব্যতিত উশরী ভূমিতে উৎপাদিত সকল বস্তুর উশর ওয়াজিব। আর সাহিবাইনের মতে এর জন্য পচনশীল না হওয়া শর্ত (২) ইমাম সাহেবের মতে উৎপাদিত ফসল বা ফলে মূল্যের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক (৫ মন ১০ সের) পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। বরং কম বেশী যাই হোক উক্ত হিসেবে উশর ওয়াজিব। কিন্তু সাহিবাইনের মতে ৫ ও য়াসাক পরিমাণ হওয়া শর্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عُشُرٌ অর্থ কি? কোন্ ধরনের বস্তুতে উশর ওয়াজিব? বিস্তারিত লিখ।

২। উশরী ও খেরাজী জমির পরিচয় দাও। উশর ওয়াজিবের ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে? লিখ।

بَابُ مَنْ يَجُوْزُ دفعُ الصَّدَقَةِ اِلَيْهِ وَمَنْ لَّا يَجُوْزُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ الْاٰيَةُ فَهٰذِهٖ ثَمَانِيَةُ اَصْنَافٍ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبِهِمْ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَغْنٰى عَنْهُمْ وَ الْفَقِيْرُ مَنْ لَهُ اَدْنٰى شَيْئٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَاشَيْئَ لَهُ وَالْعَامِلُ يُدْفَعُ اِلَيْهِ الْاِمَامُ اِنْ عَمِلَ بِقَدَرِ عَمَلِهٖ وَ فِى الرِّقَابِ اَنْ يُّعَانَ الْمُكَاتَبُوْنَ فِىْ فَكِّ رِقَابِهِمْ وَ الْغَارِمُ مَنْ لَّزِمَهُ دَيْنٌ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ۔

(যাকাতের হকদার) কাকে যাকাত দেওয়া জায়েয এবং কাকে নাজায়েয

অনুবাদ ॥ ১. আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীনের (যাকাত উসূল কারী, ইসলামের প্রতি অনুরাগী অথচ দরিদ্র, দাসত্ব মুক্তি, ঋণগ্রস্থ, মুজাহিদ ও মুসাফির) গণের প্রাপ্য। اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ অত্র আয়াতে ৮ শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যহতে মুআল্লাফাতুল কুলূব তথা দরিদ্র অমুসলিমদিগকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা ইসলামকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করেছেন। ২. ফকীর সে যার সামান্য সম্পদ আছে। আর যার কিছুই নেই সে হল মিসকীন। যাকাত উসূল কারীকে সরকার (গভর্ণর) তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করলে সে অনুপাতে দান করবে। আর মুক্তি পণ হল স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ব মুকাতাব গোলামদিগকে তাদের মুক্তি পণে সহায়তা করা, আর গারিম হল ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি। আল্লাহর পথ বলতে রসদ ও যুদ্ধাস্ত্রহীন ইসলামী সৈনিক উদ্দেশ্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَصْنَاف প্রকার, শ্রেণী, صِنْفٌ এর বহু ঃ مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبُ যাদের মন জয় করা কাম্য। اَعَزَّ শক্তিশালী করেছেন। اَغْنٰى স্বনির্ভর করেছেন। عَامِلٌ কর্মচারী, যাকাত ইত্যাদি রাজস্ব আদায় কারী। رِقَابٌ - راقبة এর বহুঃ ঘাড়, এস্থলে গোলাম, ক্রীতদাস। يُعَانُ সহায়তা করা হয়, مُكَاتَبُوْن - مُكَاتَبٌ এর বহুঃ মনিব যে গোলামকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যোগাড়ের বিনিময় স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। فَكٌّ ছাড়ান, মুক্ত করা। اَلْغُزَاةُ রণসম্বলহীন যোদ্ধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مُؤَلَّفَةُ قُلُوْبِهِمْ الخ ঃ যাদের মন জয় করা কাম্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে যাকাত প্রদান করা হতো। তাদিগকে মুআল্লাফাতুল কুলূব বলে। এর তিনটি শ্রেণী ছিল। (ক) কাফের অথচ ইসলামের সহায়ক। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়ার দ্বারা ইসলামে দাখিল হওয়া কাম্য ছিল। (খ) এমন কাফের যাদের শত্রুতা ও অনিষ্টতা হতে মুক্তি পাওয়া কাম্য ছিল। (গ) নব মুসলিম যাদের মন ইসলামের উপর স্থিতিশীল হয়নি তাদিগকে স্থিতিশীল করার লক্ষে যাকাত দেয়া হতো। হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফত আমলে মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ তিন শ্রেণীকে যাকাত প্রদান বন্ধ করা হয়। তারা হযরত উমরের নিকট আবেদন পেশ করলে তিনি তা ছিড়ে ফেলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ দ্বারা দলীল পেশ করে এ শ্রেণীকে যাকাতের হকদার বহির্ভূত বলেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণ এ হুকুম এখনো বলবৎ বলেন। অবশ্য নফল দান সাদকা দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন মতনৈক্য নেই।

وَابْنُ السَّبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ وَهُوَ فِي مَكَانٍ اٰخَرَ لَاشَيْءَ لَهُ فِيهِ فَهٰذِهِ جِهَاتُ الزَّكٰوةِ وَلِلْمَالِكِ اَنْ يَدْفَعَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى صِنْفٍ وَاحِدٍ - وَلَايَجُوزُ اَنْ يَدْفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى ذِمِّيٍّ وَلَايُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ وَلَايُشْتَرٰى بِهَا رَقَبَةٌ يُعْتَقُ وَلَاتُدْفَعُ اِلٰى غَنِيٍّ وَلَايَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكٰوتَهُ اِلٰى اَبِيهِ وَجَدِّهِ وَاِنْ عَلَاهُ وَلَا اِلٰى وَلَدِهِ وَ وَلَدِ وَلَدِهِ وَاِنْ سَفُلَ وَلَا اِلٰى اُمِّهِ وَجَدَّاتِهِ وَاِنْ عَلَتْ وَلَا اِلٰى اِمْرَأَتِهِ وَلَاتَدْفَعُ الْمَرْأَةُ اِلٰى زَوْجِهَا عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا تَدْفَعُ اِلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُ اِلٰى مُكَاتَبِهِ وَلَامَمْلُوكِهِ وَلَامَمْلُوكِ غَنِيٍّ وَ وَلَدِ غَنِيٍّ اِذَاكَانَ صَغِيرًا وَلَايَدْفَعُ اِلٰى بَنِي هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَبَّاسٍ وَ اٰلُ جَعْفَرَ وَ اٰلُ عَقِيلٍ وَاٰلُ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ -

---

অনুবাদ ॥ ইবনুস সাবীল বা (পর্যটক মুসাফির) বলতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার বাড়ীতে সম্পদ আছে কিন্ত সে রয়েছে অন্যত্র, যেখানে তার কিছুই নেই। এসমস্ত হল যাকাতের হকদার। ৩. যাকাতদাতার অধিকার আছে ইচ্ছে করলে এদের সকল শ্রেণীকেই দিতে পারে, ইচ্ছে করলে যে কোন এক শ্রেণীকেও দিতে পারে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া না জায়েয ঃ ১. কোন জিম্মী তথা অমুসলিম কে যাকাত দেয়া নাজায়েয। যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ (মাদ্রাসা) নির্মাণ করা যাবেনা। মৃত কে তাদ্বারা কাফন দেওয়া যাবেনা। ঋণী ব্যক্তিকে দান করা যাবেনা। ২. যাকাত দ্বাতা স্বীয় বাপ-দাদা কে যাকাত দিতে পারবেনা যদিও উর্ধ্বতন হয়। নিজ পুত্র কন্যা কে দিতে পারবেনা তা যতই উর্ধতন হোক। স্বীয় স্ত্রী কে দিতে পারবেনা। ৩. ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে স্ত্রী তার স্বামী কে যাকাত দিতে পারবেনা। সাহিবাইনের মতে দিতে পারবে। ৪. নিজ মুকাতাব গোলাম কে, কোন ধনী ব্যক্তির গোলাম, ও ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে যাকাত প্রদান করবেনা। ৫. হাশেমীগণ কে যাকাত দিবেনা। হযরত আলী, আব্বাস, জা'ফর আ'কীল ও হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালি (রা)-এর বংশধর কে হাশেমী বলা হয়। হাশেমীগণের গোলামদের ও যাকাত দিবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله ذِمِّيٍّ ঃ যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাস করে এবং সরকার তাদের জানমাল ও ইয্যত-আবরু হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদিগকে জিম্মী বলে। উল্লেখ্য যে, অপরাপর মুসলমানদের জানমাল ও ইয্যতের ন্যায় জিম্মীদের জান-মাল ও ইয্যত আবরু হেফাযত করা সকলের দায়িত্ব।

قوله وَلَايُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ ঃ মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল, ইত্যাদি নির্মাণ, কাফন-দাফন ইত্যাদি কাজ বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় নাজায়েয। কারণ যাকাত আদায় হওয়ার জন্যে তার প্রকৃত হকদার কে মালিক বানান শর্ত। অথচ এ সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষ কে মালিক বানান সম্ভব নয়।

قوله اِلٰى بَنِي هَاشِمٍ ঃ কারণ রাসূলের বংশ হওয়ার কারণে তাঁরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদিগকে যাকাতের হেয় মাল প্রদান করা যাবেনা। এমর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

يَابَنِي هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ اَمْوَالِ النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَ عَنْكُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ

অর্থাৎ হে বনী হাশিম ! তোমাদের জন্যে আল্লাহ মানুষের মালের ময়লা-আবর্জনা হারাম করেছেন। এর পরিবর্তে তোমাদিগের জন্য মালে গণীমতের ১০ ভাগের এক ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে।

وَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا دَفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيْرًا ثُمَّ بَانَ اَنَّهُ غَنِىٌّ اَوْهَاشِمِىٌّ اَوْ كَافِرٌ اَوْدَفَعَ فِىْ ظُلْمَةٍ اِلٰى فَقِيْرٍ ثُمَّ بَانَ اَنَّهُ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهُ فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَلَيْهِ الْاِعَادَةُ وَلَوْدَفَعَ اِلٰى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَبْدُهُ اَوْمُكَاتَبُهُ يَجْزِ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَلَايَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكٰوةِ اِلٰى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِنْ اَىِّ مَالٍ كَانَ وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا اِلٰى مَنْ يَّمْلِكُ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكٰوةِ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ وَاِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيْهِمْ اِلَّا اَنْ يَّحْتَاجَ اَنْ يَّنْقُلَهَا الْاِنْسَانُ اِلٰى قَرَابَتِهٖ اَوْ اِلٰى قَوْمٍ هُمْ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ بَلَدِهٖ-

---

অনুবাদ ॥ ৬. ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- যদি কেউ কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত প্রদান করে, অতঃপর জানতে পারল যে, লোকটি ঋণী, বা হাশেমী বা কাফের। অথবা কাউকে রাতের অন্ধকারে দান করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, সে তার পিতা বা পুত্র তাহলে যাকাতদাতার জন্যে পুনঃবার যাকাত দেওয়া জরুরী নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- তার ওপর পূণঃবার যাকাত দেওয়া জরুরী। ৭. যদি কেউ যাকাত প্রদানের পর জানতে পারল যে, সে সেতার গোলাম বা মুকাতাব তাহলে কারো মতে তার এ যাকাত যথেষ্ট হবেনা। ৮. যে ব্যক্তি কোন প্রকার নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। যে নিসাবের কম মালের মালিক তাকে দেয়া জায়েয। যদিও সে সুস্থ সবল ও উপার্জনক্ষম হয়। ৯. যাকাতের মাল এক শহর (স্থান) হতে অন্য শহরে (স্থানে) স্থানান্তর করা মাকরূহ। যাকাতের মাল সেখানকার গরীব দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে বন্টন করতে হবে। তবে যদি কেউ অন্য শহরে তার নিকটাত্মীয় বা অধিক দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তি বর্গের জন্যে (এক শহর হতে অন্য শহরে) স্থানান্তর করে তা জায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَارَجُلٌ يَظُنُّهُ الخ ঃ অর্থাৎ কাউকে যাকাতের হকদার ধারণা করে যাকাত দেয়ার সময় তাকে মালিক বানালে সহীহ হয়ে যায়। সুতরাং যেহেতু গ্রহিতা তার মালিক হয়ে যাচ্ছে একারণে যাকাত দাতা তার যিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবেনা। তবে যদি অনুমান বা ধারণা এর বিপরীত থাকে বা কোন ধারণা ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে যাকাত আদায় হবেনা। পুণঃবার যাকাত দিতে হবে। আর মুকাতাব বা গোলামের ক্ষেত্রে হকদার ধারণা করে দেয়া সত্বে আদায় না হওয়ার কারণ এইযে, মুকাতাব বা গোলামের নিজস্ব কোন মালিকানা থাকেনা। বরং স্বয়ং সেই তাদের মালিক। সুতরাং এক্ষেত্রে উক্ত মাল দাতার নিকটই ফিরে আসে। একারণে পুনঃবার যাকাত দিতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে এবং কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। বিস্তারিত উল্লেখ কর।

২। مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبُ বলতে কি বুঝ? এদের কয়টি শ্রেণী এবং এদেরকে যাকাত দেয়ার হুকুম কি?

৩। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বা পুত্র তার পিতাকে যাকাত দিতে পারবে কিনা?

৪। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ কল্পে যাকাত দেয়া জায়েয কিনা? জায়েয না হলে তার কারণ কি?

৫। যাকাতের অর্থ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ কিনা? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ اِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَاَثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ يُخْرِجُ ذٰلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ اَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَا يُؤَدِّيْ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا عَنْ اَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ اِنْ كَانُوْا فِيْ عِيَالِهِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلَا عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ وَ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَالصَّاعُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثُ رَطْلٍ وَ وُجُوْبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَمَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ اَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاِنْ قَدَّمُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ وَاِنْ اَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اِخْرَاجُهَا -

সাদকায়ে ফিত্‌র প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. যে কোন স্বাধীন মুসলমান ব্যক্তির ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব যখন সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে। আর তা (নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা) তার গৃহ, পোশাক, আসবাব-পত্র, (ব্যবহারের) ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র, কাজের গোলাম হতে অতিরিক্ত হবে। ২. সাদকায়ে ফিত্‌র প্রদান করবে নিজের পক্ষ হতে এবং নিজ নাবালেগ সন্তানাদিও গোলামের পক্ষ হতে। নিজ স্ত্রী ও বালেগ সন্তানাদির পক্ষহতে সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবেনা। যদি ও তারা তার পরিবারভুক্ত হয়। ৩. স্বীয় মুকাতাব ও ব্যবসার গোলাম ও শরীকী গোলামের পক্ষ হতে ও সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করবেনা। এদের কারো ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব নয়। ৪. মুসলমান গোলাম তার কাফের গোলামের পক্ষ হতে ও ফিত্‌রা আদায় করবে।

ফিত্‌রার পরিমাণ ঃ ১. ফিত্‌রার পরিমাণ হল– অর্ধ ছা'গম বা এক ছা' খেজুর বা কিশমিশ। ২. ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ছা' হল ইরাকী রতলের ৮ রতল পরিমাণ। আর আবূ

ইউসুফ (র.) বলেন, এক ছা' হল ৫ রতল ও ১ রতলের $\frac{১}{৩}$ অংশ। ৩. সাদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদুল ফিত্‌রের দিবসের সুব্‌হে সাদিক। অতএব কেউ এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবেনা। ৪. ঈদুল ফিত্‌র দিবসে ঈদগায় গমনের প্রাক্কালে ফিত্‌রা আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের দিনের আগে দিলেও তা জায়েয হয়ে যাবে। আর ঈদের দিন থেকে বিলম্বিত করলে তা রহিত হবেনা। বরং পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله صَدَقَةُ الْفِطْرِ الخ ঃ الْفِطْر শব্দের প্রতি صَدَقَة শব্দের إِضَافَت (সম্বন্ধ) إِضَافَةُ الشَّيْئِ إِلَى شَرْطِهِ (শর্তের প্রতি সম্বন্ধ করণ) বা إِضَافَةُ الشَّيْئِ إِلَى سَبَبِهِ তথা কারণের প্রতি সম্বন্ধ করণের অন্তর্গত। কেননা ইফ্‌তারের শর্তে বা কারণে এ সাদকাটি ওয়াজিব হয়।

<u>সাদকায়ে ফিত্‌রের গুরুত্ব ও উপকারিতা ঃ</u>

(ক) ফিৎরা আদায়ের দ্বারা রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা হয়।

(খ) রোযা সমাপ্তির ও গোনাহ মাফের আনন্দ প্রকাশের নিমিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় হয়।

(গ) ঈদের আনন্দকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গরীব-দুঃখী ও অনাথদের আহার বিহারের সুবন্দবস্ত করে তাদিগকে ও শরীক রাখা হয়।

قوله نِصْفُ صَاعٍ الخ ঃ তরফাইনের বর্ণনামতে এক সা' = ৩ সের ৫৮.৮ তোলা, আর কেজীর হিসেবে হয় ৩ কেজী ৪৮৫. ২০ গ্রাম। সুতরাং, অর্ধ সা' = ১ সের ৬৯. ৪ তোলা বা ১ কেজী ৭৪২. ৬০ গ্রাম। কেননা - ২০ আস্তার = ১ রতল। আর ১ আস্তার = ৪ $\frac{১১}{২০}$ মেছকাল। অতএব ৮ রতল বা ১ সা' = ৭২৮ মেসকাল। আর ৩৯. ৪০ রতি তে হয় ১ মেছকাল,ও ৯৬ রতিতে হয় ১ তোলা বা ১১. ৬৬৪ গ্রাম।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। সাদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব? কাদের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব বা ওয়াজিব নয় বিশদভাবে লিখ।

২। সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ কতটুকু?

৩। ইসলামে সাদকায়ে ফিতরের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে যা জান লিখ।

كِتَابُ الصَّوْمِ

اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ فَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَايَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتّٰى أَصْبَحَ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ مَايَثْبُتُ فِى الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَلَايَجُوْزُ صَوْمُهُ اِلَّابِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَكَذٰلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ وَالنَّفْلِ كُلِّهِ يَجُوْزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْبَغِىْ لِلنَّاسِ اَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِى الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوْا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوْا وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ -

রোযা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ রোযার প্রকারভেদ ও নিয়ত প্রসঙ্গ ঃ রোযা মূলত ঃ দু'প্রকার (ক) ওয়াজিব বা ফরয, ও (খ) নফল। ওয়াজিব রোযা আবার দু' প্রকার (এক) নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন রমাযানের রোযা ও নির্দিষ্ট দিনের রোযা। এধরণের রোযার জন্য রাতের যে কোন অংশে নিয়ত করা জায়েয। যদি নিয়ত না করে এমতাবস্থায় ভোর হয়ে যায় তাহলে ভোর হতে পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়ার মধ্যে নিয়ত করার দ্বারা তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। (দুই) দ্বিতীয় প্রকার হল যা যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন রমাযানের কাযা রোযা, সাধারণ মান্নত ও কাফফারার রোযা, এধরণের রোযা রাত্রি কালীন নিয়ত ছাড়া সহীহ হবেনা। এভাবে যিহারের রোযা ও। আর বাকী সকল প্রকার নফল রোযা দুপুরের (সূর্য হেলে যাওয়ার) আগ পর্যন্ত নিয়তের দ্বারা জায়েয।

চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ ঃ ১. মুসলমানদের জন্যে ২৯ শে শা'বানের সন্ধায় চাঁদ অনুসন্ধান করা উচিৎ। চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখবে। আর দেখা না গেলে শা'বানের ৩০ তারিখ পূর্ণ করবে। অতঃপর রোযা রাখবে। ২. কেউ একাকী রমাযানের চাঁদ দেখলে সে একাই রোযা রাখবে। যদিও মুসলিম শাসক তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله الصَّوْمُ এর আভিধানিক اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْئِ مُطْلَقًا অর্থ বিরত থাকা পরিভাষায়- اَلصَّوْمُ إِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ عَنْ شَيْئٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের প্রাক্কাল হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সঙ্গমও পানাহার হতে বিরত থাকা কে সাওম বলে। যেহেতু এটা পূর্ণ দিবস ব্যাপৃত একারণে ফার্সীতে একে روزه বলে। ২য় হিজরী সনের শা'বান মাসে রমাযানের রোযা ফরয হয়। এ মর্মে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সা.) উক্ত রমাযান হতে মোট নয়বার রমাযানের রোযা রাখেন।

قوله وَاجِبٌ وَنَفْلٌ ঃ ফিক্হের পরিভাষায় ফরযও ওয়াজিব গুরুত্বের দিক দিয়ে সমপর্যায়ে, তদরূপ সুন্নত ও নফল ও একই পর্যায়ে গণ্য। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ وَ وَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ ـ

অনুবাদ॥ ২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন নিষ্ঠাবান সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, স্বাধীন হোক বা গোলাম। আর আকাশ মেঘাচ্ছান্ন না থাকলে ঐ সময় পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ এতো বিপুল সংখ্যক মানুষে চাঁদ না দেখে যাতে তাদের কথার দ্বারা ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) জন্মে। ৪. রোযার সময় হল সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৫. রোযা হল নিয়তের সাথে দিনের বেলায় পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ هِلَال নতুন চাঁদ, عِلَّة রোগ, এ স্থলে মেঘ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ চাঁদ দেখা সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েল ঃ (ক) শরীয়তে যে সকল আমল তারীখের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নির্ধাণের জন্যে চাঁদের হিসেব রাখা ও চাঁদ দেখা জরুরী। বরং এটা ফরযে কেফায়া ও বটে। (খ) চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ভূমি হতে দেখার চেষ্টাই যথেষ্ট। এরজন্যে টাওয়ার নির্মাণ বা বিমানে উড্ডয়ন করা, বা দূর দর্শন ইত্যাদি যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। (গ) চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অপরাপর সাক্ষ্যের ন্যায় সাক্ষী সামনে হাজির থাকা, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হওয়া আবশ্যক। (ঘ) হেলাল কমিটির প্রচারিত সংবাদ সে দেশের অধিবাসীদের জন্যে প্রজোয্য। অবশ্য এর জন্যে কমিটির জন্যে শরীআ'ত সম্মত পন্থায় উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন আবশ্যক। যথা ঃ হক্কানী উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্যে সাব কমিটি গঠন করে শরীঅত সম্মত পন্থায় যবাণী সাক্ষ্য গ্রহণ করা, কেবল টেলিফোনের সংবাদ চিঠি বা অন্যের যবানের সংবাদ গ্রহণ না করা ইত্যাদি। এ সকল শর্তাবলীর প্রেক্ষাপটে গৃহীত সিদ্ধান্ত কে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে চাঁদ দেখার বিস্তারিত বিবরণ সহ রেডিও, অয়ারলেস বা এ জাতীয় কোন সম্প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে তা সারা দেশে প্রচার করলে সকল অধিবাসীদের জন্যে তদানুযায়ী আমল করা জরুরী। (ঙ) যদি বহু সংখ্যক মানুষ চাঁদ দেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে টেলিফোনে বা পত্রের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করে। আর কমিটি তাদের কণ্ঠস্বর বা হস্তাক্ষর দেখে উক্ত ব্যক্তি দিগকে চিনতে সক্ষম হয় এবং উক্ত সংবাদের প্রতি আস্থা অর্জিত হয় তখন তা প্রচার মাধ্যম যন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করতে পারবে। তখন দেশ বাসীর জন্যে তদানুযায়ী আমলকরা অপরিহার্য হবে (চ) যে সব দেশে আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছান্ন থাকে, যথা– বৃটেন ও তৎপার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সেসব দেশে উপরোক্ত শর্তে পার্শ্ববর্তী দেশের তারীখ প্রজোয্য হবে। ফায়েদা ঃ ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব অঞ্চলে ৬ মাস পর্যন্ত প্রতি ২৪ ঘন্টায় মাত্র অর্ধ ঘন্টা রাত বাকী ২৩.৩০ ঘন্টা দিন থাকে যদি কারো পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব হয় তাহলে রোযা রাখবে। অন্যথায় বৎসরের ছোট্টদিনে রোযার কাযা করবে। আর যদি সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পানাহারের অবকাশ না থাকে বা সূর্যাস্তই না হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশের হিসেব অনুযায়ী নামায রোযা করবে। অথবা বৎসরের যে দিন গুলোতে সূর্যাস্ত হয় তার সর্ব শেষ দিনের আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করবে। অতঃপর হিসেব মোতাবেক ২৪ ঘন্টা সময়ের যে অংশে আসর আদায় করবে তখন থেকে ঐ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ইফতার করবে। উল্লেখ্য যে, বিমানে সফর কালে দিনের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও এই বিধান (প্রযোজ্য)।

فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ أَوِادَّهَنَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يُفْطِرْ - فَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمَسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَابَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ إِسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلأَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيْدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَى -

---

অনুবাদ ॥ রোয়া ভঙ্গের কারণ ও করনীয় ঃ ৬. সুতরাং যদি ভুলবশতঃ পানাহার করে বা সহবাস করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবেনা। ৭. নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে, স্বীয় স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করার ফলে বীর্যপাত ঘটলে, শরীরে তেল মালিশ করলে, শিঙ্গা লাগাল, সুরমা ব্যবহার করলে, চুম্বন করলে এ সবে রোযা নষ্ট হবেনা। ১. যদি চুম্বন বা স্পর্শের মাধ্যমে কারো বীর্যপাত ঘটে তাহলে তার ওপর উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। ২. নিজ নফসের ব্যাপারে (বীর্যপাত না ঘটার) আস্থাশীল হলে তার জন্যে চুম্বন দোষণীয় নয়। তবে আস্থাশীল না হলে মাকরূহ। ৩. রোযাদার ব্যক্তির বমি উদ্গত হলে রোযা নষ্ট হয়না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় মুখভর্তি পরিমাণ বমি করে তার জন্যে কাযা ওয়াজিব। ৫. কেউ পাথর কণা, লোহা বা দানা গিলে ফেললে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এর কাযা আদায় করতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نَاسِيًا ভুলবশত ঃ إِدَّهَنَ তেলমালিশ করল, মূলত إِتْدَهَنَ ছিল, إِحْتَجَمَ শিঙ্গা লাগাল, إِكْتَحَلَ সুরমা লাগাল। قُبْلَةٌ চুম্বন। لَمْس স্পর্শ। لَمْ يَأْمَنْ আশংকমুক্ত না হয়। ذرع উদ্গত হয়। مِلأٌ ভর্তি। পূর্ণ, إِبْتَلَعَ গলধঃ করণ করে, গিলে ফেলে। حَصَاةٌ পাথর কণা। نَوَاةٌ বীজ, দানা, আঠি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَإِنْ أَكَلَ الصَّا ئِمُ الخ ঃ ভুলবশত পানাহার বা সহবাসের দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে রোযা নষ্ট হয়না। ইমাম মালেক (র.) এর মতে নষ্ট হয়ে যায়। তবে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। হানাফীগণের দলীল রাসূল (সা.) এর বাণী– "তোমার রোযা পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছে।" আর রোযার প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষেত্রে সহবাসও পানাহারের ন্যায়। একারণে এটাও এর সাথে শামিল হবে।

قوله إِسْتَقَاءَ عَامِدًا الخ ঃ বমির মোট ২৪ টি ছুরত হতে পারে। কেননা বমি স্বাভাবাকি ভাবে হতে পারে। অথবা ইচ্ছা পূর্বক করতে পারে, উভয় ক্ষেত্রে মূখ ভর্তি পরিমাণ হবে বা কম হবে। আর বের হয়ে যাবে, নাহয় ফিরে যাবে বা ইচ্ছা পূর্বক গিলে ফেলবে। সুতরাং ৪×৩ = ১২ ছুরত হল। অতঃপর সব ক্ষেত্রেই রোযা স্মরণ থাকবে বা না। এতে ১২×১২ =২৪ ছুরত হল। এসবের মধ্যে যদি রোযা স্মরণ থাকা সত্বে ইচ্ছা পূর্বক মুখ ভর্তি পরিমাণ বমি করে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذّٰى بِهٖ اَوْ يُتَدَاوٰى بِهٖ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَاَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِىْ اِفْسَادِ الصَّوْمِ فِىْ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ - وَمَنِ احْتَقَنَ اَوِ اسْتَعَطَ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهٖ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ اٰمَّةً بِدَوَاءٍ رَطْبٍ فَوَصَلَ اِلٰى جَوْفِهٖ اَوْ دِمَاغِهٖ اَفْطَرَ وَاِنْ اَقْطَرَ فِىْ اِحْلِيْلِهٖ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُفْطِرُ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهٖ لَمْ يُفْطِرْ وَيُكْرَهُ لَهُ ذٰلِكَ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ اِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ وَمَضْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فِىْ رَمَضَانَ فَخَافَ اِنْ صَامَ اِزْدَادَ مَرَضُهٗ اَفْطَرَ وَقَضٰى وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهٗ اَفْضَلُ وَاِنْ اَفْطَرَ وَقَضٰى جَازَ وَاِنْ مَاتَ الْمَرِيْضُ اَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلٰى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ وَاِنْ صَحَّ الْمَرِيْضُ اَوْ اَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ اِنْ شَاءَ فَرَّقَهٗ وَاِنْ شَاءَ تَابَعَهٗ وَاِنْ اَخَّرَهٗ حَتّٰى دَخَلَ رَمَضَانُ اٰخَرُ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِىْ وَقَضَى الْاَوَّلَ بَعْدَهٗ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ -

---

অনুবাদ ॥ ৬. কেউ ইচ্ছাপূর্বক যোনীপথে বা গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করলে বা পানাহার করলে, ঔষধ জাতীয় দ্রব্য সেবন বা ভক্ষণ করলে তার ওপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব। ৭. রোযার কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার ন্যায়। ৮. যদি যোনীপথ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গে সঙ্গম করে আর এতে বীর্যপাত ঘটে, তার ওপর কাযা ওয়াজিব। কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। রমাযানের রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা নষ্ট করার দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়না। ৯. যদি কেউ ঢুশ গ্রহণ করে, বা নাকে ঔষধ প্রবিষ্ট করে বা কানে ঔষধের ফোটা ঝরায়। পেট বা মাথায় তরল ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে তা পাকস্থলি বা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। ১০. কেউ পেসাবের ছিদ্রে ঔষধ প্রবিষ্ট করলে তরফাইন (র.)-এর মতে তার রোযা নষ্ট হবেনা। আবূ ইউসুফ (র.) বলেন রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। ১১. মুখে কোন কিছু চাখলে রোযা নষ্ট হবেনা তবে তা মাকরূহ হবে। ১২. নারীদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের জন্যে অন্য কোন উপায় থাকা সত্বে খাদ্য চিবায়ে দেয়া মাকরূহ। (গাছের শক্ত) আঠা চিবানোর দ্বারা রোযা নষ্ট হয়না তবে তা মাকরূহ।

রোযা না রাখার অনুমতি প্রসঙ্গ ঃ ১. যদি কেউ রমাযানে অসুস্থ হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হয় তাহলে সে রোযা রাখবেনা বরং পরবর্তীতে কাযা করবে। ২. যদি কোন মুসাফিরের জন্যে রোযা ক্ষতিকর নাহয় তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা শ্রেয়। আর যদি রোযা ভাঙ্গে পরে তার কাযা করে তাও জায়েয। ৩. যদি কোন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় মারা যায় তাদের ওপর কাযা ওয়াজিব নয় (অর্থাৎ এর পরে ওয়ারিসদের জন্যে এর ফিদিয়া দিতে হবেনা) ৪. যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্তি লাভ করে বা মুসাফির মুকীম হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে। তাহলে সুস্থ ও মুকীম থাকা পরিমাণ দিনের কাযা ওয়াজিব (অর্থাৎ এর ফিদিয়া প্রদান করতে হবে।) ৫. রমাযানের কাযা রোযা একাধারে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখতে পারে। ৬. যদি কেউ কাযা আদায়ে বিলম্ব করার দরুণ অপর রমাযান এসে যায় তাহলে আগে রমাযানের রোযা রাখবে। পরে কাযা রোযা রাখবে। এর জন্যে ফিদিয়া দিতে হবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِحْتَقَنَ পায়ূ পথে তৈল বা ঔষধ প্রয়োগ করা। اِسْتَعَطَ নাকে ঔষধ ঝরায়। جَائِفَةٌ পেট, اٰمَّةٌ মাথায় ক্ষত دِمَاغٌ মস্তিষ্ক। اِحْلِيْلٌ পেশাবের ছিদ্র। اِنْ مَضَغَ চিবায়। بُدٌّ উপায়, عِلْكٌ দানা, বীজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قوله كَفَّارَةُ الظهار ঃ যিহার ظَهْرٌ হতে গৃহীত অর্থ পিঠ, পরিভাষায় স্ত্রীকে স্বীয় মুহররমা কোন মহিলার সাথে তুলনা করা এবং এর দ্বারা তার সাথে রতিক্রিয়া হারাম করা উদ্দেশ্যে থাকলে তাকে যিহার বলে। এর কাফ্‌ফারা হল ৪০ দিনের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ করা, বা দু'মাস রোযা রাখা সম্ভব নাহলে ৬০ জন মিসকীন কে পেট ভরে আহার করান। কাফ্‌ফারা আদায় না করলে ৪০ দিনপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়।

রোযা নারাখার উযরসমূহ ঃ قوله وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا الخ ঃ এখান থেকে রোযা না রাখার উযর সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। রোযা না রাখার ওযর মোট ৮টি যথা ঃ ১. রোগ, ২. সফর, ৩. বাধ্যকতা, তথা তীব্র শত্রুর চাপ, ৪. গর্ভ, ৫. স্তন্যদান, ৬. ক্ষুধার কাতরতা, ৭. পিপাসার কাতরতা ও ৮. বার্ধক্য কারো কারো মতে আরেকটি হল ৯. গাজীর জন্য শত্রুর মোকাবেলা। উল্লেখ্য যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় বেহুস হয়ে যাওয়ার বা মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আশংকা হলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

قوله وَمَنِ احْتَقَنَ الخ ঃ গুহ্যদ্বারে ঢুশ বা ঔষধ প্রয়োগ করলে এবং নাকে, কানে ও মস্তিষ্কে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন- اِنَّمَا الْاِفْطَارُ فِيْمَنْ دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ অবশ্য সাহিবাইনের মতে এতে রোযা নষ্ট হয়না।

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا اَوْ وَلَدَيْهِمَا اَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَافِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَالشَّيْخُ الْفَانِىُ الَّذِىْ لَايَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَمَا يُطْعَمُ فِى الْكَفَّارَاتِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَاَوْصٰى بِهٖ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ قَضَاهُ وَاِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ فِىْ رَمَضَانَ اَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِيَا مَامَضٰى وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِىْ حَدَثَ فِيْهِ الْاِغْمَاءُ وَقَضٰى مَابَعْدَهُ وَاِذَا اَفَاقَ الْمَجْنُوْنُ فِىْ بَعْضِ رَمَضَانَ قَضٰى مَامَضٰى مِنْهُ وَصَامَ مَابَقِىَ مِنْهُ –

অনুবাদ ॥ ৬. গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী যদি স্বীয় সন্তানের (ক্ষতির) আশংকা করলে রোযা রাখবেনা। পরে কাযা আদায় করবে। এর জন্যে ফিদিয়া দিতে হবেনা। ৭. অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে রোযা রাখবেনা। বরং প্রতিদিনের রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে। যেমন কাফ্ফারার ক্ষেত্রে খাওয়ান হয়। ৮. কোন ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জিম্মায় কাযা রোযা থাকে আর সে এর অসিয়ত করে যায় তাহলে তার অলী (অভিভাবক) প্রতি দিনের জন্যে অর্ধ সা' গম বা একসা' খেজুর অথবা কিশমিশ সাদকা করবে।

কতিপয় মাসআলা ঃ ১. কেউ নফল রোযা শুরু করে নষ্ট করে ফেললে পরে এর কাযা আদায় করে নিবে। ২. রমাযানের দিবসে কোন কিশোর বালেগ হলে বা কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করলে দিনের বাকী অংশ পানাহার ও সঙ্গম হতে বিরত থাকবে। এবং পরবর্তী দিন হতে রোযা রাখবে। পূর্বের দিনের জন্যে কোন কাযা আদায় করতে হবেনা। ৩. কেউ রমাযান মাসে বেহুস হয়ে গেলে যেদিন হতে বেহুস হয়েছে উক্ত দিনের রোযার কাযা আদায় করবেনা। তবে পরবর্তী দিনের কাযা আদায় করতে হবে। ৪. রমাযানের কোন অংশে পাগল ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক হলে (পরে) অতীতের দিনের রোযার কাযা আদায় করবে এবং অবশিষ্ট রোযা পালন করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُرْضِعٌ স্তন্যদাত্রী, اَلشَّيْخُ الْفَانِىُ অতিশয় বৃদ্ধ, اَمْسَكَا বিরত থাকবে, রোযা রাখবে না, حَدَثَ সূচনা হয়েছে, اِغْمَاءٌ অচৈতন্য, বেহুসী, اَفَاقَ হুস হয়, সুস্থ মস্তিষ্ক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلشَّيْخُ الْفَانِىُ ঃ অতিবার্ধক্যের দরুণ যদি কেউ রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে এর ফিদিয়া (ফিতরা পরিমাণ) দান করতে হবে। তবে পরে কখনো সক্ষম হলে উক্ত রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

قوله وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ الخ ঃ অর্থাৎ রোযা অবস্থায় বেহুস হয়ে গেলে যদি রোযার প্রতিবন্ধক কিছু পাকস্থলীতে প্রবেশ না করে এবং এভাবে একাধিক দিন অতিক্রম করে তাহলে প্রথম দিনের রোযার কাযা করতে হবেনা। কিন্তু পরবর্তী দিন গুলোতে পানাহার হতে বিরত থাকা সত্বে নিয়ত না পাওয়ার কারণে তার কাযা করতে হবে।

وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ إِذَا طَهُرَتْ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَا عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةَ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ -

---

অনুবাদ ॥ ৫. কোন মহিলা রমাযান মাসে ঋতুবতী বা নিফাসগ্রস্ত হলে রোযা রাখবেনা। বরং পবিত্র হওয়ার পর কাযা আদায় করবে। ৬. মুসাফির ব্যক্তি দিনের বেলায় গৃহে আগমন করলে (মুকীম হলে) বা ঋতুবতী নারী পবিত্র হলে দিনের বাকী অংশ পানাহর হতে বিরত থাকবে। ৭. যদি কেউ সুবহে সাদিক হয়নি ধারণা করে সাহরী খায়, অথবা সূর্যাস্ত হয়েছে ধারণা করে ইফতার করে। অতঃপর জানতে পারল যে, সুব্‌হে সাদিক হয়নি বা সূর্যাস্ত হয়নি। তাহলে পরে উক্ত রোযার কাযা আদায় করবে। তবে এতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবেনা।

চাঁদ দেখার অবশিষ্ট মাসাইল ঃ ১. কেউ একাকী ঈদের চাঁদ দেখলে সে রোযা রাখা বন্ধ করবেনা। ২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে ইমাম রোযার ঈদে (কমপক্ষে) দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করবেনা। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নাহলে এমন জামাআ'তের সাক্ষ্য ছাড়া (সামান্য সংখ্যকের সাক্ষ্য) গ্রহণ করবেন না যাতে তাদের সংবাদের ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله أَمْسَكَا الخ ঃ অর্থাৎ দিনের বাকী অংশ রোযার প্রতিবন্ধক সকল কাজ হতে বিরত থাকবে। অবশ্য মুসাফির যদি ফজর হতে পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকে তাহলে তার উক্ত দিনের রোযা আদায় হয়ে যাবে। পরে কাযা করতে হবেনা। আর পানাহার করে থাকলে পরে তার কাযাও রাখতে হবে। ঋতুবতীর ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় পরে উক্ত রোযার কাযাও রাখতে হবে। কেননা সে দিনের শুরু অংশের রোযার প্রতিবন্ধক (ঋতুস্রাব) বিষয়ে জড়িত ছিল। উল্লেখ্য যে, সফর বা ঋতুস্রাবের কারণে রোযা ভাঙলে ও মানুষের সম্মুখে পানাহার হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে সাধারণের আস্থা বিনষ্ট না হয়। অপরদিকে রমাযানের তা'যীম ও সম্মান রক্ষা হয়।

قوله أَنْ لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ الخ এক্ষেত্রে স্মরতব্য যে, কেউ ইফতার করার পর বিমানে আরোহণ করে যদি পশ্চিমে যাত্রাকরে। আর কিছুক্ষর্ণ পর ক্রমাণ্বয়ে সূর্য উপর‍াকাশে দেখে। এতে তার রোযা হয়ে যাবে। তবে দিনের অংশে পানাহার হতে বিরত থাকতে হবে। এবং পুনরায় ওয়াক্ত মত নামায ও আদায় করতে হবে। অপরদিকে কেউ ঈদের পরে পূর্ব দিকে যাত্রা করে যদি রমাযানের অংশ লাভ করে তার জন্যে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। এ ভাবে কেউ ২৪ বা ২৮ রোযা পূর্ণ করার পর যদি কোন দেশে ঈদ করতে দেখে তার জন্যেও ঈদ করতে হবে। বাকী রোযা রাখতে হবেনা।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صوم এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

২। হেলাল কমিটির প্রচারিত সংবাদ গ্রহণযোগ্য কিনা? এ ব্যাপারে যা জান লিখ।

৩। মেরু অঞ্চলে যে দিকে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন থাকে সেখানকার অধিবাসীদের জন্যে নামায রোযার বিধান কি? লিখ।

৪। কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়? এবং রোযার কাফফারা কি?

৫। কার ওপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব? কি কি ওযরে রোযা না রাখার অনুমতি আছে? বর্ণনা কর।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

اَلْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ اللَّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ وَاللَّمْسُ وَ الْقُبْلَةُ وَاِنْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ لَايَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِلْجُمُعَةِ وَلَابَاسَ بِاَنْ يَّبِيْعَ وَيَبْتَاعَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّحْضَرَ السِّلْعَةَ وَلَا يَتَكَلَّمَ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ فَاِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا اَوْنَهَارًا نَاسِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ وَلَوْخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَفْسُدُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَمَنْ اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهِ اِعْتِكَافَ اَيَّامٍ لَزِمَهُ اِعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيْهَا وَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيْهَا-

ই'তিকাফের বর্ণনা

অনুবাদ ॥ ১. ই'তিকাফ মুস্তাহাব (সুন্নত)। রোযা অবস্থায় ইতিফাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থানকে ইতিকাফ বলে। ২. ই'তিকাফকারীর জন্যে সঙ্গম, নারীস্পর্শ ও চুম্বন হারাম। ৩. যদি চুম্বন বা স্পর্শের দ্বারা বীর্যপাত ঘটে তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। পরে এর কাযা করতে হবে। ৪. ই'তিকাফরত ব্যক্তি বিশেষ মানবিক প্রয়োজন ছাড়া বা জুমাআ'র জন্যে ছাড়া মসজিদ হতে বের হবেনা। ৫. (প্রয়োজনের তাগিদে) মসজিদের অভ্যন্তরে পণ্য উপস্থিতি ছাড়া (বাইরে রেখে) ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। ৬. উত্তম (দ্বীনি) কথা ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা বলবেনা। ৭. একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকা মাকরূহ। ৮. ইতিকাফকারী ভুলবশতঃ ইচ্ছাকৃত দিনে রাতে যে কোন সময় যৌন মিলন বা ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। ৯. বিনা উযরে সামান্য সময়ের জন্যে ও মসজিদ হতে বের হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– অর্ধদিনের বেশী বাইরে অবস্থান করা ছাড়া ই'তিকাফ নষ্ট হবেনা। ১০. কেউ নিজের ওপর কয়েকদিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব করে নিলে তার জন্যে রাতসহ উক্তদিন গুলোর ই'তিকাফ ওয়াজিব। আর এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তা পালন করতে হবে যদিও ধারাবাহিকতার শর্ত না করে থাকে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِعْتِكَاف - عُكُوْف হতে بَابِ اِفْتِعَال এর মাসদার। অর্থ অবস্থান করা, আবদ্ধ থাকা, الصمت নীরব- নিশ্চুপ থাকা। يَبْتَاع ক্রয় করে। مُتَتَابِعَةً এক নাগাড়ে, একাধারে, ধারাবাহিক ভাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ই'তিকাফের প্রকারভেদ ঃ قوله مُسْتَحَبٌّ - ই'তিকাফ মূলতঃ ৩ প্রকার। ক. নফল, খ. সুন্নত, ও গ. ওয়াজিব। ই'তিকাফের মান্নত করলে কাজ সিদ্ধি হওয়ার পর উক্ত ই'তিকাফ পালন করা ওয়াজিব। রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ মসজিদের মহল্লাবাসীর ওপর সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। আর সাধারণ ভাবে সওয়াবের নিয়তে যে কোন সময়ে ই'তিকাফ করা নফল। নফল ইতিকাফের সর্ব নিম্ন সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে একদিন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সামান্য মূহুর্ত ও হতে পারে।

قوله اِلَّا لِحَاجَةٍ ঃ মানবিক প্রয়োজন যথা– পেশাব-পায়খানা, ফরয গোসল, পানাহার ও শরয়ী প্রয়োজন যথা- জুমআর নামায আদায়– এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ গোসলের জন্য বাইরে যাওয়াও নিষেধ। তবে একেবারে অসহনীয় হলে ইস্তিন্‌জা হতে আসার পথে দ্রুত গোসল সেরে আসার ব্যাপারে কোন কোন আলেম অনুমতি দেন।

كِتَابُ الْحَجِّ

اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاَحْرَارِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْاَصِحَّاءِ اِذَا قَدَرُوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلَى حِيْنِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيْقُ اٰمِنًا وَيُعْتَبَرُ فِى حَقِّ الْمَرْاَةِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ يَحُجُّ بِهَا اَوْ زَوْجٌ وَلَايَجُوْزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا -

হজ্ব অধ্যায়

অনুবাদ ॥ **হজ্ব ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ঃ** ১. স্বাধীন মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মুস্তিষ্ক ও সুস্থদেহধারী ব্যক্তির ওপর হজ্ব ফরয। যখন তারা এমন পাথেয় ও বাহনের ক্ষমতাবান হবে যা গৃহের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষণ হতে অতিরিক্ত হবে এবং রাস্তা হবে নিরাপদ। মহিলাদের ক্ষেত্রে সঙ্গে মুহাররম কোন পুরুষ বা স্বামী সঙ্গি হতে হবে যার সাহায্যে সে হজ্ব পালন করবে। ২. মহিলাদের জন্যে এ দু'ধরনের পুরুষ ছাড়া হজ্ব পালন করতে যাওয়া জায়েয নয় যখন তার ও মক্কার মাঝে ৩দিন বা ততোধিক দিনের (হাঁটার) দুরত্ব হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ حَجٌّ এর অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ حَجٌّ অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প। পরিভাষায়- هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ لِاَدَاءِ الرُّكْنِ الْعَظِيْمِ مِنَ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ
অর্থাৎ আল্লামা শামী (র.)-এর ভাষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কে হজ্ব বলে।

পটভূমি ঃ আদায়ের উপকরণের দিক দিয়ে ইবাদত তিন প্রকার (ক) بَدَنِىْ বা শারীরিক। যেমন- নামায, রোযা তিলাওয়াত। (খ) আর্থিক, যেমন-যাকাত, সাদাকাত প্রভৃতি। (গ) مَالِىْ وَبَدَنِىْ সংমিশ্রিত। যথা- হজ্ব, এতে শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় উভয়ই আছে। গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) প্রথম بَدَنِىْ অতঃপর مَالِىْ ও অতঃপর উভয় সংমিশ্রিত ইবাদতের আলোচনা এনেছেন।

হজ্বের তাৎপর্য ঃ হজ্ব শুধু উম্মতে মুহাম্মদীই নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতের নিকটও এটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছিল। তবে হযরত ইসমাইলের বংশধর তাঁর মহান আদর্শকে ভুলে পবিত্র এ কার্যের মধ্যে শিরক বিদআ'তের সংমিশ্রণ ঘটায়। পরবর্তীতে রাসূলে মাকবূল (সা.) এর আমলে সমস্ত কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে এটা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়। এবং এর বিনিময় স্বরূপ বান্দা সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হজ্বের গুরুত্ব ও উপকারীতা ঃ হজ্ব বিশ্ব মুসলিমের পূণর্মিলনী এক মহা সমাবেশ (১) এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বের বংশ বর্ণ, জাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটে। ফলে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। (২) এর দ্বারা পারস্পরিক সাম্য-মৈত্রির বন্ধন সূচিত হয়। (৩) আল্লাহর ঘর ও বিশেষ স্মৃতি সমূহ যিয়ারতের মাধ্যমে হৃদয়ে ঈমানী দিপ্তী প্রখরতা লাভ করে। (৪) হজ্বের দ্বারা আশিক হৃদয়ে প্রকৃত মাশুক মাওলার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রকাশ ঘটে এতে যেন স্বয়ং মাওলার দীদার ঘটে। আর পাগল হৃদয় লাব্বাইক লাব্বাইক বলে

তাঁর পিছু ছুটে। (৫) সর্বশেষ বান্দা পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত হয়ে সদ্য প্রসূত নবজাতকের ন্যায় মাসূম নিষ্পাপ হয়ে গৃহে ফিরে। তাইতো দেখা যায় প্রকৃত হাজীগণ হজ্বের পরে নব জীবন লাভ করে। তার চালচলন ও আমলের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

হজ্ব কখন ফরয হয়? হিজরী ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৯ম সনে হজ্ব ফরয হয়। এ মর্মে وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا আয়াত অবতীর্ণ হয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন প্রতিকুলতার দরুন তখন হজ্ব করতে অসমর্থ ছিলেন। পরে দ্বাদশ হিঃ সনে তিনি হজ্ব আদায় করেন।

হজ্ব তাৎক্ষণিক ওয়াজিব কি না ঃ ফেকাহবিদগণের মধ্যে এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে যে, হজ্ব ফরয হওয়ার সাথে সাথে উক্ত বছরই তা পালন করা ওয়াজিব ? নাকি বিলম্বে করার অবকাশ আছে? ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে عَلَي الْفَوْرِ তথা ফরয হওয়া মাত্রই আদায় করা ওয়াজিব। আবূ হানীফা (র.) এর বিশুদ্ধ মত ও এটাই। এর্মর্মে তাঁদের দলীল হল এ হাদীস যে, مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْنَصْرَانِيًّا – অপরদিকে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন– عَلَى التَّرَاخِيْ তথা এতে বিলম্বের অবকাশ আছে। হজ্ব ফরয হয়েছে ৬ষ্ট হিঃ সনে। অথচ রাসূল (সা.) তা ১২শ হিঃ সনে পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতের ওপরই ফতোয়া। তবে কেউ মৃত্যু নিকটবর্তী ধারণা করলে তখন সকলের মতে বিলম্ব করা গোনাহ। এবং যথাশিঘ্র সম্ভব আদায় করা ওয়াজিব।

হজ্বের প্রকারভেদ ঃ হজ্ব তিন প্রকার (১) ইফরাদ (২) কিরান, ও (৩) তামাত্তু।

قوله اَلْحَجُّ وَاجِبٌ ওয়াজিব দ্বারা ফরয উদ্দেশ্য।

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী ঃ হজ্ব জীবনে একবার ফরয হয়। আর তা ৮টি শর্ত সাপেক্ষে। যথা - ১. মুসলমান হওয়া ২. স্বাধীন হওয়া ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৪. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, ৫. শরীর সুস্থ থাকা। (অবশ্য রুগ্ন হলে তার জন্যে বদলী হজ্ব করান ওয়াজিব) ৬. যাতায়াতের ব্যয় বহনে সামর্থ হওয়া, ৭. রাস্তা নিরাপদ থাকা। ৮. হজ্ব হতে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা থাকা।

হজ্বের ফরযসমূহ ঃ হজ্বের ফরয ৩টি– ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফায় অবস্থান করা ও ৩. তওয়াফে যিয়ারত করা। **হজ্বের ওয়াজিবসমূহ ঃ** হজ্বের ওয়াজিব ৫টি– তওয়াফে কুদূম, ২. সাঈ' ৩. ১০ তারীখের রাতে মুযদালিফায় অবস্থান, ৪. মাথা মুন্ডান বা চুল ছাটান ও ৫. পাথর নিক্ষেপ।

তওয়াফের ওয়াজিবসমূহ ঃ তওয়াফের ওয়াজিব ৭টি– ১. শরীর পাক থাকা, ২. ছতর আবৃত করা, ৩. খানায়ে কা'বাকে বায়ে রেখে ডান দিক হতে তওয়াফ শুরু করা, ৪. সক্ষম হলে পদব্রজে তওয়াফ করা, ৫. দাঁড়িয়ে তওয়াফ করা, ৬. হাতীমের বাহির দিক হতে তওয়াফ করা, ও ৭ সাত বার প্রদক্ষিণ করা (এগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে সম্ভব হলে পুনরায় তা পালন করতে হবে নতুবা কুরবানী করতে হবে।)

সাঈ'র ওয়াজিব সমূহ ঃ সাঈ'র ওয়াজিব ৩টি– ১. সাফা- মারওয়ার মাঝে সাঈ করা. ২. পদব্রজে করা ও ৩. তওয়াফের পরে করা।

قوله اَلْأَصِحَّاءُ الخ : صَحِيْحٌ বহুবচন أَصِحَّاءُ অর্থ সুস্থ। যদি এমন অসুস্থ হয় যা থেকে পরে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমতাবস্থায় বদলী হজ্ব করানোর পর তাহলে পরে সামর্থ থাকলে পুনরায় হজ্ব করা ওয়াজিব।

قوله إِذَا قَدِرُوْا زَادًا الخ ঃ এর দ্বারা মধ্যম পর্যায়ের পাথেয়ের সংস্থান থাকা উদ্দেশ্য।

قوله وَمَالَابُدَّ مِنْهُ ঃ অর্থাৎ জরুরী আসবাব যথা– কাজের মানুষ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, ঋণ পরিশোধ, জরুরী আবাসন প্রভৃতি।

قوله مُحْرِمٌ يَحُجُّ الخ ঃ অর্থাৎ তিন দিনের হাঁটার দূরত্ব (৪৮ মাইল) বা ততোধিক হলে স্বামী বা মুহররম ছাড়া হজ্বে যাওয়া হারাম। চাই যতই বুযর্গ বা মুত্তাকী পুরুষের সাথে হোক না কেন। এ মর্মে রাসূল (সা.) ফরমান- لَاتَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ মুহাররম ছাড়া কখানোই কোন মহিলা হজ্ব করবেনা। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় হজ্ব করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে গোনাহগার হবে।

وَالْمَوَاقِيتُ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الشَّامِ لَجُحْفَةُ وَلِأَهْلِ النَّجْدِ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هٰذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ اَلْحِلُّ وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ اَلْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ اَلْحِلُّ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ إِغْتَسَلَ وَتَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ إِزَارًا وَ رِدَاءً وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يُلَبِّي عَقِيبَ صَلٰوتِهِ فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ نَوَى بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ -

অনুবাদ॥ মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ ঃ মীকাত তথা ইহরাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা মানুষের জন্যে নাজায়েয তা হল মদীনা ১.বাসীদের জন্যে যুল হুলায়ফা। ২। ইরাকীদের জন্যে যাতু ইরক। ৩। শাম (সিরিয়া) বাসীদের জন্যে হাজফা। ৪। নজদবাসীদের জন্যে কারণ। ৫। য়ামনবাসীদের জন্যে ইয়ালমলম। এ সকল স্থান সমূহে পৌছার আগেই কেউ ইহরাম বাঁধে তা জায়েয। মীকাতের ভিতরে যারা অবস্থান করে তাদের মীকাত হল হিল্ল। মক্কায় যারা অবস্থান করে তাদের জন্য হজ্বের ক্ষেত্রে মীকাত হল হরমশরীফ। আর উমরার ক্ষেত্রে হিল্ল।

ইহরামের তরীকা ও মাসাইল ঃ ১. ইহরাম বাঁধার ইচ্ছে করলে গোসল করবে বা উযু করবে। তবে গোসল করাই উত্তম। অতঃপর দুটি নুতন বা ধৌত করা কাপড় পরিধান করবে। একটি লূঙ্গি অপরটি চাদর। সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করবে। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়বে। এবং বলবে – اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্বের ইচ্ছে করেছি। অতএব তুমি তা আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার হজ্ব কবূল করে নাও। অতঃপর নামাযের পরে তালবিয়া (আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ---) পড়বে। ২. ইফরাদ হজ্ব করলে হজ্বে এ তালবিয়া পড়বে- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত। তোমার দাসত্বের জন্যে তোমার দরবারে হাজির। সমস্ত প্রশংসা এবং রাজত্ব তোমারই তুমি অদ্বিতীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلْمَوَاقِيتُ . مَوَاقِيتُ - مِيقَات এর বহুঃ وَقْتٌ মূলধাতু হতে উদ্‌গত, নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহরাম বাঁধার সময়কেও মীকাত বলা যেতে পারে। তবে তা প্রচলিত নয়। ইহরাম বাঁধার সময় হল শাওয়াল হতে হজ্ব আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। বাংলাদেশী, ভারতীয়ও পাকিস্তানীদের জন্যে মীকাত হল ইয়ালামলাম পাহাড়। অবশ্য বিমান যোগে জিদ্দা পৌছলে সেখানেই ইহরাম বাঁধলে তা জায়েয হয়ে যাবে।

وَلَا يَنْبَغِى اَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَاِنْ زَادَ فِيْهَا جَازَ فَاِذَا لَبّٰى فَقَدْ اَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ مَانَهٰى اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوْقِ وَالْجِدَالِ وَلَايَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ وَلَايَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَايَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَاسَرَاوِيْلَ وَلَاعِمَامَةً وَلَا قَلَنْسُوَةً وَلَاقُبَاءً وَلَاخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَّايَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ وَلَايُغَطِّى رَأْسَهٗ وَلَا وَجْهَهٗ وَلَايَمَسَّ طِيْبًا وَلَايَحْلِقُ رَأْسَهٗ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهٖ وَلَايَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهٖ وَلَا مِنْ ظُفْرِهٖ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَلَا بِزَعْفَرَانَ وَلَابِعُصْفُرٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ غَسِيْلًا لَا يَنْفُضُ الصَّبْغَ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ وَيَشُدَّ فِىْ وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ

অনুবাদ॥ ১. ইহরামের পূর্বে এ শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। অবশ্য আরো কোন শব্দ বৃদ্ধি করা জায়েয। তালবিয়া পড়ার দ্বারা ইহরাম সমপন্ন হয়ে গেল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি ঃ ১. ইহরামের পর মুহরিম ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী। যথা– যৌন ও অশ্লীল কার্যাদি, ঝগড়া-কলহ প্রভৃতি কার্যাবলী হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। ২. কোন শিকারী শিকার করবেনা বা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করবেনা এবং কাউকে উহার সন্ধান দিবেনা ৩. জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপী, শেরওয়ানী, ও মোজা পরিধান করবে না। ৪. অবশ্য মোজা না পেলে টাখনুর নীচ হতে মোজার উপরাংশ কেটে নিবে। ৫. মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকবে না. ৬. কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না, ৭. মাথার চুল বা শরীরের পশম মুন্ডন করবেনা, এবং দাড়ি ও নখ কর্তন করবে না। ৮. অরস ঘাসের রস, জাফরান ও উসফুর লতার রসে রংকৃত কাপড় পরিধান করবে না। তবে (রং করার পর) ধৌত করলে তা পরা জায়েয। ৯. যদিও এতে কোন রং না উঠে।

ইহরাম কালে যা দোষনীয় নয় ঃ ইহরামের জন্যে ১. গোসল করা। ২. গোসল খানায় প্রবেশ করা। ৩. হাওদার ছায়ায় অবস্থান করা দোষণীয় নয়। এবং ৪. কমরে টাকার থলি বাঁধতে পারে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يُخِلَّ কম করা। لَبّٰى তালবিয়া পড়ল। رَفَثٌ যৌনভোগ। فِسْقٌ - فُسُوْقٌ এর বহুঃ পাপাচার। মিথ্যাচার جِدَال কলহ, দ্বন্দ্ব। صَيْد শিকারী। لَايَدُلُّ সন্ধান দিবেনা। سَرَاوِيْل পায়জামা। قُبَاء শেরওয়ানী। وَرْس এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস, কুসুম রং। عصفر এক প্রকার সুগন্ধি লতা (এ সবের রস দ্বারা কাপড় রং করা হয়।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَنْ يَّغْتَسِلَ الخ ঃ কেননা হযরত উমর (রা.) হতে গোসলের প্রমাণ রয়েছে, (মুয়াত্তা) - قوله لَايَلْبَسُ قَمِيْصًا الخ ঃ উল্লেখ্য যে, হজ্বের সমস্ত আমলই বস্তুতঃ প্রেমে মত্ত আশিকের পরিচয় দান। মানুষ যখন কারো প্রেমে মত্ত হয় তখন নিজের আরাম-আয়েশ, সাজ-সজ্জা পরিপাটি ভুলে প্রেমাষ্পদের পিছু ছুটতে থাকে। আল্লাহ পাক চান যে, বান্দা তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে এর পরিচয় দান করুক। এ কারণে সুন্দর পোশাক, সুগন্ধি ব্যবহার, নখ-চুল কর্তন ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে।

قوله اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ غَسِيْلًا ঃ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মূলত ঃ উক্ত রং দোষণীয় নয় বরং গন্ধের কারণে তা নিষিদ্ধ। এ কারণে ধৌত করার পর রং না উঠলেও তা পরা জায়েয।

وَلَا يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَوٰتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا وَبِالْاَسْحَارِ فَاِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ اِبْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ اِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَايَلِي الْبَابَ وَقَدْ اِضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيمِ وَيَرْمَلُ فِي الْاَشْوَاطِ الثَّلٰثِ الْاَوَّلِ وَيَمْشِي فِيمَا بَقِيَ عَلٰى هَيْئَتِهِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ اِنِ اسْتَطَاعَ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْاِسْتِلَامِ -

---

অনুবাদ ॥ স্বীয় মাথা ও দাড়ি খিতমী বা (সাবান) দ্বারা ধৌত করবেনা।

ইহরাম অবস্থায় করনীয় ঃ ১. মুহরিম ব্যক্তি সকল নামাযান্তে এবং উপরে উঠলে বা নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করলে বা সোয়ারীর সাক্ষাত করলে ও শেষ রাতে বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করবে।

তাওয়াফে কুদূম ও এর তরীকা ঃ ১. হাজীগণ মক্কায় পৌছলে সর্বাগ্রে মসজিদে হারামে প্রবেশ দ্বারা হজ্ব শুরু করবে। যখন কা'বাঘর চাক্ষুস দর্শণ করবে তখন আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। ২. অতঃপর হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করবে। উহাকে সামনে রেখে আল্লাহু আকবর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। ৩. তাকবীর বলার সময় হাত উত্তোলন করবে। যদি কোন মুসলমান কে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হয় তাহলে হাজার আসওয়াদকে স্পর্শ করবে ও চুম্বন করবে। ৪. অতঃপর হাজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে যে দিকের সন্নিকট কা'বা ঘরের দরজা বিদ্যমান (সেদিক হতে) তাওয়াফ শুরু করবে। এর আগে স্বীয় চাদর ডান বগলের নিচদিয়ে কাঁধে পেঁচিয়ে নিবে। অতঃপর সাতবার তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করতে হবে। ৫. প্রথম তিন ঘুর্ণনে রমল করবে। বাকী তাওয়াফ স্বাভাবিক অবস্থায় করবে। ৬. যখনই হাজরে আসওয়াদের পার্শ্ব দিয়ে যাবে সম্ভব হলে তা চুম্বন করবে। আর চুম্বনের মাধ্যমেই তাওয়াফ শেষ করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خِطْمِيٌّ সুগন্ধি ফেনাদার ঘাস। عَلَا উপরে চড়ে, شَرَفٌ উঁচুস্থান, هَبَطَ নিচে নামে, رُكْبَانًا সোয়ার (যানবাহন) اَسْحَارٌ - سَحَرٌ এর বহুঃ রাতের শেষ প্রহর, عَايَنَ চাক্ষুস দেখবে, اِضْطَبَعَ চাদরের একপার্শ্ব ডান বগলদিয়ে বের করে বাম কাধের ওপর ঝুলিয়ে রাখা, اَشْوَاطٌ- شَوْطٌ এর বহু ঃ প্রদক্ষিণ, ঘুর্ণন। حَطِيمٌ রোকন, যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থান। এর ছয়হাত জায়গা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত, গায়াতুল বয়ান রচয়িতার মতে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরার কবর এখানেই। رَمَلٌ কাঁধ হেলিয়ে বীর দর্পে চলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَاِذَاعَايَنَ الخ ঃ কাবা গৃহ দেখার সাথে সাথে তাকবীর ও তাহলীল পড়বে। এর শব্দ বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে যথা– (١) لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - (٢) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - (٣) بِسْمِ اللّٰهِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

قوله وَاسْتَلَمَ ঃ اِسْتِيْلَامٌ অর্থ স্পর্শ করা, এর পদ্ধতি এই যে, উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের ওপর রেখে তার মাঝে চুম্বন করবে। সম্ভব নাহলে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে। আর তাও সম্ভব না হলে দূর হতে হাত ঐদিকে করে হাতে চুম্বন করবে। উল্লেখ্য যে, হাজরে আসওয়াদটি বেহেশ্ত হতে অবতারিত বরকতময় পাথর। এ চুম্বন মূলত ঃ আল্লাহর স্মরন ও তাঁর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ।

ثُمَّ يَأْتِى الْمَقَامَ فَيُصَلِّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ اَوْ حَيْثُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهٰذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالٰى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَمْشِىْ عَلٰى هَيْئَتِهِ فَاِذَا بَلَغَ اِلٰى بَطْنِ الْوَادِىْ سَعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَتّٰى يَأْتِى الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا وَهٰذَا شَوْطٌ فَيَطُوْفُ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَهُ وَاِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْاِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا الْخُرُوْجَ اِلٰى مِنٰى وَالصَّلٰوةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوْفَ وَالْاِفَاضَةَ ـ

অনুবাদ ॥ অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসবে, এবং তথায় বা মসজিদের যে কোন অংশে সম্ভব দু'রাকাত নামায পড়বে। এ হল তাওয়াফে কুদূম। এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। (বরং সুন্নত) মক্কায় অবস্থান কারীদের জন্যে এ তাওয়াফ (সুন্নাত) নয়।

সাঈ'র বিধান ও পদ্ধতি ঃ তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা পর্বত অভিমুখে গমন পূর্বক উক্ত পর্বতে আরোহণ করবে। এ সময় বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে তাকবীর ও তাহলীল পড়বে এবং নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়ে নিজ প্রয়োজন অনুপাতে দোআ করবে। অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়া অভিমুখে গমণ করবে এবং স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে। এর পর বাত্নে ওয়াদীতে পৌছে সবুজ স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত দৌড়াবে। মারওয়ায় পৌছার পর তাতে আরোহণ করবে এবং সাফাতে যা করেছে উক্তরূপ আমল করবে। এতে এক চক্কর হল। এভাবে মোট ৭ চক্কর দিবে। সাফা হতে শুরু করে মারওয়ায় এসে শেষে করবে। অতঃপর (৮ তারীখ পর্যন্ত) ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে এবং যখন ইচ্ছে হয় কা'বা ঘর তওয়াফ করবে। তালবিয়া (৮ই যিলহজ্ব) এর পূর্বের দিন ইমাম খুৎবা দান করবেন। এতে তিনি হাজীগণের মিনা হতে বের হওয়া। আরাফায় অবস্থান, নামায আদায়, ও তওয়াফে ইফাযা (মিনা হতে আরাফায় গমণে) এর নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله يَاتِى الْمَقَامَ ঃ মাকামে ইবরাহীম একটা বেহেশ্তী পাথর, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যার ওপর দাঁড়িয়ে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। প্রয়োজন অনুপাতে এটা উপরে উঠতো ও নিচে নামতো। এর ওপর এখনো তাঁর পদচিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। এটা কা'বা ঘরের সম্মুখে অবস্থিত ও জালি দ্বারা বেষ্টিত। এ স্থলে বা সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী যে কোন অংশে ২ রাকাত নামায পড়া সুন্নাত।

فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ أَوَّلًا فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَ رَمْيَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ ـ

অনুবাদ ॥ মিনায় করণীয় ও আরাফায় অবস্থান ঃ তালবিয়ার দিন ফজর নামায পড়ে মক্কা হতে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং সেখানে আরাফার দিনের ফজর পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। তথায় ফরজ পড়ে আরাফা অভিমুখে যাত্রা করবে ও সেখানে অবস্থান করবে। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর ইমাম সকলকে নিয়ে একত্রে যুহর ও আসর নামায আদায় করবে। প্রথমে খুৎবা দ্বারা শুরু করবেন। নামাযের পূর্বে দু'বার খুৎবা দিবেন। খুৎবাদ্বয়ে নামায, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, পাথর কণা নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন, ও তাওয়াফে যিয়ারতের মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দু' ইকামাতের মাধ্যমে যুহর ও আসর নামায আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে কেউ একাকী নিজ তাবুতে যুহর আদায় করলে প্রত্যেক নামায সঠিক সময়ে আদায় করবে। আর আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- একাকী নামায আদায়কারী ও উভয় নামায একই সাথে আদায় করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ رَمْيٌ অর্থ নিক্ষপ করা, جِمَار - جَمْرَة এর বহু ঃ পাথর কণা, বা পাথর নিক্ষেপের স্থান। জামরা বা পাথর নিক্ষেপের স্থান ৩টি। এগুলোকে জামরায়ে উলা, জামরায়ে উস্তা ও জামারায়ে আকাবা বলে। শেষোক্তটি হজ্বের ওয়াজিব সমূহের অন্তর্গত। نَحْر কুরবানী, رَحْل হাওদা বা তাবু, جَبَل পর্বত, জাবালে রহমত উদ্দেশ্য। بَطْن عُرَنَة উরনা, হারাম শরীফে মসজিদে আরাফার পশ্চিম পার্শ্বের মাঠ। رَاحِلَه বাহন, সোয়ারী, مَنَاسِك - نُسُكٌ এর বহু ঃ হজ্বের করণীয় কাজ।

قوله يَوْمَ التَّرْوِيَة ঃ تَرْوِيَة অর্থ উটকে পেটভরে ঘাসপানি খাওয়ান। এদিনে মিনা হতে বের হয়ে পূনরায় মক্কায় ফিরা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্যে উটকে ভাল করে আহার করান হতো। বিধায় একে তারবিয়ার দিন বলে।

قوله إِلَى مِنًى الخ ঃ খানায়ে কা'বা হতে ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত হারাম শরীফের অন্তর্গত স্থান। মিনার সর্ব বৃহত মসজিদ হল "মসজিদে খায়ফ"। বর্ণিত আছে যে, অত্র মসজিদে ৭০ জন নবী আগমন করেছেন। তথায় ৭০ জন নবীর সমাধী রয়েছে। قوله الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ الخ ঃ আরাফা হল ১২ বর্গমাইল পরিধির বিরাট প্রান্তর। মক্কা হতে ৯ মাইল ও মিনা হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ৯ই যিলহিজ্জা তারীখে কিছুক্ষণ হলেও এখানে অবস্থান করা ফরয। এরই মধ্যভাগে জাবালে রহমত অবস্থিত। আর মিনাও আরাফার মধ্যবর্তী স্থানের নাম মুযদালিফা।

قوله يُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ الخ ঃ মিনায় একত্রে যুহরও আসর পড়াকে جَمْعِ تَقْدِيم এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়াকে جَمْعِ تَاخِير বলে। উভয় নামাযের জন্যে আযান একবার, ও ইকামত ভিন্নভিন্ন দিতে হয়।

ফায়েদা ঃ হজ্বের সময় মক্কায় ১৫টি স্থানে দোয়া কবুল হয়। "নাহর" রচয়িতা (র.) সবগুলিকে ২টি ছন্দে একত্রিত করেছেন। যথা- دُعَاءُ الْبَرَايَا يُسْتَجَابُ بِكَعْبَةٍ * وَمُلْتَزَمٍ وَالْمَوْقِفَيْنِ كَذَا الْحَجَرُ
طَوَافٌ وَسَعْيٌ مَرْوَتَيْنِ فَزَمْزَمٌ * مَقَامٌ وَمِيزَابٌ جِمَارُكَ تُعْتَبَرُ

ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَدْعُو وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ - فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُونَ بِهَا - وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلُوا بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ يُقَالُ لَهُ الْقُزَحُ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَعَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ثُمَّ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتُوا مِنًى فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَيَاتِ الْقَذْفِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ -

অনুবাদ ॥ অতঃপর মাওকেফ অভিমুখে যাত্রা করবে। এবং জাবালে রহমতের সন্নিকট অবস্থান করবে। বাতনে উরনা ব্যতিত আরাফার সকল স্থানই মাওকিফ। ইমামের জন্যে আরাফায় নিজ বাহনে অবস্থান করা, দোয়া করা, ও মানুষকে হজ্বের মাসায়েল শিক্ষা দেয়া উচিৎ। উকূফে আরাফার পূর্বে (৯ তারীখের দুপুরে) গোসল করা ও বেশী মাত্রায় দোয়া করা মুস্তাহাব।

মুযদালেফায় অবস্থান কালে করণীয় ঃ ১. যখন সূর্য অস্তমিত হবে তখন মাগরিব না পড়ে হাজীগণ সহ স্বাভাবিক অবস্থায় মুযদালিফায় আগমন করে সেখানে অবতরণ করবে। মুস্তাহাব হল ঐ পর্বতের নিকটবর্তী অবতরণ করা যার ওপর মীকাদা অবস্থিত। একে 'কুযাহ' বলা হয়। ২. ইমাম তথায় হাজীগণকে নিয়ে ইশার ওয়াক্তে একই আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবে। পথিমধ্যে কেউ মাগরিব আদায় করলে তরফাইন (র.) এর নিকট তার নামায জায়েয হবেনা। ৩. সুবহে সাদিক হলে ইমাম সমবেত হাজীগণ কে নিয়ে অতি প্রত্যুষে (আঁধারে) ফজর নামায আদায় করবে। অতঃপর ইমাম ও হাজীগণ দাঁড়িয়ে দোয়া করবে। মুযদালিফার বাতনে মুহাসসার ছাড়া সকল অংশ মাওকিফ। অতঃপর ইমাম সূর্যোদয়ের পূর্বেই হাজীগণসহ যাত্রা করবে, মিনায় আগমন করে জামরা আকাবা দ্বারা কাজ শুরু করবে। এলক্ষে বাতনে ওয়াদী হতে সাতটি পাথর কণা নিক্ষেপ করবে। প্রতিবার পাথর নিক্ষেপ কালে তাকবীর বলবে। জামরার নিকট অবস্থান করবে না। প্রথম পাথর নিক্ষেপের সময় হতে তালবিয়া পড়া বন্ধ করবে। অতঃপর ভাল মনে করলে কুরবাণী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডন করবে বা চুল খাট করবে। তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম। তখন হতে নারী সঙ্গম ছাড়া বাকী সকল কাজ বৈধ।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مِيقَدَة জ্বালিবার স্থান, এক জায়গার নাম, জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষে এখানে আগুন জ্বালাত। একারণে তাকে مِيقدة বলে। قُزَح মুযদালিফার এক পর্বতের নাম। ইহা বহু নবীর অবস্থান স্থল। কারো মতে এখানে আদম (আ.) এর চুলা ছিল। غَلَس অন্ধকার, بَطْنُ مُحَسِّر মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী উপত্যকা। আবরাহার হস্তিবাহিনী এখানে ধ্বংস হয়েছিল একারণে অবস্থান নিষেধ। حَصَيَات পাথর কণা خَزَف পাথর নিক্ষেপ।

ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ أَوْ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيْبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمَلْ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَلَاسَعْيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ عَلَى مَاقَدَّمْنَاهُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَهٰذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ وَيُكْرَهُ تَاخِيرُهُ عَنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَاشَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنًى فَيُقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذٰلِكَ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ -

---

অনুবাদ॥ মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও তওয়াফে যিয়ারত ঃ ১. মাথা মুন্ডনের পর সে দিনই মক্কায় ফিরে আসবে। সেদিন সম্ভব নাহলে পরদিন বা তার পরদিন চলে আসবে। এবং সাত চক্করে বায়তুল্লাহর তওয়াফে যিয়ারত করবে। যতি তওয়াফে কুদুমের আগে সাফা-মারওয়ার সাঈ' করে থাকে তাহলে এ তওয়াফে রমল করবেনা এবং সাঈ'ও আর করতে হবেনা। আর আগে সাঈ' না করে থাকলে এ তওয়াফে রমল করবে। এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক সাফা-মারওয়ায় সাঈ' করবে। এর পর তার জন্যে নারী সম্ভোগ ও হালাল হয়ে যাবে। হজ্বের মধ্যে এ তওয়াফটি ফরয। আর এটা এ কয়দিনের (১১-১৩) থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহ। বিলম্ব করলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর দম (কুরবানী করা) ওয়াজিব তবে সাহিবাঈস (র.) বলেন তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়।

মিনায় প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় পাথর নিক্ষেপ ঃ তওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করবে। এবং (দু'দিন) সেখানে অবস্থান করবে। আইয়্যামে নহরের (১১ই যিলহিজ্জা) দ্বিতীয় দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফ সংলগ্ন জামরা (উলা) থেকে শুরু করবে। সেখানে ৭টি পাথর কণা নিক্ষেপ করবে। প্রতিবার নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর তথা কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোয়া করবে। তারপর নিকটস্থ জামরায় (উস্তা) ঐভাবে পাথর নিক্ষেপ করবে ও কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। এরপর জামরায়ে আকাবায় পাথর ছুড়বে। তবে সেখানে অবস্থান করবেনা। পরদিন অনুরূপ (১২ই যিল্হিজ্জা) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পূর্বের নিয়মে তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে।

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوزُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِنْسَانُ ثِقْلَهُ إِلٰى مَكَّةَ وَيُقِيمَ بِهَا حَتّٰى يَرْمِيَ فَإِذَا نَفَرَ إِلٰى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَايَرْمُلُ فِيهَا وَهٰذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلٰى أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلٰى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلٰى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ بِهَا عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلٰى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ أَجْزَاهُ ذٰلِكَ عَنِ الْوُقُوفِ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا لَاتَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَاتَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ وَلٰكِنْ تُقَصِّرُ -

---

<u>অনুবাদ</u>॥ কোন হাজী দ্রুত মক্কায় প্রস্থান করতে চাইলে সে মক্কায় চলে যাবে। আর যদি মিনায় থাকতে চায় তাহলে সে চতুর্থ দিন (১৩ তারীখ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর পূর্বের নিয়মে তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। কেউ এ দিন ফজরের পর হতে দুপুরের আগেই পাথর নিক্ষেপ করলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু সাহিবাইন (র.) বলেন- এটা জায়েয হবেনা। হাজীর জন্যে স্বীয় সামান-পত্র মক্কায় পাঠিয়ে পাথর নিক্ষেপের জন্যে মিনায় অবস্থান করা মাকরূহ।

<u>মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও তওয়াফে সদর</u> ঃ এর পর যখন মক্কায় ফিরবে পথে বাতনে মুহাস্‌সা'ব নামক স্থানে অবতরণ করবে (ও কিছু সময় অবস্থান করবে)। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে সাতচক্করে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এ সময় রমল করবেনা। একে 'তওয়াফে সদর' বলে। এটা মক্কার অধিবাসী ছাড়া বাকী সকলের ওপর ওয়াজিব। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে।

<u>হজ্ব সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল</u> ঃ ১. মুহরিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় চলে আসে এবং পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী উকূফে আরাফা সম্পন্ন করে তাহলে তার জন্যে তওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে যাবে। এটা তরকের কারণে তার ওপর কোন খেসারত আরোপিত হবেনা। ২. কেউ ৯ তারীখের সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ইয়াওমে নাহর তথা ১২তারীখের ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উকূফে আরাফা সমাধা করতে পারলে সে হজ্ব পেলো। ৩. কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত বা বেহুস অবস্থায় অথবা এটা যে, আরাফা তা না জেনে অতিক্রম করে গেলে এটাই তার জন্যে উকূফে আরাফার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

<u>মহিলাদের হজ্ব</u> ঃ হজ্বের সমস্ত কার্যাবলীতে মহিলারা পুরুষের ন্যায়। তবে পার্থক্য এই যে, (ক) তারা মাথা উম্মুক্ত করবেনা। তবে চেহারা উম্মুক্ত রাখবে, (খ) তালবিয়া পাঠ কালে স্বর উঁচু করবেনা। (গ) তওয়াফ কালে রমল করবেনা। (ঘ) সবুজ খুটিদ্বয়ের মাঝে সাঈ করবেনা। ও (ঙ) হজ্ব শেষে মাথা মুন্ডাবেনা বরং কেশের অগ্রভাগ সামান্য ছাটাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ الخ ঃ আইয়্যামে নহর বা কুরবাণীর দিন তিনটি ১০-১১ও১২। এ তিনদিন পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এর পর হাজীদের জন্যে মক্কায় আসার অনুমতি আছে। তবে আসতে হলে ১৩ তারীখের ফজরের আগেই আসতে হবে। মিনায় থাকা কালে ফজর হয়ে গেলে সেদিনও পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

قوله نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ الخ : مُحَصَّبٌ অর্থ- পাথুরে ভূমি। এটা মক্কার অদূরে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক স্থানের নাম। এস্থলে ফিরার পথে কিছুক্ষণ অবস্থান করা সুন্নত।

হজ্জের সংক্ষিপ্ত বিবরনী

প্রথম পর্যায় ঃ মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে হবে। অতঃপর বায়তুল্লাহয় যেয়ে দোয়া করবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। এরপর হাজরে আসওয়াদ হতে সাত চক্করে তওয়াফে কুদূম শুরু করবে। প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। ও তিন চক্করে রমল করবে। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায পড়বে, অতঃপর মুলতাযাম ও মীযাবে দোয়া করবে। যমযমের পানি পান করে ৭ বার সাঈ' করবে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ৮ম তারীখে ফজরের পর মিনায় এসে অবস্থান করবে। ৯ম তারীখে সূর্যোদয়ের পর আরাফায় আসবে। যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করবে। ইমাম মাওকেফে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন ও বিশ্ব মুসলিমের জন্যে দোয়া করবেন। বাৎনে উরণা ছাড়া যে কোন স্থানে অবস্থান করবে। সূর্যাস্তের পর মাগরিব না পড়ে মুযদালিফায় গমন করবে। সেখানে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়বে। মুহাসসাব ছাড়া যে কোন জায়গায় অবস্থান করবে।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ১০ম তারীখের ভোরে আবার মিনায় এসে তালবিয়া বন্ধ করে জামরায়ে আকাবায় পাথর মারবে। অতঃপর কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করবে বা চুল ছাটাবে। এপর্যন্ত কাজ সম্পন্নের পর স্ত্রী মিলন ছাড়া নিষিদ্ধ সকল কাজ বৈধ হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্যায় ঃ পুনরায় মক্কায় এসে তওয়াফে যিয়ারত করবে। এরপর স্ত্রী মিলন ও জায়েয হয়ে যাবে। তওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় মিনায় এসে ১১ও১২ তারীখে তিনো জামরায় পাথর ছুড়বে।

পঞ্চম পর্যায় ঃ ১২ তারীখে সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় যাত্রা কালে বাতনে মুহাসসাবে সামান্য বিরতি করে দোয়া করবে। অতঃপর এসে সর্বশেষ তওয়াফের মাধ্যমে স্বদেশ যাত্রা করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। حج এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ কি? ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে যা জান লিখ।
২। হজ্ব তাৎক্ষণিক পালন ওয়াজিব না বিলম্বের অবকাশ আছে? বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩। হজ্বের ফরয কয়টি ও ওয়াজিব কয়টি? বর্ণনা কর।
৪। তওয়াফ কাকে বলে? তওয়াফের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?
৫ হজ্ব কত প্রকার ও কি কি? হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
৬। মীকাত অর্থ কি? মীকাত কয়টি ও কি কি?
৭। ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি কি কি?
৮। সাঈ কাকে ও وُقُوفِ عَرَفَه বলতে কি বুঝ? এর হুকুম কি?
৯। جَمْعِ تَقْدِيْم ও جَمْعِ تَاخِيْر কাকে বলে? এর বিধান কি? লিখ।
১০। মুযদালিফায় অবস্থান কালে করণীয় কি?
১১। তওয়াফে সদর কাকে বলে? এর হুকুম কি?

بَابُ الْقِرَانِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَصِفَةُ الْقِرَانِ اَنْ يُّهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَيَقُوْلُ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْ هُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَرْمَلُ فِى الثَّلٰثَةِ الْاُوْلِ مِنْهَا وَيَمْشِىْ فِىْ مَابَقِىَ عَلٰى هَيْئَتِهٖ وَسَعٰى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهٰذِهٖ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَعْدَ السَّعْىِ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَيَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِىْ حَقِّ الْمُفْرِدِ فَاِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً اَوْ بَقَرَةً اَوْ بَدَنَةً اَوْ سُبُعَ بَدَنَةٍ اَوْ سُبُعَ بَقَرَةٍ فَهٰذَا دَمُ الْقِرَانِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ اٰخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَاِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتّٰى يَدْخُلَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهٖ اِلَّا الدَّمُ ثُمَّ يَصُوْمُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الْحَجِّ جَازَ فَاِنْ لَّمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلٰى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهٖ بِالْوُقُوْفِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا –

কিরান হজ্ব প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ হানাফীগণের মতে তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্বের তুলনায় কিরান হজ্ব উত্তম।

কিরান হজ্বের নিয়ম ঃ কিরান হজ্বের নিয়ম এইযে, ১. মীকাত হতে একত্রে হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধবে, এবং ইহরামের নামাযান্তে এ দোয়া পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ ..... الخ অর্থ– "হে আল্লাহ! আমি হজ্ব ও উমরার ইচ্ছে করেছি। তুমি এ দু'টি আমার জন্যে সহজ কর। দাও এবং উভয়টি আমার থেকে কুবল করে নাও। ২. অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলে তওয়াফের মাধ্যমে হজ্ব কার্য সূচনা করবে। প্রথমে ৭ চক্কর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এর প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। বাকী চারটি স্বাভাবিক ভাবে করবে। ৩. অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। এগুলো হল উমরার কার্যাবলী। ৪. সাঈ'র পর পুনরায় তওয়াফে কুদূম করবে ও হজ্বের জন্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। যেমন ইফরাদ হজ্ব কারীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। ৫. ইয়াওমুন্নাহরে পাথর নিক্ষেপের পর ছাগল, গরু, উট বা গরু কিম্বা উটে এক ভাগ কুরবাণী করবে। এটা হল কিরানের কুরবাণী। ৬. যদি কারো কুরবাণীর জন্তু না থাকে তাহলে হজ্বের মধ্যেই তিনদন রোযা রাখবে। তার শেষদিন হবে ৯ তারীখ। যদি রোযা ছুটে যায়, আর ইয়াওমুন্নাহার চলে আসে তাহলে আর কিছুই যথেষ্ট হবেনা (দম) কুরবাণী ছাড়া। ৭. অতঃপর স্বদেশ ফিরে ৭ দিন রোযা রাখবে। হজ্ব কার্য সম্পন্ন করার পর মক্কায় অবস্থান কালে রোযা রাখলে তা জায়েয হয়ে যাবে। কিরান হজ্ব আদায়কারী যদি মক্কায় দাখিল না হয়ে সরাসরি আরাফায় গমন করে তাহলে উকূফে আরাফার কারণে উমরা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। এবং তার যিম্মা হতে কিরানের কুরবাণী রহিত হয়ে যাবে। আর উমরা ভঙ্গের দরুন কুরবানী করা ও পরে উমরা কাযা করা জরুরী হয়ে যাবে। (অঃ পঃ দ্রঃ)

بَابُ التَّمَتُّعِ

اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِ فْرَادِ عِنْدَنَا وَالْمُتَمَتِّعُ عَلٰى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٍ يَسُوْقُ الْهَدْىَ وَمُتَمَتِّعٍ لَايَسُوْقُ الْهَدْىَ وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ اَنْ يَبْتَدِئَ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَسْعٰى وَيَحْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ اِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ وَيُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفَعَلَ مَايَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَايَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ –

তামাত্তু' হজ্ব প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ গুরুত্বও প্রকারভেদ ঃ হানফীগণের মতে হজ্বে ইফরাদ হতে তামাত্তু' উত্তম। তামাত্তু' আদায়কারী দু' ধরণের হতে পারে। (এক) তামাত্তু' আদায়কারী কুরবাণীর পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে। (দুই) তামাত্তু' আদায়কারী কুরবানীর পশু সঙ্গে নিবেনা।

তামাত্তু' আদায়ের পদ্ধতি ঃ (প্রথমোক্ত তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তি) মীকাত হতে শুরু করবে। প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মক্কায় গমন করে তওয়াফ করবে ও সাঈ' করবে। অতঃপর চুল হলক বা কছর করবে। এরদ্বারা উমরা হতে ফারেগ হল। তওয়াফ শুরুর প্রাক্কালে তালবিয়া বন্ধ করবে। মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। ২. অতঃপর তারবিয়ার দিনে বায়তুল্লাহ হতে হজের ইহরাম বাঁধবে। এরপর ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীর ন্যায় হজ্বকার্য সম্পন্ন করবে। ৩. তার ওপর তামাত্তুর কুরবাণী ওয়াজিব। যদি কুরবাণীর পশু না পায় তাহলে হজ্বের মধ্যেই ৩ দিন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রাখবে ৭দিন রোযা রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ ঃ আবু হানীফা (র.) এর মতে ইফরাদের তুলনায় তামাত্তু' উত্তম। তবে অন্য এক বর্ণনায় ইফরাদ উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতও এটাই। কেননা তামাত্তু' আদায় কারী ব্যক্তি মীকাত হতে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসে। প্রথমে উমরার কার্য্যাবলী আদায় করে। এর পর হজ্ব করে। সুতরাং তার সফরের শুরু কেবল উমরার জন্যে হল। অপর দিকে মুফরিদ ব্যক্তির সফর শুরু হতেই হজ্বের জন্যে। সুতরাং এটাই উত্তম। আর তামাত্তু' উত্তম হওয়ার কারণ হল-এর দ্বারা جَمْعُ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ (একত্রে দু'ইবাদত) হয়। সুতরাং এর সাওয়াব বেশী হবে।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ ঃ পবিত্র কোরআনে তিনো প্রকার হজ্বের আলোচনা হয়েছে। যথা وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ইফরাদ সম্পর্কে। কিরান সম্পর্কে وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الخ আর তামাত্তু সম্পর্কে فَمَنْ تَمَتَّعَ الخ – হানাফী গণের মতে কিরানে একই সাথে দু' আমল হয়। উপরন্ত নবীজীর নির্দেশও বিদ্যমান যে, "তোমরা হজ্বও উমরার ইহরাম বাঁধ।" একারণে এটাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইফরাদ, আর মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে তামাত্তু উত্তম।

وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعْلٍ وَ أَشْعَرَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ سَنَامَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعٰى وَلَمْ يَحَلِّلْ حَتّٰى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلٰى بَلَدِهٖ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهٖ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهٖ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجُّهُ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ انْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ –

<u>অনুবাদ</u>॥ তামাত্তু' আদায়কারী যদি হাদী (কুরবাণীর পশু) সঙ্গে নিতে চায় তাহলে ইহরাম বেঁধে হাদী সাথে নিবে। যদি উট নেয় তাহলে তার গলায় (চিহ্ন স্বরূপ) পুরান চামড়া, বা জুতা বেঁধে দিবে। সাহিবাইন (র.) এর মতে ইশ্আর' করবে। ইশ্আ'র হল উটের চুটের ডান পাশ হতে সামান্য ক্ষত করে দিবে। আবু হানীফা (র.) এর মতে ইশআ'র করবেনা। মক্কায় পৌছলে তওয়াফ ও সাঈ' করবে। তারবিয়ার দিন হজ্বের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত হালাল হবেনা। তবে এর আগে ইহরাম বেঁধে থাকলে জায়েয। এ ব্যক্তির ওপর তামাত্তু'র (দম) কুরবাণী ওয়াজিব। কুরবাণীর দিন মাথা মুন্ডণ করলে উভয় ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে।

<u>তামাত্তু' হজ্বের বাকী মাসায়েল ঃ</u> ১. মক্কায় অবস্থানকারীদের জন্যে তামাত্তু' ও কিরান কোনটিই ঠিক নয়। তাদের জন্যে কেবল ইফরাদ হজ্ব। ২. তামাত্তু' হজ্বকারী ব্যক্তি যদি উমরা হতে ফারেগ হয়ে

স্বদেশ আগমণ করে এবং কুরবাণীর পশু সাথে না নিয়ে থাকে তাহলে তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। ৩. হজ্বের মাসের আগেই যদি কেউ উমরার ইহরাম বাঁধে আর এর জন্যে ৪ চক্করের কম তওয়াফ করে। এরপর হজ্বের মাস শুরু হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট তওয়াফ সম্পন্ন করবে এবং হজ্বের জন্যে ইহরাম বাঁধবে যদি সে তামাত্তু' আদায়কারী হয়। ৫. হজ্বের মাস হল শাওয়াল, যী কা'দাও, যিলহিজ্জার প্রথম ১০ দিন। ৬. হজ্বের মাসের পূর্বে কেউ হজ্বের ইহরাম বাঁধলে তার ইহরাম জায়েয হয়ে যাবে এবং হজ্ব ওয়াজিব হয়ে যাবে। ৭. ইহরামকালে কোন মহিলা ঋতুবতী হলে সে উকূফের পরে গোসল করবে। এবং তওয়াফে যিয়ারতের পরে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তওয়াফে সদর পরিত্যাগের কারণে তার ওপর কোন কিছু আরোপিত হবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَا يُشْعِرُ الخ ঃ ইমাম সাহেব (রঃ)-এর মতে ইশআ'র মাকরূহ। তবে সহীহ হল মাকরূহ নয় বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে এরূপ করা বর্ণিত আছে। তবে শর্ত হল যাতে উটের মাংস ও হাড় পর্যন্ত ক্ষত না পৌঁছে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

قوله وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ الخ বিশুদ্ধ মতে তামাত্তু'র ইহরাম হজ্বের মাসের মধ্যে হওয়া শর্ত নয়।

التمرين – (অনুশীলনী)

১৪। حَجّ تَمَتُّع ও حَجّ قِرَان এর পরিচয় দাও এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম লিখ।

১৫। সংক্ষেপে কিরান হজ্বের বিবরণ দাও।

১৬। তওয়াফকালে পবিত্রতা শর্ত কিনা? লিখ।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

اِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَاِنْ تَطَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاِنْ تَطَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيْطًا اَوْ غَطّٰى رَاْسَهٗ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَاْسِهٖ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاِنْ حَلَقَ اَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقَةٌ وَاِنْ قَصَّ اَظَافِيْرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاِنْ قَصَّ يَدًا اَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ۔

হজ্ব পালনে ত্রুটি বিচ্যুতি হলে করণীয়

অনুবাদ ॥ ১. মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার ওপর এর কাফ্ফারা ওয়াজিব। যদি পূর্ণ একটি অঙ্গ বা ততোধিক অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় তার ওপর দম তথা কুরবাণী ওয়াজিব। আর এক অঙ্গের কমে লাগালে (ফিৎরা পরিমাণ) সাদকা করা ওয়াজিব। ২. যদি সেলায় করা বস্ত্র পরিধান করে বা মাথা আবৃত করে পূর্ণ দিবস পরিমাণ তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব। এর কম অংশ হলে সাদকা করতে হবে। ৩. যদি কেউ মাথার এক চতুর্থাংশ বা এর বেশী মুন্ডন করে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর চতুর্থাংশের কম মুন্ডালে সাদকা ওয়াজিব। ৪. যদি কেউ ঘাড়ে শিঙ্গা লাগানোর জায়গা মুন্ডন করে তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে এতে দম ওয়াজিব। আর সাহিবাইনের মতে সাদকা ওয়াজিব। ৫. কেউ উভয় হাত-পায়ের নখ কাটলে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর একহাত বা একপায়ের নখ কাটলে ও দম ওয়াজিব।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جِنَايَات - جِنَايَةٌ এর বহুঃ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ। শরয়ী বিধানের বিপরীত করাকে পরিভাষায় جِنَايَة বলে। تَطَيَّبَ সুগন্ধি লাগায়। عُضْوٌ অঙ্গ। مُخِيْطًا সেলায়কৃত। غَطّٰى ঢাকে। دَمٌ খুন, রক্ত, কুরবাণী করা উদ্দেশ্য। مَحَاجِمُ - مَحْجَمَةٌ এর বহু ঃ ঘাড়ের নিম্নভাগ শিঙ্গা লাগানোর স্থান। قَصَّ কাটে। اَظَافِيْرُ - ظُفُر এর বহু ঃ নখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ হজের ত্রুটি ও তার প্রতিবিধান ঃ قوله جِنَايَتٌ ঃ جِنَايَتٌ দু'ধরণের (ক) কোনটিতে হজ্ব নষ্ট হয়ে যায়। যথা– যৌন মিলন (খ) কোনটিতে দম বা সাদকা ওয়াজিব হয়। দম আবার কোনটিতে একটা কোনটিতে দুইটা ওয়াজিব। সামনে এর বর্ণনা আসছে। উল্লেখ্য যে, এখানে সাদকা দ্বারা এক ফিৎরা পরিমাণ একজনকে দান করা উদ্দেশ্য । দু'-ক্ষেত্রে দু'টি দম ওয়াজিব– (ক) উকূফে আরাফা সম্পন্নের পূর্বে সঙ্গম, (খ) জানাবাত বা হায়েয নিফাস কালে তওয়াফে যিয়ারত। ১২ ক্ষেত্রে ১টি দম ওয়াজিব হয়। ১. পূর্ণ এক বা ততোধিক অঙ্গে সুগন্ধি লাগালে। ২. মেহেদীর খেযাব লাগালে ৩. সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করলে। ৪. সেলায়কৃত বস্ত্র পরলে । ৫. পূর্ণ একদিবস মাথা ঢেকে রাখলে। ৬. মাথার চতুর্থাংশ মুন্ডণ করলে। ৭. ঘাড়ের মধ্য ভাগের চুল কামালে। ৮. এক বগলের পশম কামালে। ৯. নাভীর নিচের পশম কামালে। ১০. হাতের বা পায়ের সব নখ কাটলে। ১১. হজ্বের কোন ওয়াজিব তরক করলে।

وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تعالٰى عَلَيْهِ دَمٌ - وَاِنْ تَطَيَّبَ اَوْ حَلَّقَ اَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ اِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَاِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِثَلٰثَةِ اَصُوْعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَاِنْ شَاءَ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَنْ جَامَعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِىْ فِى الْحَجِّ كَمَا يَمْضِىْ مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُفَارِقَ اِمْرَأَتَهُ اِذَا حَجَّ بِهَا فِى الْقَضَاءِ عِنْدَنَا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ جَامَعَ فِى الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ اَفْسَدَهَا وَمَضٰى فِيْهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَاِنْ وَطِئَ بَعْدَمَا طَافَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَاتَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَلَايَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِى الْحُكْمِ -

অনুবাদ ॥ তবে পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। হাত-পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটির কম নখ কাটলে ও শায়খাইন (র.) এর মতে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। আর মুহাম্মদ (র.) এর মতে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৬. উযর বশতঃ সুগন্ধি লাগালে, মাথা মুণ্ডন করলে বা সেলায় কৃত বস্ত্র পরিধান করলে তার ইচ্ছে। চাইলে একটি ছাগল কুরবানী করবে, বা চাইলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা'পরিমাণ অন্নদান করবে। নতুবা তিনটি রোযা রাখবে। ৭. যদি কেউ চুম্বন করে বা উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করে তার ওপর দম ওয়াজিব। চাই বীর্য পাত হোক বা না। ৮. উকূফে আরফারে পূর্বে পেশাব-পায়খানার কোন রাস্তায় সঙ্গম করলে তার হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তার ওপর ১টি ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। তবে যার হজ্ব নষ্ট হয়নি তার ন্যায় হজ্ব পালন করে যাবে। পরে তার জন্যে কাযা ওয়াজিব। আমাদের হানফীগণের মতে তার জন্যে তার স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। ৯. উকূফে আরাফার পরে কেউ সঙ্গম করলে তার হজ্ব নষ্ট হবেনা। তবে তার ওপর উট কোরবানী করা ওয়াজিব। মাথা মুণ্ডানোর পরে কেউ সঙ্গম করলে তার উপর ১টি ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। ১০. কেউ উমরার মধ্যে ৪ চক্করের পূর্বে সঙ্গম করলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে উমরার কাজ চালিয়ে যাবে। পরে এর কাযা করতে হবে। এক্ষেত্রে তার ওপর ১টি ছাগল কুরবাণী করতে হবে। আর যদি চার চক্করের পরে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর ১টি ছাগল ওয়াজিব। এতে তার উমরা নষ্ট হবেনা। এবং পরে এর কাযা করতে হবেনা। ১১. কেউ ভুলবশত ঃ সঙ্গম করলে সে ইচ্ছাকৃত সঙ্গমকারীর ন্যায় গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَاِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ ঃ সাদকার ক্ষেত্রে মক্কার মিসকীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে খানা-খাওয়ানো বা মালিক বানান উভয়ই জায়েয। আর রোযা সেখানে থাকা কালীন বা দেশে ফিরেও রাখতে পারে।

قوله بَدَنَةٌ ঃ কেননা অপরাধের দিকদিয়ে সঙ্গম সর্বাপেক্ষা বড়। সুতরাং তার প্রতিকার ও বড় বস্তু (উট) দ্বারা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلٰثَةَ اَشْوَاطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا اَبَدًا حَتّٰى يَطُوْفَهَا وَمَنْ تَرَكَ ثَلٰثَةَ اَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ اَوْ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ وَمَنْ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْاِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْاَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ اِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلٰثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعُقْبٰى فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ اَخَّرَ الْحَلْقَ حَتّٰى مَضَتْ اَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ اِنْ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

তওয়াফ সংক্রান্ত ত্রুটিও করণীয়

অনুবাদ॥ ১. কেউ বিনা উযূতে তওয়াফে কুদূম করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব, আর জুনুবী হলে ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। ২. কেউ বিনা উযুতে তওয়াফে যিয়ারত করলে তার ওপর ও ১টি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব। জানাবাত অবস্থায় করলে তার ওপর উট কুরবাণী ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে মক্কায় থাকলে পুনরায় তওয়াফ করাই শ্রেয়, তখন আর কুরবাণী ওয়াজিব নয়। ৩. কেউ বিনা উযুতে তওয়াফে সদর করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব, জুনূবী হলে ছাগল ওয়াজিব। ৪. কেউ তওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা এর কম তরক করলে তার ওপর ছাগল ওয়াজিব। আর চার চক্কর করলে সাত চক্কর পূর্ণ না করা পর্যন্ত সে হালাল হবেনা। ৫. যদি কেউ তওয়াফে সদরের তিন চক্কর তরক করে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। আর যদি পূর্ণ তওয়াফে সদর বা চার চক্কর ছেড়ে দেয় তাহলে তার ওপর ১টি ছাগল ওয়াজিব।

সাদকা ও দম ওয়াজিব হওয়ার আরো কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. কেউ সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ' তরক করলে তার ওপর ১টি ছাগল ওয়াজিব । তবে হজ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। ২. যে ব্যক্তি ইমামের আগে আরাফা হতে চলে আসবে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৩. যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান তরক করবে তার ওপর দম ওয়াজিব।

৪. কেউ সব দিনে পাথর নিক্ষেপ তরক করলে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর তিন জামরার কোন একটিতে তরক করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। ৫. ইয়াওমুন্নাহারে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ তরক করলে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৬. যদি কেউ হলক বিলম্বিত করে আর কুরবানীর দিনসমূহ পেরিয়ে যায় আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর দম ওয়াজিব। এরূপে কেউ যদি তওয়াফে যিয়ারত বিলম্বিত করে আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর ও দম ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ তয়াফকালে পবিত্রতা শর্ত কি না ?

قوله طَوَافُ الْقُدُوْمِ الخ ঃ কেননা হানফীগণের মতে তওয়াফে কুদূমের জন্যে তহারাত শর্ত নয়। অপর দিকে শাফেয়ী (র.) এর নিকট শর্ত। একারণে তার নিকট দম ওয়াজিব। তাঁর দলীল হল اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ হাদীস। সুতরাং নামাযের ন্যায় এর জন্যেও তহারাত জরুরী। আর হানাফীগণের দলীল وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ আয়াত। এখানে তওয়াফের জন্যে কোন শর্তারোপিত হয়নি। সুতরাং خَبَرِوَاحِد এর দ্বারা কুরআনের উপর অতিরিক্ত শর্ত চাপান ঠিক হবেনা।

قوله وَاِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الخ ঃ কেননা সে একটি রুকণের মধ্যে ত্রুটি করল যা তওয়াফে কুদূমের তুলনায় কম। আর জুনুবী অবস্থায় করলে তাতে উট ওয়াজিব। কেননা এটা সাধারণ নাপাকীর তুলনায় প্রবল, উপরন্তু এতে নাপাক অবস্থায় তওয়াফ ও মসজিদে প্রবেশ দুটি অপরাধ সাব্যস্ত হয়।

قوله وَمَنْ تَرَكَ السَّعْىَ الخ ঃ কেননা আমাদের মতে সাঈ ওয়াজিব, সুতরাং দম দ্বারা তার প্রতিবিধান হয়ে যাবে। আর শাফেয়ী (র.) এর নিকট সাঈ ফরয হওয়ার কারণে এতে প্রতিবিধান হবেনা।

قوله وَمَنْ اَفَاضَ الخ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে আসলে দম ওয়াজিব। পরে আসলে ওয়াজিব নয়।

قوله وَمَنْ اَخَّرَالْحَلْقَ الخ ঃ ইয়াওমে নাহরের আমলগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব তরকের দরুন দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য সাহিবাইন (র.) এর মতে দম ওয়াজিব নয়। কেননা বিদায় হজ্বে রাসূল (সা.) কর্তৃক আগে-পরে করার প্রমাণ আছে।

وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ سَوَاءٌ فِي ذٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِي وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَهُ فِيهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ يُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَذَبَحَهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ هَدْيًا وَإِنْ شَاءَ اشْتَرٰى بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلٰى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ يَوْمًا وَعَنْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ يَوْمًا فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ فَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ وَمَنْ جَرَحَ صَيْدًا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ بِهِ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضَةِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَيًّا -

---

অনুবাদ॥ শিকার ও তার প্রতিবিধান ঃ ১. মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করে বা শিকারী কে তার সন্ধান দেয় তাহলে তার জাযা (প্রতিবিধান) ওয়াজিব। স্বেচ্ছায় এমন করুক বা ভুলবশতঃ এবং এটাই প্রথবার হোক বা একাধিকবার। শায়খাইন (র.) এর মতে জাযা হল যে স্থানে শিকার করা হয় সেখানকার বা বনে হলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মূল্য অনুপাতে তার মূল্য নির্ধারণ করবে। মূল্য নির্ধারণ করবে দু'জন আদিল তথা ন্যায় পরায়ণ ধর্মভীরু ব্যক্তি। অতঃপর সে ইচ্ছাধীন। চাইলে তার মূল্য দ্বারা অন্য কোন প্রাণী ক্রয় করা সম্ভব হলে ক্রয় করে তা যবেহ করবে। নইলে তাদ্বারা খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' গম বা এক সা' খেজুর বা কিশমিশ সাদকা করবে। অথবা চাইলে প্রতি অর্ধ সা' গম বা এক সা' এর পরিমাণ একটি করে রোযা রাখবে। (সাদকা করার পর) যদি অর্ধ সা' হতে কম খাদ্য থেকে যায় তাহলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে তা সাদকা করে দিবে, নতুবা পূর্ণ একদিন রোযা রাখবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন ২. শিকারের ক্ষেত্রে যে প্রাণীর মিসল তথা সদৃশ প্রাণী পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তার مثل (সদৃশ প্রাণী) দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং হরিণ বা গুইসাপ শিকার করলে ছাগল, খরগোশের ক্ষেত্রে ছয়মাস বয়সী ছাগল ছানা, উটপাখীর ক্ষেত্রে উট ও বন্য ঈদুরের ক্ষেত্রে ছমাস বয়সী ছাগল দিতে হবে। ২. কোন মুহরিম শিকার আহত করলে বা তার পশম উপড়ে ফেললে বা অঙ্গহানী করলে তাতে উক্ত প্রাণীর যে মূল্যহানী হয় সে পরিমাণ অর্থ সাদকা করতে হবে। আর যদি কোন পাখীর পালক উপড়ে ফেলে বা হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যদ্দরুন তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে যায় এক্ষেত্রে তার পূর্ণ মূল্য সাদকা করতে হবে। ৩. কেউ কোন প্রাণীর ডিম ভেঙ্গে ফেললে তার ওপর উক্ত ডিমের মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব। আর যদি ডিম থেকে মৃত বাচ্চা বের হয় তাহলে জীবন্ত বাচ্চার মূল্য সাদকা করতে হবে।

وَلَيْسَ فِى قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ جَزَاءٌ - وَلَيْسَ فِى قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقُرَادِ شَيْئٌ وَمَنْ قَتَلَ قُمْلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَمَنْ قَتَلَ مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَنَحْوِهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَايَتَجَاوَزُ بِقِيْمَتِهَا شَاةً وَاِنْ صَالَ السَّبُعُ عَلٰى مُحْرِمٍ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ وَاِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ اِلٰى اَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدُّجَاجَ وَالْبَطَّ الْكِسْكَرِىَّ وَاِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا اَوْظَبْيًا مُسْتَأْنَسًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَاِنْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيْحَتُهُ مَيْتَةٌ لَايَحِلُّ اَكْلُهَا وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اِصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ اِذَا لَمْ يَدُلَّهُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَلَا اَمَرَهُ بِصَيْدِهِ وَفِى صَيْدِ الْحَرَمِ اِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ الْجَزَاءُ وَاِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ اَوْ شَجَرَهُ الَّذِى لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ وَلَا هُوَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَكُلُّ شَيْئٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا اَنَّ فِيْهِ عَلٰى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَّتِهٖ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهٖ اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ مِنْ غَيْرِ اِحْرَامٍ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ وَاِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِى قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا وَاِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِى قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَاِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اَوْ اِبْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ -

---

<u>অনুবাদ</u> ॥ ৪. কাক, চিল, নেকড়েবাঘ, সাপ, বিছা, ঈদুর ও পাগলা কুকুর নিধন করলে তার জাযা ওয়াজিব নয়। এবং মশা, বোলতা ও আঠালী (ডাশ মাছী) মারার দ্বারা কিছু ওয়াজিব নয়। ৫. কেউ উকুন মারলে যা ইচ্ছে কিছু সাদকা করবে। কেউ টিড্ডি (বড় ফড়িং) শিকার করলে নিজ বিবেচনা মাফিক কিছু সাদকা করবে। বস্তুত ঃ একটি ফড়িং এর তুলনায় একটি খেজুরের মান বেশী। ৬. কেউ হিংস্র হারাম পশু বা এজাতীয় কিছু হত্যা করলে তার ওপর জাযা ওয়াজিব। তবে তার মূল্য যেন ১টি ছাগলের মূল্য অতিক্রম না করে। হিংস্র প্রাণী যদি তার ওপর আক্রমণ করে আর সে তা হত্যা করে তাহলে তার ওপর

কিছুই ওয়াজিব নয়। ৭. (প্রাণ রক্ষা কল্পে) মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকারের গোশত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয় ফলে সে তা বধ করে তাহলে তার ওপর জাযা ওয়াজিব। ৮. মুহরিমের জন্যে ছাগল, গরু, উট, মোরগ ও পালিত হাস জবাই করা দোষণীয় নয়। তবে পায়ে পর বিশিষ্ট কবুতর বা পালিত হরিণ বধ করলে তার ওপর জাযা ওয়াজিব। ৯. মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার জবাই করলে তার জবাইকৃত প্রাণী মৃত বিবেচিত হবে। তা ভক্ষণ করা হালাল হবেনা। ৯. মুহরিমের জন্যে ঐ শিকারের গোশত খাওয়া দোষণীয় নয় যা কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করে ও জবাই করে থাকে। তবে শর্তহল যদি সে তার সন্ধান বা নির্দেশ না দেয়। ১০. ইহরাম বিহীন ব্যক্তি যদি হারাম শরীফের কোন প্রাণী শিকার করে তার ওপর এর জাযা ওয়াজিব। ১১. যদি কেউ হারাম শরীফের ঘাস বা বৃক্ষ কর্তন করে যা কারো মালিকানাভূক্ত নয় এবং তা মানুষের উৎপাদিত বা লাগান নয় তাহলে তার ওপর এর মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব। ১২. পূর্বোল্লিখিত যে সব ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্ব কারীর ওপর একটি দম ওয়াজিব হয় কিরান হজ্ব আদায়কারী তা করলে তার ওপর দু'টি দম ওয়াজিব। একটি দম হজ্বের কারণে আরেকটি উমরার কারণে। তবে যদি ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করে যায় এর পর হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধে তাহলে ১টি দম ওয়াজিব। ১৩. হারাম শরীফের কোন শিকারী শিকারের ক্ষেত্রে যদি দুজন মুহরিম ব্যক্তি শরীক থাকে তাহলে প্রত্যেকের ওপর একটি করে পূর্ণ জাযা ওয়াজিব। আর হালাল দুব্যক্তি শরীক থাকলে উভয়ের ওপর একটি জাযা ওয়াজিব। ১৪. মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার বিক্রি করলে বা ক্রয় করলে উক্ত বেচা-কেনা বাতিল গণ্য হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দু'টি দম ওয়াজিব?

২। কয়টি ক্ষেত্রে ১টি দম ওয়াজিব? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ الْاِحْصَارِ

اِذَا اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ اَوْ اَصَابَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَقِيلَ لَهُ اِبْعَثْ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَوَاعِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بِعَيْنِهِ يَذْبَحُهَا فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلْ فَاِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ وَلَايَجُوْزُ ذَبْحُ دَمِ الْاِحْصَارِ اِلَّا فِي الْحَرَمِ وَيَجُوْزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ الذَّبْحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ اِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ اَنْ يُذْبَحَ مَتٰى شَاءَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ اِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ وَاِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدْيًا وَوَاعَدَهُمْ اَنْ يَذْبَحُوْهُ فِيْ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْاِحْصَارُ فَاِنْ قَدِرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ وَاِنْ قَدِرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْهَدْيِ دُوْنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ وَاِنْ قَدِرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْحَجِّ دُوْنَ الْهَدْيِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اِسْتِحْسَانًا وَمَنْ اُحْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ عَنِ الْوُقُوْفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مُحْصَرًا وَاِنْ قَدِرَ عَلٰى اِدْرَاكِ اَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ ـ

হজে বাধাগ্রস্থ হওয়ার বর্ণনা

অনুবাদ॥ ১. ইহরামধারী ব্যক্তি যদি শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্থ হয় বা এমন রোগ হয় যা তার হজ্ব পালনে প্রতিবন্ধক হয় তার জন্যে ইহরাম ভঙ্গ করা (হালাল হওয়া) জায়েয। এর জন্যে তাকে হারাম শরীফে জবাইর জন্যে একটি ছাগল পাঠানোর জন্যে বলতে হবে। যে তা নিয়ে যাবে তাকে সুনির্দিষ্ট দিনে জবাই করার ওয়াদা নিবে। অতঃপর সে হালাল হবে। ২. যদি সে কিরানের নিয়তকারী হয় তাহলে দুটি দম পাঠাবে। বাধাগ্রস্থ হওয়ার দম হারামের অভ্যন্তরে জবাই করা ছাড়া জায়েয হবেনা। আবু হানীফা (র.) এর মতে কুরবানীর আগের দিন উক্ত দম জবাই করা জায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– হজ্বে বাধাগ্রস্থ ব্যক্তির দম কুরবাণীর দিন ছাড়া জবাই করা জায়েয নেই। আর উমরায় বাধাগ্রস্থ ব্যক্তির দম যে কোন সময় চায় জবাই করা জায়েয। ৩. হজ্বে বাধাগ্রস্থ ব্যক্তি হালাল হয়ে গেলে পরে তার ওপর হজ্ব ও উমরা কাযা করা ওয়াজিব। আর উমরায় বাধাগ্রস্থের ওপর এক হজ্ব ও দু'উমরা কাযা করা ওয়াজিব। ৪. বাধাগ্রস্থ ব্যক্তি যখন দম পাঠায় এবং সুনির্দিষ্ট দিনে তা জবাই করার অঙ্গিকার নেই, অতঃপর যদি তার বাধা দূর হয় তাহলে দম ও হজ্ব পাওয়ার ব্যাপারে স্বক্ষম হলে তার জন্যে হালাল হওয়া জায়েয হবেনা। বরং হজ্ব পালন করা জরুরী। আর যদি দম পেতে সক্ষম কিন্তু হজ্ব পেতে সক্ষম নাহয় তাহলে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে তার জন্যে হালাল হওয়া জায়েয। ৫. যে ব্যক্তি মক্কায় বাধাগ্রস্থ হয় যদি তাকে উকূফ ও তওয়াফ হতে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে মুহসার (বাধাগ্রস্থ) গণ্য হবে। আর কোন একটি পেতে সক্ষম হলে সে মুহসার গণ্য হবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ إِحْصَار অবরোধ করা, বাধা দেওয়া। عَدُوّ শত্রু, বহু ঃ أَعْدَاء, تَحَلُّل ইহরাম মুক্ত বা হালাল হওয়া। وَاعِد অঙ্গিকার লও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ اَلْإِحْصَارُ পরিভাষায় ইহরাম বাধার পরে বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও উকূফে আরাফা হতে কাউকে বাধাগ্রস্থ করাকে ইহসার বলে।

قوله وَلَايَجُوْزُذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ ঃ বাধাগ্রস্থ হওয়ার দম হারাম শরীফের অভ্যন্তরে স্বীয় জায়গায় পৌছার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আর উক্ত জায়গা হল হারাম শরীফ। তবে এতে সময়ের নির্দিষ্টতা নেই। সাহিবাইন (র.) হজ্ব হতে বাধাগ্রস্থকে তামাত্তু' ও কিরান হজ্বের ওপর কিয়াস করে কুরবাণীর দিন হওয়ার শর্তরোপ করেন।

قوله فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ঃ কেননা হজ্ব হল শুরু করার জন্যে, আর উমরা হল হালাল হওয়ার জন্যে। قوله اِسْتِحْسَانًا : اِسْتِحْسَان অর্থ উত্তম জ্ঞান করা। এ স্থলে সূক্ষ্ম কিয়াস উদ্দেশ্য। হজ্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী ছিল হজ্ব পালন করা। কিন্তু হাদী পূর্বেই জবাই হওয়ার কারণে ইহরামমুক্ত হওয়ার যে উপায় ছিল (দম) তা আর সম্ভব নয়। এ কারণে হজ্বের জন্যে গমন না করে মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। إِحْصَار অর্থ কি ও এর বিধান কি? লিখ।
২। মুহ্সার ব্যক্তি যদি কিরান হজ্বের নিয়তকারী হয় তাহলে তার করণীয় কি?
৩। মুহ্সার ব্যক্তি দম পাঠানোর পর হজ্ব পালনে সক্ষম হলে তার করণীয় কি?

بَابُ الْفَوَاتِ

وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَعَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ وَيَسْعٰى وَتَحَلَّلَ وَيَقْضِى الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَلَادَمَ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَةُ لَاتَفُوْتُ وَهِىَ جَائِزَةٌ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ اِلَّا خَمْسَةَ اَيَّامٍ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِيْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَهِىَ الْاِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْىُ –

হজ্ব ছুটে যাওয়া প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. হজ্বের ইহরাম বাঁধার পর যার উকূফে আরাফা ছুটে যায় এমনকি ইয়াওমে নাহরের ফজর উদয় হয়ে যায় তার হজ্ব ছুটে গেল। তার জন্যে তওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হওয়া ওয়াজিব। আর আগামী বৎসর হজ্ব কাযা করা জরুরী। এতে তার ওপর দম ওয়াজিব হবেনা। ২. উমরা কখনও ফউত হয়না। কেননা বছরের ৫ দিন ব্যতিত সারা বছরই উমরা করা জায়েয। আর তাহল ৯ হতে ১৩ই যিলহিজ্জাহ, ইওয়ামে আরাফা (৯ তারীখ) ইয়াওমে নাহর, (১০ তারীখ) ও আইয়্যামে তাশরীক (১১,১২ও ১৩ তারীখ) ৩. উমরা করা সুন্নত, উমরার কাজ হল ইহরাম, তওয়াফ ও সাঈ।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَاتَهُ الْحَجُّ الخ ঃ হজ্বের সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ রুকন হল উকূফে আরাফা। এ কারণে উকূফে আরাফা তরক হয়ে গেলে তার হজ্ব ও তরক হয়ে যায়। এর জন্যে কোন ক্ষতি পূরণ নেই। অন্যান্য ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ আছে। ইহ্সার ও ফউতের মধ্যে পার্থক্য এইযে, ইহ্সারের ক্ষেত্রে কেবল ইহ্রাম পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য কোন আমল পাওয়া যায়না। আর ফউত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু আমল ও পাওয়া যায়।

قوله وَعَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ ঃ কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমায়েছেন–

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ – دارقطنى

قوله وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ঃ কারো কারো মতে উমরা ওয়াজিব, কারো মতে ফরযে কিফায়া। হানাফী ও মালেকী গনের নিকট সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পূর্ব মতে নফল, পরবর্তী মতে ফরয। ইমাম আহমদ (র.) ও এর প্রবক্তা। উভয় মতের স্বপক্ষে হাদীস আছে তবে ফরয হওয়ার হাদীস যয়ীফ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। ইহরাম বাঁধার পরে কোন কারণে হজ্ব ছুটে গেলে তার জন্য করণীয় কি? লিখ।

২। ওমরার সময়, হুকুম ও কাজ কি কি?

৩। ওমরা ফওত হয় কিনা? না হলে তার কারণ কি?

بَابُ الْهَدْيِ

اَلْهَدْىُ اَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنْ ثَلٰثَةِ اَنْوَاعٍ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يُجْزِئُ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهِ اَلثَّنِىُّ فَصَاعِدًا اِلَّا مِنَ الضَّاْنِ فَاِنَّ الْجَذْعَ مِنْهُ يُجْزِئُ فِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ فِى الْهَدْىِ مَقْطُوْعُ الْاُذُنِ وَلَا اَكْثَرِهَا وَلَا مَقْطُوْعُ الذَّنَبِ وَلَا مَقْطُوْعُ الْيَدِ وَلَا الرِّجْلِ وَلَا ذَاهِبَةُ الْعَيْنِ وَلَا الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِىْ لَا تَمْشِىْ اِلَى الْمَنْسَكِ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا فِىْ مَوْضِعَيْنِ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْهِمَا اِلَّا بَدَنَةٌ وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ يُجْزِئُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ اَنْفُسٍ اِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ يُرِيْدُ الْقُرْبَةَ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُهُمْ بِنَصِيْبِهِ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِيْنَ عَنِ الْقُرْبَةِ وَيَجُوْزُ الْاَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَلَا يَجُوْزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ اِلَّا فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوْزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِىْ اَىِّ وَقْتٍ شَاءَ وَلَا يَجُوْزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا اِلَّا فِى الْحَرَمِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلٰى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيْفُ بِالْهَدَايَا -

---

হাদী প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. সর্বনিম্ন হাদী হল ছাগল। হাদী তিন প্রকার পশু - উট, গরু, ও ছাগল। এ সবগুলোর ক্ষেত্রে সানী বা ততোধিক বয়সী যথেষ্ট , তবে দুম্বা কিছুটা ব্যতিক্রম। দুম্বা ছয় মাস বয়সী হলেও যথেষ্ট। ২. হাদীর ক্ষেত্রে ঐ সকল জন্তু জবাই নাজায়েয। যার সম্পূর্ণ বা অর্ধেক কান কর্তিত , লেজ কাটা, হাত কাটা , পা কাটা, দৃষ্টি শক্তিহীন, অতি ক্ষীণ এবং খোড়া যা জবাইস্থল পর্যন্ত হেঁটে যেতে সক্ষম নয়। ২. দু'জায়গা ছাড়া জেনায়াতের সর্বক্ষেত্রে ছাগল কুরবাণী জায়েয। আর তাহল (ক) জুনূবী অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে ও (খ) উকূফে আরাফার পর সঙ্গম করলে। এ দু'ক্ষেত্রে উট ছাড়া অন্য কিছু কুরবাণী করা জায়েয নয়। ৩. উট ও গরু সাত জনের পক্ষ হতে জায়েয যখন তাদের সকলের নিয়ত আল্লাহর নৈকট্য (সন্তুষ্টি) অর্জন করা হবে। সুতরাং তন্মধ্যে কোন একজনের যদি কেবল গোশত লাভ করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবিশিষ্ট ৬ জনের জন্যে আল্লাহর নৈকট্যার্জনের উদ্দেশ্য রাখা সত্বে কুরবাণী জায়েয হবেনা। কিরান, তামাত্তু' ও নফল হাদীর মাংস খাওয়া জায়েয। বাকী হাদীর (যথা হজ্বের) নিয়ম ভঙ্গের দরুণ আরোপিত হাদীর মাংস খাওয়া জায়েয নেই। (বরং মিসকীনদিগকে সাদকা করা ওয়াজিব)

৪. হাদী জবাইর নিয়মাবলী ঃ ১ কিরান, তামাত্তু' ও নফল হাদী কুরবাণীর দিনে ছাড়া জবাই করা নাজায়েয। অন্যান্য হাদী যে কোন সময় ইচ্ছে জবাই করা যায়। ২. হাদীর জন্তু হারাম শরীফ ছাড়া অন্যত্র জবাই করা নাজায়েয। হাদীর গোশত হারম শরীফের ও অন্যান্য মিসকীনদেরকে সাদকা করে দেওয়া জায়েয। ২. হাদীর পশু আরাফায় নিয়ে যাওয়া জরুরী নয়।

وَالْاَفْضَلُ بِالْبُدْنِ النَّحْرُ وَفِى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اَلذَّبْحُ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَتَوَلَّى الْاِنْسَانُ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهٖ اِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذٰلِكَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا يُعْطِى اُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاضْطُرَّ اِلٰى رُكُوْبِهَا رَكِبَهَا وَاِنِ اسْتَغْنٰى عَنْ ذَالِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا وَاِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلُبْهَا وَلٰكِنْ يَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطَبَ فَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ وَاِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ اَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهٗ مَقَامَهٗ وَاِنْ اَصَابَهٗ عَيْبٌ كَثِيْرٌ اَقَامَ غَيْرَهٗ مَقَامَهٗ وَصَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَاشَاءَ وَاِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ فِى الطَّرِيْقِ فَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهٗ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ وَاِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا وَصَنَعَ بِهَا مَاشَاءَ وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الْاِحْصَارِ وَلَادَمَ الْجِنَايَاتِ -

অনুবাদ ॥ ৩. উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু, ও ছাগলের ক্ষেত্রে জবাই উত্তম। ৪. নিজে উত্তমরূপে জবাই করতে পারলে নিজে জবাই করা উত্তম। জবাইকৃত পশুর (পিঠের) গদিও রশি সাদকা করে দিবে। উক্ত প্রাণী হতে কিছুই কসাইকে পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করবেনা। ৫. কেউ হাদী (কুরবাণীর জন্যে) নিয়ে রওয়ানা করে যদি তাতে আরোহণে বাধ্য হয় তাহলে তাতে আরোহণ করবে। আর বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে আরোহণ করবেনা। হাদীর পশুর স্তনে দুধ থাকলে তা দোহণ করবেনা। বরং স্তনে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে যাতে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। ৬. কেউ হাদী সঙ্গে নেয়ার পর যদি তা পথিমধ্যে মারা যায় সেটি নফল হাদী হলে অন্যটি ওয়াজিব নয়। আর ওয়াজিব হয়ে থাকলে তার পরিবর্তে আরেকটি হাদী ওয়াজিব। তদরূপ (হাদী) বিশেষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার পরিবর্তে আরেকটি নিবে। আর রোগাক্রান্তটি যা ইচ্ছে তা করবে। ৭. যদি হাদী উট পথে মারা যায় তাহলে নফল হলে সেটি নহর করবে। তার ক্ষুরে রক্ত লাগিয়ে দিবে এবং কাঁধে ছাপ লাগিয়ে দিবে। তার গোশত সে নিজে বা অন্য কেউ ভক্ষণ করবেনা যদি বিত্তবান হয়। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে এর স্থলে অন্য একটি ব্যবস্থা করবে। আর ঐটি যা ইচ্ছে তাই করবে। ৭. নফল হাদী এবং তামাত্তু' ও কিরান হজ্বের হাদীর গলায় কিলাদা (চামড়া, টুকরার মালা স্বরূপ) ঝুলিয়ে দিবে। ইহসার এবং জিনায়াত (ক্ষতিপূরণের) এর হাদীর গলায় কিলাদা ঝুলাবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَايَجُوْزُ الْاَكْلُ ঃ নফল হাদী এবং তামাত্তু' ও কিরানের হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয বরং মুস্তাহাব। রাসূল (সা.) হতে এর প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য হাদীর গোশত নিজে ভক্ষণ করা নাজায়েয, করলে তার মূল্য সাদকা করতে হবে।

قوله وَلَايَجُوْزُذَبْحُ الخ ঃ জবাইর সময় ও স্থানের দিক দিয়ে হাদী ৪ প্রকার। যথা - ১. সময় ও স্থান (ইয়াওমে নহরও হরম) উভয় দিক দিয়ে খাছ। যেমন তামা'ত্তু ও কিরানের হাদী এবং সাহিবাইনের মতে ইহসারের হাদী। ২. শুধু স্থানের দিক দিয়ে খাছ (হারাম হওয়া)। যেমন ইহসারের দম (আবু হানীফা (র.)-এর মতে) ৩. সময়ের সাথে খাছ। যেমন সাধারণ কুরবাণী এবং ৪. কোনটির সাথে খাছ নয়। যেমন মান্নতের কুরবানী।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। هدى কাকে বলে? হাদী কয় প্রকার ও কি কি? এবং কবে ও কোথায় জবাই করা জরুরি।

২। হাদীর গোশত খাওয়া ও দুধ পান করার হুকুম কি?

كِتَابُ الْبُيُوعِ

اَلْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ اِذَا كَانَا بِلَفْظِي الْمَاضِيْ وَاِذَا اَوْجَبَ اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْاٰخَرُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَاَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُوْلِ بَطَلَ الْاِيْجَابُ فَاِذَا حَصَلَ الْاِيْجَابُ وَالْقُبُوْلُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَاخِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلَّا مِنْ عَيْبٍ اَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ ـ

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গ ঃ ১. ক্রয়-বিক্রয় ইজাব ও কবুল (তথা প্রস্তাব ও অনুমোদন) দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়। যখন তা অতীত কালীন ক্রিয়ামূলক হয়। ২. ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনের একজন প্রস্তাব করলে অপরজন তা অনুমোদন করা না করার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে উক্ত মজলিসেই তা কবুল করতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। দু'জনের কোন একজন কবুল করার আগে মজলিস হতে উঠলে প্রস্তাব বাতিল গণ্য হবে। আর প্রস্তাব ও অনুমোদন মিললে বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর পর কারো জন্যে এখতিয়ার বাকী থাকবে না। তবে খিয়ারে রুয়াত ও খিয়ারে আইব (মাল দোষীর দরুন বা কেনার আগে না দেখার ক্ষেত্রে অধিকার) বাকী থাকবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بُيُوْعٌ . بَيْعٌ এর বহুঃ বেচা-কেনা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। বেচা-কেনার শ্রেণী বা ধরণের বিভিন্নতার দরুণ বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। اِيْجَاب প্রস্তাব, قُبُول গ্রহণ, অনুমোদন। প্রথম ব্যক্তির উক্তি কে اِيْجَاب বলে। চাইতা বেচার ও কেনার যারই প্রস্তাব হোক। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুমোদন কে قُبُوْل বলে। مُتَعَاقِدَيْن ক্রেতা-বিক্রেতা। خِيَار গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। সুতরাং জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যা জানা মোটামুটিভাবে সকলের জন্যে জরুরী। জীবন ধারণের জন্যে কম-বেশী বেচা-কেনার জরুরত কার না পড়ে? একারণে মুসান্নিফ (র.) ইসলামী আরকান পর্ব শেষ করে এখন ক্রয়-বিক্রয় পর্ব আলোকপাত করেছেন।

قوله اَلْبُيُوْع ঃ بَيْع (বেচা-কেনা) মূলতঃ ২ প্রকার, (ক) مُنْعَقِدْ (সম্পন্ন) (খ) غَيْرِ مُنْعَقِدْ (অসম্পন্ন) বা বাতিল। بَيْع مُنْعَقِد আবার ৫ প্রকার- صَحِيْح - فَاسِد - نَافِذ - مَوْقُوْف-مَكْرُوْه

(১) اَلْبَيْعُ الصَّحِيْحُ ঃ اَلْبَيْعُ الَّذِيْ صَحَّ اَصْلًا وَوَصْفًا মৌলিকতা ও গুণগত (আনুষঙ্গিক) উভয় দিক দিয়ে শুদ্ধ। আর এটা সাধারণতঃ উভয় পক্ষের হালাল মালের ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে প্রস্তাব ও অনুমোদনের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

(২) اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ ঃ اَلْبَيْعُ الْمَشْرُوْعُ اَصْلًا لَا وَصْفًا অর্থাৎ মৌলিকতার বিচারে শুদ্ধ তবে আনুষঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিচারে অশুদ্ধ। আর তা হল এমন শর্তাবলী আরোপ করা যা বেচা-কেনার মৌলিকতার পরিপন্থী। এতে ক্রেতা মালিক হয় বটে তবে তা ব্যবহার তার জন্যে বৈধ নয়। বরং উক্ত আক্দ রহিত করা জরুরী।

(৩) اَلْبَيْعُ النَّافِذُ ঃ هُوَ الْبَيْعُ الَّذِيْ لَيْسَ بِمَوْقُوْفٍ عَلٰي اَمْرٍ وَاحِدٍ যে বেচা-কেনা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের ওপর মাওকূফ নয়। بَيْع نَافِذ আবার দু' প্রকার ঃ (ক) لازم ও (খ) غَيْرِ لازم

اَلْبَيْعُ اللاَّزِمُ : هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الَّذِىْ فِيْهِ مِنَ الْخِيَرَاتِ যে বেচা-কেনার মধ্যে কোন পক্ষের তা রহিত করার অধিকার বিদ্যমান থাকেনা তাকে بيع لازم বলে।

اَلْبَيْعُ غَيْرُ اللاَّزِمِ : هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْخِيَارَاتِ যে বেচা-কেনার মধ্যে কোন পক্ষের তা রহিত করার অধিকার বিদ্যমান থাকে তাকে بيع غير لازم বলে।

(৪) مَكْرُوْه : যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় দিক দিয়ে জায়েয তবে অন্যান্য বিষয়ের সংশ্লিষ্টতার কারণে অবৈধ তাকে بيع مكروه বলে। যেমন জুমআর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয়।

(৫) اَلْبَيْعُ الْمَوْقُوْف : هُوَ الْبَيْعُ الَّذِىْ يَتَعَلَّقُ بِهٖ حَقُّ غَيْرِهٖ যে বায়ঈ এর সাথে অপরের অধিকার সংশ্লিষ্ট।

বায়ঈ বাতিলের সংজ্ঞা : بيع باطل - এর অপর নাম : بَيْعِ غَيْرِ مُنْعَقِد

اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ : هُوَ الْبَيْعُ الَّذِىْ لَمْ يَصِحَّ اَصْلُهٗ যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে অবৈধ তাকে بَيْع باطل বলে। অপর কথায় যে بيع এর মধ্যে بيع এর কোন রোকন অনুপস্থিত থাকে তাকে بيع باطل বলে। بيع এর রোকন হলো مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ অর্থাৎ সন্তুষ্টি চিত্তে মালের বিনিময় মাল গ্রহণ। অতএব এ কথার আলোকে নিম্নোক্ত প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়গুলো বাতিল গণ্য হবে। যথা–

১. উভয় পক্ষের কোনটি শরীআতের দৃষ্টিতে মাল না হলে। যেমন– মদের বিনিময় শূকর।
২. কোন এক পক্ষের বস্তু মাল না হলে। যেমন –টাকার বিনিময় মদ, পজিশন বিক্রি ইত্যাদি।
৩. এক পক্ষে মাল আর অপরপক্ষে কোন বিনিময়ই নেই। যেমন– সূদী কারবার।
৪. কারবারীর মধ্যে সম্মতির যোগ্যতা না থাকা। যেমন– নির্বোধ, শিশু ও পাগলের বিক্রয়।
৫. আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকা। যেমন– জুয়া, বীমা, লটারী প্রভৃতি।

বিধান : بيع باطل এর দ্বারা ক্রেতা কখনো পণ্যের মালিক হয় না, চায় তা করায়ত্ত হোক বা না হোক।

مُبِيْع **এর প্রকার ভেদ :** مبيع (বিক্রীত বস্তু বা পণ্য) এর দিক بيع ৪ প্রকার : ১. مُقَايَضَة : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ (মালের বিনিময় মাল নগদ) ২. سَلَم : بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ নগদ মূল্যে বাকীতে দ্রব্য, ৩. بيع مطلق : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ অগ্রীম মূল্যে বাকীতে দ্রব্য। যেমন– সাধারণ সংঘটিত বেচা-কেনা। ৪. صرف : بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ বাকীর বিনিময় বাকী।

ثمن **তথা মূল্যের দিক দিয়ে ও** بيع **৪ প্রকার।**

১. مُرَابَحَة পূর্বের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি। ২. تَوْلِيَة পূর্বের সমমূল্যে বিক্রি, ৩. وَضِعِيَة লোকসানে বিক্রি ও ৪. مُسَاوَمَة হুবহু পূর্বের মূল্যে বিক্রি। (সামনে উপরোক্ত بيع সমূহের বিস্তারিত বিবরণ আসছে)।

قوله بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ : ইজাব ও কবুল তিন ধরনের হতে পারে। ১. মৌলিক বাক্যে, ২. লিখিতভাবে ও ৩. কার্যত, (অর্থাৎ মুখে কিছুনা বলে মাল নিয়ে তার মূল্য প্রদান করা) আরবীতে একে البيع التعاطى বলে।

قوله فَالْاٰخَرُ بِالْخِيَارِ : প্রস্তাব মৌখিক বা লৈখিক উভয় ক্ষেত্রে মজলিসে থাকা পর্যন্ত অনুমোদনের অধিকার বলবৎ থাকবে, এরপরে নয়। সুতরাং মজলিসে অনুমোদন না দিলে প্রস্তাব রহিত গণ্য হবে। উক্ত বেচা-কেনার জন্যে পরবর্তীতে নতুন ইজাব-কবুল জরুরী।

قوله وَلَاخِيَارَ الخ : কেননা ইজাব কবুলের সাথে সাথে একে অন্যের দ্রব্যের মালিক হয়ে যায়। একজনের অঙ্গীকৃতি উক্ত আকদ ভঙ্গ করতে পারবেনা। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মজলিসে থাকা পর্যন্ত ফেরত নেয়া দেয়ার অধিকার বাকী থাকবে। চাই ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা চালু থাক বা না থাক।

وَالْاَعْوَاضُ الْمُشَارُ اِلَيْهَا لَايَحْتَاجُ اِلٰى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِىْ جَوَازِ الْبَيْعِ وَالْاَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَاتَصِحُّ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ مَعْرُوْفَةَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ اِذَا كَانَ الْاَجَلُ مَعْلُوْمًا وَمَنْ اَطْلَقَ الثَّمَنَ فِى الْبَيْعِ كَانَ عَلٰى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَاِنْ كَانَتِ النُّقُوْدُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ اِلَّا اَنْ يُّبَيِّنَ اَحَدَهَا وَيَجُوْزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوْبِ كُلِّهَا مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِاِنَاءٍ بِعَيْنِهٖ لَايُعْرَفُ مِقْدَارُهٗ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهٖ لَايُعْرَفُ مِقْدَارُهٗ ـ

অনুবাদ॥ মূল্য ও পণ্য বিনিময় ঃ ১. যেসব পণ্য-দ্রব্য ইশারায় দেখান হয় তার জন্যে পরিমাণ উল্লেখ করা জরুরী নয়। ২. সাধারণ মুদ্রার ক্ষেত্রে ও গুণাগুণ উল্লেখ ছাড়া তা জায়েয হবে না। ৩. নগদ ও পরিশোধের তারীখ উল্লেখ থাকলে বাকীতে বেচা-কেনা জায়েয। ৪. বেচা-কেনার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধরণ নির্দিষ্ট না বললে বাজারে অধিক প্রচলিত মুদ্রা ধর্তব্য হবে। আর মুদ্রা যদি বিভিন্ন ধরনের (এবং সব সময় প্রচলিত) হয় তাহলে কোন একটা স্পষ্ট বর্ণনা না করলে বেচা-কেনা ফাসেদ গণ্য হবে।

ওযন ও অনুমানে বিক্রি ঃ ১. সকল প্রকার খাদ্য শস্য পরিমাপক পাত্র দ্বারা ও অনুমানে বিক্রি করা জায়েয; এবং ওযন অনাবগত নির্দিষ্ট পাত্র ও নির্দিষ্ট পাথর দ্বারা (বিক্রি জায়েয)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَعْوَاض - عِوَضٌ এর বহুঃ বিনিময়, মূল্য, বস্তু বা মুদ্রা যাই হোক. اَلْمُشَارُ اِلَيْهِ ইশারা কৃত, اَثْمَان - ثَمَنٌ এর বহুঃ মূল মুদ্রা হল স্বর্ণ রৌপ্য- ثَمَن حَال নগদ মূল্য, مُؤَجَّل বাকী. نُقُوْد - نَقْدٌ এর বহুঃ মুদ্রা, حُبُوْبٌ - حَبٌّ এর বহুঃ শস্যদানা, مُكَايَلَةٌ কায়েল হিসেবে, কায়ল হল পরিমাপের পাত্র। যথা–ধামা, টুকরী প্রভৃতি। مُجَازَفَة আনুমানিক, اِنَاءٌ পাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْاَثْمَانُ الْمُطْلَقَة ঃ অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ ও মূল্যমান কিছুই উল্লেখ না করে সাধারণভাবে বিক্রি করা, যথা– কেউ বলল "এটাকে আমি টাকার বিনিময় বা চাউলের বিনিময় কিনলাম।" কিন্তু কত টাকা বা কত কেজী ও কি চাউল তা উল্লেখ করলনা।

قوله مُؤَجَّلٌ اِذَا كَانَ الخ ঃ কেননা পরিশোধের দিন নির্দিষ্ট হলে কলহের আশংকা থাকেনা।

قوله وَمَنْ اَطْلَقَ ঃ আমাদের দেশের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী মুদ্রার সাথে সাথে ভারতীয় মুদ্রায় ও বেচা-কেনা হয়, তবে কম। এখন কেউ দশ টাকায় কিছু খরিদ করলে স্বদেশীয় টাকাই ধর্তব্য হবে। আর উভয়টি বহুল প্রচলিত এবং মূল্যমান কমবেশী হলে কোন একটি নির্দিষ্ট করা ছাড়া বেচা-কেনা জায়েয হবে না।

قوله مُكَايَلَةٌ وَمُجَازَفَةٌ ঃ নির্দিষ্ট টুকরী, ধামা ইত্যাদি দ্বারা এবং পরিমাপ না করে ঠিকা বিক্রি করা জায়েয; তবে শর্ত হল নির্দিষ্ট ওজন উল্লেখ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল– এই বস্তার ২মন চাউল বিক্রি করলাম ইত্যাদি। কেননা পরিমাণ উল্লেখের দ্বারা এখন তাতে কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা জায়েয হবে না। আর তাই এক বস্তা চাউল– বললে জায়েয হবে। এক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হল অপর দিকেও ঐ শ্রেণীর বিনিময় না হতে হবে। কেননা উভয় দিক একই শ্রেণীর বস্তু হলে সেক্ষেত্রে কম-বেশী হলে সুদ হবে।

وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا وَقَالَ ابو يُوسُف ومُحَمَّدٌ رح يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي جَمِيعِهَا وَكَذٰلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلٰى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ـ

অনুবদ ॥ ১. কোন ব্যক্তি যদি প্রতি কফীয এক দিরহাম হিসেব খাদ্যস্তুপ বিক্রি করে তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে কেবল প্রথম এক কফীযের ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয। বাকীগুলোর ক্ষেত্রে বাতিল গণ্য হবে। তবে স্তুপের সর্বমোট কফীয উল্লেখ করে থাকলে তাহলে জায়েয হবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– উভয় ক্ষেত্রে জায়েয হবে। ২. কেউ যদি এক পাল ছাগলের প্রতি ছাগল এক দেরহাম হিসেবে বিক্রি করে তাহলে সবগুলোর ক্ষেত্রেই বিক্রি ফাসেদ বিবেচিত হবে। ৩. এরূপে যদি কেউ কাপড় প্রতি গজ এক দেরহাম হিসেবে গজে মেপে বিক্রি করে আর সর্বমোট গজের পরিমাণ উল্লেখ না করে (তাহলে বিক্রি ফাসেদ গণ্য হবে)। ৪. কেউ যদি একশ কফীযের একটি খাদ্যস্তুপ ১০০ দেরহামে ক্রয় করে। আর পরিমাপের পর তা থেকে কম পায় তাহলে ক্রেতা ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে মজুদ পরিমাণ উক্ত মূল্য অনুপাতে গ্রহণ করবে, নতুবা ক্রয় চুক্তি রহিত করবে। আর যদি বেশী পায় তাহলে বেশীটুকু বিক্রেতার থাকবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صُبْرَةٌ স্তুপ, قَفِيزٌ ধামা, পালী ও টুকরী বিশেষ পরিমাপের পাত্র, বহুঃ قُفْزَان , قَطِيعٌ পাল, مُذَارَعَةً গজে মেপে, لَمْ يُسَمِّ নাম উল্লেখ না করে, جُمْلَةَ الذُّرْعَان সর্বমোট গজের, إِبْتَاعَ ক্রয় করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ الخ ঃ কেননা এক্ষেত্রে স্তুপে কত কফীয মাল আছে তা অজ্ঞাত থাকে। ফলে মোট মূল্য কত হবে তাও নিশ্চিত হওয়া যায় না বিক্রি ফাসেদ গণ্য হবে।

قوله يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ ঃ সাহিবাইন (র.) বলেন– এ অজ্ঞতা অতি দূর্বল, উপরন্ত পরিমাপ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মজলিসেই অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়া সম্ভব। সুতরাং ফাসেদ হবে না। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله قَطِيعَ غَنَمٍ الخ ঃ এক্ষেত্রে আবু হানীফা (র.)-এর মতে ১টি ছাগল ও এক গজ কাপড়ের ক্ষেত্রে ও বিক্রি জায়েয না হওয়ার কারণ এই যে, ছাগলের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। স্বভাবত ক্রেতা বড়টি নিতে চাইবে। আর বিক্রেতা চাইবে ছোটটি দিতে। সুতরাং পরস্পরে কলহের আশংকা থেকে যায়। উপরন্তু সংখ্যার অজ্ঞতা ও মূল্যের ও অজ্ঞতা ও এতে বিদ্যমান। আর কাপড়ের ক্ষেত্রে ও কাপড়ের পরিমাণ ও মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। তবে কমপক্ষে এক গজে জায়েয হওয়াতে ও ভিন্ন অসুবিধা আছে। কেননা এতে কাপড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে যে সব কাপড় থেকে এক গজ কেটে নেয়া ক্ষতিকর নয় সে ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয।

قوله كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ঃ এক্ষেত্রে ক্রেতার ইচ্ছাধীন হওয়ার কারণ এই যে, মাল কম হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। কারণ একত্রে সম্পূর্ণ মান গ্রহণ করা বিভিন্ন জায়া হতে গ্রহণ করার তুলনায় সহজসাধ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে নেয়া না নেয়া তার ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেয়াটাই যুক্তি সংগত। তবে নিলে সে অনুপাতে দাম দিবে। সম্পূর্ণটার দাম দিবে না। কারণ এ জাতীয় পণ্য ذَوَاتُ الْأَمْثَال তথা সমমান হওয়ার কারণে এক কফীয়ের সাথে অন্য কফীয়ের কোন তারতম্য হয়না।

قوله فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ঃ কেননা চুক্তি একটা বিশেষ পরিমাণের ব্যাপারে হয়েছিল। সুতরাং বর্ধিত অংশ এ চুক্তির ভেতর দাখিল নয়। একারণে তা বিক্রেতার থাকবে।

وَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى اَنَّهٗ عَشَرَةُ اَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ اَوْ اَرْضًا عَلٰى اَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاِنْ وَجَدَهَا اَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِىْ سَمَّاهُ فَهِىَ لِلْمُشْتَرِىْ وَلَاخِيَارَ لِلْبَائِعِ وَاِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلٰى اَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَ الْجَمِيْعَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذِهِ الرِّزْمَةَ عَلٰى اَنَّهَا عَشَرَةُ اَثْوَابٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةٍ فَاِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً جَازَ الْبَيْعُ بِحِصَّتِهٖ وَاِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ-

অনুবাদ ॥ ৫. যদি কোন ব্যক্তি দশ দিরহামে ১০ হাত হওয়ার শর্তে একটি কাপড় খরিদ করে, অথবা ১০০ গজ হওয়ার শর্তে ১০০ দেরহামে একটি ভূমি ক্রয় করে, অতঃপর বাস্তবে তা থেকে কম পায়, তাহলে ক্রেতা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে পূর্ণ মূল্য দ্বারা তা গ্রহণ করবে নইলে তা পরিত্যাগ করবে। আর পরিমাপে বর্ণিত গজের চেয়ে বেশী পেলে তা ক্রেতার প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার (ফেরত গ্রহণের) কোন অধিকার থাকবে না। যদি বলে যে, আমি তোমার নিকট এটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, এটা ১০০ গজ, ১০০ দেরহামের বিনিময়ে, প্রতি গজ এক দেরহামে। অতঃপর তা থেকে কম পেল তাহলে সে ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে অংশ অনুপাতে মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে নতুবা পরিত্যাগ করবে। আর বেশী পেলে ক্রেতা ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে সম্পূর্ণটা প্রতি গজ এক দেরহামে নিবে, নতুবা বেচা-কেনা রহিত করবে ৬. যদি বলে, "আমি তোমার নিকট দশ কাপড়ের এ গাঁটটি ১০০ দেরহামে বিক্রি করলাম। প্রতিটি কাপড় ১০ দেরহামে। যদি তাতে এর চেয়ে কম কাপড় পায় তাহলে উক্ত অংশে বিক্রি বৈধ হবে, আর পেলে বেচা-কেনা ফাসেদ হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا الخ উল্লেখ্য যে, এখানে কাপড় দ্বারা পিছ কাপড় তথা যা বিশেষত ঃ গজ হিসেবে নয় বরং টুকরা বা পিছ হিসেবে বিক্রি হয় উক্ত কাপড় উদ্দেশ্য আর এক্ষেত্রে কাপড় সামান্য কম বেশী হলে তা ধর্তব্য হয় না। যথা- শাড়ি, পাঞ্জাবীর পিছ ইত্যাদি। তদ্রূপ ভূমির ক্ষেত্রে যা প্লট হিসেবে বিক্রি হয় শতাংশের দিক দিয়ে সামান্য কম বেশী তা ধর্তব্য হয় না; উক্ত ভূমি উদ্দেশ্য। এসব ক্ষেত্রে পরিমাপটা বস্তুত وصف তথা আনুষঙ্গিক বিষয় ধর্তব্য হয়, ذات তথা মূল বস্তু রূপে নয়। এ কারণে তার বিনিময়ে কোন মূল্য কম বেশী হয় না। সুতরাং কম হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে নতুবা নয়। আর যেসব কাপড় বা ভূমি পরিমাপ হিসেবেই বেচা-কেনার প্রচলন থাকে এবং চুক্তির মধ্যে পরিমাণের বিনিময়ে মূল্য নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে এ মাসআলা প্রযোজ্য নয়। وصف ও ذات এর পরিচয়ের ব্যাপারে মূলনীতি এই যে,

مَا يَتَعَيَّبُ بِالتَّبْعِيْضِ وَالتَّشْقِيْصِ فَالزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِيْهِ وَصْفٌ وَمَا لَا يَتَعَيَّبُ بِهِمَا فَهُمَا فِيْهِ اَصْلٌ-

"যে বস্তু পৃথক পৃথক বণ্টনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা মূল্যের দিক দিকে ঘাটতি আসে না সেখানে কম বেশীটা وصف (আনুষঙ্গিক বিষয়ে) গণ্য, আর ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা মূল্যে ঘাটতি হলে তা ذات (বা সত্ত্বাগত) গণ্য হবে।

উল্লেখিত মাসআলাদ্বয়ে ذِرَاع বা গজ وَصْف হিসেবে গণ্য। এ কারণে এর বিনিময়ে কোন মূল্য কম বেশী হবে না। আর কফীযের ক্ষেত্রে কফীয বস্তুর ذات এর মধ্যে দাখিল হিসেবে কম হলে সে অনুপাতে মূল্য ঘাটতি হবে।

قوله وَاِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا الخ ঃ এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অনুযায়ী প্রতি গজের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ স্পষ্ট সুতরাং গজ ذات এর মধ্যে গণ্য হয়েছে। এ কারণে কম হলে সে অনুপাতে মূল্য ঘাটতি হবে।

قوله هٰذِهِ الرِّزْمَةُ الخ কাপড় কম হলে সে অনুপাতে মূল্য দিয়ে কাপড় ক্রয় জায়েয কেননা এতে মূল্য স্পষ্ট হওয়ায় কোন সংঘাতের আশংকা নেই। কাপড় বেশী হলে বর্ধিত কাপড় ফেরত দেওয়া আবশ্যক কিন্তু তা কোনটি এক্ষেত্রে অনির্দিষ্টতা থেকে যায়। ফলে মূল مَبِيْع অনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে بَيْع فَاسِد হবে।

وَ مَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِى الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَمَنْ بَاعَ اَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِى الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَايَدْخُلُ الزَّرْعُ فِى بَيْعِ الْاَرْضِ اِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا اَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اِقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيْعَ وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا اَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِىْ قَطْعُهَا فِى الْحَالِ فَاِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِىْ مِنْهَا اَرْطَالًا مَعْلُوْمَةً وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِىْ سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلّٰى فِىْ قِشْرِهَا وَ مَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِى الْبَيْعِ مَفَاتِيْحُ اَغْلَاقِهَا وَاُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَاُجْرَةُ وَازِنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِىْ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيْلَ لِلْمُشْتَرِىْ اِدْفَعِ الثَّمَنَ اَوَّلًا فَاِذَا دَفَعَ قِيْلَ لِلْبَائِعِ سَلِّمِ الْمَبِيْعَ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ اَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قِيْلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا ـ

অনুবাদ ॥ ৭. কেউ কোন ঘর ক্রয় করলে উক্ত ঘরের ভীত ও ক্রয়ের মধ্যে গণ্য হবে। যদিও তা উল্লেখ না করে। ৮. কেউ জমি ক্রয় করলে জমিতে অবস্থিত খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষাদিসহ সব কিছুই এতে দাখিল থাকবে যদিও তা উল্লেখ না থাকে। তবে জমিতে ফসল থাকলে উল্লেখ না করা ছাড়া তা দাখিল থাকবে না। ৯. কেউ খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ ফল অবস্থায় ক্রয় করলে উক্ত ফল বিক্রেতার থাকবে। তবে যদি তা ক্রেতার দখলে আনার শর্ত করে (তাহলে ক্রেতা তার মালিক হবে।) (শর্ত না করার ক্ষেত্রে) বিক্রেতাকে উক্ত ফল কেটে নিয়ে গাছ বুঝিয়ে দেওয়ার আদেশ করতে হবে। ৯. কেউ গাছের ফল চাই তা ভক্ষণ উপযোগী হোক বা না হোক বিক্রি করলে উক্ত বেচা-কেনা দুরস্ত হবে। ক্রেতার জন্যে উক্ত ফল সাথে সাথে কর্তন করে নেয়া ওয়াজিব। যদি (ক্রয় কালে) গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্ত করে তাহলে বেচাকেনা ফাসেদ গণ্য হবে। ১০. কোন ফল ক্রয় করে নির্দিষ্ট মাপের ফল বাদ দেওয়া জায়েয নয়। ১১. খোসার মধ্যস্থিত গম বা সব্জী বিক্রি করা জায়েয। ১২. কেউ ঘর কিনলে ঘরের তালার চাবিও বেচা-কেনার মধ্যে দাখিল থাকবে। ১৩, পরিমাপকারীও মুদ্রা নিরিক্ষকের পারিশ্রমিক বিক্রেতার উপর বর্তাবে। ১৪. কেউ নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতাকে আগে মূল্য পরিশোধ করতে বলতে হবে। মূল্য পরিশোধের পর বিক্রেতাকে পণ্য অর্পণের অর্ডার করতে হবে। ১৫. কেউ পণ্যের বিনিময় পণ্য বিক্রি করলে বা মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রি করলে উভয়কে একই সাথে একে অপরকে মুদ্রা অর্পণ করতে বলা হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بِنَاءٌ ভীত, (যা স্থানান্তর যোগ্য), نَخْل খেজুর গাছ, وَاِنْ لَمْ يُسَمِّه যদিও নির্দিষ্ট রূপে তার নাম উল্লেখ না করে, مُبْتَاع ক্রেতা, قِشْر খোসা, ছাল, غَلَق و اَغْلَاق -এর বহুঃ তালা, سِلْعَة মুদ্রা, بَاقِلَّاء সব্জি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ الخ এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যা বস্তুর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সংশ্লিষ্ট। যথা- ঘরের গিরিল, ফিটিং তালা ইত্যাদি বিক্রিত মালের মধ্যে গণ্য হবে। আর যা অবিচ্ছেদ্য নয়। বরং ঘরের আসবাবপত্র এসব উল্লেখ না করলে বিক্রিত মালে শামিল হবে না।

قوله فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ ঃ বৃক্ষের ফল বৃক্ষের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত নয় বরং ইচ্ছে করলে তা যেকোন মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এ কারণে বৃক্ষ বিক্রির মধ্যে শামিল হবে না। তবে গাভী, বকরীর গর্ভস্থ বাচ্চা যদিও স্থায়ী নয়; কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ না হলে তা প্রসব হয় না এবং তা বিচ্ছেদ করার ব্যাপারে বান্দার কোনই হাত নেই। বিধায় গর্ভস্থ বাচ্চা মার تَابِع (অনুগত) হিসেবে বিক্রির মধ্যে শামিল থাকবে।

قوله لَمْ يَبْدُو صَلَاحُهَا الخ ঃ لَمْ يَبْدُ অর্থ প্রকাশ না পায়, صَلَاحُهَا ফলের উপযোগিতা। যে কোন উপায়ে হানাফীগণের মতে ফল ঝরে পড়ার সময় পেরিয়ে যাওয়া। আর শাফেয়ীগণের মতে ফলের প্রকৃত স্বাদযুক্ত হওয়ার উপযোগী হওয়া ধতব্য। হানাফীগণের মতে উপযোগিতা আসুক বা না আসুক উভয় ক্ষেত্রে তা বিক্রি জায়েয। কেননা তা مَالِ مُتَقَوِّمْ (তথা অর্থকরী পণ্য)। চাই বর্তমান হোক বা সামান্য পরে। আর বাকী ইমামগণের মতে পূর্ণ উপযোগিতা না আসা পর্যন্ত বিক্রি না জায়েয।

قوله فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا الخ ঃ ক্রয়ের পরে গাছে ফল বা জমিতে গাছ রেখে দেয়ার শর্ত করলে তা ফাসেদ গণ্য হবে। কেননা বেচা-কেনা পূর্ণতা লাভ করে নিজ নিজ বস্তুর মূল্য কব্য তথা হস্তগত করার দ্বারা। অথচ এখানে তা পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং এ শর্তটা بيع এর চাহিদা বহির্ভূত হল। দ্বিতীয়তঃ এরূপ শর্তের দ্বারা একই চুক্তির ভিতর অপর একটি আক্দ (চুক্তি) করা প্রমাণিত হয়। কেননা, যদি অর্থের বিনিময়ে রেখে দেয়ার শর্ত করে তাহলে إجارة (ইজারা বা ভাড়া) প্রমাণিত হয়। আর অর্থের বিনিময় না হলে তা دين (ঋণ) প্রমাণিত হয়। অথচ এক আক্দের মধ্যে দু আক্দ (চুক্তি) করা হতে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যথা–

نَهٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ(صلعم) عَنْ صَفْقَةٍ فِيْ صَفْقَةٍ

قوله أَرْطَالًا مَعْلُوْمًا الخ ঃ কারণ এতে অবশিষ্ট অংশ বা মাজহুল তথা অস্পষ্ট থেকে যায়।

قوله بَيْعُ الْحِنْطَةِ الخ ঃ কেননা খোসার অভ্যন্তরস্থ মাল যথা– নারিকেল, সুপারি, বাদাম এবং বিশ্বস্থ প্যাকেট জাতদ্রব্য প্রভৃতি সর্বত্র مال متقوم (অর্থকারী বস্তু) পরিগণিত। সুতরাং উক্ত অবস্থায় বিক্রি বৈধ।

قوله مَفَاتِيْحُ أَغْلَاقِهَا ঃ কেননা চাবি তালার পরিপূরক রূপে গণ্য হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ফিটিং তালা উদ্দেশ্য। অন্যথায় উল্লেখ না করলে তা দাখিল হবে না।

قوله أُجْرَةُ الْكَيَّالِ الخ ঃ কেননা বিক্রেতার ওপর ক্রেতাকে তার পণ্য বুঝিয়ে দেয়া জরুরী। আর এর জন্যে ওযন বা পরিমাপীয় বস্তু ওযন বা পরিমাপ করা অপরিহার্য। সুতরাং বিক্রেতার ওপরই এর পারিশ্রমিক বর্তাবে।

قوله وَقِيْلَ لِلْمُشْتَرِىْ الخ ঃ কেননা পণ্য আগ হতেই নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু মূল্য হস্তান্তর হওয়া ছাড়া নির্দিষ্ট হয় না। এ কারণে মূল্য আগে দিতে হবে।

قوله سِلْعَةٌ بِسِلْعَةِ الخ ঃ এক্ষেত্রে উভয় দিকে একই জাতীয় বস্তু হওয়ার কারণে কোনটির অগ্রাধিকার নেই। বিধায় একত্রে হস্তান্তর করতে হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। بيع কাকে বলে? بيع কত প্রকার ও কি কি বিস্তারিত লিখ।

২। بيع فاسد ও بيع باطل এর সংজ্ঞা ও হুকুম (বিধান) এবং بيع صحيح এর শর্ত ও রূকন লিখ।

৩। وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيْزٍ بِدِرْهَمٍ অত্র ইবারতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ বিস্তারিত উল্লেখ কর।

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَمَا دُوْنَهَا وَلَا يَجُوْزُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رح يَجُوْزُ اِذَا سَمّٰى مُدَّةً مَعْلُوْمَةً ـ

খিয়ারে শর্ত (বেচা-কেনা রহিত করার অধিকার)

অনুবাদ ॥ খিয়ারে শর্তের বিধান ঃ বেচা-কেনার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যে খিয়ারে শর্ত (তথা বেচা-কেনা রহিত করার অধিকারের শর্তারোপ করা) জায়েয। উভয়ের এ অধিকার সর্বোচ্চ তিনদিন ও এর চেয়ে কম মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য। আবু হানীফা (র)-এর মতে, এর বেশী মেয়াদের জন্যে (এ অধিকার রাখা) না জায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করলে (এর অধিকও) জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله خِيَارُ الشَّرْطِ ঃ خيار অর্থ পছন্দ করার অধিকার, বা ইচ্ছাধীন হওয়া, এখানে خِيَارُ الشَّرْطِ টা নাহুর পরিভাষায় اِضَافَةُ الْحُكْمِ اِلَى السَّبَبِ এর অন্তর্গত। অর্থাৎ خيار ثَبَتَ بِسَبَبِ الشَّرْطِ ছিল। (শর্তের কারণে প্রাপ্ত অধিকার।) ক্রেতা বা বিক্রেতার জন্যে বেচা-কেনা রহিত করে নিজ নিজ পণ্য বা মুদ্রা ফেরত গ্রহণের অধিকার রাখাকে পরিভাষায় خِيَارِ شرط বলে। কেননা অনেক সময় প্রতারিত হওয়ার বা পরামর্শ না করে ক্রয় বা বিক্রয়ের দ্বারা অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্যে ইসলামে অত্র অসুবিধা নিরসনকল্পে خيار شرط কে জায়েয রাখা হয়েছে।

খেয়ারে শর্তের মেয়াদ প্রসঙ্গে মতভেদ ও দলীল ঃ قوله ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা-এর মতে, এরূপ অধিকার রাখার সর্বোচ্চ মেয়াদ হল তিনদিন। তাঁর দলীল হল হাব্বান ইবনে মুনকিয (রা) এর হাদীস। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল? প্রায়ই আমি বেচা-কেনায় প্রতারিত হই। (সুতরাং এ থেকে বাঁচার উপায় কি?) নবীজী (সা.) তাকে বললেন– তুমি বেচা-কেনা কালে এরূপ বলবে– لا خلابة ولى الخيار ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ "প্রতারণা চলবে না, উপরন্ত আমার জন্যে তিনদিন খিয়ার থাকবে"। এতে খিয়ারের মেয়াদ তিন দিন রাখা হয়েছে। আর এক সাহাবী উট ক্রয়ের পর চার দিনের খিয়ার রাখলে নবীজী (স) উক্ত ক্রয়কে বাতিল সাব্যস্থ করেন। বস্তুতঃ এটা عَقْدِ بَيْع-এর চাহিদার খেলাফ। সুতরাং কম মেয়াদের উপরই সীমিত হওয়া শ্রেয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– নির্দিষ্ট দিন হলে দুই মাস পর্যন্ত হতে পারে, তাদের দলীল হল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতামত সম্বন্ধীয় হাদীস, যাতে দু'মাস পর্যন্ত খিয়ার রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। উপরন্ত কিয়াস ও এর অনুমোদন করে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে বেশী মেয়াদের ও প্রয়োজন পড়ে। অতএব এটা تَاجِيْلِ ثَمَن তথা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকীতে ক্রয় করার ন্যায় হল। যা সকলের নিকট জায়েয। এতে সর্বোচ্চ মেয়াদের নির্দিষ্টতা নেই। বরং ক্রেতা-বিক্রেতার সুযোগ সুবিধার ওপর নির্ভর।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য ঃ খিয়ারে শর্ত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জেনে রাখা আবশ্যক। যথা– (ক) খিয়ারের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হতে হবে, (খ) খিয়ার প্রদানের পর অপরজনের তা রহিত করার অধিকার থাকবে না। (গ) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত বেচা-কেনা চূড়ান্ত গণ্য হবে। (ঘ) খিয়ার গ্রহীতার মৌখিক, লিখিত বা আচুরনিক স্বীকৃতি পেলে তা চূড়ান্ত গণ্য হবে। (ঙ) উভয়ের কেউ মারা গেলে খিয়ার বাতিল গণ্য হবে। (চ) নিম্নোক্ত ১০ বিষয়ে খিয়ারে শর্ত জায়েয– ১. نِكَاح ২. طَلَاق ৩. يَمِيْنُ ৪. نَذْرٌ ৫. بيع صرف ৬. بَيْع سَلَم ৭. اقرار ৮. توكيل ৯. وقف ও ১০. هبه

وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوْجَ الْمَبِيْعِ مِنْ مِلْكِهٖ فَاِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِىْ فَهَلَكَ بِيَدِهٖ فِىْ مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيْمَةِ وَخِيَارُ الْمُشْتَرِىْ لَا يَمْنَعُ خُرُوْجَ الْمَبِيْعِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ اِلَّا اَنَّ الْمُشْتَرِىْ لَا يَمْلِكُهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٌ رح يَمْلِكُهٗ فَاِنْ هَلَكَ بِيَدِهٖ هَلَكَ بِالثَّمَنِ وَكَذٰلِكَ اِنْ دَخَلَهٗ عَيْبٌ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهٗ اَنْ يَفْسَخَ فِىْ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهٗ اَنْ يُجِيْزَهٗ فَاِنْ اَجَازَهٗ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهٖ جَازَ وَاِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْاٰخَرُ حَاضِرًا وَاِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهٗ وَلَمْ يَنْتَقِلْ اِلٰى وَرَثَتِهٖ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنَّهٗ خَبَّازٌ اَوْ كَاتِبٌ فَوَجَدَهٗ بِخِلَافِ ذٰلِكَ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهٗ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهٗ ـ

অনুবাদ ॥ খিয়ার অবস্থায় মালিকানা প্রসঙ্গ ঃ ১. বিক্রেতার খিয়ার (বিক্রিত পণ্য) তার মালিকানা হতে বহির্ভূত হওয়ার প্রতিবন্ধক (অর্থাৎ বিক্রেতা এর মালিক থাকবে)। সুতরাং ক্রেতা তা করায় করার পর যদি মেয়াদের মধ্যে তার নিকট উক্ত পণ্য নষ্ট হয়ে যায় তবে তার জন্যে এর (বাজার) মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ২. ক্রেতার খিয়ার পণ্য বিক্রেতার মালিকানা বহির্ভূত হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। তবে (এ সময়) আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা-এর মালিক হবে না। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– ক্রেতা এর মালিক হবে। সুতরাং ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হলে তার পূর্ণ মূল্য জরিমানা দিতে হবে। তদ্রুপ ক্রেতার নিকট তা দোষমুক্ত হলেও (তার মূল্য জরিমানা দিতে হবে) ৩. যার জন্যে খিয়ার রাখা হয়েছে খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে তার জন্যে উক্ত বেচা-কেনা রহিত বা চূড়ান্ত করার অধিকার আছে। যদি সে অপর জনের অসাক্ষাতে অনুমোদন করে তা জায়েয আছে। কিন্তু রহিত করলে অপর জনের উপস্থিতি ছাড়া জায়েয হবে না।

খিয়ার বাতিল প্রসঙ্গ ঃ ১. যার জন্য খিয়ার স্বীকৃত হয়েছে সে মৃত্যুবরণ করলে খিয়ার বাতিল গণ্য হবে। আর ওয়ারিসগণের নিকট খিয়ার স্থানান্তরিত হবে না। ২. যদি কেউ তার গোলামকে এ কথা বলে বিক্রি করে যে, সে ভাল রুটি প্রস্তুতকারক বা ভাল লেখক। আর ক্রেতা তাকে এর বিপরীত পায়। তাহলে ক্রেতা ইচ্ছাধীন। চাইলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তাকে রাখবে, নতুবা ত্যাগ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَ خِيَارُ الْبَائِعِ الخ ঃ কেননা বিক্রেতার বিক্রির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। অতএব তার মালিকানামুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় ক্রেতার নিকট তা ক্ষতিগ্রস্থ বা বিনষ্ট হলে তাকে এর স্বীকৃত মূল্য নয়; বরং বাজার মূল্য দিতে হবে। কেননা বেচা-কেনা চূড়ান্ত হলে তা রহিত করে পণ্য ফেরত নিতে পারত, কিন্তু নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থের কারণে তা পারছে না। সুতরাং তার বাজার মূল্য জরিমানা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

قوله وَخِيَارُ الْمُشْتَرِىْ الخ ঃ ক্রেতার খিয়ার থাকাকালে ক্রেতার হাতে পণ্য বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার স্থিরকৃত মূল্যই জরিমানা দিতে হবে। কেননা ক্রেতার কাছে বিনষ্ট হওয়া পণ্য দোষী বা ক্ষতিকরণ সাব্যস্থ করে। আর ক্রেতার পক্ষ হতে এরূপ করলে তাতে বেচা-কেনা চূড়ান্ত সাব্যস্থ হয়। ফলে স্থিরকৃত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

قوله الْمُشْتَرِىْ لَا يَمْلِكُهٗ الخ ঃ ক্রেতার খিয়ারে আবু হানীফা (র.)-এর মতে পণ্য বিক্রেতার মালিকানা বহির্ভূত হয়। তবে ক্রেতা তার মালিক হয় না। আর সাহিবাইন ও বাকী তিন ইমামের মতে ক্রেতা মালিক হয়ে যায়। নতুবা পণ্যটি মালিকবিহীন থাকা প্রমাণিত হয়; যার কোন নজীর নেই। ইমাম সাহেব (র.) বলেন– ক্রেতাকে তার

মালিক সাব্যস্থ করলে যেহেতু সে এখনো মূল্য পরিশোধ করিনি বা খিয়ারের কারণে এখনো করা ওয়াজিব নয়। সেহেতু একই ব্যক্তি পণ্যের মালিক হবে। আবার তারই ওপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে; তা হতে পারে না। এতে إِجْتِمَاعِ بَدَلَيْنِ প্রমাণিত হয়, অথচ এর কোন নজীর নেই। আর কেউ মালিক না থাকার যে কথা বলা হয়েছে এটা দোষণীয় নয়, বরং শরীআতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। যেমন বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লি যদি বায়তুল্লাহর খেদমতের জন্যে গোলাম ক্রয় করে তাহলে কেউ তার মালিক থাকে না এবং কোন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি তার সম্পদ পরিমাণ ঋণ নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে তার ওয়ারিশগণ তার মালিক হয় না। আবার ঋণ দাতাগণের হাতে না যাওয়া পর্যন্ত তারাও এর মালিক হয় না।

قوله وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ الخ : এটা মূলত ঃ তরফাইন (রা.)-এর অভিমত। আর এ কথার ওপরই (র.)-এর ফতোয়া। ইমাম আবু ইউসুফ, যুফর ও আইম্মায়ে ছালাছা মতে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কেননা بيع চূড়ান্ত করার যেহেতু অধিকার আছে। সুতরাং রহিত করারও অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত। আর তরফাইন (র.) বলেন– চূড়ান্ত করাটা তার নিজস্ব ব্যাপারে হয়; কিন্তু রহিত করলে তার আছর বা ক্রিয়া বিক্রেতার ওপর বর্তায়। সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে তা হতে পারে না।

قوله وَإِذَا مَاتَ الخ : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে ওয়ারিসগণ উক্ত খিয়ারের অধিকারী হবে। কেননা এটা শরীআত স্বীকৃত অধিকার। তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ অন্যান্য অধিকারের ন্যায়-এর ও মালিক হবে। আর ইমাম সাহেব (র.) বলেন– এটা মূলতঃ কোন বস্তু নয় বরং একটা ইচ্ছার অধিকার মাত্র। যা স্থানান্তর যোগ্য নয়। বরং মৃত্যুর সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়।

قوله أَخَذَ بِجَمِيعِ الخ : কেননা রুটি প্রস্তুত করা তার وصف বা আনুষঙ্গিক বিষয়, ذات নয়। আর وصف এর বিনিময়ে কোন মূল্য হতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। তবে কথার বৈপরিত্বের কারণে তার উক্ত গোলাম রাখা না রাখার অধিকার থাকবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। خِيار কাকে বলে ? خِيار কত প্রকার ও কি কি?

২। خيار থাকা কালে পণ্যের মালিক কে হবে বিশদ ভাবে লিখ।

৩। خيار شرط কাকে বলে? এর মেয়াদ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ বিস্তারিত লিখ।

৪। خيار شرط থাকা কালে দ্রব্যের মালিক কে হয় ? কখন খেয়ার বাতিল গণ্য হয়? লিখ।

بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

وَمَنِ اشْتَرٰى مَالَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ اِذَا رَاٰهُ اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلٰى وَجْهِ الصُّبْرَةِ اَوْ اِلٰى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا اَوْ اِلٰى وَجْهِ الْجَارِيَةِ اَوْ اِلٰى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَاِنْ رَاٰى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَاِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوْتَهَا ـ

খিয়ারে রুয়াত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. কেউ কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করলে তা জায়েয। তবে দেখার পর তার খিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে তা নিবে নতুবা প্রত্যাখ্যান করবে। ২. কোন ব্যক্তি না দেখে বিক্রি করলে তার কোন খিয়ার থাকবে না। ৩. কেউ যদি স্তূপের উপরিভাগ, বা থান কাপড়ের বহির্ভাগ অথবা দাসীর মুখমণ্ডল, কিংবা সোয়ারীর মুখমণ্ডল বা নিতম্ব দেখে ক্রয় করে তার খিয়ার থাকবে না। এরূপে যদি ঘরের কক্ষসমূহ না দেখে বারান্দা দেখে ক্রয় করে তারও খিয়ার থাকবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ رُؤْيَة দেখা, رَدَّهُ তা প্রত্যাখ্যান করবে, ফেরত দিবে, وَجْهُ الصُّبْرَةِ স্তূপের উপরাংশ; مَطْوِيًّا ভাজকৃত, থান কাপড় ; جَارِيَة দাসী ; دَابَّة সোয়ারী; كَفَلٌ নিতম্ব, পাছা; صَحْنٌ বারান্দা, উঠান; لَمْ يُشَاهِدْ না দেখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله خِيَارُ الرُّؤْيَةِ না দেখে ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখার পরে ক্রেতার তা গ্রহণ করা না করার অধিকার কে খিয়ারে রুয়াত বলে। خِيَارُ الرُّؤْيَةِ টি নাহুর পরিভাষায় اِضَافَةُ الْمُسَبَّبِ اِلَى السَّبَبِ এর অন্তর্গত ; কেননা দেখার কারণে অধিকার প্রাপ্ত হয়। চার ক্ষেত্রে এ খিয়ার প্রযোজ্য ১. সত্ত্বাগত বস্তু ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ২. ইজারা বা ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩. হিস্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে ও ৪. মালের দাবিতে নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর সন্ধির ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য যে, অত্র খিয়ার রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন– "কেউ কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করলে দেখার পর তার নেয়া না নেয়ার অধিকার থাকবে।" (দারুকুৎনী)

জ্ঞাতব্য ঃ ১. খিয়ারে রুয়াত কেবল ক্রেতার জন্যে প্রযোজ্য, বিক্রেতার জন্যে নয়, ২. কোন বস্তুর নমূনা দেখে খরিদ করার পর বাকী পণ্যের সাথে নমূনার মিল থাকলে তা ফেরতযোগ্য হবে না। তবে গরমিল থাকলে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। ৩. দেখা ও ক্রয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে খিয়ার বহাল থাকবে।

বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে রুয়াত স্বীকৃত কিনা ঃ قوله وَمَنْ بَاعَ الخ ঃ বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে রুয়াত স্বীকৃত নয়। বর্ণিত আছে– হযরত উসমান (রা.) বসরায় অধিকৃত একটি ভূমি তালহা ইবনে যুবায়রের নিকট বিক্রি করেন। জনৈক ব্যক্তি উসমান (রা.)-এর নিকট গিয়ে বলল– আপনি তো ঠকে গিয়েছেন। তিনি বললেন– আমি তো না দেখে বিক্রি করেছি। সুতরাং খিয়ার থাকবে। অপরদিকে লোকটি তালহা (রা.)-এর নিকট গিয়েও একই কথা বলল, এবং তিনি একই উত্তর দেন। পরে উভয়ে জুবাইর ইবনে মুতঈমের নিকট ফয়সালার জন্যে গেলে তিনি তালহা (রা)-এর পক্ষে খিয়ার থাকার সিদ্ধান্ত দেন। (তহাবী ও বায়হাকী)

قوله وَاِنْ نَظَرَ الخ ঃ কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণ مَبِيع (পণ্য) দেখা অসম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং مَبِيع সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হওয়া পরিমাণ দেখাই যথেষ্ট। তবে অবশিষ্ট অংশ বিপরীত হলে ক্রেতার তা নেয়া না নেয়ার অধিকার থাকবে।

قوله وَاِنْ رَاٰى صَحْنَ الخ ঃ বস্তুতঃ এ মাসআলা তখনকার যুগের জন্যে। বর্তমান ঘরের অভ্যন্তরের কারুকার্য, বিভিন্ন রুম, টয়লেট ইত্যাদি না দেখা পর্যন্ত ভিতরগত অবস্থা অবহিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে ভিতরাংশ না দেখলে খিয়ার বহাল থাকবে।

وَبَيْعُ الْأَعْمٰى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرٰى وَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَمُسَّ الْمَبِيْعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْمَسِّ أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ أَوْ يَذُوْقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتّٰى يُوْصَفَ لَهُ وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَآهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ ـ

অনুবাদ ॥ ৫. অন্ধ ব্যক্তির বেচা-কেনা জায়েয। তবে ক্রয়ের পর তার খিয়ার থাকবে। ৬. অন্ধ ব্যক্তির খিয়ার রহিত হবে ঐ সময় যখন সে স্পর্শ দ্বারা বস্তুর ভাল-মন্দ উপলব্ধি করতে পারে তাহলে পণ্য স্পর্শের দ্বারা। আর ঘ্রাণ লওয়ার দ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে ঘ্রাণ লওয়ার দ্বারা এবং আস্বাদনের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে স্বাদ গ্রহণের দ্বারা। ৭. ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভূমির গুণাগুণ বর্ণনা না করা পর্যন্ত তার খিয়ার বিলুপ্ত হবে না। ৮. কেউ অন্যের জিনিস তার বিনা অনুমতিতে বিক্রি করলে তার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে বিক্রির অনুমোদন দিবে, ইচ্ছে করলে রহিত করবে। তবে অনুমোদন দেয়ার সুযোগ তখন থাকবে যখন উক্ত পণ্য অক্ষত থাকবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা বহাল থাকবে। ৯. কোন ব্যক্তি এক জোড়া কাপড়ের একটি দেখে ক্রয় করার পর যদি অন্যটি দেখে তাহলে (পছন্দ না হলে) তার জন্যে উভয়টি ফেরত দেওয়া জায়েয। ১০. খিয়ারে রুয়াত থাকাকালে কেউ মারা গেলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ১১. কেউ কোন বস্তু দেখার পর দীর্ঘ দিন পরে তা ক্রয় করলে যদি তা পূর্বের অবস্থার উপর বহাল থাকে তাহলে তার খিয়ার থাকবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَعْمٰى অন্ধ, يَمُسَّ স্পর্শ করে, يَشُمَّهُ তার ঘ্রাণ লয়, يَذُوْقَهُ তার স্বাদ গ্রহণ করে, عَقَارٌ ভূমি, স্থাবর সম্পত্তি, مُدَّةٌ দীর্ঘ সময়, مُتَغَيِّرٌ পরিবর্তিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَلَهُ الْخِيَارُ অর্থাৎ যে উপায়ে বস্তুর ধারণা নেয়া সম্ভব হয় উক্ত উপায়ে ধারণা নেয়ার পর খিয়ার বাতিল হবে, নতুবা নয়। যথা স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেয়া ইত্যাদি।

قوله حَتّٰى يُوْصَفَ ঃ গুণাগুণ দ্বারা সম্পত্তির বিশদ বিবরণ যথা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অবস্থান, অবকাঠামো, গাছ-পালা ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, খিয়ারের এ সকল ক্ষেত্রে কেউ উকিল নিযুক্ত করলে তার মতামতই চূড়ান্ত গণ্য হবে। পরে মুয়াক্কিলের কোন খিয়ার থাকবেনা।

قوله جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا الخ ঃ কেননা একটির দেখার দ্বারা অপরটির খিয়ার বাতিল হবে না। ফেরত দিতে চাইলে উভয়টি ফেরত দিতে হবে। একটি রেখে অপরটি ফেরত দিতে পারবে না। কেননা উভয়টি একই আকদে ক্রয় করেছিল। এখন একটি রেখে অপরটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে একই আকদে আরেকটি আক্‌দ পাওয়া যাচ্ছে, যা অবৈধ। সুতরাং পূর্বের আক্‌দকে বহাল রাখতে হলে উভয়টি রাখতে হবে। আর রহিত করলে উভয়টি ফেরত দিবে।

قوله جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا الخ ঃ কেননা দেখার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে তার পূর্বের যে ধারণা লাভ হয়েছিল তা এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুতরাং নতুন করে খিয়ারের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

قوله وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا الخ ঃ কেননা তার পূর্বের দেখার সাথে পরবর্তী দেখার কোন মিল নেই। সুতরাং কেমন যেন সে উক্ত পণ্য দেখেইনি। আর পণ্য না দেখার ক্ষেত্রে খিয়ার বিদ্যমান থাকে।

بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

إِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِىْ عَلَى عَيْبٍ فِى الْمَبِيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِى عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِى الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ عَيْبٌ فِى الصَّغِيْرِ مَالَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَيْبٍ حَتّٰى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَالْبَخَرُ وَالذَّفَرُ عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ دَاءٍ وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا (وَوَلَدُ الزِّنَا) عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ دُوْنَ الْغُلَامِ -

---

খিয়ারে আইব প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ পণ্য দোষী হলে তার বিধান ঃ ১. পণ্যে দোষ সম্পর্কে অবগত হলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে। নইলে তা ফেরত দিবে। উক্ত পণ্য রেখে তার ক্ষতিপূরণ লওয়ার অধিকার নেই। ২. যে সকল বস্তু ব্যবসায়ীদের রীতি অনুযায়ী মূল্যের ঘাটতি ঘটায় তা দোষ গণ্য। (সুতরাং কৃতদাসের) পলায়ন করা, বিছানায় পেশাব করা, চুরি করা, বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা দোষ গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর তা দোষ বিবেচিত হবে না। তবে বালেগ হওয়ার পর এর অভ্যাসে পরিণত হলে তখন তা দোষ বিবেচিত হবে। ৩. ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে তা দোষ গণ্য নয়। তবে রোগের কারণে হলে তা দোষ গণ্য হবে। ৪. ব্যভিচারিণী ও জারজ সন্তান হওয়া দাসীরক্ষেত্রে দোষ, দাসের ক্ষেত্রে নয়

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عَيْبٌ দোষ, اِطَّلَعَ অবগত হল, يُمْسِكُهُ তা'আবদ্ধ রাখবে, نُقْصَانُ ঘাটতি, ত্রুটি, ক্ষতিপূরণ অর্থে, اِبَاقٌ পলায়ন করা, عَادَةُ التُّجَّارِ ব্যবসায়ীদের রীতি, بَخَرٌ মুখের দুর্গন্ধ, ذَفَرٌ বগলের দুর্গন্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله خِيَارُ الْعَيْبِ **খিয়ারে আইবের সংজ্ঞা ঃ** পণ্য ক্রয়ের পরে তাতে দোষ-খুঁত পরিলক্ষিত হলে শরীআতে উক্ত পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকারকে خِيَارُ الْعَيْبِ বলা হয়।

পটভূমিঃ ইসলামে সর্বকাজে স্বচ্ছতা ও নিষ্কলুষতা কাম্য। সুতরাং ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতারণা করা, ভাল মাল উপরে রেখে খারাপ মাল দৃষ্টির আড়ালে রাখা, ভেজাল করা, জাল ও অচল নোট দেওয়া ইত্যাদি কোন মুসলিম ব্যবসায়ীর কাজ হতে পারে না। একদা নবীজী (সা.) বাজারে একটি শস্যস্তূপের ভিতর হাত প্রবিষ্ট করলে ভিতরে ভেজা শস্য দেখতে পান। অথচ উপরে ছিল শুকনো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا যে প্রতারণা করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। পণ্যে কোন প্রকার দোষ-মুক্ত থাকলে তা অবহিত করাই ব্যবসায়ীর নৈতিক দায়িত্ব।

قوله اِطَّلَعَ الْمُشْتَرِىْ الخ ঃ বেচা-কেনা স্বভাবতঃ উভয় পক্ষের বস্তু দোষ-ত্রুটিমুক্ত থাকার দাবীদার। সুতরাং এর বিপরীত হলে নেয়া না নেয়ার অধিকার থাকাই যুক্তিযুক্ত। তবে এ অধিকারের জন্যে কতিপয় শর্তাবলী আছে। যথা- ১. বিক্রেতার নিকট থাকাকালে দোষী হওয়া, ২. খরীদ কালে বা ৩. করায়ত্ত করা কালে উক্ত দোষ সম্পর্কে অবহিত না থাকা, ৪. বিনা কষ্ট ব্যয়ে দোষ দূর করা বিক্রেতার জন্যে অসম্ভব হওয়া, ৫. পণ্যে কোন প্রকার দোষ থাকলে বিক্রেতা তার জন্যে দায়ী না হওয়ার শর্ত না থাকা ও ৬. বেচা-কেনা রহিত হওয়ার পূর্বে দোষমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা।

পণ্যের দোষের সংজ্ঞা ঃ قوله وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الخ যে সমস্ত দোষে পণ্যের মূল্য ঘাটতি ঘটায় তা দোষ বলে বিবেচিত। দোষ বা খুঁতের ব্যাপারে এটা একটি বিশেষ মূলনীতি। এর আলোকে সকল দোষ-ত্রুটি বিচার্য হবে। এ পর্যায়ের দোষ না হলে তা ফেরত গ্রহণের জন্যে বিক্রেতা বাধ্য হবে না। বরং ফেরত নেয়া না নেয়া তার নিজস্ব ব্যাপার হবে।

وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَّرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيْعَ إِلَّا أَنْ يَّرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَّأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيْقَ بِسَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَّأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ وَ مَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَّرُدَّهُ عَلٰى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّرُدَّهُ عَلٰى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الْعُيُوْبِ وَلَمْ يَعُدَّهَا -

---

অনুবাদ ॥ পণ্য অফেরতযোগ্য দোষ প্রসঙ্গ ঃ ১. ক্রেতার নিকট নতুন কোন দোষ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি জানতে পারে যে, বিক্রেতার নিকট থাকা কালে ও দোষী ছিল। তাহলে ক্রেতার জন্যে (পূর্বের) দোষ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। পণ্য ফেরত দিতে পারবে না, তবে বিক্রেতা উক্ত দোষ সহ ফেরত নিতে সম্মত হলে নিতে পারে। ২. (কাপড় খরিদের পর) যদি ক্রেতা কাপড় কেটে ফেলে বা সেলাই করে, বা রং করে অথবা ছাতু ক্রয়ের পর যদি তা ঘি মিশ্রিত করে। অতঃপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে ক্ষতি পূরণ নিবে। তবে বিক্রেতার জন্যে উক্ত পণ্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না। ৩. কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দিল বা সে মারা গেল অতঃপর দোষ সম্পর্কে অবগত হল তাহলে দোষ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিবে। তবে ক্রেতা যদি তাকে হত্যা করে অথবা খাদ্য ক্রয়ের পর তা ভক্ষণ করে ফেলে তারপর দোষ অবগত হয় তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর উক্তি মতে কোন ক্ষতি পূরণ নিতে পারবে না। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– দোষ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। ৪. কেউ গোলাম বিক্রির পর ক্রেতা যদি তাকে বিক্রি করে। অতঃপর দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট তা দোষের কারণে ফেরত দেয়। এটা হাকিমের সিদ্ধান্তক্রমে হলে প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের অধিকার থাকবে। আর হাকিমের সিদ্ধান্তক্রমে না হলে তার জন্যে প্রথম বিক্রেতা হতে ক্ষতিপূরণ নেয়ার অধিকার থাকবে না। ৫. যদি কেউ গোলাম (বা পণ্য) ক্রয় করে আর বিক্রেতা সকল দোষ হতে দায়মুক্ত থাকার শর্তারোপ করে তাহলে ক্রেতার জন্যে দোষের কারণে তাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। যদিও সে গণনা করে সকল দোষের নামে উল্লেখ না করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَإِذَا حَدَثَ الخ ঃ পূর্বের দোষের কারণে বিক্রেতার ওপর তার ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী। নতুন দোষের কারণে মাল ফেরত নেয়া জরুরী নয়। বরং তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি এই যে, উক্ত পণ্য দোষী হওয়ার দ্বারা তার বাজার মূল্য যে পরিমাণ ঘাটতি হবে উক্ত পরিমাণ মূল্য ফেরত নিবে।

قوله وَإِنْ قَطَعَ الخ ঃ এসব ক্ষেত্রে পণ্য ফেরত নিলে তাদ্বারা সূদ প্রমাণিত হয়। কেননা বিক্রেতা যে অবস্থায় হস্তান্তর করেছিল বর্তমান তার সাথে আরো অন্য বস্তু সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং পূর্বের মূল্য ফেরত দিয়ে অতিরিক্তসহ উক্ত পণ্য ফেরত নেয়া স্পষ্ট সূদ হয়ে যায়। তবে ভিন্নভাবে অতিরিক্ত বস্তু বা কাজের মূল্য ধরে অতিরিক্ত মূল্য দান করলে তখন ভিন্ন বিক্রি হিসেবে জায়েয হবে। আর অতিরিক্ত বস্তুটি যদি তা থেকে পৃথক করে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাও জায়েয। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

إِذَا كَانَ اَحَدُ الْعِوَضَيْنِ اَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ اَوْ بِالدَّمِ اَوْ بِالْخَمْرِ اَوْ بِالْخِنْزِيْرِ وَكَذَالِكَ اِذَا كَانَ الْمَبِيْعُ غَيْرَ مَمْلُوْكٍ كَالْحُرِّ وَبَيْعِ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ ـ

অবৈধ বেচাকেনা

অনুবাদ॥ ফাসেদ ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গ ঃ ১. (ক্রয় বিক্রয়ের) উভয় বিনিময়ের কোন একটি বা উভয়টি যদি হারাম বস্তু হয় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। যেমন মৃতপশু, রক্ত, শূকর ইত্যাদির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। এমনিভাবে পণ্য যদি অধিকারভূক্ত না হয় যেমন– স্বাধীন মানুষ, উম্মে অলাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাব গোলাম বিক্রয় করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فاسد বিনষ্ট, অবৈধ, নিষিদ্ধ অর্থে, عِوَضَيْن – عِوَض এর দ্বিঃ বিনিময়, পণ্য ও মূল্য উদ্দেশ্য, اُمِّ وَلَد মনিব কর্তৃক সন্তান দানকারীনি বাঁদী, مُدَبَّر মনিব কর্তৃক তার মৃত্যুর পর স্বাধীন প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত গোলাম, مُكَاتَب নির্দিষ্ট অর্থ যোগাড় করে দেওয়ার শর্তে স্বাধীন প্রতিশ্রুতি প্রদত্ব গোলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ ক্রয়-বিক্রয় প্রথমতঃ দু'প্রকার। নিষিদ্ধ ও জায়েয। নিষিদ্ধ আবার তিন প্রকার ১. ফাসিদ, ২. বাতিল ও ৩. মাকরূহে তাহরীমী।

ফাসিদ ঃ যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকভাবে জায়েয কিন্তু وصف, তথা আনুষঙ্গিক বিচারে নাজায়েয তাকে فاسد বলে। মৌলিকভাবে জায়েয হওয়ার অর্থ হল পণ্যটি মূল্যযোগ্য বস্তু হওয়া। এর حكم বা বিধান এই যে, শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারাই ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। যতক্ষণ না তা তার করায়ত্ব হয়।

ফাসিদ হওয়ার কারণ সমূহ ঃ ১. মূল্যের মধ্যে এমন অস্পষ্টতা থাকা যা কলহ সৃষ্টি করতে পারে, ২. মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়া, ৩. প্রতারণা করা, ৪. শরীঅত সম্মত পণ্য না হওয়া ৫. মূল্যযোগ্য না হওয়া, ৬. ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদার পরিপন্থী কোন শর্তারোপ করা প্রভৃতি বাতিল।

উল্লেখ্য যে, শরীআত সম্মত মাল হল–

مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ طَبْعُ الْاِنْسَانِ وَ يُمْكِنُ اِدِّخَارُهُ اِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَ يُبَاحُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

অর্থাৎ বস্তুটি রুচিসম্মত, ব্যবহারকাল পর্যন্ত সময় উপযোগী ও শরীআতে তার দ্বারা উপকার গ্রহণ বৈধ এমন বস্তু হওয়া। অতএব মল-মূত্র ইত্যাদি নাপাক বস্তু, ভোগ-ব্যবহার বা منفعت, মদ, শূকর ইত্যাদি শরীআতে মাল নয়।

(পূর্বের বাকী অংশ) قوله بِقَضَاءِ الْقَاضِىْ الخ ঃ কেননা বিচারকের রায়ের দ্বারা ক্রেতার বিক্রি فسخ তথা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিক্রি না করার মত হয়ে গেল। আর এখন ক্রেতার নিকট পণ্যের মধ্যে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তার জন্যে ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।

قوله فَلَيْسَ لَهُ الخ ঃ অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা যদি দ্বিতীয় ক্রেতা হতে আদালতের সিদ্ধান্ত বিহীন পণ্য ফেরত নেয়, তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা উক্ত পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। কেননা তাদের এ বেচা-কেনা রহিতকরণটা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয়েছে। প্রথম বিক্রেতার ক্ষেত্রে এটা নতুন বেচা-কেনার ন্যায়। এ কারণে সে পণ্য ফেরত নিতে বাধ্য নয়।

وَلَايَجُوْزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِى الْمَاءِ قَبْلَ اَنْ يُّصْطَادَهُ وَلَا بَيْعُ الطَّائِرِ فِى الْهَوَاءِ وَلَايَجُوْزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِى الْبَطْنِ وَلَا النِّتَاجِ وَلَا الصُّوْفِ عَلٰى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَلَا بَيْعُ اللَّبَنِ فِى الضَّرْعِ وَلَايَجُوْزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِّنْ ثَوْبٍ وَلَا بَيْعُ جِذْعٍ مِنْ سَقْفٍ وَضَرْبَةُ الْقَانِصِ -

---

অনুবাদ ॥ ৩. পানির মাছ ও শূন্যের পাখি শিকার করার পূর্বে বিক্রি জায়েয নেই। ৪. গর্ভস্থ বাচ্চা বা গর্ভস্থ বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করা জায়েয নেই। ছাগলের পিঠস্থ পশম, স্তনে থাকা দুধ বিক্রি করা দুরস্ত নেই। ৩. কোন (ব্যবহার উপযোগী) কাপড় হতে এক গজ বিক্রি করা, ছাদে সংযুক্ত কড়ি কাঠ বিক্রি করা ও না জায়েয। ৪. জেলের ক্ষেপ বিক্রি করা না জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ سَمَكٌ মাছ, قَبْلَ اَنْ يَصْطَادَ শিকার করার পূর্বে اِفْتِعَال-এর ফাকালেমায় تَا আসায় صَاد দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। طَائِرٌ পাখি, حَمْلٌ গর্ভ, نِتَاجٌ গর্ভস্থ বাচ্চার বাচ্চা, صُوْف পশম, উল, ضَرْعٌ স্তন, ওলান, جِذْعٌ কড়িকাঠ, سَقْفٌ ছাদ, ضَرْبَةٌ এককক্ষেপ, قَانِص জেলে, মৎস্যশিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله قَبْلَ اَنْ يَصْطَادَهُ الخ ঃ কেননা এসব ক্ষেত্রে শিকার না করা পর্যন্ত তা হস্তান্তর উপযোগী থাকে না। অথচ বিক্রির সাথে সাথে পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা বা হস্তান্তর উপযোগী হওয়া শর্ত। উপরন্ত এতে পণ্যের মূল পরিমাণে ও অস্পষ্টতা থাকে।

قوله بَيْعُ الْحَمْلِ اَوِ النِّتَاجِ الخ ঃ এসব ক্ষেত্রে مبيع (পণ্য) এর মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে جهالت বা অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকে। যা কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। কেননা গর্ভে বাচ্চা নাও থাকতে পারে বা প্রসবকালে মরেও যেতে পারে, আবার একাধিকও হতে পারে। তদ্রূপ শরীরস্থ পশম কেটে নেয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণ নিয়ে কলহ হতে পারে। ক্রেতা চাইবে লম্বা করে কাটতে। আর বিক্রেতা চাইবে খাটো করে কাটতে। এভাবে স্তনের দুধের বেলায়ও অজ্ঞতা বিদ্যমান। কেননা দুধ মোটেও না থাকতে পারে। মোটকথা যে সব বিষয় কলহের কারণ হতে পারে তা বিদ্যমান থাকলে উক্ত কেনা-বেচা দুরস্ত নয়।

قوله بَيْعُ ذِرَاعٍ الخ ঃ এখানে কাপড় দ্বারা যে সব কাপড় অবিভক্ত বিক্রি করা হয় যেমন শাড়ি, লুঙ্গি, চাঁদর প্রভৃতি তা উদ্দেশ্য। কেননা এতে কাপড়টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে হস্তান্তর অযোগ্য হয়ে যায়।

قوله ضَرْبَةُ الْقَانِصِ الخ ঃ কেননা উক্ত ক্ষেপে মাছ মোটেও না হতে পারে। এভাবে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় ঘন্টা চুক্তি মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া ও না জায়েয। কারণ এক্ষেত্রেও শিকারী প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে বস্তুতঃ এটা জুয়ায় শামিল।

وَلَا بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ وَ هُوَ بَيْعُ التَّمَرِ عَلَى النَّخْلِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا وَلَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَلَا الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِىْ اَوْ يُدَبِّرَهُ اَوْ يُكَاتِبَهُ اَوْ بَاعَ اَمَةً عَلٰى اَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا اَوْ دَارًا عَلٰى اَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً اَوْ عَلٰى اَنْ يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِىْ دِرْهَمًا اَوْ عَلٰى اَنْ يُهْدِىَ لَهُ وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلٰى اَنْ يُسَلِّمَهَا اِلٰى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً اَوْ دَابَّةً اِلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى اَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَ يُخِيْطَهُ قَمِيْصًا اَوْ قَبَاءً اَوْ نَعْلًا عَلٰى اَنْ يَحْذُوَهَا اَوْ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ـ

অনুবাদ ॥ ৫. "মুযাবানা বিক্রি" না জায়েয। মুযাবানা হলো গাছে অবস্থিত ফল পেড়ে রাখা ফলের বিনিময় অনুমানে বিক্রি করা। ৭. পাথর কণা ছুড়ে, কিংবা মুলামাসা বা মুনাবাযা পদ্ধতিতে বিক্রি না জায়েয। ৮. দুটি কাপড়ের যেকোন একটি (এভাবে) বিক্রি করা দুরস্ত নয়। ৯. কোন ব্যক্তি যদি গোলাম বিক্রি করে এ শর্তে যে, ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিবে, বা মুদাব্বার কিংবা মুকাতাব বানাবে, অথবা উম্মে অলাদ বানানোর শর্তে বাঁদী বিক্রি করে এসব বিক্রি ফাসিদ গণ্য হবে। ১০. এরূপে যদি কেউ গোলাম বিক্রি করে এ শর্তে যে; বিক্রেতা তার দ্বারা এক মাস কাজ নিবে, অথবা এশর্তে বাড়ী বিক্রি করে যে, বিক্রেতা তাতে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করবে, বা ক্রেতা তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেরহাম ঋণ দিবে বা হাদিয়া দিবে। (এসব বিক্রি ও ফাসেদ বিবেচিত হবে) ১১. কেউ কোন বস্তু এক মাস পরে হস্তান্তর করার শর্তে বিক্রি করলে উক্ত বিক্রি ফাসিদ হবে। ১২. কেউ গর্ভবতী বাঁদী বা পশু বিক্রি করলে গর্ভস্থ বাচ্চা বাদ দিয়ে বিক্রি করলে বিক্রি ফাসিদ হবে। ১৩. কেউ যদি এ শর্তে কাপড় ক্রয় করে যে, বিক্রেতা তা কেটে দিবে বা জামা সেলাই করে দিবে বা জুব্বা বানিয়া দিবে, অথবা এশর্তে সেণ্ডেল খরিদ করে যে তা পায়ে খাপ খাইয়ে দিবে বা ফিতে লাগিয়ে দিবে তাহলে উক্ত খরিদ ফাসিদ গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَلْقَاءٌ নিক্ষেপ করা, مُلَامَسَةٌ পরস্পর স্পর্শ করা, مُنَابَذَةٌ পরস্পর নিক্ষেপ করা, জাহিলীযুগে দরদামের এক পর্যায়ে ক্রেতা কতিপয় পণ্যের একটির উপর কণা নিক্ষেপ করলে, কিংবা বিক্রেতার কাপড় বা একে অন্যের কাপড় স্পর্শ করলে, অথবা বিক্রেতা পণ্য ক্রেতার দিকে ছুড়ে মারলে উক্ত বেচা-কেনার মধ্যে কারো খিয়ার থাকত না বরং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত, এর প্রথমটি بَيْع بِالْقَاءِ الْحَجَرِ ২য় টিকে مُلَامَسَة ৩য়টিকে مُنَابَذَة বলা হয়, শরীআতে এর কোনটি জায়েয নেই।

قوله وَ مَنْ بَاعَ عَيْنًا الخ ঃ কেননা কেবল بَيْعِ سَلَم এর মধ্যে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে এরূপ জায়েয। সাধারণ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে বিক্রির সাথে সাথে ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া জরুরী।

قوله اِلَّا حَمْلَهَا الخ ঃ কেননা যে বস্তু বিক্রি কালে বিচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, তা উক্ত বস্তরই অংশ বিবেচিত হয়। সুতরাং এরূপ করা এ নীতি বহির্ভূত কাজ। তবে বিবাহ, হিবা , খোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জায়েয।

قوله اَنْ يَقْطَعَهَا الخ ঃ কেননা এ জাতীয় শর্তের সাথে বিক্রির সম্পর্ক নেই। তবে কানয, হেদায়া প্রভৃতির বর্ণনা মতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে জায়েয।

وَالْبَيْعُ اِلَى النَّيْرُوْزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَ صَوْمِ النَّصَارٰى وَ فِطْرِ الْيَهُوْدِ اِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَبَايِعَانِ ذٰلِكَ فَاسِدٌ وَلَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ اِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْقِطَافِ وَقُدُوْمِ الْحَاجِّ فَاِنْ تَرَاضَيَا بِاِسْقَاطِ الْاَجَلِ قَبْلَ اَنْ يَاْخُذَ النَّاسُ فِى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْلَ قُدُوْمِ الْحَاجِّ جَازَ الْبَيْعُ وَاِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمَبِيْعَ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِاَمْرِ الْبَائِعِ وَفِى الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَلِكَ الْمَبِيْعَ وَلَزِمَتْهُ قِيْمَتُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ فَاِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِىْ نَفَذَ بَيْعُهُ ـ

অনুবাদ ॥ ১৪. গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর প্রথম দিবসে, খৃষ্টানদের প্রথম রোযা বা ইয়াহুদীদের শেষ রোযায় মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে যদি উভয় পক্ষ নির্দিষ্টরূপে সে সম্পর্কে অবহিত না হয়। ১৫. ফসল কাটা, ফসল মাড়াই বা আঙ্গুর (ইত্যাদি) ফল পাড়ার বা হাজীদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করাও না জায়েয। পরে উভয় পক্ষ যদি মানুষের ফসল কাটা, ফসল মাড়াই করাও, হাজীদের আগমনের পূর্বে উক্ত মেয়াদ রহিত করার ব্যাপারে সম্মত হয় তাহলে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে।

ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম বা বিধান ঃ ১. بَيْعِ فَاسِد সূত্রে ক্রীত পণ্য যদি বিক্রেতার নির্দেশে ক্রেতা করায়ত্ত করে আর উক্ত আক্দের মধ্যে উভয় বিনিময় মাল হয় তাহলে ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে এবং তার উপর উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। তবে উভয়ের ওপর উক্ত আক্দ বাতিল করা ওয়াজিব। আর ক্রেতা যদি তা বিক্রি করে থাকে তাহলে উক্ত বিক্রি কার্যকর হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نَيْرُوز গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম দিন, مِهْرَجَان শীত ঋতুর প্রথম দিন, مُتَبَايِعَان ক্রেতা-বিক্রেতা, حَصَاد ফসল কর্তন, دِيَاس ফসল মাড়াই, قطاف আঙ্গুর পাড়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالْبَيْعُ اِلَى النَّيْرُوز الخ এ সকল দিন নির্দিষ্টরূপে অবহিত হওয়া সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে কষ্টকর। কেননা গ্রীষ্ম ও শীত আগমন সৌর অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তদ্রূপ খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদের রোযা শুরুর ও নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যে কারণে মূল্য পরিশোধে কলহের সম্ভাবনা থাকে। যদি এসবের সুনির্দিষ্ট তারিখ থাকে যেমন, আমাদের দেশীয় ঋতুর শুরু ও শেষ মাসের ওপর নির্ভরশীল যা সকলের জানা। সেক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কারণ না থাকায় বিক্রি জায়েয হবে। এভাবে ফসল কাটা, মাড়ান ইত্যাতি ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই বরং আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে আগে-পরে হয়ে থাকে। অতএব এসব বিক্রি ও ফাসেদ বিবেচিত হবে।

قوله فَاِنْ تَرَاضَيَا الخ ঃ কেননা পূর্বের অজ্ঞতা বিদুরিত করে যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নগদ লেন-দেন করল তখন এতে কলহের সম্ভাব্না দূরীভূত হয়ে গেল। অতএব জায়েয।

قوله وَاِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الخ ঃ ফাসেদ সূত্রে ক্রয়ের পর বিক্রেতার সম্মতিতে তা করায়ত্ত করলে এবং উভয় বিনিময় مال তথা مَحَلِّ عَقْد হলে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে ক্রেতা মালিক হয়ে যাবে। বাকী তিন ইমামের মতে মালিক হবে না। তাঁরা বলেন– মালের মালিক হওয়া এক প্রকার নেয়ামত ও অনুগ্রহ। আর অবৈধ পন্থায় এর মালিক হতে পারে না। ইমাম সাহেব (র.) বলেন– উভয় পক্ষে যেহেতু বৈধ পণ্য, এবং লেন-দেনকারী উভয়ে বালেগ ও বিবেকবান, সুতরাং মূলগত ভাবে বিক্রি জায়েয, সেহেতু মালিক হয়ে যাবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণে তা نَسْخ (রহিত) করা ওয়াজিব।

وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ اَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَ مَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَ مُدَبَّرٍ اَوْ بَيْنَ عَبْدِهٖ وَ عَبْدِ غَيْرِهٖ صَحَّ الْبَيْعُ فِى الْعَبْدِ بِحِصَّتِهٖ مِنَ الثَّمَنِ وَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ وَ عَنِ السَّوْمِ عَلٰى سَوْمِ غَيْرِهٖ وَعَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ وَالْبَيْعِ عِنْدَ اَذَانِ الْجُمُعَةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوْكَيْنِ صَغِيْرَيْنِ اَحَدُهُمَا ذُوْ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنَ الْاٰخَرِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَكَذٰلِكَ اِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا كَبِيْرًا وَالْاٰخَرُ صَغِيْرًا فَاِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كُرِهَ ذٰلِكَ وَجَازَ الْبَيْعُ وَاِنْ كَانَا كَبِيْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا ـ

অনুবাদ ॥ ২. যদি কেউ একজন স্বাধীন ও একজন গোলাম, অথবা একটি জবাইকৃত বকরিও একটি মরা বকরি একত্রে বিক্রি করে তাহলে উভয়ের বিক্রি বাতিল গণ্য হবে। ৩. যদি কেউ একটি গোলাম ও একটি মুদাব্বার অথবা নিজের একটি গোলাম ও অপরের একটি গোলাম একত্রে বিক্রি করে তাহলে গোলামের অংশ পরিমাণ মূল্যে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে।

মাকরূহ বিক্রি প্রসঙ্গ ঃ ১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন– দালালী করতে, একজনের দরকালে অন্য জনের দর-দাম করতে, (বাজারে আসার আগেই) পথিমধ্যে পণ্য বিক্রেতাদের সাথে মিলতে, গ্রাম্য ব্যক্তির আনীত মাল শহরে ফড়িয়া কর্তৃক বিক্রি করা হতে এবং জুমআ'র আযানকালে ক্রয়-বিক্রয় করতে। এ সকল ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ, তবে এতে ফাসেদ হবেনা। ২. যদি কেউ এমন দু'জন নাবালেগ গোলামের মালিক হয় যারা পরস্পরের মাহরাম আত্মীয় তাহলে তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করবে না। এরূপে যদি তাদের একজন বয়স্ক অপরজন ছোট হয় তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করা মাকরূহ তবে জায়েয। আর উভয়ে বড় হলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করা দোষণীয় নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شَاةٌ ذَكِيَّةٌ জবাইকৃত বকরী, نَجَش দালালী, অন্যের জন্যে ক্রেতা-বিক্রেতা সাজা, سَوْم দাম تَلَقِّى الْجَلَبُ মাল নিয়ে বাজারে আসার আগেই বাজার মূল্য গোপন রেখে পথিমধ্যে কম মূল্যে মাল ক্রয় করা। بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ গ্রাম্য ব্যক্তির মাল শহরের আড়তে জমা রেখে আড়তদার বা ফড়িয়া কর্তৃক বিক্রি করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله عَنِ النَّجَشِ ঃ দর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রেতা সেজে অন্য ক্রেতার সামনে চড়া দাম বলা তথা দালালী করাকে নাজাশ বলে। এটা নিছক প্রতারণা বিধায় নিষিদ্ধ। এভাবে একজনের দর-দামকালে চূড়ান্ত হওয়ার আগেই অন্যজনের দর বলা, বা বিক্রেতার দরে ক্রেতা রাজি হওয়া সত্ত্বে মাঝে অন্য বিক্রেতা আরো কম দরে দিবে বলে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসা, বা নিজে নেয়ার উদ্দেশ্যে আরো দাম বাড়িয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে পরে কম মূল্যে নেয়া ইত্যাদি অপরের জন্য ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা মাকরূহ। হাদীসে এসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

قوله بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ ঃ অর্থাৎ মাল নিয়ে শহরে যাওয়ার পর কেউ তাকে তাড়া-হুড়া করে বিক্রি করতে নিষেধ করে নিজে বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়াও মাকরূহ। কেননা এতে শহরবাসীদের ক্ষতি হয়।

قوله عِنْدَ اَذَانِ الْجُمُعَةِ الخ ঃ কেননা জুমআর আযানের সাথে সাথে মসজিদে দ্রুত আসার জন্যে কুরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন– اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ الخ সুতরাং এ সময় ক্রয়-বিক্রয়ে এ আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। অবশ্য কেউ যানবাহনে করে মসজিদে যাওয়ার পথে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা মাকরূহ হবে না। কেননা এতে উক্ত আদেশ লঙ্ঘিত হয় না।

بَابُ الْإِقَالَةِ

اَلْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ يُرَدُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَهِىَ فَسْخٌ فِى حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِى حَقِّ غَيْرِهِمَا فِى قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيْعِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيْعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِى بَاقِيْهِ ـ

একালা বা বিক্রি রহিতকরণ

অনুবাদ ॥ ১. ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক পূর্বের মূল্যের অনুরূপে ক্রয়-বিক্রয় রহিত করা জায়েয। কম বেশির শর্ত করলে শর্ত বাতিল বিবেচিত হবে এবং পূর্বের মূল্যের অনরূপে মূল্যে ফেরত দিতে হবে। আবু হানীফা (র.) এর মতে এটা তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে বিক্রি রহিতকরণ আর অন্যজনের ক্ষেত্রে নতুন আক্দ গণ্য হবে। ২. মূল্য বিনষ্ট হওয়া একালা বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। তবে পণ্য বিনষ্ট হওয়ায় এর জন্যে প্রতিবন্ধক। যদি পণ্যের কিছু অংশ বিনষ্ট হয় তাহলে অবশিষ্ট অংশে একালা জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْإِقَالَةُ বাবে إِفْعَال এর মাসদার قَيْل হতে উদ্গত, অর্থ– ভঙ্গ করা, ক্ষমা করা, পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। কারো মতে এটা قَوْل - اجوف واوى হতে বাবে افعال এর মাসদার। হামযাটি نصب এর জন্যে অর্থাৎ বিক্রির কথা বা চুক্তি রহিত করা হতে উদ্গত। তবে তাহকীকি দৃষ্টিতে প্রথমটি সঠিক। পরিভাষায় "পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রয়চুক্তি রহিত করা কে এক্বালা" বলে। বিভিন্ন সময় ক্রেতা বা বিক্রেতা বিশেষ কারণে কেনা-বেচার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ও অনুতপ্ত হয়। ফলে বিক্রি রহিতকরণ কামনা করে। শরীআতে একজনের ক্ষতি ও অনুতাপ দূরীভূত করা সর্বক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়। সে মতে বিক্রির ক্ষেত্রেও এটা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَهُ أَقَالَ اللّٰهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"বেচা-কেনার ক্ষেত্রে অনুতপ্ত ব্যক্তির ইক্বালা তথা চুক্তি রহিতকরণের প্রস্তাবে যে ব্যক্তি সাড়া দিবে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহপাক তার পাশরাশি মার্জনা করবেন।" এক্বালার কতিপয় শর্ত ঃ যথা– (ক) পণ্য পূর্ণ বা আংশিক বহাল থাকা। (খ) উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা ও (গ) পূর্বের মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যে রহিত করা।

قوله وَهِىَ فَسْخٌ الخ ঃ এক্বালার মাধ্যমে দ্রব্য ও মূল্য ফেরত দেয়া-নেয়া হয়। বিধায় ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে এটা পূরান চুক্তি রহিতকরণ, কিন্তু তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে এটি নতুন বেচা-কেনা। এ কারণে স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক হলে কেউ তাতে হক্বকে শুফআ দাবী করলে সে ন্যায্য দাবীদার বিবেচিত হবে। এটাই ফতোয়া।

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

اَلْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالتَّوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ حَتّٰى يَكُونَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ وَيَجُوزُ اَنْ يُضِيفَ اِلٰى رَأْسِ الْمَالِ اُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ وَالْفَتْلِ وَاُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اِشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا فَاِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلٰى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رح اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَاِنِ اطَّلَعَ عَلٰى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ اَسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ وَ قَالَ اَبُو يُوسُفَ رحِمَهُ اللّٰهُ يَحُطُّ فِيهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا يَحُطُّ فِيهِمَا لٰكِنْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا ـ

মুরাবাহা ও তাওলিয়া প্রসঙ্গ (লাভে ও বিনালাভে বিক্রি)

অনুবাদ ॥ সংজ্ঞা ও বিধান ঃ ১. ক্রয় সূত্রে পণ্যের মালিক হওয়ার পর পূর্বের মূল্যের সাথে মুনাফায় বিক্রি করাকে "মুরাবাহা" বলে। আর বিনালাভে পূর্বের মূল্যে বিক্রি করাকে 'তাওলিয়া' বলে। ২. যে সমস্ত পণ্যের বিনিময় মূল্য বা দ্রব্য (অনুরূপ বিনিময় মূল্য বা দ্রব্য) থাকে সেক্ষেত্রে ছাড়া মুরাবাহা ও তাওলিয়া জায়েয নেই। ৩. ধোপা, রং কারক ও ডিজাইনারের মূল্য, ঘুন্ডি সংযোগকারীর খরচ, পরিবহন মূল্য ইত্যাদি আসল মূল্যের সাথে সংযুক্ত করা জায়েয। অবশ্য তখন মূল্য বলার সময় এত টাকা পড়েছে বলবে। এত টাকাই কিনেছি বলবে না। ৪. মুরাবাহা বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রেতা কোনরূপ অবিশ্বস্ততা অবহিত হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তার নেয়া না নেয়ার এখতিয়ার থাকবে। চাইলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নিবে, চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে। আর তাওলিয়ার ক্ষেত্রে এমন অবগত হলে মূল্য হতে কিয়দাংশ কমিয়ে দিবে। আবু ইউসুফ (র.) বলেন– উভয় বিক্রির মধ্যে মূল্য কম দিবে। মুহাম্মদ (র) বলেন– কোনটির মধ্যে মূল্য কমাবে না। তবে উভয় ক্ষেত্রে ধার্যকৃত দামে নেয়া না নেয়ার ব্যাপারে অধিকার থাকবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُرَابَحَةٌ - رِبْحٌ হতে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার। লাভ করা, মুনাফা অর্জন করা, تَوْلِيَةٌ - وَلّٰى শব্দমূল হতে تفعيل এর মাসদার। কার্যনিয়ন্তা বা অভিভাবক বানান। পরিভাষায় পূর্বের এক দামের সাথে লাভের শর্তে বিক্রি কে মুরাবাহা ও বিনালাভের শর্তে বিক্রি কে তাওলিয়া বলে। এতে দামাদামী করে সময় ক্ষেপণ ও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে বিক্রেতার সততা ও নিষ্ঠা অপরিহার্য। مِثْل তুল্য يُضِيفُ বৃদ্ধি করা, رَأْسُ الْمَال মূলধন, اُجْرَة পারিশ্রমিক, قَصَّار ধোপা صَبَّاغ পেইন্টার, রং কারক, طَرَّاز ডিজাইনার, فَتْلٌ ঘুন্টিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مِمَّا لَهُ مِثْلٌ الخ ঃ অর্থ তুল্য, ব্যবধানহীন বা স্বল্প ব্যবধানীয় গণনীয় বা পরিমাপযোগ্য বস্তুকে مثلى বস্তু বলে। যেমন ডিম, ফল, রবিশস্য প্রভৃতি। এ ধরনের পণ্যে মুরাবাহা ও তাওলিয়া জায়েয, নতুবা নয়। কেননা বস্তুর বিনিময় বস্তু লাভে বা বিনালাভে বিক্রি করতে হলে অনরূপ ও সমতুল্য বস্তু হওয়া অপরিহার্য। নতুবা লাভ করা না করা প্রতীয়মান হবে না। কেননা খরিদী দ্রব্যের "মিছল" (অনুরূপীয় বস্তু) থাকলে তার মূল্য ধরে বিক্রি করতে হবে। অথচ মূল্য অজ্ঞাত। যেমন কেউ খাচীর আমের বিনিময় চাউল কিনল। এক্ষেত্রে লাভ করা না করা মূল্য নির্ধারণ ছাড়া সম্ভব নয়। তা বুঝার পূর্বে খাচীর কোন মূল্য নির্ধারিত না থাকায় তা পরিশোধ করা কষ্টকর। আর যদি প্রথম বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্যে

قوله اَسْقَطَهَا الخ ঃ অর্থাৎ সিদ্ধান্তকৃত মূল্য হতে অতিরিক্ত পরিমাণ মূল্য বাদ দিবে। যেমন ৫০ টাকা দিয়ে কোন বস্তু খরিদ করে বলল আমি এটি ৬০ টাকায় কিনেছি, এখন ৬০ টাকা পেলে আমি বিক্রি করব। অপরজন এতে রাজি হওয়ার পর জানতে পারল যে, জিনিসটি মূলত ৫০ টাকায় সে কিনেছে। এক্ষেত্রে সে ৫০ টাকায় তা নেয়ার অধিকার রাখবে।

وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَايَجُوزُ وَمَنِ اشْتَرٰى مَكِيْلًا مُكَايَلَةً اَوْ مَوْزُوْنًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ اَوِ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً اَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِىْ مِنْهُ اَنْ يَّبِيْعَهُ وَلَا اَنْ يَاْكُلَهُ حَتّٰى يُعِيْدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَالتَّصَرُّفُ فِى الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِىْ اَنْ يَزِيْدَ لِلْبَائِعِ فِى الثَّمَنِ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ اَنْ يَزِيْدَ لِلْمُشْتَرِىْ فِى الْمَبِيْعِ وَيَجُوزُ اَنْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ وَ يَتَعَلَّقُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ اَجَّلَهُ اَجَلًا مَعْلُوْمًا صَارَ مُؤَجَّلًا وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ اِذَا اَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا اِلَّا الْقَرْضَ فَاِنَّ تَاْجِيْلَهُ لَا يَصِحُّ ـ

অনুবাদ॥ বেচাকেনার কতিপয় মাসআলা ঃ ১. কেউ স্থানান্তর ও রূপান্তরযোগ্য কোন দ্রব্য ক্রয় করলে তা করায়ত্ত না করা পর্যন্ত বিক্রি করা জায়েয নয়। ২. আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তি দখলে আসার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন- না জায়েয। ৩. কেউ কায়লী দ্রব্য কায়ল করে বা ওজনভুক্ত বস্তু ওজনে ক্রয় করার পর যদি তা কায়ল বা ওজন হিসেবে বিক্রি করে তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্যে তা বিক্রি করা বা ভক্ষণ করা পুনরায় কায়ল বা ওজন না করা পর্যন্ত দুরস্ত নেই। ৪. মূল্য করায়ত্ত করার পূর্বে তার মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা জায়েয। ৫. ক্রেতার জন্যে বিক্রেতাকে মূল্যের অতিরিক্ত দেয়া জায়েয আছে, তদ্রূপ বিক্রেতার জন্যেও ক্রেতাকে অতিরিক্ত পণ্য দেওয়া জায়েয এবং মূল্য কিছু কম করান জায়েয। (এক্ষেত্রে) বর্ধিত অংশসহ গোটা পণ্যের সাথে অধিকার সম্পৃক্ত হবে। ৬. কেউ নগদ মূল্যে মাল ক্রয়ের পর যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে তা বাকী স্থির করে তাহলে তা বাকী বিবেচিত হবে। এরূপে সকল নগদ বিক্রির ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (বিক্রেতা) তার জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করে দেয় তাহলে বাকী বিক্রি গণ্য হবে। তবে করয এর ব্যতিক্রম। কেননা করযের ক্ষেত্রে বিলম্বকরণ জায়েয নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مِمَّا يُنْقَلُ الخ অস্থাবর সম্পদ যেমন ধান, গম, চিনি, লবন, চাল, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি করায়ত্ত করার পূর্বে বিক্রি করা কোন ইমামের মতে দুরস্ত নয়। কেননা এসব দ্রুত পরিবর্তনশীল। সুতরাং এতে ক্রেতা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে। হাদীসে এ প্রসঙ্গে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইমাম মালেক, যুফরও মুহাম্মদ (র.) স্থাবর সম্পদ দখলে আনার আগে বিক্রি না জায়েয বলেন। কেননা নিষেধাজ্ঞা আম হওয়ায় সবই তাতে শামিল। আর উপরোক্ত আশংকা এক্ষেত্রে নেই বিধায় শায়খাইন (র.) জায়েয় বলেন।

قوله مَكِيْلًا مُكَايَلَةً الخ ঃ কায়লী ও ওজনী দ্রব্য কায়ল ও ওজনে ক্রয়ের পর দ্বিতীয়বার কায়ল বা ওজন করার পূর্বে তা বিক্রি করা বা ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমী। রাসূলে করীম (সা.) কোন পণ্যে দু'বার পরিমাপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা ভোগ-ব্যবহার নিষেধ করেছেন। সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি কিছুটা দূর্বল হলেও আলিমগণ এতে একমত পোষণ করে মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন। তবে ক্রয়কালে ক্রেতা মনযোগ সহকারে ওজন লক্ষ করলে সেক্ষেত্রে কেউ কেউ দ্বিতীয়বার ওজন জরূরী না হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন।

قوله وَالتَّصَرُّفُ الخ ঃ মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার মধ্যে অধিকার প্রয়োগ জায়েয। যেমন দান করা, বা তার বিনিময় কিছু ক্রয় করা। যথা- শিবলী সা'দীর থেকে ৫০ টাকায় একটি বই কিনল। সা'দী টাকা বুঝে পাওয়ার আগেই উক্ত ৫০ টাকায় শিবলীর থেকে একটি কলম কিনল বা কাউকে দান জন্যে বলল এটা জায়েয।

قوله وَكُلُّ دَيْنٍ الخ : دين ঋণ-দেনা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেনার মধ্যে আবার জরিমানা আরোপিত অর্থ ও শামিল। অতএব কোন পাওনাদার ব্যক্তি যদি পাওনা পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় তাহলে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা আদায়ের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না।

قوله اِلَّا الْقَرْضَ ঃ করয যেহেতু সম্পূর্ণরূপে দাতার অনুগ্রহ।এতে ঋণদাতার কোনই বিনিময় নেই। এ কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করলে তা পালন করা তার জন্যে আবশ্যকীয় নয়। বরং মেয়াদের পূর্বেও তাগাদা অধিকার থাকবে।

بَابُ الرِّبٰوا

اَلرِّبٰوا مُحَرَّمٌ فِى كُلِّ مَكِيْلٍ اَوْ مَوْزُوْنٍ اِذَا بِيْعَ بِجِنْسِهٖ مُتَفَاضِلًا فَالْعِلَّةُ فِيْهِ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ اَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ فَاِذَا بِيْعَ الْمَكِيْلُ بِجِنْسِهٖ اَوِ الْمَوْزُوْنُ بِجِنْسِهٖ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ ـ

রিবা (সূদ) প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ সূদের সংজ্ঞা ও বিধান (হুকুম) ঃ ১. সকল কায়লী ও ওজনী দ্রব্যে সূদ (বাড়তি) গ্রহণ ঐ সময় হারাম যখন তা সমজাতীয় দ্রব্যে কম-বেশী করে বিক্রি করা হয়। অতএব (বাড়তি) সূদ হারাম হওয়ার কারণ (ইল্লত) হল সমজাতীয় হওয়ার সাথে সাথে কায়লী বা ওজনী দ্রব্য হওয়ার দিক দিয়ে উভয়টি এক ধরনের হওয়া। সুতরাং কায়লী বস্তুকে সমজাতীয় বস্তুর বিনিময় বা ওজনী বস্তুকে সমজাতীয় বস্তুর বিনিময় বিক্রি করলে সমান সমান হলে বিক্রি জায়েয হবে। আর কম বেশি হলে তা জায়েয হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ رِبٰو শব্দটি বাবে نَصَرَ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, পরিভাষায়– সমজাতীয় বস্তুর লেন-দেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে রিবা বলে। বাংলায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে "সূদ" ইংরেজীতে (Interest) ব্যবহৃত হয়।

সূদ (রিবা) হারাম হওয়ার পটভূমি ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের কোন সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি ছিল না বরং এক শ্রেণীর মুনাফাখোর অর্থলিপ্সু গোষ্ঠী অর্থহীন দরিদ্র গোষ্ঠির সর্বস্ব গ্রাস করে অর্থের পাহাড় গড়ত। আর তারা পথের ভিখারীতে পরিণত হয়ে চরম মানবেতর জীবন-যাপন করত। ইসলাম পরবর্তী যুগেও বিশ্বে অর্থনীতির দুটি বিপরীতমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটির মূলনীতি হল– ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয়, রাষ্ট্রই একমাত্র মালিক। জনগণ হল কর্মচারী উৎপাদক, রাষ্ট্রীয় পক্ষ হতে প্রত্যেকেই প্রয়োজন মাফিক ভাতা পাবে। তাদ্বারাই জীবন নির্বাহ করবে। অপরটির মূল মন্ত্র হল– ব্যক্তিই সব কিছুর মালিক। সুতরাং "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে শক্তিশালী বিত্তবানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে উপায়ে পারে সম্পদের পাহাড় গড়বে। ইসলাম এদুটির কোনটিকে সমর্থন করে না। ইসলামে সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আর মানুষ তার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তার মালিক। সুতরাং সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় তারই বিধান মাফিক হতে হবে। দরিদ্র-বঞ্চিতের উপর দয়াদ্র আচরণ করতে হবে। অতএব তাদের সর্বস্ব লুটে-পুটে সর্বশান্ত ও পথের ভিখারীতে পরিণত করা মহাপাপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে ইসলামে।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে ব্যবসায়ী মুনাফা ও সূদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না । যেমনটি বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যাংকিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ও আমরা দেখতে পাই। তাদের এবং বর্তমানের তথাকথিত ব্যক্তিদের ভাষ্য হল اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ক্রয়-বিক্রিয় (লব্ধ মুনাফা তো) সূদের মতই "ইসলাম এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান স্বরূপ বলে দিয়েছে اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও রিবা (সূদ) কে হারাম ঘোষণা করেছেন।"

সূদী কারবারে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত মারাত্মক কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "যদি তোমরা সূদী কারবার পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি লও"।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَ مُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ

আল্লাহ তাআ'লা "সূদদাতা, গ্রহীতা, সূদী কারবার লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।"

রিবার বিচারে পণ্য-সামগ্রীর প্রকারভেদ ঃ শরীআতে পণ্য-সামগ্রী তিন ভাগে বিভক্ত- ১. ওজনী- যেমন সোনা, রূপা, ধান, চাউল, চিনি প্রভৃতি। ২. কায়লী (মাপক পাত্রের সাহায্যে পরিমাপীয়) যেমন- গম, যব, লবণ, খেজুর প্রভৃতি। ৩. পরিসংখ্যনীয় ও গজ ফিতায় পরিমাপীয় দ্রব্য যেমন, ডিম, নারিকেল, বস্ত্র, চট প্রভৃতি।

(উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বর্তমান পরিমাপের প্রথা প্রযোজ্য নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে যে বস্তু এ তিন শ্রেণীর যে শ্রেণীভূক্ত ছিল বর্তমানও তা প্রযোজ্য)

সুদ বা রিবার প্রকারভেদ ঃ রিবা দু'প্রকার ১. رِبوا الْفَضْل (রিবাল ফযল) ২. رِبوا النَّسِيْئَة (রিবান্নাছিয়া) (১) একই জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কম-বেশী লেন-দেন করাকে রিবাল ফযল বলে। গুণগত বিচারে উভয়ের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং এক কেজি উন্নতমানের চাউলের বিনিময়ে সাধারণমানের দেড় কেজি চাউল গ্রহণ সূদ সাব্যস্ত হবে। আর (২) একই জাতীয় দ্রব্যে নগদের বিনিময় বাকী লেন-দেন করাকে রিবান্নাছীয়া বলে। যেমন- নগদ এক কেজি উন্নত আটার বিনিময় বাকীতে ১ কেজি সাধারণ আটা বিক্রি করা। এ উভয় প্রকার রিবা হারাম।

একটি সংশয় নিরসন ঃ উপরের আলোচনা দ্বারা মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা সাধারণতঃ গুণগত মানের কারণেই একই পদার্থে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে বহু ব্যবধান দেখতে পাই। যেমন লৌহজাত সাধারণ দ্রব্য ও মেশিনারী পার্টস এ দুয়ের মূল্যে বহু ব্যবধান। সুতরাং ওজনে কম-বেশি বিনিময় সূদ হলে তাতে বেশ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এ হতে রক্ষার উপায় কি? এবং গুণগতমানের মূল্যায়ন না থাকারই বা হেতু কি?

এর উত্তর এই যে, সূদ বা রিবা হতে বাঁচার সহজ উপায় হল বস্তুর বিনিময় বস্তু না ধরে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর মূল্যের বিনিময় বস্তু কেনা-বেচা করলে সূদের সম্ভাবনা থাকবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বদা সাধারণ ও ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এ কারণে সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে লেন-দেন করতে হলে সমপরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্যমানে অধিক ব্যবধান হলে সেক্ষেত্রে নগদ অর্থে কেনা-বেচা করলে এক পক্ষের ক্ষতিগ্রস্থের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ رِبوا সূদ, مُحَرَّم হারাম, নিষিদ্ধ, مَكِيْل কায়লী বস্তু যা পাত্রের সাহায্যে মাপা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَالْعِلَّةُ ঃ কুরআন মজীদে রিবা হারাম হওয়ার ঘোষণা আসার পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন- কারণ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। হযরত উমর (রা.) দো'আ করলেন- اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا "অত্র দোআর পর রাসূলে কারীমের যবান দ্বারা আল্লাহপাক এর বর্ণনা দান করলেন যে,

اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبوا -

অর্থাৎ- গমের বিনিময় গম, যবের বিনিময় যব, খেজুরের বিনিময় খেজুর, লবণের বিনিময় লবণ, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ ও রৌপের বিনিময় রৌপ্য সমান সমান হাতেহাতে (নগদ লেন-দেন) জায়েয, বেশি গ্রহণ সূদ হবে। অত্র হাদীসটি মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী। কেননা ১৬ জন বিশিষ্ট রাবী কর্তৃক এটি বর্ণিত।

আইম্মায়ে মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যে সূদ সীমিত নয়। বরং এগুলোর উপর কিয়াস করে অন্য বস্তুর মাঝে এর কারণের (ইল্লতের) ভিত্তিতে সূদ ধর্তব্য হবে। তবে উক্ত কারণ বা عِلَّة নির্বাচনের ব্যাপারে ইমাম মুজতাহিদগণের মাঝে পরস্পরে মত পার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে উক্ত কারণ বা ইল্লত হল قَدر (পরিমাপ) ও جِنس (সমজাতীয়তা)। সুতরাং যেসব দ্রব্যে এ দু'ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হবে তার মধ্যে বাকী ও কম-বেশী গ্রহণ রিবা (সূদ) ধর্তব্য হবে।

قوله بَيْعُ الْمَكِيْلِ الخ ঃ তুলা-দণ্ড বা বাটখারা ছাড়া অন্য কোন পাত্রের সাহায্যে পরিমাপ করাকে কায়ল করা, এবং এরূপ পরিমাপীয় বস্তুকে মাকীল (কায়লী) বস্তু বলে।

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيْهِ الرِّبٰوا اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَاِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ اَلْجِنْسُ وَالْمَعْنٰى الْمَضْمُوْمُ اِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ وَاِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ وَاِذَا وُجِدَ اَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْاٰخَرُ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاءُ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ فِيْهِ كَيْلًا فَهُوَ مَكِيْلٌ اَبَدًا وَاِنْ تَرَكَ النَّاسُ فِيْهِ الْكَيْلَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ وَ كُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ فِيْهِ وَزْنًا فَهُوَ مَوْزُوْنٌ اَبَدًا وَاِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيْهِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَالَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى عَادَاتِ النَّاسِ وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَاوَقَعَ عَلٰى جِنْسِ الْاَثْمَانِ يُعْتَبَرُ فِيْهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيْهِ الرِّبٰوا يُعْتَبَرُ فِيْهِ التَّعْيِيْنُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ التَّقَابُضُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيْقِ وَلَا بِالسَّوِيْقِ وَكَذٰلِكَ الدَّقِيْقُ بِالسَّوِيْقِ وَيَجُوْزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوْزُ حَتّٰى يَكُوْنَ اللَّحْمُ اَكْثَرَ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ فَيَكُوْنُ اللَّحْمُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالسَّقْطِ وَيَجُوْزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح حَتّٰى يَكُوْنَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ اَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُوْنِ وَالسِّمْسِمِ فَيَكُوْنُ الدُّهْنُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالثُّجَيْرَةِ ـ

অনুবাদ॥ ২. সূদী দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে নিকৃষ্টের বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া বিক্রি করা জায়েয নেই। ৩. (লেন-দেনের বস্তুর মধ্যে) যখন (রিবার) ইল্লতদ্বয় সমজাতীয়তা ও তৎসঙ্গে মিশ্রিত বিষয় (তথা পরিমাপের অভিন্নতা) পাওয়া না যাবে তখন কম-বেশীও বাকীতে বিক্রি জায়েয। আর উভয়টি পাওয়া গেলে কম বেশী ও একটি বাকী বিক্রি উভয় না জায়েয। যদি একটি পাওয়া যায় আর একটি না পাওয়া যায় তাহলে কম বেশী বিক্রি জায়েয। বাকী বিক্রি না জায়েয।

ওজনী ও কায়লী নিরূপণ প্রসঙ্গ : ১. রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব দ্রব্য কায়লের ভিত্তিতে কম বেশী বিক্রি হারাম ঘোষণা করেছেন তা সর্বদা কায়লী পরিগণিত হবে। যদিও পরবর্তীকালে মানুষে তাতে কায়লের প্রচলন ছেড়ে দেয়। যেমন– গম, যব, খেজুর, লবণ প্রভৃতি। আর যে সব বস্তুকে ওজনের ভিত্তিতে হারাম আখ্যায়িত করেছেন তা সর্বদা ওজনী ধর্তব্য হবে। যদিও মানুষ তার ওজন পরিত্যাগ করে। যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি। যে সবক্ষেত্রে কোনটির স্পষ্ট বর্ণনা নেই। সে ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার প্রচলন ধর্তব্য হবে। ২. আকদে সরফ (মুদ্রা ব্যবসা) তথা মুদ্রা জাতীয় দ্রব্যে (স্বর্ণ-রৌপ্য) সংঘটিত চুক্তির মধ্যে উভয় বিনিময় মজলিস তথা চুক্তি ক্ষেত্রেই করায়ত্ত করা ধর্তব্য। আর অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে (বিনিময় দ্রব্য মজলিসে) নির্দিষ্টকরণ ধর্তব্য (শর্ত)। উভয় পক্ষীয় দ্রব্য করায়ত্ত করা ধর্তব্য নয়। ৩. আটা ও ছাতুর বিনিময় গম বিক্রি করা না জায়েয। এভাবে ছাতুর বিনিময় ও আটা বিক্রি করা না জায়েয। ৪. শায়খাইন (র.)-এর মতে পশুর বিনিময় গোশত বিক্রি করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যতক্ষণ পশুর শরীরে অবস্থিত গোশত (কর্তিত) গোশতের চেয়ে বেশী না হবে ততক্ষণ জায়েয হবে না। যাতে গোশতের বিনিময় গোশত ও বাকী অংশ চামড়া-ভুড়ি ইত্যাদির বিনিময় হয়ে যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جَيِّد উত্তম, উৎকৃষ্ট, رَدِيّ অধম, নিকৃষ্ট, খারাপ, اَلْمَعْنَى الْمَضْمُوْمُ إِلَيْهِ তৎসঙ্গে মিশ্রিত বিষয়, অর্থাৎ উভয়টি একই পরিমাপীয় হওয়া। نَسَأً বাকী, ধার, دقيق আটা, سَوِيْق ছাতু, سِقْط নিম্নমানের বস্তু, ভুড়ি ও চামড়া উদ্দেশ্য। رُطَبٌ সতেজ পাকা খেজুর, تَمْر শুকনো খেজুর, عِنَب আঙ্গুর, زَيْت যায়তুন ফল, سِمْسِم তিল, شِيْرَج তিল তৈল, ثُجِيْرَة খৈল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْجَيِّدُ بِالرَّدِيِّ الخ ঃ উন্নতমানের দ্রব্যের বিনিময় নিম্নমানের বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়টি সমজাতীয় হলে কম বেশী বিক্রি না জায়েয। যেমন উন্নত চাউলের বিনিময় নিম্নমানের চাউল, এভাবে খারাপ এলুমিনিয়ম দ্রব্যের বিনিময় ভাল এলুমিনিয়মের নতুন দ্রব্য গ্রহণ করা ইত্যাদি ও রিবা গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সূদ হতে বাঁচার উপায় পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বস্তুর বিনিময় বস্তু নয় বরং মূল্য নির্ধারণ করে মূল্যের বিনিময় যে কোন বস্তু ক্রয় করলে তাতে সূদ হবে না।

قوله وَاِذَا وُجِدَ اَحَدُهُمَا الخ ঃ সমজাতীয়তা ও পরিমাপের দিক দিয়ে কোন একটির অনুপস্থিতিতে কম বেশী লেনদেন জায়েয তবে বাকী বিক্রি না জায়েয। যেমন ১টি কলার বিনিময় ২টি কলা বিক্রি জায়েয। তবে বাকীতে না জায়েয। এভাবে ১ কেজি চাউলের বিনিময় ২ কেজি আটা নগদ জায়েয। বাকীতে না জায়েয। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে (কলা) ওজনী বা কায়লী নয়। আর ২য় ক্ষেত্রে সমজাতীয় নয়।

قوله وَكُلُّ شَيْءٍ الخ ঃ কেননা অপরাপর স্থান বা দেশীয় প্রচলনের চেয়ে রাসূল (সা.)-এর বর্ণনা তথাকার প্রচলন সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মতের প্রবক্তা। অপরদিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)–এর মতে নিজ নিজ দেশীয় কায়ল, ওজন, প্রচলন ধর্তব্য।

قوله فَهُوَ مَجْهُوْلٌ عَلَى الخ ঃ কেননা কোন বিষয়ে যদি শরয়ী দলীল বা স্পষ্ট বর্ণনা না থাকে সে ক্ষেত্রে عرف তথা সর্বসাধারণের আমল ধর্তব্য। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ এ কারণেই প্রত্যেক বিষয়ের اصل (বা প্রচলন) কে হালাল বা বৈধ ধরা হয়। যতক্ষণ না হারামের দলীল, পাওয়া যায়।

قوله جِنْسُ الْاَثْمَانِ الخ ثَمَن এর বহু ঃ اَثْمَان অর্থ-স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা, সাধারণ মুদ্রা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মুদ্রা ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি উভয়টি সমজাতীয় ও সমমূল্যের বা ওজনের হয় সেক্ষেত্রে কম বেশী বা বাকী কোনটি জায়েয নয়। আর ভিন্ন পদার্থের হলে কম বেশী জায়েয, বাকী না জায়েয।

قوله لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ ঃ কেননা এক্ষেত্রে পরস্পরে কম বেশী নিরূপণ করা কষ্টকর।

وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَكَذٰلِكَ اَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا وَلَا رِبٰوا بَيْنَ الْمَوْلٰى وَعَبْدِهٖ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ ـ

অনুবাদ॥ ৫. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন- শুকনো খেজুরের বিনিময় পাকা তাজা খেজুর বিক্রি করা সমান ভাবে জায়েয। এরূপে কিসমিসের পরিবর্তে আঙ্গুর বিক্রি ও জায়েয। যয়তুন তেলের বিনিময় যয়তুন ফল এবং তিলের তেলের বিনিময় তিল বিক্রি করা জায়েয নয়, তবে যয়তুন বা তিলে অবস্থিত তেলের পরিমাণ বেশী হলে জায়েয। যাতে তেলের বিনিময় তেল ও বর্ধিত অংশ খৈল বা গাছের বিনিময় হয়। ৬. বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোশত পরস্পরের কম বেশী হারে বিক্রি করা জায়েয। এভাবে উট, গাভী ছাগীর দুধের পারস্পরিক বিনিময়ে কম- বেশী করা এবং আঙ্গুরের সিরকার পরিবর্তে খেজুরের সিরকা কম-বেশী করে বিনিময় জায়েয। ৭. মনিব ও ভৃত্য এবং দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে (কম-বেশী বিনিময়ে) কোন সূদ হয় না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لُحْمَانٌ ـ لَحْمٌ এরবহুঃ গোশত, اَلْبَانٌ - لَبَنٌ এরবহুঃ দুধ, خَلٌّ সিরকা, دَقَلٌ খারাপ খেজুর, اَلْحِنْطَةُ গম

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَكَذٰلِكَ الدَّقِيْقُ الخ ঃ এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। তাঁর মতে ছাতুও আটা একই শ্রেণী গণ্য। সাহিবাইনের মতে ভিন্ন শ্রেণী গণ্য। সে হিসাবে কম বেশী জায়েয।

قوله يَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الخ ঃ এক্ষেত্রে একই জাতীয় প্রাণী হওয়া শর্ত। এটা শায়খাইন (রঃ) অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে সমজাতীয় হলে কর্তিত গোশতের পরিমাণ বেশী হওয়া শর্ত। যাতে বর্ধিত অংশটা চামড়া, কলিজা, ভুড়ি ইত্যাদির বিনিময় হয়ে যায়। নতুবা সূদ গণ্য হবে। শায়খাইনে (র.) বলেন ওজনী বস্তু কর্তিত (গোশত) আনুমানিক বস্তুর (শরীরে অবস্থিত গোশতের) বিনিময় হচ্ছে। সুতরাং কদর বা পরিমাপ পদ্ধতি এক না হওয়ায় কম-বেশী বা সমান সমান উভয়ক্ষেত্রে জায়েয।

قوله يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ الخ ঃ কিন্তু সাহিবাইন ও বাকী তিন ইমামের মতে শুকনো ও তাজা খেজুর সমপরিমাণে বিনিময় নাজায়েয। তাঁদের মতে তাৎক্ষণিকভাবে সমপরিমাণ যথেষ্ট নয় বরং পরবর্তীকালে তা সমপরিমাণ থাকা আবশ্যক। অথচ তাজা খেজুর শুকিয়ে ওজনে কম হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য ও বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম সাহেব (রঃ)-এর মতে বিনিময় কালে সমপরিমাণ হওয়াই যথেষ্ট। উপরন্তু সমজাতীয় رطب কে تمر গণ্য করলে اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ হিসেবে সমহারে বিক্রি জায়েয। আর ভিন্ন জাত ধরলে ও কম-বেশী বা সমহারে সবার নিকট জায়েয।

قوله وَلَا رِبٰوا بَيْنَ الخ ঃ কেননা গোলাম এবং তার সর্বস্ব মনিবের অধিকারভূক্ত। সুতরাং নিজের মালে রিবার কোন প্রশ্নই আসে না।

قوله وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ الخ ঃ এক্ষেত্রে তরফাইন (র.)-এর মতে রিবা হবে না। কিন্তু আবু ইউসুফ ও আইম্মায়ে ছালাছা (র.)-এর মতে রিবা হবে। কেননা রিবা হারাম হওয়ার نَصٌّ (স্পষ্ট ভাষ্য) مُطْلَقٌ তথা ব্যাপকতা সম্পন্ন সে হিসেবে দারুল ইসলাম বা দারুল হরবের কোন পার্থক্য নেই। তরফাইন (র.)-এর দলীল হল لَا رِبٰوا بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ সুতরাং পরস্পরিক সম্মতিক্রমে কম বেশী বিনিময় রিবা হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের পরিচয় ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণে সমগ্র বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত (এক) দারুল ইসলাম (দুই) দারুল কুফর বা দারুল হরব।

দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ঃ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে (সর্বৈক্য মতে) দারুল ইসলাম বলে। যেসব দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই তবে সেখানে মুসলমানদের আধিপত্য বিরাজমান উক্ত রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম গণ্য। যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি।

মর্যাদা ঃ দারুল ইসলামে সকল মুসলমান ও অমুসলিম করদাতা যিম্মী তথা ভিসার মাধ্যমে আগত দারুল হরবের নাগরিকের জান-মাল ও আবরু রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একে অন্যের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন সম্পূর্ণরূপে হারাম। উপরোক্ত সকল নাগরিক ও অধিবাসীগণের ইসলামী অনুশাসন মান্য করা জরুরী। তবে যিম্মী ও করদাতা নাগরিকের জন্যে তিন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যথা- ১। নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা ২। পরস্পরে মদ-শূকরের কেনা-বেচা ও ৩। মুহাররম নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন।

দারুল কুফরের সংজ্ঞা ঃ ইসলামী শাসনমুক্ত ও মুসলিম আধিপত্যহীন রাষ্ট্রকে দারুল কুফর বা দারুল হরব বলে। এর কয়েকটি পর্যায় হতে পারে। যেমন- ক. মুসলিম সরকারের করদাতা রাষ্ট্র, খ. চুক্তিবদ্ধ অনুগত রাষ্ট্র, গ. চুক্তিবদ্ধ বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্র, ঘ. চুক্তি বহির্ভূত রাষ্ট্র ও ঙ. যুদ্ধরত রাষ্ট্র। এ পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে কেবল প্রথম দু'শ্রেণীর জান-মাল ও আবরু নিরাপদ। কেউ তাদের ক্ষতি সাধন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরী। বাকী ৩য় ও ৪র্থ প্রকার রাষ্ট্রের অমুসলিমদের জান-মাল নিরাপদ নয়। সুতরাং তাতে হস্তক্ষেপ করা দণ্ডণীয় অপরাধ নয়। তবে তাদের ওপর হামলা করার পূর্বে তাদের পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার বা ঈমান আনয়নের ব্যাপারে চরমপত্র দেয়া পারলৌকিক বিচারে (دِيَانَةً) জরুরী। প্রসাশনিক দৃষ্টিতে (قضاء) তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না। (মাবসূত ১ম খণ্ড বের ৩য় পৃষ্ঠা)

وَلَوْ قَاتَلُوْهُمْ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ كَانُوا اٰثِمِيْنَ فِيْ ذَالِكَ وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَضْمَنُوْنَ شَيْئًا مِمَّا اَتْلَفُوْا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْاَمْوَالِ عِنْدَنَا۔

আর ৫ম শ্রেণীর অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ও একই বিধান। তবে তাদের ওপর হামলার পূর্বে চরমপত্র প্রদানের প্রয়োজন নেই। দারুল হরবে অবস্থানরত যিম্মী মুসলমান যথা- হিন্দুস্তান ও অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অধিবাসীদের জন্যে স্বদেশীয় অমুসলিমদের সাথে কারবারের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যেমন- সূদী লেন-দেন, মদ-শূকর বিক্রি প্রভৃতি জায়েয কি না এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ ও তরফাইন (র.)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তরফাইনের মতে তাদের সাথে সর্বপ্রকার কারবার জায়েয। আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নাজায়েয। কেননা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো মুসলমানদের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে এ স্বাতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরী। এ ব্যাপারে মাবসূতের ভাষ্য নিম্নরূপ-

اَلْعِصْمَةُ الثَّابِتَةُ بِالْاِحْرَازِ بِدَارِ الْاِسْلَامِ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الدُّخُوْلِ بِالْاَمَانِ

উল্লেখ্য যে, যুক্তি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতটি প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে হয়।

التمرين - (অনুশীলনী)

১। خيار رُؤية কাকে বলে? বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে রূয়াত স্বীকৃত কিনা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এ খিয়ার প্রযোজ্য বিস্তারিত লিখ।

২। خيار عيب এর সংজ্ঞা, হুকুম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৩। خيار عيب এর কারণে পণ্য ফেরত দেয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি? পণ্যের দোষ বলতে কোন ধরণের দোষ বুঝায় লিখ।

৪। خيار فاسد কাকে বলে? বেচা-কেনা ফাসেদ হওয়ার কারণগুলি কি কি এবং এর হুকুম কি লিখ।

৫। بَيْعِ مُنَابَذَة ও بَيْعِ مُلَامَسَة ، بَيْعِ بِالْقَاءِ والْحَجَر ، بَيْعِ مُزَابَنَة প্রত্যেকটির পরিচয় ও হুকুম (বিধান) লিখ।

৬। اقالة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? اقالة প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ) এর ভাষ্য উল্লেখ কর।

৭। تولية ও بيع مرابحة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

৮। ربوا এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও উহার হুকুম ও ইল্লত বর্ণনা কর।

৯। ربوا এর ইহ পারলৌকিক ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দাও।

১০। قوله وَلَا رِبوا بَيْنَ الْمَوْلٰى وَ عَبْدِهٖ وَلا بينَ المسلم والحربيِّ فِى دارِ الحرب ইবারতের ব্যাখ্যা এবং দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও বিধান লিখ।

بَابُ السَّلَمِ

اَلسَّلَمُ جَائِزٌ فِى الْمَكِيْلاَتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ وَالْمَعْدُوْدَاتِ الَّتِىْ لاَتَتَفَاوَتُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَالْمَذْرُوْعَاتِ وَلاَ يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْحَيَوَانِ وَلاَ فِى اَطْرَافِهِ وَلاَ فِى الْجُلُوْدِ عَدَدًا وَلاَ فِى الْحَطَبِ حَزْمًا وَلاَ فِى الرَّطْبَةِ جُرْزًا وَلاَ يَجُوْزُ السَّلَمُ حَتّٰى يَكُوْنَ الْمُسْلَمُ فِيْهِ مَوْجُوْدًا مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ اِلٰى حِيْنِ الْمَحَلِ وَلاَيَصِحُّ السَّلَمُ اِلاَّ مُؤَجَّلاً وَلاَ يَجُوْزُ اِلاَّ بِاَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَلاَ يَجُوْزُ السَّلَمُ بِمِكْيَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلاَ فِىْ طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ فِىْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا ـ

বায়ঈ সলম [লগ্নিচুক্তি] প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. কায়লী ও ওজনভূক্ত দ্রব্যে, পারস্পরিক ব্যতিক্রমহীন গণনীয় দ্রব্যে যেমন– আখরুট, ডিম এবং গজে মাপা দ্রব্যে বায়ঈ' সলম জায়েয। ২. পশু ও পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং গণনা ভিত্তিক চামড়া (বেচা-কেনার ক্ষেত্রে) বায়ঈ সালাম জায়েয নেই এবং জায়েয নেই আটি–বোঝা ভিত্তিক কাঠ ও সব্জী লতা মুঠি হিসেবে বিক্রির ক্ষেত্রেও। চুক্তিকাল হতে মেয়াদ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পণ্য (মুসলাম ফীহ) বিদ্যমান না থাকলে তাতে বায়ঈ সলম জায়েয নেই। ৪. পণ্য বাকী না হলে তাতে বায়ঈ সলম সহীহ নয়, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়া ও তা দুরস্ত হবে না। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কায়ল (পরিমাপক পাত্র) নির্দিষ্ট গ্রামের খাদ্য-শস্য ও নির্দিষ্ট গাছের খেজুরে বায়ঈ সলম দুরস্ত নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ سَلَم লগ্নিচুক্তি, لاَ تَتَفَاوَتُ পার্থক্য হয় না, ব্যবধানহীন অর্থে, جَوْز আখরুট, بَيْض - بَيْضَةٌ এর বহুঃ ডিম, مَذْرُوْعَات গজ, মিটার। দ্বারা পরিমাপীয় বস্তু, اَطْرَاف - طَرْف এর বহুঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ. جِلْدٌ - جُلُوْد -এর বহুঃ চর্ম, عَدَدًا গণনা করতঃ, حَطَب কাঠ, حَزْمًا আটি-বোঝা ভিত্তিক, رَطْبَة সব্জী-লতা, جُرْزًا মুঠি ভিত্তিক, مُؤَجَّلا বাকীতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلسَّلَمُ ঃ السلم. এর শাব্দিক অর্থ স্বস্তি, শান্তি, আনুগত্য। পরিভাষায় নির্দিষ্ট শর্তাবলী সাপেক্ষে নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য ক্রয় কে বায়ঈ সলম বলে। এটা পূর্বে বর্ণিত বায়ঈ নাছীআ'র বিপরীত। কেননা বায়ঈ নাছীআতে পণ্য নগদ ও মূল্য বাকী থাকে। আর বায়ঈ'সালামে মূল্য নগদ ও পণ্য বাকী থাকে। নবীজী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে এর প্রচলন ছিল। ইসলাম তাতে কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়ে বৃহৎ মানব কল্যাণের সার্থে তা জায়েয আখ্যা দিয়েছে। নতুবা পণ্য উপস্থিত না থাকায় যুক্তির বিচারে তা না জায়েয হওয়ার দাবিদার।

জ্ঞাতব্য ঃ পরিভাষায় পূঁজি বা মূল্যকে رَاْسُ الْمَالِ, পণ্যকে مُسْلَمُ فِيْهِ ক্রেতাকে رَبُّ السَّلَم ও বিক্রেতাকে مُسْلَمُ اِلَيْه বলে।

قوله فِى الْمَكِيْلاَتِ ঃ কায়লী, ওজন ইত্যাদি পরিমাপীয় বস্তুর মধ্যে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা বিধায় এসব ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার বেচা-কেনা জায়েয। কিন্তু যেসব বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ দুরূহ বা অসম্ভব সেক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরকালে গণ্ডগোল (ও সূদের) আশংকায় না জায়েয।

وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ اِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِطَ تُذْكَرُ فِى الْعَقْدِ جِنْسٌ مَعْلُوْمٌ وَنَوْعٌ مَعْلُوْمٌ وَصِفَةٌ مَعْلُوْمَةٌ وَمِقْدَارٌ مَعْلُوْمٌ وَاَجَلٌ مَعْلُوْمٌ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ اِذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ وَالْمَعْدُوْدِ وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِىْ يُوَفِّيْهِ اِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَايَحْتَاجُ اِلَى تَسْمِيَةِ رَأْسِ الْمَالِ اِذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَا اِلَى مَكَانِ التَّسْلِيْمِ وَيُسَلِّمُهُ فِى مَوْضِعِ الْعَقْدِ ـ وَلَايَصِحُّ السَّلَمُ حَتّٰى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ اَنْ يُفَارِقَهُ وَلَايَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِى رَأْسِ الْمَالِ فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ـ

অনুবাদ ॥ বায়ঈ'সলমের শর্তাবলী ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চুক্তিকালে সাতটি শর্ত সাপেক্ষে বায়ঈ'সলম জায়েয। যথা– (১) পণ্যের জাত নির্দিষ্ট হওয়া, (২) শ্রেণী নির্দিষ্ট হওয়া, (৩) গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট হওয়া, (৪) পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া, (৫) মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া, (৬) চুক্তিটা পরিমাণ সংশ্লিষ্ট হলে তার পরিমাণ অবহিত হওয়া। যেমন কায়লী, ওজনী বা সংখ্যায় নিরূপীয় বস্তু সমূহ, (৭) পণ্য পরিবহণ-ব্যয় সংশ্লিষ্ট হলে তা পরিশোধের স্থান অবহিত হওয়া। সাহিবাইনের মতে মূল্য (রা'সুলমাল) নির্দিষ্ট হলে তার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই এবং পণ্য সোপর্দ করার স্থান উল্লেখ ও নিষ্প্রয়োজন। বরং চুক্তির স্থানেই পণ্য ক্রেতার নিকট সোপর্দ করবে। ২. চুক্তির মজলিস হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই মূল্য করায়ত্ত করা ব্যতিরেকে আক্দ দুরস্ত হবে না। ৩. করায়ত্ত করার পূর্বে মূল্য ও পণ্যের মধ্যে কোন অধিকার চর্চা করা দুরস্ত নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ تَسْمِيَة নাম উল্লেখ করা, حَمْل পরিবহণ, مُؤْنَة খরচ–ব্যয়, يُسَلِّمُهُ অর্পণ করবে, تصرف অধিকার চর্চা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله جِنْسٌ مَعْلُوْمٌ পণ্যের জাত নির্দিষ্ট হওয়া যথা– ধান, গম, আলু ইত্যাদি। আর نوع বা শ্রেণী হল যেমন– মোটা, চিকন, ইরি, পায়জাম, লাল, সাদা ইত্যাদি নির্ধারিত হওয়া। গুণাগুণ যেমন– উত্তম, মধ্যম ইত্যাদি।

قوله مِقْدَارُ رَاسِ الْمَالِ ঃ বিনিয়োগকৃত মূলধন যদি এমন বস্তু হয় যার ঘাটতি পণ্যর ঘাটতির দাবীদার হয়, যেমন– টাকা ও পরিমাপীয় দ্রব্য তাহলে এর ঘাটতিতে পণ্যের পরিমাণও কমে আসবে। ৫০০ টাকা মনে চাউল ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার পর দেখা গেল টাকার পরিমাণ কম সেক্ষেত্রে চাউলের পরিমাণও কমে আসবে। আর যদি বিনিয়োগকৃত মূলধনের ঘাটতি পণ্যের ঘাটতির দাবীদার না হয় তাহলে পণ্যের অংশ কমবে না। যেমন– জামা, শাড়ি, গাড়ি প্রভৃতি প্রস্তুতকৃত পণ্য খরিদ করা। এক্ষেত্রে সামান্য ছোট-বড় হলে তাতে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এ কারণে পণ্যের পরিমাণ কম দেওয়া যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে চুক্তি ঠিক রাখা না রাখার অধিকার থাকবে।

قوله وَلَايَجُوْزُ التَّصَرُّفُ الخ ঃ মূল্য বা পণ্য করায়ত্ত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা যেমন– দান করা, উক্ত বস্তু দেখিয়ে অন্য কিছু খরিদ করা ইত্যাদি নানাযেয়। কেননা কারণ বশতঃ তা হস্তগত নাও হতে পারে; সেক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি নিশ্চিত হয়ে যায়।

وَلاَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَلاَ التَّوْلِيَةُ فِى الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِى الثِّيَابِ إِذَا سَمَّى طُولاً وَعَرْضًا وَرُقْعَةً وَلاَيَجُوزُ السَّلَمُ فِى الْجَوَاهِرِ وَلاَ فِى الْخَرْزِ وَلاَبَأْسَ بِالسَّلَمِ فِى اللَّبِنِ وَالاٰجُرِّ إِذَا سُمِّىَ مِلْبَنًا مَعْلُومًا وَكُلُّ مَا اَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَلَمُ فِيهِ وَمَالاَيُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمعرِفَةِ مِقْدَارِهِ لاَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ ـ وَيَجُوزُ بَيْعُ الكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ وَلاَيَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلاَيَجُوزُ بَيْعُ دُوْدِ الْقَزِّ اِلاَّ اَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَزِّ وَلاَ النَّحلِ اِلاَّ مَعَ الْكُوْرَاتِ وَاَهْلُ الذِّمَةِ فِى الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسلِمِينَ اِلاَّ فِى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً فَاِنَّ عَقْدَهُمْ عَلى الْخَمْرِ كَعُقْدِ الْمُسلِمِ عَلى الْعَصِيرِ وَعَقدُهُمْ على الْخِنْزِيرِ كَعقدِ الْمُسلِمِ عَلى الشاةِ ـ

অনুবাদ॥ ৪. মুসলামফীহ (পণ্য) হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাতে কাউকে শরীক করা বা তাওলিয়া (সমমূল্যে বিক্রি) করা জায়েয নেই। ৫. কাপড়ের ক্ষেত্রে সলম চুক্তি জায়েয যখন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও মোটা পাতলা উল্লেখ করা হয়। হীরক ও মুক্তা খণ্ডে বায়ঈ সলম জায়েয নেই। ৬. কাঁচা-পাকা ইটের ক্ষেত্রে বায়ঈ সলম জায়েয যখনতার সাইজ (ফর্মা) নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়। ৭. যেসব বস্তুর গুণাগুণ ও পরিমাণ আয়ত্তে আনা সম্ভব সেসবের মধ্যে বায়ঈ সলম জায়েয। আর যার গুণাগুণ ও পরিমাণ আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, তার মধ্যে বায়ঈ সলম না জায়েয।

বেচা-কেনা জায়েয-না জায়েয দ্রব্য প্রসঙ্গ ঃ ১. কুকুর, বাঘ ও পশু কেনা-বেচা করা জায়েয। তবে শূকর ও কুকুর কেনা-বেচা করা না জায়েয। রেশমের গুটিতে ছাড়া রেশমী পোকা বিক্রি করা না জায়েয। তদ্রূপ মৌচাক ছাড়া মৌমাছি বিক্রি করা ও না জায়েয। ২. বেচা-কেনার ক্ষেত্রে যিম্মীরাও মুসলমানদের ন্যায়। বিশেষতঃ শূকর ও মদ ছাড়া। কেননা তাদের মদের ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের সিরকা (জুস) বিক্রির ন্যায় এবং তাদের শূকর ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের ছাগল ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ رُقْعَة টুকরা, মোটা–পাতলা হওয়া অর্থে, جواهر ـ ة হীরক خرز ـ خُرْزَة এর বহুঃ মুক্তা, পুথি, لَبِنٌ কাঁচা ইট, آجُرٌ পাকা ইট, مِلْبَنٌ ইটের ফর্মা-সাইজ, فَهْدٌ চিতা বাঘ, سِبَاع ـ سَبُعٌ হিংস্রপশু, عَصِير সিরকা, জুস دُوْدٌ، পোকা, قَزٌّ রেশম, نَحْلٌ মৌমাছি, كُوْرَات মৌচাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله ولايجوز الشِّرْكَةُ ঃ সলম পণ্যের অংশীদারিত্বের উদাহরণ যেমন– তালহা আরিফকে বলল তুমি আমাকে ২০০ টাকা দাও, ফলে আমি সলম চুক্তি স্বরূপ রশীদের কাছে ৪০০ টাকায় যে একমণ চাউল পাবো তাতে তুমি অর্ধেকের মালিক হবে, আর তাউলিয়ার উদাহরণ। যেমন– বলল তুমি আমাকে ৪০০ টাকা দাও। বিনিময়ে আমি বায়ঈ সলম স্বরূপ রশীদের নিকট যে ১মণ চাউল পাব তা তুমি নিয়ে নিবে। যেহেতু উভয়ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিকের করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে তা পাওয়া সন্দেহজনক থেকে যায়। একারণে না জায়েয।

قوله فِى الْجَوَاهِرِ الخ ঃ কেননা হীরক–মুক্তা বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। ফলে বিবাদ সৃষ্টির আশংকা থাকে, তবে ওজনের ভিত্তিতে হলে জায়েয। এটা একটা বিশেষ মূলনীতি। উপরের মাসআলাগুলো এ নীতির আলোকে গৃহীত হয়েছে।

قوله ويَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الخ ঃ এ বিষয়ে মূলনীতি হল কোন উপায়ে যদি হারাম পশু দ্বারা কাজ বা সেবা নিতে পারে। যেমন– পরিবহণ, পাহারাদারী প্রভৃতি তাহলে এ লক্ষে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, সখ বশতঃ না জায়েয।

قوله بَيْعُ الْخَمْرِ الخ ঃ সকল মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যেমন– মদ, তাড়ি, আফিম ইত্যাদি। এগুলোর বেচা-কেনা প্রচার ও উৎপাদন সবই না জায়েয।

بَابُ الصَّرْفِ

اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ اِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْاَثْمَانِ فَاِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ اَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَمْ يَجُزْ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَاِنْ اخْتَلَفَا فِى الْجُوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ ـ وَاِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَوَجَبَ التَّقَابُضُ وَاِنِ افْتَرَقَا فِى الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ اَوْ اَحَدُهُمَا بَطَلَ الْعَقْدُ ـ

বায়ঈ' সরফ (মুদ্রা ব্যবসা)

অনুবাদ॥ সংজ্ঞা ঃ বেচা-কেনার মধ্যে উভয়-বিনিময় মুদ্রা জাতীয় হলে তাকে বায়ঈ সরফ বলে। সুতরাং রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ বিক্রি করলে তা সমান সমান ছাড়া জায়েয নয়। যদিও উভয়টি গুণগতমান ও কারিগরী ক্ষেত্রে বেশ–কম হয়। ২. (বায়ঈ সরফের ক্ষেত্রে) জরূরী হল পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বিনিময় করায়ত্ত করা। ৩. রৌপ্যের বিনিময় স্বর্ণ বিক্রি করলে কম-বেশী করা জায়েয এবং (এক্ষেত্রেও) উভয়টি করায়ত্ত করা জরূরী। বায়ঈ' সরফের মধ্যে উভয় বিনিময় তার পূর্বে বা তন্মধ্যে হতে একটি করায়ত্ত করার আগেই যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَثْمَان ـ ثَمَنٌ এর বহুঃ মূল্য, মুদ্রা, فِضَّة চান্দী, রূপা, جُوْدَة উন্নত, গুণগত অর্থে, صِيَاغَة কারীগরি শৈলী, প্রস্তুত প্রণালী اِفْتِرَاق বিচ্ছিন্ন হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله صَرْف : صرف এর আভিধানিক অর্থ ঘুরান, ফিরান পরিবর্তন করা, ব্যয় করা, বাড়তি হওয়া। বায়ঈ'সরফে ক্রেতা-বিক্রেতা একই সাথে (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) নিজ নিজ পাওনা করায়ত্ত করে বিধায় একে বায়ঈ সরফ বলে। পরিভাষায়– সোনা, রূপা বা এর দ্বারা নির্মিত অলংকার বা এর স্থলাভিষিক্ত মুদ্রা-নোট, পরস্পর বিনিময় করাকে বায়ঈ' সরফ বলে।

শর্তাবলী ঃ বায়ঈ' সরফ সহীহ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত (ক) উভয় বিনিময় সমজাতীয় বা সমমূল্যের হলে সমান সমান বিনিময় করা, (খ) নগদ লেন-দেন করা। অতএব বড় নোট দিয়ে ছোট নোট গ্রহণ ও এ শর্ত সাপেক্ষে হতে হবে।

قوله وَاِنْ اخْتَلَفَا الخ ঃ কারুকার্য ও গুণগত মানে কম বেশী হলেও লেন-দেনের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া জরূরী। এ মর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন– جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ সুতরাং ছিড়া নোট দিয়ে নতুন টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে ও কম বেশী জায়েয হবে না। বরং সূদ গণ্য হবে। একান্ত এরূপ করতে হলে নোটের সাথে কিছু খুচরা পয়সা নিলে সূদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন ১০০ টাকার ছিড়া নোটের পরিবর্তে ৯০ টাকার নোট ও বাকী কিছু রেজগী পয়সা নিলে জায়েয হয়ে যাবে।

قوله وَاِذَا بَاعَ الذَّهَبَ الخ ঃ জাত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সূদের আশংকা থাকে না। বিধায় কম -বেশী গ্রহণ করা জায়েয। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

فَاِذَا اخْتَلَفَ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ـ مسلم

وَلَايَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذٰلِكَ وَكَذٰلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هٰذِهِ الْخَمْسِيْنَ مِنْ ثَمَنِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتّٰى افْتَرَقَا بَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. বায়ঈ সরফের মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার মধ্যে কোন অধিকার চর্চা করা দুরস্ত নয়। ৫. রৌপের বিনিময়ে অনুমানে স্বর্ণ বিক্রি করা জায়েয। ৬. কেউ যদি কারুকার্যকৃত একটি তরবারী একশ দেরহামে বিক্রি করে। আর কারুকার্যের মূল্য পঞ্চাশ দেরহাম (পরিমাণ)। এখন তার মূল্য হতে পঞ্চাশ দেরহাম যদি তাকে (নগদ) দিয়ে দেয় তাহলে বেচা-কেনা জায়েয হয়ে যাবে এবং প্রাপ্ত পঞ্চাশ দেরহাম কারুকার্যকৃত রূপার দাম গণ্য হবে। যদিও ক্রেতা তা উল্লেখ না করে থাকে। ৭. এরূপে যদি বলে যে, অত্র পঞ্চাশ দেরহাম উভয়ের মূল্য বাবদ গ্রহণ করুন। তাহলে উভয়ে (নিজ নিজ প্রাপ্য) করায়ত্ত না করে পৃথক হয়ে গেলে অলংকারের ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল গণ্য হবে। অলংকার যদি ক্ষতি ছাড়া সহজেই তরবারী হতে পৃথক করা যায় তাহলে তরবারীর ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয এবং অলংকারের ক্ষেত্রে বাতিল গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ تَصَرُّف অধিকার চর্চা করা, مُجَازَفَةً অনুমানে, مُحَلًّى কারুকার্যকৃত, অলংকার খঁচিত, চার আনি ওজনের রৌপ্য মুদ্রা, حِلْيَةٌ অলংকার فِضَّة চান্দি রূপা يَتَخَلَّصُ পৃথক করা যায়, بِغَيْرِ ضَرَرٍ ক্ষতি ছাড়া

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَلَايَجُوزُ التَّصَرُّفُ الخ ঃ যেমন রাশেদ আরীফের নিকট ১০০ টাকার ভাংতি চাইল। এখন আরিফ টাকা না নিয়েই তাকে ভাংতি দিয়ে দিল। অতঃপর তাকে উক্ত টাকা দান করল বা তা দ্বারা কিছু খরিদ করল এটা জায়েয হবে না। কারণ উভয়দিকে মুদ্রা হওয়া একটাকে পণ্য ও অপরটাকে মূল্য গণ্য করা যায় না। বরং উভয়টি সমপর্যায়ের। এ কারণে উভয়টিকে পণ্য ধরলে তা করায়ত্ত না করে তাতে অধিকার চর্চা করা দুরস্ত নয়।

قوله بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً الخ ঃ কেননা জাতের ভিন্নতায় কম-বেশী গ্রহণ জায়েয। সুতরাং আনুমানিক গ্রহণে কম-বেশী হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই।

قوله وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الخ ঃ কেননা ক্রেতা-বিক্রেতা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় জায়েয পন্থায় কারবার করাই স্পষ্ট। আর এক্ষেত্রে নগদ প্রদত্ত ৫০ দেরহাম অলংকারের বিনিময় গণ্য করার ক্ষেত্রেই কারবার বৈধ হয়। সুতরাং এটাই ধর্তব্য।

قوله بَطَلَ الْعَقْدُ الخ ঃ কেননা দেরহাম দ্বারা রূপার অংশ খরীদের ক্ষেত্রে এটাই বায়ঈ' সরফ, আর বায়ঈ সরফের ক্ষেত্রে বাকী লেন-দেন বৈধ নয়। তবে শুধু তরবারীর ক্ষেত্রে সরফ নয় বিধায় জায়েয।

قوله وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ الخ ঃ যেমন স্ক্রুর সাহায্যে অলংকার খঁচিত হলে অনায়াসেই তা পৃথক করা যায় এবং ক্রেতাকে হস্তান্তর করা যায়। সুতরাং খুলে ফেলার পর তরবারীর বিক্রি দুরস্ত। আর অলংকার পৃথক করতে তরবারীর ক্ষতিসাধন হওয়ার আশংকা থাকলে অলংকার ও তরবারী কোনটির ক্ষেত্রে বিক্রি দুরস্ত হবে না। কেননা বিক্রেতা তার পণ্য হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ক্রয়-বিক্রয় তো একত্রে এক বস্তু হিসেবেই হয়েছে। সুতরাং ভিন্নতার প্রশ্ন আসে কেন? এক্ষেত্রে তো تَفْرِيقِ صَفْقَةٍ তথা "একই আকদকে ভিন্নকরণ" বা صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ "এক আকদের মধ্যে আরেক আকদ" সাব্যস্ত হয়। যা মূলতঃ না জায়েয। এর উত্তর এই যে, শরয়ী বিধান মোতাবেক একাংশ মুদ্রাজাত হওয়ার কারণে নগদ আদান-প্রদানের শর্ত এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই বিধায় জায়েয। আর এটা ব্যক্তিগত কারণে সৃজিত নয়।

وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَ وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ وَصَحَّ فِيمَا قَبَضَ وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَ مَنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَ مَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَ دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ وَ دِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ وَ جُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ بَدَلًا مِنَ الْجِنْسِ الْآخَرِ وَ مَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَتِ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّينَارُ بِدِرْهَمٍ وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ۔

<u>অনুবাদ</u> ॥ ৭. কেউ যদি রৌপ্য পাত্র বিক্রির পর তার আংশিক মূল্য করায়ত্ত করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাহলে মূল্য করায়ত্ত না করা অংশে বিক্রি বাতিল ও করায়ত্ত করা অংশে বৈধ গণ্য হবে। আর পাত্রটি উভয়ের মাঝে অংশীদারিত্বে থাকবে। ৮. কোন পাত্র খরীদের পর কিছু অংশে অন্য কারো মালিকানা পাওয়া গেলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। চাইলে বাকী অংশ আনুপাতিক মূল্যে গ্রহণ করবে, নতুবা তা প্রত্যাখ্যান করবে। আর যদি কেউ রৌপ্য খণ্ড বিক্রি করে অতঃপর তার কোন অংশীদার বের হয়। তাহলে তার অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশ আনুপাতিক মূল্যে গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার থাকবে না। ৯. কেউ যদি দুটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও একটি দেরহাম দু দিনার ও এক দেরহামের বিনিময় বিক্রি করে তাহলে বিক্রি বৈধ হবে। এক্ষেত্রে দু'জাতীয় মুদ্রার একজাতীয়কে অপর জাতীয়ের বিনিময় গণ্য করা হবে। ১০. কেউ যদি দশ দেহরাম ও এক দীনারের বিনিময় এগার দেরহাম বিক্রি করে তা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে দশ দেরহামের বিনিময় দশ দেরহাম ও দীনারের বিনিময় বাকী এক দেরহাম বিবেচিত হবে। ১১. দুটি খাঁদযুক্ত ও একটি নিখুঁত দেরহামের বিনিময় একটি খাদযুক্ত ও দুটি নিখুঁত দেরহাম বিক্রি করা জায়েয। ১২. দেরহামের মধ্যে যদি (মিশ্রিত অংশের চেয়ে) রূপার অংশ বেশী হয় তাহলে তা (গোটাটাই) রূপার বিধানে গণ্য হবে। এরূপে দীনারের মধ্যে (মিশ্রিত অংশের চেয়ে) যদি স্বর্ণের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে তা স্বর্ণের বিধানে গণ্য হবে। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে উন্নতমানের স্বর্ণ-রৌপ্যের কম-বেশী না জায়েয হওয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে।

<u>**শাব্দিক বিশ্লেষণ**</u> ঃ إِنَاءٌ পাত্র, বাসন, نُقْرَةٌ কাঁচারূপা, غَلَّةٌ ভেজাল মিশ্রণ, غَالِبٌ অধিক, প্রবল, جَيِّدٌ - جِيَادٌ এর বহুঃ উন্নতমান সম্পন্ন, غِشٌّ ভেজাল, عُرُوضٌ আসবাব।

<u>**প্রাসঙ্গিক আলোচনা**</u> ঃ قوله بَطَلَ الْعَقْدُ الخ ঃ কেননা বায়ঈ সরফের ক্ষেত্রে উভয় বিনিময় করায়ত্ত করা শর্ত, অথচ এখানে তা আংশিক পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং অতটুকুর বেচা-কেনা সহীহ, বাকী অংশে সহীহ নয়। কারণ সহীহ না হওয়াটা মূল্য পরিশোধ না হওয়ায় আকস্মিকভাবে হয়েছে। মূলতঃ প্রথমাংশে জায়েয ছিল। সুতরাং পরবর্তীতে আরোপিত বাতিল হওয়াটা মূল্য পরিশোধে প্রভাব ফেলবে না এবং এতে تَفْرِيقِ صَفْقَةٍ (একই চুক্তিতে ভিন্নকরণও) সাব্যস্ত হবে না। আর এটা চুক্তিকারকের নিজস্ব কারণেও নয় বরং শরয়ী বিধানমতে আরোপিত।

قوله بِالْخِيَارِ ঃ কেননা এক্ষেত্রে বিক্রেতার অংশীদারিত্বের কারণে দোষ সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রেতার কারণে নয়। এ কারণে ক্রেতার এখতিয়ার থাকাই যুক্তিযুক্ত।

قوله و دِرْهَمٍ غَلَّةٍ ঃ যে দেরহাম বা মুদ্রাকে ব্যবসায়ীগণ গ্রহণ করে, কিন্তু বায়তুল মাল তথা সরকারী ট্রেজারীতে [illegible] মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না তা غَلَّةٌ তথা খাদযুক্ত বা মিশ্রিত-ভেজাল দেরহাম বিবেচিত।

وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغِشُّ فَلَيْسَا فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوْضِ فَإِذَا بِيْعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِنِ اشْتَرٰى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رح عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح قِيْمَتُهَا أٰخِرَمَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا حَتّٰى يُعَيِّنَهَا وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

অনুবাদ ॥ দেরহাম ও দীনারে যদি ভেজাল-মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে তা (ধাতব) সামগ্রীর বিধানে গণ্য। সুতরাং তা সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কম-বেশী বিক্রি করা হলে জায়েয। আর তা দ্বারা যদি কোন পণ্য খরিদ করে। আর বিক্রেতা মূল্য করায়ত্ত করার আগেই তার মুদ্রামান রহিত (অচল) হয়ে যায়। এবং মানুষে তাদ্বারা লেন-দেন করা ছেড়ে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন– (বিক্রি বহাল থাকবে এবং) ক্রেতার উপর বিক্রয় দিবসের বাজার মূল্য দেওয়া জরুরী হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– মানুষে সর্বশেষ যে দিন উক্ত মুদ্রার লেন-দেন পরিত্যাগ করে সেদিনের বাজার মূল্য (পরিশোধ করা) আবশ্যক হবে। ১৩. সচল পয়সায় ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয যদিও তা নির্দিষ্ট করে (বিক্রেতাকে) না দেখায়। আর ভেজাল পয়সা হলে নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত বেচা-কেনা জায়েয হবে না। ১৪. যদি সচল মুদ্রায় বিক্রি করার পর করায়ত্ত করার পূর্বে তা অচল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ غِشٌّ খাদ, عُرُوْض আসবাব, سِلْعَة পণ্য, كَسَدَتْ অচল হয়ে যায়, تَعَامُل কারবার করতে থাকে, فَلْس - فُلُوْس এর বহুঃ পয়সা, نَافِقَة সচল, كَاسِدَة অচল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কেননা পয়সার মুদ্রামান সাধারণ প্রচলন হেতু, সৃষ্টিগতভাবে নয়। সুতরাং তার মুদ্রামান রহিত হওয়ার পর তাদ্বারা বেচা-কেনা করা মূল্য ছাড়া বেচা-কেনা করায় শামিল। আর মূল্য ছাড়া বেচা-কেনা হতে পারে না। বিধায় বাতিল গণ্য হবে। এমতাবস্থায় পণ্য বহাল থাকলে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। অন্যথায় তার বাজার মূল্য বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে।

قوله وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رح ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রি বাতিল হবে না। আর মুদ্রা অচল হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন মুদ্রা দ্বারা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে এখন কোন্ দিনের মূল্য পরিশোধ করবে এ ব্যাপারে সাহিবাইনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয়ের দিনের মূল্য পরিশোধ করবে। আর মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অচল ঘোষিত দিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করবে। এর উদাহরণ যেমন খালেদ শাকেরের নিকট হতে ১০ টাকায় বাকীতে একটি কলম কিনল এবং পাঁচ দিন পর তার মূল্য পরিশোধের ওয়াদা করল। ঐদিন ১০ টাকার মূল্যমান ছিল ৫ দেরহাম। এখন টাকা অচল হয়ে যাওয়ায় আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কলমের দাম ৪ দেরহাম দিবে। আর মুহাম্মদ (র.)-এর মতে টাকার সর্ব শেষ দিন তার যে বিনিময় হার ছিল সে হিসেবে পরিশোধ করবে। সেদিন যদি ১০ টাকা সমান ৩ দেরহাম হয় তাহলে ৩ দেরহামই পরিশোধ করবে। এমতের ওপরই ফতোয়া। সাহিবাইনের মতে বিক্রি বহাল থাকার কারণ এই যে, বিক্রি কালে যেহেতু মুদ্রা সচল ছিল সে হিসেবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। যদিও পরিশোধের আগে তা অচল হয়ে থাকে।

قوله حَتّٰى يُعَيِّنَهَا ঃ কেননা স্বর্ণ-রৌপ্যই হল মূল মুদ্রা। আর নোট, ধাতব মুদ্রা, পয়সা তার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং এসবের মূল্যমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা নিছক কাগজ বা ধাতব পদার্থই থেকে যায়। এক্ষেত্রে তা অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর ন্যায় হয়ে যায়। আর মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করলে তা নির্দিষ্ট করা জরুরী। যাতে অস্পষ্টতার কারণে কলহ সৃষ্টি না হয়।

وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنْ فُلُوْسٍ وَمَنْ اَعْطٰى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ اَعْطِنِىْ بِنِصْفِهٖ فُلُوْسًا وَ بِنِصْفِهٖ نِصْفًا اِلَّا حَبَّةً فَسَدَ الْبَيْعُ فِى الْجَمِيْعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا جَازَ الْبَيْعُ فِى الْفُلُوْسِ وَبَطَلَ فِيْمَا بَقِىَ وَلَوْ قَالَ اَعْطِنِىْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوْسًا وَنِصْفًا اِلَّا حَبَّةً جَازَ الْبَيْعُ وَلَوْ قَالَ اَعْطِنِىْ دِرْهَمًا صَغِيْرًا وَزْنُهٗ نِصْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا حَبَّةً وَالْبَاقِىْ فُلُوْسًا جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ النِّصْفُ اِلَّا حَبَّةً بِاِزَاءِ الدِّرْهَمِ الصَّغِيْرِ وَالْبَاقِىْ بِاِزَاءِ الْفُلُوْسِ ـ

অনুবাদ ॥ ১৫. কেউ অর্ধ দেরহামে কিছু ক্রয় করলে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। ক্রেতার ওপর অর্ধ দেরহামে যে পরিমাণ পয়সা বিনিময় করা হয় তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। ১৬. কেউ মুদ্রা ব্যবসায়ীকে একটি দেরহাম দিয়ে যদি বলে আমাকে অর্ধ দেরহামের বিনিময় ভাংতি পয়সা দাও। আর এক রতি (দু'যব পরিমাণ রূপা) কম বাকী অর্ধ দেরহাম দাও। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পূর্ণ আকদটি বাতিল গণ্য হবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– পয়সার ক্ষেত্রে বিনিময় জায়েয হবে, বাকী অংশে বাতিল হবে। আর যদি বলে আমাকে অর্ধ দেরহাম পয়সা ও এক রতিও অর্ধ দেরহাম দাও তাহলে বায়ঈ' জায়েয হবে। যদি বলে আমাকে এক রতি কম ওজনের ছোট দেরহাম দাও, আর অবশিষ্ট পয়সা দাও তাহলেও বিক্রি জায়েয হবে। এক্ষেত্রে এক রতি কম অর্ধ দেরহাম হবে ছোট দেরহামের বিনিময়। আর অবশিষ্ট হবে রেজগী-পয়সার বিনিময়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صَيْرَفِىٌّ মুদ্রা ব্যবসায়ী অর্থাৎ টাকা-পয়সা, ডলার, পাউণ্ড ইত্যাদি যারা ভাঙ্গিয়ে দেয় তাকে صَيْرَفِى বলে। حَبَّةٌ রতি, দুই যব পরিমাণ রূপা. بِاِزَاءِ পরিবর্তে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمَنِ اشْتَرٰى الخ ঃ কেননা অর্ধ দেরহামে কত পয়সা তা সকলে অবগত বিধায় তার সংখ্যা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম যুফর (র.)-এর মতে পয়সার সংখ্যা উল্লেখ করা জরুরী।

قوله وَقَالَا جَازَ الْبَيْعُ ঃ সাহিবাইন (র.) বলেন– অর্ধদেরহামকে এক হাব্বা কম অর্ধ দেরহামে বিক্রির ক্ষেত্রে বায়ঈ' সরফ হয়ে যায়। বিধায় সমান সমান না হওয়ার কারণে বাতিল গণ্য হবে। আর পয়সার বিনিময় বিক্রি সরফ না বিধায় জায়েয।

قوله نِصْفًا اِلَّا حَبَّةً ঃ উপরের মাসআলার সাথে এর পার্থক্য এই যে, প্রথম মাসআলায় এক রতি কম অর্ধ দেরহামকে অর্ধ দেরহামের বিনিময় স্থির করা হয়েছিল। আর এ মাসআলায় এমনটি করা হয়নি বিধায় জায়েয।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। بيع سلم এর সংজ্ঞা ও শর্তাবলী লিখ।

২। بيع صرف কাকে বলে? এর হুকুম এবং অত্র নামে নাম করণের কারণ কি লিখ।

৩। بيع صرف ، ربوا ও بيع سلم এর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য বর্ণনা কর।

৪। قوله وَاِنِ اشْتَرٰى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ অত্র মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী ইমামগণের মতভেদের বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

كِتَابُ الرَّهْنِ

اَلرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ وَ يَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مَحُوْزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا تَمَّ الْعَقْدُ وَمَالَمْ يَقْبِضْهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ اِلَيْهِ وَاِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَّهْنِ فَإِذَا سَلَّمَ اِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِيْ ضِمَانِهِ۔

বন্ধক অধ্যায়

অনুবাদ ॥ বন্ধক সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও অনুমোদন) দ্বারা। আর করায়ত্ত করার দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করে। বন্ধক গ্রহীতা যখন তা বন্ধকদাতার নিকট হতে এককি মালিকানামুক্ত, ব্যবহার ও দখলমুক্তরূপে করায়ত্ত করবে তখন চুক্তি পরিপূর্ণ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত করায়ত্ত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধক দাতার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে গ্রহীতাকে অর্পণ করতে পারে বা ইচ্ছে করলে বন্ধক ও প্রত্যাহার ও করতে পারে। যখন গ্রহীতার নিকট অর্পণ করবে এবং গ্রহীতা তা করায়ত্ত করবে তখন উক্ত মাল তার দায়িত্বাধীন হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ رَهْن বন্ধক, رَاهِن বন্ধক গ্রহীতা, مَحُوْزًا অংশীদারমুক্ত, مُفَرَّغًا মালিকানামুক্ত, مُمَيَّزًا পৃথককৃত, رَاهِن বন্ধকদাতা, سَلَّم অর্পণ করবে, ضِمَان দায়িত্ব, জামানত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ كتاب الرهن **এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ** قوله اَلرَّهْنُ – رَهْن এর শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ রাখা। শরয়ী পরিভাষায় ঋণ আদায়ের নিমিত্তে জামিন স্বরূপ কোন সম্পদ আটক রাখা কে রেহেন বলে। হাওয়ালা ও কাফালার মধ্যে ও ঋণ দাতার জন্যে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা থাকে। তবে তাতে কোন সম্পদ আটক রাখা হয় না। আর রেহেনের মধ্যে সম্পদ আটক রাখা হয়।

রেহেনের শর্ত ঃ ১. বন্ধকী মাল বন্ধকদাতার মালিকানাধীন হওয়া, ২. উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ও ৩. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, ৪. মাল দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।

রুকন ঃ ইজাব ও কবুল।

قوله فَإِذَا قَبَضَ الخ – محوز তথা অন্যের মালিকানামুক্ত হওয়া। সুতরাং শরীকী কোন বস্তু বণ্টন করে দখলীভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধক রাখা দুরস্ত হবে না। مُفَرَّغ খালীকৃত অর্থাৎ বন্ধকসহীহ হওয়ার জন্য বন্ধকী মাল মালিকের ব্যবহারমুক্ত হওয়া জরুরী। যেমন– ঘর হলে তাকে বসবাসের আসবাবপত্র খালি করে বুঝিয়ে দিতে হবে, مُمَيَّز তথা পৃথককৃত হওয়ার দ্বারা বস্তুটি অন্য কোন বস্তুর সাথে মিলিত হলে বন্ধকদাতার জন্যে তা বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করে বন্ধকদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। যথা– শুধু জমি বন্ধক দিলে জমির ফসল কেটে নিয়ে জমি খালি করে দেওয়া জরুরী।

قوله دَخَلَ فِيْ ضِمَانِهِ ঃ অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব বন্ধক গ্রহীতার দায়িত্বে বর্তাবে। তবে এটা আমানতের দ্রব্যে ন্যায়। সে সেটা হেফাযত করবে। নিজস্ব কাজে লাগাতে পারবে না, তবে পার্থক্য এই যে আমানতের দ্রব্য হারিয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়না। বন্ধকী দ্রব্য হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে বন্ধক গ্রহীতার ওপর তার দায়ভার বর্তায়।

وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ وَهُوَ مَضْمُوْنٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَ قِيْمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ-

---

অনুবাদ ॥ বন্ধকী দ্রব্যের মর্যাদা ঃ ১. দায়বদ্ধ ঋণ ছাড়া (অন্য ঋণের বিপরীতে) বন্ধক জায়েয নেই। ২. বন্ধকী বস্তুর মূল্য ও ঋণের মধ্যে যেটা (পরিমাণে) কম তার দায় বহন করবে। অতএব বন্ধক গ্রহীতার নিকট যদি বন্ধকী বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায়। আর গৃহীত ঋণ ও উক্ত বস্তুর মূল্য সমপরিমাণ হয় তাহলে শরয়ী বিধানে সে ঋণ পরিশোধকারী গণ্য হবে। আর ঋণের চেয়ে বন্ধকী বস্তুর মূল্য বেশী হলে অতিরিক্ত অংশ তার নিকট আমানত গণ্য হবে। যদি মূল্য কম হয় তাহলে ঋণ হতে উক্ত পরিমাণ রহিত হয়ে যাবে এক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতা বাকী অংশ তার থেকে ফেরত নিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مَضْمُوْنٌ ক্ষতিপূরণীয়, دين ঋণ, مُسْتَوْفِيًا আদায়কারী, উসূলকারী, حُكْمًا বিধানগত, فضل বর্ধিত অংশ, অতিরিক্ত, رَجَعَ ফেরত নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ - دين বা ঋণ মূলতঃ দু'প্রকার। (ক) دَيْنٍ مَضْمُوْنٍ ক্ষতিপুরণীয় ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ বা ক্ষতিপূরণ অথবা ক্ষমা করা ছাড়া যা রহিত হয় না। যেমন সাধারণ ঋণ, পণ্যের মূল্য, মহর প্রভৃতি। (খ) دَيْنٍ مَسْقُوْط তথা ক্ষেত্র বিশেষ রহিত ঋণ। পূর্ণ দায়িত্ব পালন সত্ত্বে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমানতদার ব্যক্তি তার জন্যে দায়বদ্ধ নয়। সুতরাং এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। বন্ধক প্রথম প্রকারের ঋণের মোকাবেলায় হলে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ জায়েয নুতুবা নাজায়েয।

قوله وَ هُوَ مَضْمُوْن الخ ঃ হানফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের মতে বন্ধকী দ্রব্য সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণীয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা আমানতের ন্যায়। অতএব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনহেতু বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে নিজের উদাসীনতার দরুন বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

قوله أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ ঃ যেমন– বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য ২৫০ টাকা। আর ঋণ হল ২০০ টাকা। এক্ষেত্রে বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হলে শরয়ী বিধান মতে বন্ধক গ্রহীতা নিজ পাওনা প্রাপ্ত গণ্য হবে। আর অতিরিক্ত ৫০ টাকা তার নিকট আমানত স্বরূপ থাকবে। বন্ধক ৫০ টাকা গ্রহীতা বন্ধকদাতা (রাহিন) কে ফেরত দিবে। আর দ্রব্যের মূল্য যদি ২০০ টাকা হয় তাহলে নিজ পাওনা পরিশোধ প্রাপ্ত গণ্য হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে আর কোন পাওনা বাকী থাকবে না। দ্রব্যের মূল্য যদি ১৫০ টাকা হয় তাহলে বন্ধকদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত ৫০ টাকা গ্রহণ করবে।

وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَهُوَ رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَي رُؤُسِ النَّخْلِ دُوْنَ النَّخْلِ وَلَا زَرْعٍ فِي الْأَرْضِ دُوْنَ الْأَرْضِ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ دُوْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِيْ وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنْ هَلَكَ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُكْمًا وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ جَازَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِيْ يَدِهِ هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ -

---

অনুবাদ ॥ বন্ধকী দ্রব্য প্রসঙ্গ ঃ ১. যৌথ সম্পদ বন্ধক রাখা নাজায়েয। যৌথ সম্পদ হল– গাছ ছাড়া গাছের ওপরস্থ ফল বন্ধক দেওয়া বা জমি ব্যতিরিকে জমিতে অবস্থিত ফসল বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি। ফল ও ফসলবাদে গাছ ও জমি বন্ধক রাখা জায়েয নয়। ২. আমানতের দ্রব্যের বিনিময় বন্ধক রাখা জায়েয নেই। যেমন– অদিয়ত, আরিয়াত, মুদারাবা ও শিরকত (প্রভৃতি)। ৩. বায়ঈ সলমের পূঁজি বায়ঈ' সরফের মুদ্রা ও বাঈ সলমের পণ্যের বিনিময় বন্ধক রাখা জায়েয। সুতরাং (এসবের বন্ধকী দ্রব্য) যদি চুক্তিস্থলে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সরফ ও সলমচুক্তি পূর্ণ হয়ে যাবে এবং বন্ধক গ্রহীতা (মুরতাহিন) বিধানগতভাবে তার প্রাপ্য আদায়কারী বিবেচিত হবে। ৪. যদি বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা বন্ধকীদ্রব্যকে (তৃতীয়) কোন নিষ্ঠাবান লোকের হাতে রাখতে একমত হয় তাহলে তা জায়েয। অতঃপর যদি তার হাতে তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে বন্ধক গ্রহীতার দায় হতে তা বিনষ্ট গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُشَاعٌ যৌথ, শরীকী رُؤُوْس- رَأْسٌ এর বহুঃ মাথা, ওপর অর্থে; نَخْلٌ খেজুর গাছ, এখানে যে কোন গাছ উদ্দেশ্য; زَرْعٌ ফসল, وَدَائِعٌ - وَدِيْعَةٌ এর বহুঃ আমানত. عَوَارِيْ - عَارِيَةٌ এ বহুঃ কর্জ, ধার, عَدْلٌ নিষ্ঠাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله رَهْنُ الْمُشَاعِ الخ ঃ বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য যেহেতু কোন কারণে গৃহীত ঋণ বা দ্রব্য পরিশোধ করতে না পারলে উক্ত বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য পরিশোধ করে নেয়া। সুতরাং এরজন্য বস্তুটি তার সম্পূর্ণ দখলে আসা বাঞ্ছণীয়। অথচ জমির ফসলে বা গাছের ফলে দখল স্বীকৃত হয় না।

قوله اَلرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ الخ ঃ আমানতী দ্রব্য সংরক্ষণের চেষ্টা সত্ত্বে বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। অথচ বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হলে তা তার পাওনা থেকে কর্তিত হয় উভয়ের মাঝে এ পার্থক্যের দরুন আমানতের বিনিময় বন্ধক গ্রহণ দুরস্ত নয়।

قوله وَيَصِحُّ الرَّهْنُ الخ ঃ বায়ঈ সলমের পূঁজি ইত্যাদির বিনিময় বন্ধক রাখা জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, এসব ক্ষেত্রে বন্ধকী দ্রব্য ও উক্ত পূঁজি ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ হওয়ার দিক দিয়ে সমজাতীয়। সুতরাং বন্ধকী দ্রব্য করায়ত্ত করা উক্ত পূঁজি ইত্যাদি করায়ত্ত করার নামান্তর। অবশ্য ইমাম যুফর ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে উক্ত বন্ধক দুরস্ত নয়।

قوله تَمَّ الصَّرْفُ ঃ কেননা চুক্তিস্থলে বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা সলমের পূঁজি বা সরফের মুদ্রা করায়ত্ত ধর্তব্য হয়। আর এতে সলম ও সরফ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।

وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا وَهَلَكَتْ هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ زُيُوفًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ مِثْلَ الْجِيَادِ وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ بَاقِي الدَّيْنِ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَإِنْ شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا ـ

অনুবাদ ॥ ৫. দেরহাম, দীনার (রৌপ্য-স্বর্ণ), কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্য বন্ধক রাখা জায়েয। তবে এগুলোর কোনটি তার সমজাতীয় বস্তুর বিনিময় বন্ধক রাখার পর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রদত্ত ঋণ থেকে সমপরিমাণ বিনষ্ট (রহিত) ধর্তব্য হবে। (অর্থাৎ বিনষ্ট পরিমাণ তার প্রাপ্য হতে ঘাটতি ঘটবে।) যদিও গুণগতমান ও কারিগরি শৈলীতে ভিন্নতর হয়। ৬. যদি কারো অন্যের ওপর ঋণ থাকে আর সে তার থেকে ঋণ পরিমাণ অর্থ আদায় করে খরচ করে ফেলার পর জানতে পাবে যে, উক্ত টাকা খাদযুক্ত ছিল তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার আর কোন প্রাপ্য থাকবে না। কিন্তু সাহিবাইন (র.)-এর মতে ভেজাল পরিমাণ সে ফেরত দিবে এবং নিখুঁত মুদ্রা আদায় করে নিবে। ৭. কেউ দুটি গোলাম বন্ধক রেখে এক হাজার টাকা ঋণ নিল। অতঃপর এক গোলামের অংশ (পরিমাণ) ঋণ পরিশোধ করল। এক্ষেত্রে সে বাকী ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত গোলাম দুটি ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। বন্ধকদাতা যদি বন্ধক গ্রহীতা (ঋণদাতা) অথবা কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বা অন্য কাউকে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে তাহলে এ দায়িত্ব অর্পণ (ওয়াকালাত) জায়েয। বন্ধক চুক্তিকালে ওয়াকালাতের শর্ত থাকলে বন্ধকদাতার (রাহিনের) জন্যে পরে তাকে ওয়াকালতী হতে বরখাস্ত করার অধিকার থাকবে না। যদি তাকে বরখাস্ত করে তথাপি সে বরখাস্ত হবে না। এমনকি রাহিন মৃত্যুবরণ করলেও সে বরখাস্ত হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جَوْدَة গুণগতমান; صِيَاغَة কারিগরি শৈলী; اَنْفَقَهُ খরচ করল; زُيُوف ভেজাল, খাদযুক্ত. جِيَاد - جَيِّد এর বহুঃ নিখুঁত, উত্তম, وَكَّلَ উকিল বানায়; اَلْعَدْل নিষ্ঠাবান; حُلُوْلُ الدَّيْن ঋণের মেয়াদ অতিক্রম করা; عَزْلُه তাকে বরখাস্ত করা; لَمْ يَنْعَزِلْ বরখাস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله بِجِنْسِهَا الخ ঃ যেমন স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ বন্ধক রাখা বা চাউলের বিনিময় চাউল বন্ধক রাখা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে উক্ত বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হলে বা ঋণ উক্ত পরিমাণ ঘাটতি যেয়ে বাকী অংশ পরিমাণ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে উত্তম-অনুত্তম বা চিকন-মোটা ইত্যাদি গুণগত বৈষম্য ধর্তব্য হবে না।

قوله لَمْ يَكُنْ لَهُ الخ ঃ কেননা পূর্ণ ঋণের পরিবর্তে বন্ধক গ্রহীতা গোলাম দুটিকে আবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং চুক্তিকালে একেকজনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন ২ জনের বিনিময় পাঁচশ পাঁচশ করে) নির্ধারিত ছিল না। অতএব পূর্ণ ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার বন্ধকী দ্রব্য সম্পূর্ণটা আবদ্ধ রাখার অধিকার থাকবে।

وَلِلْمُرْتَهِنِ اَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ وَاِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِهٖ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتّٰى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهٖ فَاِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيْلَ لَهُ سَلِّمِ الرَّهْنَ اِلَيْهِ وَاِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوْفٌ فَاِنْ اَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ وَاِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ وَاِنْ اَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ فَاِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوْسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًّا طُوْلِبَ بِاَدَاءِ الدَّيْنِ وَاِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا اَخَذَ مِنْهُ قِيْمَةَ الْعَبْدِ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ حَتّٰى يَحِلَّ الدَّيْنُ وَاِنْ كَانَ مُعْسِرًا اِسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيْ قِيْمَتِهٖ فَقَضٰى بِهِ الدَّيْنَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمَوْلٰى وَكَذٰلِكَ اِنِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَاِنِ اسْتَهْلَكَهُ اَجْنَبِيٌّ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِيْ تَضْمِيْنِهٖ فَيَاْخُذُ الْقِيْمَةَ فَيَكُوْنُ الْقِيْمَةُ رَهْنًا فِيْ يَدِهٖ ـ

অনুবাদ ॥ মুরতাহিন (বন্ধক গ্রহীতা) এর দায়িত্ব ও অধিকার ঃ ১. মুরতাহিন রাহিন (ঋণ গ্রহীতা) -এর নিকট তার ঋণ তলব করার অধিকার রাখে। এমনকি তাকে কয়েদও করতে পারে। ২. বন্ধকী দ্রব্য যদি মুরতাহিনের আয়ত্তে থাকে তাহলে রাহিনকে তা বিক্রি করার অধিকার দেওয়া ওয়াজিব নয়। যাতে (ঋণ পরিশোধ না করলে) সে উহার মূল্য দ্বারা নিজ ঋণ আদায় করতে নিতে পারে। ৩. বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধ করলে তখন বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী দ্রব্য মালিকের নিকট অর্পণ করতে বলা হবে। ৪. বন্ধকদাতা যদি বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে উক্ত বিক্রি মওকূফ থাকবে। বন্ধক গ্রহীতা অনুমতি দিলে তা বহাল থাকবে। আর বন্ধকদাতা যদি তাকে ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে বিক্রি বৈধ গণ্য হবে।

বন্ধকী দ্রব্যে অধিকার প্রয়োগ ঃ ১. রাহিন মুরতাহিনের অনুমতি ছাড়া বন্ধক গোলাম আযাদ করে দিলে তার আযাদ করা কার্যকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রাহিন যদি ধনী হয় আর ঋণ অমেয়াদী হয় তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা করতে হবে। ঋণ মেয়াদ ভিত্তিক হলে তার নিকট হতে গোলামের মূল্য আদায় করে নিবে এবং উক্ত মূল্য বন্ধক স্বরূপ রাখা হবে, যাতে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এসে যায়। আর মুরতাহিন দরিদ্র হলে গোলাম তার মূল্য আদায়ের জন্য অর্থ উপার্জন করবে এবং তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে। অতঃপর মনিবের নিকট থেকে উক্ত টাকা উসূল করে নিবে। তদ্রূপ রাহিন যদি স্বেচ্ছায় বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট করে (এক্ষেত্রেও অমেয়াদী ঋণ আদায় করে নিবে নতুবা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য আদায় করে বন্ধক স্বরূপ রেখে দিবে।) ২. যদি তৃতীয় কেউ বন্ধকীদ্রব্য বিনষ্ট করে তাকে দায়ী করার ব্যাপারে মুরতাহিনই বাদী হবে। সে তার থেকে মূল্য আদায় করে নিবে। আর উক্ত মূল্যই তার নিকট বন্ধক স্বরূপ থাকবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَنْ يُطَالِبَ তাগাদা করা; يَحْبِسَهُ তাকে কয়েদ করবে। يُمَكِّنَهُ তাকে সুযোগ দিবে; سَلِّمِ অর্পণ কর; بِغَيْرِ اِذْنِ অনুমতি ছাড়া; اَجَازَهُ তাকে অনুমতি দেয়; نَفَذَ عِتْقُهُ তার স্বাধীন করা কার্যকর হবে, مُوْسِرٌ ধনী; جُعِلَتْ স্থির করা হবে; مَكَانَهُ তদস্থলে; مُعْسِرٌ দরিদ্র; اِسْتَسْعٰى উপার্জন করবে; اِنِ اسْتَهْلَكَ স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করে; اَجْنَبِيٌّ অপরিচিত, তৃতীয় পক্ষের কেউ।

وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُوْنَةٌ وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدْرٌ وَاُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُحْفَظُ فِيْهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَاُجْرَةُ الرَّاعِىْ عَلَى الرَّاهِنِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ فَيَكُوْنُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْاَصْلِ فَاِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْئٍ وَاِنْ هَلَكَ الْاَصْلُ وَبَقِىَ النَّمَاءُ اِفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهٖ وَيُقَسَّمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيْمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعَلَى قِيْمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ فَمَا اَصَابَ الْاَصْلَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهٖ وَمَا اَصَابَ النَّمَاءَ اِفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِهٖ وَيَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِى الرَّهْنِ وَلَا يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِى الدَّيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ ولا يَصِيْرُ الرَّهْنُ رَهْنًا بِهِمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ هُوَ جَائِزٌ -

---

অনুবাদ ॥ বন্ধকী দ্রব্যে ক্ষতিসাধন প্রসঙ্গ ঃ অনুবাদ ১. রাহিন কর্তৃক বন্ধকী দ্রব্যে ক্ষতিসাধনে জরিমানা আরোপিত হয়। ২. আর মুরতাহিনের ক্ষতিসাধন উক্ত পরিমাণ ঋণ ঘাটতি ঘটায়। ৩. বন্ধকীদ্রব্য (পশু) কর্তৃক রাহিন, মুরতাহিন অথবা উভয়ের (কারো) মালের ক্ষতিসাধন বৃথা-অগ্রাহ্য। ৪. বন্ধকীদ্রব্য সংরক্ষণ গৃহের ভাড়া মুরতাহিনের ওপর বর্তাবে। আর রাখালের বেতন রাহিনের ওপর বর্তাবে, বন্ধকী দ্রব্যের (পশুর) ব্যয়ভার ও বর্তাবে রাহিনের ওপর। এর লভ্যাংশ রাহিনের প্রাপ্য। তবে লভ্যাংশ মূল দ্রব্যের সাথে বন্ধক থাকবে। যদি লভ্যাংশ বিনষ্ট হয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। যদি মূলদ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যায় আর লভ্যাংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে রাহিন উক্ত অংশ পরিমাণ (টাকা পরিশোধ করে) ছাড়িয়ে নিবে। আর ঋণকে বন্ধকী দ্রব্য করায়ত্ত করার দিবস এবং লভ্যাংশ ছাড়িয়ে নেয়ার দিবসের মূল্যের ওপর বণ্টন করে দিবে। অতঃপর মূল দ্রব্যের ভাগে যে পরিমাণ বর্তায় উক্ত পরিমাণ তার হতে ঘাটতি যাবে। আর লভ্যাংশের ভাগে যা বর্তাবে রাহিন সে পরিমাণ (পরিশোধ করে) ছাড়িয়ে নিবে। ৫. বন্ধকী দ্রব্যে (পরবর্তিতে) বৃদ্ধি করা জায়েয। তরফাইন (র.)-এর মতে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। (কেউ এরূপ করলে) বিনিময় উক্ত বন্ধকী দ্রব্য উভয় ঋণের পরিবর্তে সাব্যস্ত হবে না। আবু ইউসুফ (রঃ) বলেন জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جِنَايَة অতিরঞ্জন, ক্ষতিসাধন; مَضْمُوْنَةٌ ক্ষতিপূরণীয়, জরিমানা আরোপযোগ্য; نَمَاء বর্ধিত অংশ, আয়, লভ্যাংশ; اِفْتَكَّهُ তা ছাড়িয়ে নিবে; الفكاك ছাড়ান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله جِنَايَةُ الرَّاهِنِ الخ ঃ রাহিন কর্তৃক বন্ধকী দ্রব্যে ক্ষতিসাধনের দ্বারা যে পরিমাণ তার মূল্য ঘাটতি ঘটে সে পরিমাণ অর্থ তার নিকট হতে নিয়ে বন্ধকীদ্রব্যের সাথে মুরতাহিনের নিকট রাখা হবে। আর মুরতাহিন কর্তৃক এমনটি হলে ঘাটতি পরিমাণ তার প্রাপ্য প্রদত্ত ঋণ হতে হ্রাস ঘটবে।

وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ الخ ঃ এক্ষেত্রে ক্ষতি অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ এই যে, রাহিনের ক্ষতির ক্ষেত্রে তো নিজ মালিকের ক্ষতিসাধন হয়। সুতরাং জরিমানা কাকে দিবে? আর মুরতাহিনের নিকট থাকা কালে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু তার ওপর। সুতরাং এ সময়ে তার ক্ষতি সাধন করলে সে ক্ষতিপূরণ নিবে কার থেকে?

قوله وَنَمَاءُهُ لِلرَّاهِنِ ঃ বন্ধকী দ্রব্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় বা বর্ধিত বস্তুর মালিক বন্ধকদাতা। (সুতরাং তার অনুমতি ছাড়া তাদ্বারা উপকার লাভ করা দুরস্ত নয়।)

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا وَمَنْ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًّا أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ فَيَكُونُ رَهْنًا وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ـ

অনুবাদ॥ কতিপয় মাসআলা ঃ ১. যদি কেউ দু'ব্যক্তি হতে গৃহীত ঋণের পরিবর্তে তাদের উভয়ের নিকট (যিম্মাদারিতে) একটি বস্তু বন্ধক রাখে তাহলে তা জায়েয। উক্ত বস্তুর পূরাটাই উভয়ের নিকট বন্ধক গণ্য হবে। আর বিনষ্টের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ঋণের হার অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরণ ধর্তব্য হবে। সুতরাং রাহিন যদি তন্মধ্য হতে এক জনের ঋণ পরিশোধ করে দেয় তখন দ্বিতীয় জনের নিকট গোটাটাই বন্ধক থেকে যাবে যতক্ষণ না তার ঋণ আদায় করে নিবে। ২. যদি কেউ বাকী মূল্যের বিনিময় নির্দিষ্ট কোন বস্তু বন্ধক রাখার শর্তে গোলাম বিক্রি করে। আর ক্রেতা বন্ধকী দ্রব্য বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। এক্ষেত্রে বিক্রেতা ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে বন্ধক বর্জন করতে পারে। চাইলে চুক্তি রহিত করতে পারে। তবে ক্রেতা গোলামের মূল্য নগদ দিয়ে থাকলে বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য দিয়ে থাকলে তখন উক্ত মূল্যটাই বন্ধক গণ্য হবে। (ফলে চুক্তি রহিত হবে না) ৩. মুরতাহিনের

(পূর্বের পৃষ্ঠার অংশ) قوله وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ الخ ঃ মূল বিনষ্ট হয়ে বর্ধিত বস্তু বর্তমান থাকলে, সেক্ষেত্রে ঋণকে মূল ও লভ্যাংশের মাঝে ভাগাভাগি করে ভাগে যা পড়ে সে পরিমাণ মুরতাহিনকে দিয়ে বন্ধকী দ্রব্য ছাড়িয়ে নিবে. যেমন– কেউ ৯০০ টাকার ঋণের জন্যে ৬০০ টাকা মূল্যের এক গাভীন ছাগী বন্ধক রাখল। কিছুদিন পরে ১টি বাচ্চা প্রসব করার পর ছাগলটি মারা গেল। আর পরিশোধের দিন ছাগল ছানাটির দাম ছিল ৩০০ টাকা। এখন আসল ও বর্ধিত অংশের মূল্য হল ৯০০ টাকা। অর্থাৎ বাচ্চার দ্বিগুণ। এ হিসেবে মোট তিনভাগ হল। অতএব ৩০০ টাকা মুরতাহিনকে দিয়ে বাচ্চা নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে ঋণের ৬৩০ টাকা মূল বকরীর বিনিময় কর্তিত গণ্য হবে।

قوله وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ الخ ঃ যেমন আশিক ৫০০ টাকার জন্যে আরিফের নিকট একটি ঘড়ি বন্ধক রাখল. পরে এর সাথে আরো একটি ঘড়ি বা অন্য কোন জিনিস বন্ধক রেখে দিল। এটা সর্ব ঐক্যমতে জায়েয। এখন উভয় ঘড়ি ৫০০ টাকায় বন্ধক থাকল. কিন্তু একবার বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের পর ২য় বার ঋণ গ্রহণ করা আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েয। তরফাইন (র.)-এর মতে নাজায়েয এক্ষেত্রে এটা বন্ধক বিহীন ঋণ পরিগণিত হবে।

জন্যে অধিকার আছে বন্ধকী দ্রব্য নিজে সংরক্ষণ করার বা স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, বা নিজ পরিবারের খাদেম ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষণ করান। যদি তার পরিবারস্থ নয় এমন কারো দ্বারা সংরক্ষণ করায় বা কারো নিকট গচ্ছিত রাখে তাহলে সে এর দায়ী থাকবে। ৪. মুরতাহিন যদি বন্ধকী দ্রব্যে অনধিকার চর্চা করে তাহলে জবরদখলী বস্তুর ভর্তুকির ন্যায় তার পূর্ণ মূল্যের ভর্তুতি দিবে। ৫. মুরতাহিন যদি রাহিনকে বন্ধকী দ্রব্য কর্জ দেয়। আর সে তা করায়ত্ত করে তাহলে তা মুরতাহিনের যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। এখন তা মুরতাহিনের নিকট বিনষ্ট হলে তার কোন খেসারত আসবে না। মুরতাহিনের জন্যে উক্ত দ্রব্য নিজ কব্জায় ফেরত আনার অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে তা নিজ কব্জায় আনার পর তার ক্ষতিপূরণ তার ওপর বর্তাবে। ৬. রাহিন মৃত্যুবরণ করলে তার অছী বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে। যদি তার কোন অছী না থাকে তাহলে কাজী তার জন্যে অছী নিয়োগ করবে এবং তাকে তা বিক্রির নির্দেশ দিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عَيْن নির্দিষ্ট বস্তু; مَضْمُوْن ক্ষতিপূরণ, ভর্তুকি; لَمْ يُجْبَرْ তাকে বাধ্য করা যাবে না; حَالًا নগদ; عِيَال ভরণ-পোষণভুক্ত, পরিবারস্থ, সন্তানাদি; تَعَدّٰى অনধিকার চর্চা করে; وَصِيٌّ অছী, যাকে অছিয়ত করা হয় মৃত্যু পরবর্তীকালে মৃতের পক্ষ হতে কোন দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে যাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِذَا رَهَنَ عَيْنًا الخ ঃ যেমন শিবলী সা'দী হতে ৫০ টাকা ও তালহা হতে ৪০ টাকা কর্জ নিয়ে উভয়ের যিম্মায় একটি ঘড়ি বন্ধক রাখল। এটা জায়েয। এখন এটি হেফাযতের দায়িত্ব উভয়ের ওপর বর্তাবে। যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাদের প্রদত্ত ঋণের হার অনুপাতে তার ভর্তুকি তাদের ওপর আরোপিত হবে। যদি ঘড়ির মূল্য ২০০ টাকা হয় তাহলে নিজ নিজ ঋণ পরিশোধ গণ্য হওয়ার পর সা'দীর ওপর ৬০ টাকা ও তালহার ওপর ৪০ টাকা ভর্তুকি আরোপিত হবে।

قوله لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ঃ কেননা বন্ধক চুক্তিটি সম্পূর্ণ মানবিক বিষয়। সুতরাং তা পালনে আইনতঃ কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

قوله ضَمَانَ الْغَصْبِ ঃ কেননা বন্ধকী দ্রব্যে অনধিকার চর্চার দ্বারা বিনা অনুমতিতে তাতে হস্তক্ষেপ প্রমাণিত হয়। আর বিনা অনুমতিতে কারো মালে হস্তক্ষেপ করা আত্মসাৎ বা গছবের নামান্তর। সুতরাং গছবের ভর্তুকির ন্যায়-এর পূর্ণ ভর্তুকি তার ওপর বর্তান যুক্তিযুক্ত।

قوله نَصَبَ الْقَاضِيْ الخ ঃ অছী নিয়োগের এ ব্যাপারটি মৃত্যের ওয়ারিসগণ নাবালেগ হওয়ার ক্ষেত্রে। বালেগ ওয়ারিস থাকলে সেই অছীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য হবে। সুতরাং সে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করে বন্ধকী দ্রব্য ছাড়িয়ে নিবে। নতুবা তা বিক্রি করে তাদ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। رهن এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, শর্তাবলী ও রুকনসমূহ আলোচনা কর।

২। قوله وَلَا يَصِحُّ الدَّيْنُ اِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ وَهُوَ مَضْمُوْنٌ بِالْاَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ অত্র ইবারতের অর্থ ও উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখ।

৩। قوله وَاِنْ هَلَكَ الْاَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ اِفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلٰى قِيْمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعَلٰى قِيْمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ - উল্লিখিত ইবারতটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ও এর হুকুম লিখ।

৪। বন্ধক চুক্তি কখন পূর্ণাঙ্গ হয়? এবং বন্ধকী দ্রব্যের মর্যাদা কি লিখ।

৫। কি কি দ্রব্য বন্ধক রাখা জায়েয এব কি কি দ্রব্য বন্ধক রাখা জায়েয নয় লিখ।

৬। বন্ধকী দ্রব্য হতে প্রাপ্ত আয়ের বিধান লিখ।

৭। মুরতাহিনের দায়িত্ব ও অধিকারাবলীর বিবরণ দাও।

كِتَابُ الْحَجْرِ

اَلْأَسْبَابُ الْمُوْجِبَةُ لِلْحَجْرِ ثَلٰثَةٌ اَلصِّغَرُ وَالرِّقُّ وَالْجُنُوْنُ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الصَّغِيْرِ اِلَّا بِاِذْنِ وَلِيِّهٖ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ اِلَّا بِاِذْنِ سَيِّدِهٖ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ بِحَالٍ وَمَنْ بَاعَ مِنْ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا اَوْ اِشْتَرَاهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهٗ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَجَازَهٗ اِذَا كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَهٗ فَهٰذِهِ الْمَعَانِى الثَّلٰثَةُ تُوْجِبُ الْحَجْرَ فِى الْاَقْوَالِ دُوْنَ الْاَفْعَالِ وَاَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ لَاتَصِحُّ عُقُوْدُهُمَا وَلَا اِقْرَارُهُمَا وَلَايَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا اِعْتَاقُهُمَا فَاِنْ اَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضِمَانُهٗ وَاَمَّا الْعَبْدُ فَاَقْوَالُهٗ نَافِذَةٌ فِىْ حَقِّ نَفْسِهٖ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِىْ حَقِّ مَوْلَاهُ فَاِنْ اَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهٗ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِى الْحَالِ وَاِنْ اَقَرَّ بِحَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهٗ فِى الْحَالِ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهٗ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلٰى اِمْرَأَتِهٖ ـ

হাজর [লেন-দেন নিষিদ্ধ] অধ্যায়

অনুবাদ ॥ হাজর আরোপিত হওয়ার কারণসমূহ ঃ ১. তিন কারণে হাজর আরোপিত হয়। অপরিণত বয়স (নাবালেগ হওয়া) দাসত্ব ও মস্তিষ্ক বিকৃতি। সুতরাং নাবালেগের কোন লেন-দেন (তাসাররুফ) তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। গোলামের কোন কারবার (অধিকার চর্চা) তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয় এবং মস্তিষ্ক বিকৃত পাগলের কারবার কোন অবস্থাতে বৈধ্য নয়। ২. কেউ যদি এ তিন প্রকারের কারো নিকট কিছু বিক্রি করে বা কিছু ক্রয় করে আর সে ক্রয়/বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং তার উদ্দেশ্য রাখে (ছলনা না করে) তাহলে ওলীর ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে তা অনুমোদন করবে যদি তাতে মঙ্গল থাকে। নইলে তা রহিত করবে। উপরোক্ত তিনটি বিষয় তাদের মৌখিক কারবার নিষিদ্ধ করে, কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ করে না। ৩. নাবালেগ শিশু ও পাগলের কোন আক্‌দ (চুক্তি) ও স্বীকারোক্তি কার্যকর নয়। তাদের তালাক ও দাস মুক্তি কার্যকর হবে না। তবে তারা কারো কোন মাল বিনষ্ট করলে তাদের ওপর তার জরিমানা আরোপিত হবে। গোলামের ক্ষেত্রে তার উক্তি তার নিজের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। তার মনিবের হকের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং যদি নিজ ব্যাপারে (কারো) মালের স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার ওপর তা (দাসত্ব হতে) মুক্তি লাভের পর (পরিশোধ করা) আবশ্যক হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিক ভাবে পরিশোধ করা জরুরী নয়। আর হদ্দ্ব বা কিসাসের স্বীকারোক্তি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা তার ওপর জরুরী হবে। তার তালাক কার্যকর হবে। গোলামের স্ত্রীর ওপর তার মনিবের তালাক পতিত হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ حَجَرٌ বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; صِغَرٌ শৈশব, رق দাসত্ব, جُنُوْن পাগলামী, تَصَرُّف অধিকার প্রয়োগ করা, إِذْن অনুমতি, مَصْلَحَةٌ কল্যাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ حَجَر এর সংজ্ঞা ঃ قوله اَلْحَجَرُ শরয়ী পরিভাষায় কাউকে তার মালিকানাধীন সম্পদে অধিকার চর্চা হতে বিরত রাখাকে হাজর (Cour of Award) বলে। বস্তুতঃ স্বীয় সম্পদে অধিকার প্রয়োগ দোষণীয় নয়। তবে কখনো আল্লাহর প্রদত্ত নে'মত বিনষ্টের প্রবল আশংকা দেখা দিলে তখনই শরীআতে তাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, পাগল ইত্যাদি ব্যক্তির দান, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে না। তবে কর্মগত হলে হত্যা, ক্ষতিসাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য হয়ে তার সম্পদ হতেই তার ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে।

قوله اَلْاَسْبَابُ الخ ঃ হাজর এর সর্ব সম্মত কারণ তিনটি। যথা (১) অবুঝ-নাবালেগ হওয়া (২) ক্রীতদাস হওয়া (৩) পাগল (মস্তিষ্ক বিকৃত) হওয়া। মতবিরোধ পূর্ণ আরো তিনটি কারণ আছে। যথা– (১) বালেগ হওয়া সত্ত্বে বুঝ-জ্ঞানহীন হওয়া, (২) নাফরমান-দুরাচারী হওয়া। আবু হানীফা (র.) এর মতে এ প্রকার মানুষের থেকে অপব্যয় ও সম্পদ বিনষ্টের প্রবল আশংকা থাকলে তখন তাদের ব্যয়ের ওপর হাজর আরোপিত হবে। আর বাকী ইমামগণের মতে তারা দ্বীনদার হওয়ার আগপর্যন্ত তাদের ওপর হাজর আরোপিত থাকবে। (৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়মসির দরুণ তার সম্পদ ব্যয়ের ওপর হাজর আরোপ হওয়া। এক্ষেত্রে পাওনাদার তাদের নিকট অর্থ বিনিয়োগকারীদের অর্থ আদায়ে আশংকা দেখা দিলে তাদের আবেদনক্রমে ইসলামী সরকার তাদের সম্পদ ব্যয়ের ওপর হাজর আরোপ করে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা ব্যাংকের ঋণ আদায়ের সুব্যবস্থা করতে পারে।

قوله لَايَجُوْزُ تَصَرُّفُ الصَّغِيْرِ ঃ অবুঝ নাবালেগের ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেন কোন অবস্থায় কার্যকর নয়। তবে বুঝ-জ্ঞান সম্পন্ন নাবালেগ তার অভিভাবক (ওলী) কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হলে তার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি লেন-দেন কার্যকর হবে।

قوله تَصَرُّفُ الْعَبْدِ الخ ঃ ক্রীতদাস যেহেতু কোন বস্তুর মালিক নয়। সুতরাং মনিবের মালে তার অনুমতি ব্যতীত অধিকার প্রয়োগ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

قوله تَصَرُّفُ الْمَجْنُوْنِ الخ ঃ সব সময়ের জন্যে যার মস্তিষ্ক বিকৃত থাকে তার ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন সর্বাবস্থায় অকার্যকর। বাকী যে সময় সুস্থ হয় সুস্থ মস্তিষ্ককালীন সময়ের কারবার ধর্তব্য। (নেহায়া, গায়াতুল বয়ান)

قوله دُوْنَ الْاَفْعَالِ ঃ যবানের সাথে সম্পৃক্ত কাজ-কর্ম যথা ক্রয়-বিক্রয় করা, হাদিয়া দেওয়া, ঋণ বা ভাড়া দেওয়া, দান-সাদকা করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, কথার ক্ষেত্রে তিন ধরনের কাজ হতে পারে– (এক) লাভ-লোকসান উভয়ের সম্ভাবনাময়। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়। এটা ওলীর অনুমতির উপর ন্যাস্ত। (দুই) শুধু ক্ষতির সম্ভাবনাময়। যেমন– তালাক, এতে ওলীর অনুমতি ধর্তব্য নয়। (তিন) শুধু লাভের সম্ভাবনাময়। যেমন– হাদিয়া কবুল করা, ধরনের বিষয়ে অলীর অনুমতি নিষিদ্ধ নয়।

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيْهِ اِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا وَتَصَرُّفُهُ فِىْ مَالِهِ جَائِزٌ وَاِنْ كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا يُتْلِفُ مَالَهُ فِىْ مَالَا غَرَضَ لَهُ فِيْهِ وَلَا مَصْلَحَةَ مِثْلُ اَنْ يُتْلِفُهُ فِى الْبَحْرِ اَوْ يُحْرِقُهُ فِى النَّارِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ اِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ غَيْرَ رَشِيْدٍ لَمْ يُسَلَّمْ اِلَيْهِ مَالُهُ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاِنْ تَصَرَّفَ فِيْهِ قَبْلَ ذٰلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ فَاِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً سُلِّمَ اِلَيْهِ مَالُهُ وَاِنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُحْجَرُ عَلٰى سَفِيْهٍ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِىْ مَالِهِ فَاِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِىْ مَالِهِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ اَجَازَهُ الْحَاكِمُ وَاِنْ اَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَّسْعٰى فِىْ قِيْمَتِهٖ وَاِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً جَازَ نِكَاحُهُ فَاِنْ سَمّٰى لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَبَطَلَ الْفَضْلُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ فِيْمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيْدٍ لَا يُدْفَعُ اِلَيْهِ مَالُهُ اَبَدًا حَتّٰى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُهُ فِيْهِ ـ

অনুবাদ॥ অবুঝের ওপর হাজরের বিধান ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন– অবুঝ (সাফীহ) ব্যক্তি আকেল, বালেগ ও স্বাধীন হলে তার উপর হাজর আরোপিত হবে না। নিজ মালের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ বৈধ হবে যদিও সে অপচয়ী ও বিনাশকারী হয়। এমনকি যদি উদ্দেশ্যহীন অমঙ্গল কাজেও তার মাল বিনষ্ট করে। যেমন– নদীতে নষ্ট করে বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। তবে তিনি বলেন– কোন অবুঝ বালক বালেগ হলেই তার নিকট তার মাল অর্পণ করা যাবে না যতক্ষণ না সে পঁচিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয়। তবে এর পূর্বে সে কোন অধিকার চর্চা (কারবার) করলে তা কার্যকর হবে। অতঃপর তার বয়স পঁচিশে উপনীত হলে তার মাল তার নিকট (সোপর্দ করা হবে)। যদিও তার (সঠিক) বুঝ-জ্ঞান অনুভূত না হয়। আর ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন– সাফীহের ওপর হাজর আরোপিত হবে। তার মালে তার তাসারারুফ (অধিকার চর্চা) হতে তাকে বিরত রাখতে হবে। সুতরাং সে তার মাল বিক্রি করলে তার বিক্রি কার্যকর হবে না। তবে মঙ্গলজনক হলে হাকিম তা অনুমোদন করতে পারবেন। সে কোন গোলাম আযাদ করলে তা কার্যকর হবে। তবে এক্ষেত্রে গোলামের ওপর তার মূল্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাকে প্রদান করা আবশ্যক হবে। যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার বিবাহ ও বৈধ হবে। মোটকথা সাহিবাইন (র.) বলেন– বোধহীন ব্যক্তি বালেগ হলে তারমধ্যে দায়িত্ব বোধের লক্ষণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার মাল তার নিকট সোপর্দ করা যাবে না এবং তার কোন অধিকার চর্চা কার্যকর হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صَبِيٌّ নাবালেগ শিশু, اِعْتَاق দাসমুক্তকরণ, فَاِنْ اَتْلَفَ যদি বিনষ্ট করে, نَافِذٌ কার্যকর, প্রযোজ্য, حَدٌّ শরয়ী দণ্ড, সাজা, হত্যার বিনিময় হত্যা, قِصَاص হত্যার বিনিময় হত্যা, سَفِيْهٌ বোকা, দায়ত্বিবোধহীন, যে রিপুর বশীভূত হয়ে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত থাকে এবং বিবেক-জ্ঞান বিবর্জিত কর্মে সম্পদ বিনষ্ট করে رَشِيْد বুদ্ধিমান, সুপথ প্রাপ্ত, যে সাওয়াব ও পূণ্যের কাজে সম্পদ ব্যয় করে এবং সর্বপ্রকার অপচয় হতে বিরত থাকে। اِنْ لَمْ يُؤْنَسْ যদি অনুভূত না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَيَلْزَمُهُ فِى الْحَالِ ঃ কেননা রাসূল (সা) ফরমায়েছেন لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ اِلَّا الطَّلَاقَ। গোলাম তালাক ছাড়া অন্য কোন কিছুর মালিক নয়।

قوله لَزِمَهُ فِى الْحَالِ ঃ কেননা হদ্দ ও কিসাসের সম্পর্ক হল শরীরের সাথে, মালের সাথে নয়। সুতরাং গোলাম অবস্থায় তা কার্যকর হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক নেই।

قوله لَا يَقَعُ طَلَاقُ الخ ঃ কেননা গোলামের স্ত্রী গোলামের জন্যে হালাল, মনিবের জন্যে নয়। আর যার জন্যে হালাল নয় তার জন্যে তালাকের মাধ্যমে তাকে হারাম করারও অধিকার থাকে না।

قوله لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ ঃ দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধ ব্যক্তিকে সাফীহ বলে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হেতু বালেগ হওয়ার পর যথা সম্ভব তার কথা-কাজ ধর্তব্য হায়। সুতরাং পারতপক্ষে মানুষকে পশুর শ্রেণীতে শামিল করা সমীচীন নয়। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন– নির্বোধ বালেগ ব্যক্তির ওপর হাজর আরোপ করা যাবে না। কারণ এতে তাকে অপচয় হতে বাধা দিতে যেয়ে তাকে পশুর কাতারে শামিল করা হয়। সুতরাং আর্থিক ক্ষতি হতে এটা আরো অধিক ক্ষতিকর।

১. অপরদিকে সাহিবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হাজর আরোপিত হবে। তাদের দলীল হল فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ আয়াতটি। এ মতের উপরই ফতোয়া। উল্লেখ্য যে, যারা বোকামীর দরুণ কাজ-কারবারে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারাও এর মধ্যে শামিল।

قوله خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ الخ ঃ যদি কেউ বালেগ হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন না হয় তাহলে তার নিকট তার সম্পদ অর্পণ করা যাবে না। তবে তার তাসাররুফ কার্যকর হবে। পঁচিশ বৎসর বয়স হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তাকে তার মাল সোর্পদ করা যাবে। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ الخ ঃ কেননা নাবালেগকে তাসাররুফ হতে বিরত রাখার কারণ হল দায়িত্ব না থাকা। সুতরাং যে যে ক্ষেত্রে এ কারণ (ইল্লত) পাওয়া যাবে সেখানেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

قوله يَسْعَى فِى قِيْمَتِهِ ঃ যে কারণে নির্বোধকে তার কারবার হতে বিরত রাখা হচ্ছে সে দৃষ্টিতে তার গোলাম আযাদ ও প্রযোজ্য না হওয়ার দাবিদার। কিন্তু اِعْتَاق (আযাদকরণ) যেহেতু اِبْطَال (রহিতকরণ) কে কবুল করে না সেহেতু শরীআতে তার মঙ্গলার্থে আযাদীকে বলবৎ রেখে তার অর্থ আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে।

وَ تُخْرَجُ الزَّكٰوةُ مِنْ مَالِ السَّفِيْهِ وَيُنْفَقُ عَلٰى اَوْلَادِهٖ وَزَوْجَتِهٖ وَمَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهٗ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِى الْاَرْحَامِ فَاِنْ اَرَادَ حَجَّةَ الْاِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا وَلَا يُسَلِّمُ الْقَاضِى النَّفَقَةَ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ يُسَلِّمُهَا اِلٰى ثِقَةٍ مِّنَ الْحَاجِّ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِىْ طَرِيْقِ الْحَجِّ فَاِنْ مَرِضَ فَاَوْصٰى بِوَصَايَا فِى الْقُرَبِ وَاَبْوَابِ الْخَيْرِ جَازَ ذٰلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهٖ وَبَلَغَ الْغُلَامُ بِالْاِحْتِلَامِ وَالْاِنْزَالِ وَالْاِحْبَالِ اِذَا وَطِئَ فَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ فَحَتّٰى يَتِمَّ لَهٗ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ سَنَةً عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَبُلُوْغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالْاِحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ فَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ فَحَتّٰى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ سَنَةً وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ وَاِذَا رَاهَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ فَاُشْكِلَ اَمْرُهُمَا فِى الْبُلُوْغِ فَقَالَا قَدْ بَلَغْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَاَحْكَامُهُمَا اَحْكَامُ الْبَالِغِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اَحْجُرَ فِى الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَاِذَا وَجَبَتِ الدُّيُوْنُ عَلٰى رَجُلٍ مُفْلِسٍ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهٗ حَبْسَهٗ وَالْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ اَحْجُرْ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ لَهٗ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيْهِ الْحَاكِمُ وَلٰكِنْ يَحْبِسُهٗ اَبَدًا حَتّٰى يَبِيْعَهٗ فِىْ دَيْنِهٖ وَاِنْ كَانَ لَهٗ دَرَاهِمُ وَدَيْنُهٗ دَرَاهِمُ قَضَاهُ الْقَاضِىْ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ وَاِنْ كَانَ دَيْنُهٗ دَرَاهِمَ وَلَهٗ دَنَانِيْرُ اَوْ عَلٰى ضِدِّ ذٰلِكَ بَاعَهَا الْقَاضِىْ فِىْ دَيْنِهٖ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اِذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَ الْقَاضِىْ عَلَيْهِ وَمَنَعَهٗ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْاِقْرَارِ حَتّٰى لَا يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ وَبَاعَ مَالَهٗ اِنِ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِهٖ وَقَسَمَهٗ بَيْنَ غُرَمَائِهٖ بِالْحِصَصِ فَاِنْ اَقَرَّ فِىْ حَالِ الْحَجْرِ بِاِقْرَارِ مَالٍ لَزِمَهٗ ذٰلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُوْنِ ـ

অনুবাদ ॥ ২. নির্বোধের সম্পদ হতে যাকাত গৃহীত হবে এবং তার সম্পদ হতে তার সন্তানাদি, স্ত্রী ও রক্ত সম্বন্ধীয় (যবলী আরহাম) আত্মীয় যাদের ভরণ-পোষণ তার ওপর ওয়াজিব তাদের ব্যাপারে তা খরচ করা হবে। ৪. যদি সে হজ্ব করতে ইচ্ছে করে তাহলে তাকে নিষেধ করা যাবেনা। এক্ষেত্রে কাজী তার খরচের অর্থ তার নিকট অর্পণ করবে না। বরং বিশ্বস্ত কোন হজ যাত্রীর নিকট প্রদান করবে সে হজের সফরে সে তার ব্যয় বহন করবে। যদি অসুস্থ হয়ে যায় এমতাবস্থায় সে বিভিন্ন পূণ্যময় কাজের অসিয়ত করে যায় তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ মাল হতে তা বৈধ হবে।

বালেগ হওয়ার লক্ষণও সময়সীমা ঃ ১. ছেলেরা বালেগ হয় (ক) স্বপ্নদোষ (খ) বীর্যপাত ও (গ) সঙ্গমের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চার করণের দ্বারা। যদি কোনটি না পাওয়া যায় তাহলে তার ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার দ্বারা আবু হানীফার (র.) এর মতে। আর মহিলারা বালেগ হয় (ক) ঋতুশ্রাব, স্বপ্নদোষ ও গর্ভ সঞ্চার দ্বারা। যদি এর কোনটি না পাওয়া যায় তাহলে ১৭ বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা। সাহিবাইন (র.) বলেন– ছেলে-মেয়েদের যখন ১৫ বৎসর পূর্ণ হবে। তখন তারা বালেগ গণ্য হবে। ২. ছেলে -মেয়ে যখন বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন তাদের বালেগ গণ্য হওয়া বা হওয়ার বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ। তারা যদি বলে যে "আমরা বালেগ হয়েছি তাহলে তাদের কথাই ধর্তব্য। তাদের বিধান বালেগের বিধানের ন্যায়।

দেউলিয়া আইন ঃ ১. আবু হানীফা (র.) বলেন, দেউলিয়া (নিঃস্ব) ব্যক্তি ঋণের ব্যাপারে আমি তার ওপর হাজর আরোপ করিনা, ২. কোন নিঃস্ব ব্যক্তির ওপর যখন বহু ঋণের ভার আরোপিত হয় ফলে তার পাওনাদারগণ তাকে কয়েদ করার ও হাজর আরোপের দাবি জানায়। তাহলে আমি তার ওপর হাজর আরোপ করার পক্ষপাতি নই। ৩. যদি তার কোন সম্পদ থাকে হাকিম তাতে কোন হস্তক্ষেপ করবেন না; তবে ঋণের ব্যাপারে তার সম্পদ বিক্রি করা পর্যন্ত তাকে কয়েদ রাখবেন। যদি তার দেরহাম (নগদ অর্থ) থাকে, আর দেরহামই তার ঋণ হয়ে থাকে তাহলে তার অনুমতি ছাড়াই তার ঋণ পরিশোধ করবেন। তার ঋণ যদি দেরহাম হয় আর তার থাকে দীনার বা এর বিপরীত। তাহলে ঋণ আদায়ার্থে তা বিক্রি করবেন। সাহিবাইন (র.) বলেন– দেউলিয়া. দরিদ্র ব্যক্তির পাওনাদারগণ যদি তার ওপর হাজর আরোপের আবেদন জানায় তাহলে কাযী তার ওপর হাজর আরোপ করবেন এবং বিক্রি, তাছাররুফ ও স্বীকারোক্তি করা হতে তাকে বিরত রাখবেন। যাতে ঋণ বিনিয়োকারীগণের জন্য তা ক্ষতিসাধন না করে। সে নিজে যদি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকে তাহলে কাযী তা বিক্রি করবেন এবং পাওনাদারগণের অংশহারে তা বণ্টন করবেন। হাজর আরোপ কালীন সময়ে যদি সে কারো পাওনার স্বীকারোক্তি করে তাহলে সকল ঋণ পরিশোধের পর উক্ত পাওনা পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ ثِقَةٌ বিশ্বস্ত; قُرْبَةٌ – قُرَبٌ এর বহুঃ পূণ্যময়; إِحْبَالٌ গর্ভকরণ; جَارِيَةٌ কন্যা, বাদী; مُفْلِسٌ দেউলিয়া, নিঃস্ব-নিসম্বল; غَرِيمٌ -غُرَمَاءُ এর বহুঃ পাওনাদার, ঋণ বিনিয়োগকারী; رَاهَقَ বালেগ হওয়ারা নিকটবর্তী হয়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَإِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ الخ ঃ বালেগ হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পেলে সে সাহিবাইন ও এক বর্ণনা হতে আবু হানীফা (র.)-এর মতে ১৫ বৎসর পূর্ণ হলে বালক-বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে বালেগ গণ্য করা হবে। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله وَإِذَا رَاهَقَ الخ ঃ বালেগ হওয়ার সর্ব নিম্ন সময়সীমা বালকের ক্ষেত্রে ১২ বছর ও বালিকার ক্ষেত্রে ৯ বছর। এ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ নিজ ব্যাপারে বালেগ হওয়ার স্বীকাররোক্তি করলে তা ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৯ বছর বয়সের পূর্বে কোন বালিকার ঋতু-স্রাব দেখা গেলে তা রোগ তথা এস্তেহাযা বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কারো কারো মতে ১১ বৎসরের কমে স্রাব দেখা গেলে তা এস্তেহাযা গণ্য হবে।

قوله لَا أَحْجُرُ عَلَيْهِ ঃ ইমাম সাহেব (র.) বলেন– দরিদ্র ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর হাজর আরোপ করা যাবে না কারণ এতে তার যোগ্যতা ও মর্যাদা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং পশুত্বের কাতারে শামিল করা হয়। তবে কয়েদ করে সম্পদ বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।

وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَا مَالَ لِي حَبَسَهُ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيْعِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ وَفِي كُلِّ دَيْنٍ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ كَعِوَضِ الْمَغْصُوْبِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ إِلَّا أَنْ تَقُوْمَ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ لَهُ مَالًا ـ

অনুবাদ ॥ ৪. দেউলিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির সম্পদ হতে তার স্ত্রী, নাবালেগ সন্তানাদি ও নিকটাত্মীয়-স্বজনের খরচ নির্বাহ করা হবে। ৫. যদি দরিদ্র ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির মাল আছে বলে জানা না যায়। আর ঋণদাতাগণ তাকে কয়েদ করতে চায় এবং সে যদি বলে আমার কোন মাল নেই তাহলে হাকিম তাকে (দু'ধরনের ঋণের জন্যে) কয়েদ করবে। (এক) ঐ সকল ঋণের জন্যে যা তার নিকট মজুদ কোন মালের বিনিময় আরোপিত হয়েছে। যেমন, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য বাবদ বা গৃহীত ঋণ বাবদ। (দুই) এমন ঋণ বাবদ যা কোন চুক্তির কারণে আরোপিত হয়েছে। যেমন, মহর ও জামানতের অর্থ। এছাড়া অন্য কোন কারণে তাকে কয়েদ করা যাবে না। যেমন লুণ্ঠিত মালের বিনিময় বা কারো ক্ষতিসাধনের ভর্তুকির বিনিময়। তবে তার নিকট মাল আছে প্রমাণিত হলে কয়েদ করতে পারবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بِالْحِصَصِ অংশ অনুপাতে; حِصَّة এর বহুঃ حِصَصٌ - دُيُوْن - دَيْن এরবহুঃ ঋণ, দেনা; يُنْفَقُ খরচ করা হবে; ذَوِي الْأَرْحَام নিকট আত্মীয়-স্বজন; كَفَالَة জামানত, জামিন হওয়া; مَغْصُوْب লুণ্ঠিত, ছিনতাইকৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مَنْعُهُ مِنَ الْبَيْعِ ঃ কেননা তাকে বিক্রি ইত্যাদি হতে বিরত না রাখলে এ সবের মাধ্যমে তার ঋণের বোঝা আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, যা তার নিজের জন্যে আরো লাঞ্ছনার কারণ ঘটবে।

قوله ذَوِي الْأَرْحَامِ ঃ যেমন পিতা-মাতা, সন্তানাদি, স্ত্রী ইত্যাদি। যদি এদের নিজস্ব আয় দ্বারা জীবন নির্বাহ করা দুষ্কর হয় তাহলে দরিদ্র ঋণগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বে তার মাল বিক্রি করে তাদের খরচ নির্বাহ করা জরুরী। কেননা এদের হক ঋণদাতাদের হকের চেয়ে অগ্রগণ্য।

قوله فِي كُلِّ دَيْنٍ الخ ঃ ঋণ-দেনা তিন ধরনের : (১) ক্রীতপণ্যের মূল্য বাবদ দেনা। (২) কারো সাথে কোন আক্দ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে দেনা ও (৩) কারো ক্ষতিসাধন বা জামানত ইত্যাদি বাবদ দেনা। প্রথমোক্ত দু'ধরনের দেনার জন্যে পাওনাদারদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাকে কয়েদ করা বৈধ। তৃতীয় প্রকার দেনার ক্ষেত্রে কয়েদ করা বৈধ নয়। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেনা আদায়ে গড়িমসি করলে সর্বাবস্থায় আদালত তাকে কয়েদ করার অধিকার রাখে।

وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةَ أَشْهُرٍ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ خَلّٰى سَبِيْلَهُ وَكَذٰلِكَ إِذَا قَامَ الْبَيِّنَةُ عَلٰى أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوْجِهِ مِنَ الْحَبْسِ وَيُلَازِمُوْنَهُ وَلَا يَمْنَعُوْنَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ وَيَأْخُذُوْنَ فَضْلَ كَسْبِهِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ إِذَا أَفْلَسَهُ الْحَاكِمُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيْمُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ مَالٌ وَلَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ وَالْفِسْقُ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِيْ سَوَاءٌ وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ إِبْتَاعَهُ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِيْهِ -

---

অনুবাদ ॥ কয়েদ রাখার সময়সীমা ঃ ১. ঋণ খেলাপী ব্যক্তিকে আদালত ২-৩ মাস কয়েদ রেখে তার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি তার কোন সম্পদ আছে বলে প্রতিভাত না হয় তাহলে তাকে মুক্ত করে দিবে। এরূপে যদি তার সম্পদ না থাকার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলেও তাকে ছেড়ে দিবে। কারামুক্তির পর পাওনাদারদের ও তার মাঝে আর কোন অন্তরায় থাকবে না। বরং তারা তার পিছু লেগে থাকবে। তবে তারা তাকে তার কাজ কারবার ও সফরে বাধা দিতে পারবে না। সে যা আয় করবে তার অতিরিক্ত অংশ তারা নিবে; অবশ্য তা ঋণের আনুপাতিকহারে বণ্টন করে নিবে। সাহিবাইন (র.) বলেন– আদালত যদি ঋণ খেলাপী দরিদ্র কোন ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব ঘোষণা করে, তাহলে সরকার তার পাওনাদারদের মাঝে অন্তরায় হবে। (অর্থাৎ তারা তাকে ঋণের ব্যাপারে উত্যক্ত করতে পারবে না। তবে পাওনাদারগণ যদি তার উপার্জনের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করে (তাহলে ঋণ আদায়ে চাপ প্রয়োগ করতে পারে।) ২. ফাসিকের ওপর হাজর আরোপ করা যাবে না যখন সে নিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারকারী হয়, (ফিস্ক তথা পাপাচাররিতার ব্যাপারে) নতুন-পুরাতন একই পর্যায়ে শামিল। ৩. যে ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে যায় আর তার নিকট নির্দিষ্ট কারো থেকে ক্রীত মাল থাকে তাহলে উক্ত মালে সে নিজে অন্যান্য পাওনাদারগণের সমান হকদার গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ যদি প্রকাশিত না হয়– প্রতিভাত না হয় অর্থে; خَلّٰى মুক্ত করে দিবে, ছেড়ে দিবে; بَيِّنَةٌ দলীল প্রমাণ; لَا يَحُوْلُ অন্তরায় হবে না; يُلَازِمُوْنَهُ তার পিছু লেগে থাকবে; طَارِيْ হঠাৎ আরোপিত, নতুন সৃষ্ট; مَتَاعٌ মাল; أُسْوَةٌ আদর্শ, সমপর্যায় অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله شَهْرَيْنِ الخ ঃ কয়েদ রাখার ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। দু'মাস, তিনমাস ও ছমাসের ও উক্তি আছে। নির্ভরযোগ্য কথা হল এ ব্যাপারে আদালতের প্রয়োগজনীয়তা বা রায় ধর্তব্য। প্রয়োজন অনুপাতে কম বেশি হতে পারে। কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে কারো কারো মতে পিতা-মাতা দাদা-দাদী ও সন্তানাদির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে জামিনে মুক্তি দেওয়ার অনুমতি আছে।

قوله الفِسْقُ الْأَصْلِي ঃ বালেগ হওয়ার পর যে ফিস্ক বিদ্যমান থাকে তাকে ফিসকে আসলী ও পরবর্তীতে সৃষ্টি হলে তাকে ফিসকে ত্বারী বলে।

قوله أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ ঃ যেমন তাল্হা উসামা হতে বাকীতে একটি ঘড়ি ক্রয় করল। অতঃপর পরিশোধের পূর্বেই সে দরিদ্র হয়ে গেল। এক্ষেত্রে উক্ত ঘড়িটি বিক্রি করে তার মূল্য ঘড়ি বিক্রেতা একাকী নিতে পারবে না। বরং অন্য পাওনাদার থাকলে পাওনার অংশ অনুপাতে তারাও এর অংশ পাবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। حجر এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং হাজর আরোপের কারণ সমূহের বর্ণনা দাও।

২। سفيه সম্পর্কে হাজরের বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার লক্ষণ ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৪। দেউলিয়া গ্রস্তের ওযর বা ঋণগ্রস্থতার দরুন হাজর আরোপ করা যাবে কিনা বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْاِقْرَارِ

إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِحَقٍّ لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ مَجْهُولاً كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ مَعْلُومًا وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولَ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْئٌ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَالَهُ قِيمَةٌ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ فَالْمَرْجِعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ -

---

স্বীকারোক্তি অধ্যায়

অনুবাদ ॥ স্বীকারোক্তির ধরন ঃ স্বাধীন, বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কোন হকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করলে তা তার ওপর আবশ্যকীয়রূপে বর্তাবে। চাই তার স্বীকারোক্তি স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট। অস্পষ্টের ক্ষেত্রে তাকে তা স্পষ্ট করার জন্যে বলা হবে। যদি স্পষ্ট না বলে তাহলে হাকিম তাকে স্পষ্ট করার ব্যাপারে বাধ্য করবেন।

অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি ও তা ব্যাখ্যার ধরন ঃ ১. যদি বলে আমার নিকট অমুকের একটা জিনিস (হক) আছে, তাহলে তার জন্যে এমন জিনিসের ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক যার মূল্য আছে। যদি বাদী (মুকাররলাহু) তার চেয়ে অধিক দাবি করে। তাহলে কসমের সাথে তার কথাই ধর্তব্য। ২. যদি বলে আমার নিকট তার মাল রয়েছে। তাহলে স্বীকারকারীর নিকট-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে হবে। কম-বেশি উভয়ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য হবে। ৩. যদি বলে আমার নিকট মোটা অংকের মাল (অর্থ) রয়েছে তাহলে দু'শ দেরহামের কমে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ إِقْرَار এর সংজ্ঞা ঃ إقرار স্বীকাররোক্তি করা, ফিক্‌হী পরিভাষায়; إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلَى نَفْسِه (নিজের ওপর অন্যে হকের সংবাদ দেওয়া) কে ইক্বরার বলে। আর নিজের প্রাপ্যের কথা ব্যক্ত করা কে دَعْوٰى বলে। একজনের কাছে অপরের প্রাপ্য ব্যক্ত করা إِشْهَاد। (সাক্ষ্য দেওয়া) বলে। উল্লেখ্য যে স্বীকারকারীকে মুক্বিরর ও যে প্রাপ্য স্বীকার করে তাকে مُقَرّ لَهُ (মুকার্‌র লাহু) এবং যে বিষয়ে স্বীকার করে তাকে مُقَرّ بِه বলে। শরীআতে আকেল বালেগের সকল কথাই ধর্তব্য। সুতরাং কেউ কারো ব্যাপারে কিছু স্বীকারোক্তি করলে তখন তা আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়।

قوله مَالٌ عَظِيمٌ ঃ عَظِيمٌ শব্দটি মালের সিফত "عَظِيم" আনার দ্বারা শরয়ী দৃষ্টিতে এর দ্বারা যাকাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ ধর্তব্য হবে। আর তাহল সর্বনিম্ন নিসাব তথা ২০০ দেরহাম। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.) এর এক বর্ণনায় চুরির হদের সর্বনিম্ন নিসাব ১০ দেরহাম ধর্তব্য হবে। ফতোয়া ওপরের বর্ণনার মতে।

وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيْرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِيْ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ فَهِيَ ثَلٰثَةٌ اِلَّا اَنْ يُبَيِّنَ اَكْثَرَ مِنْهَا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا لَمْ يُصَدَّقْ فِيْ اَقَلَّ مِنْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ اَوْ قِبَلِيْ فَقَدْ اَقَرَّ بِدَيْنٍ وَاِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِيْ اَوْ مَعِيْ فَهُوَ اِقْرَارٌ بِاَمَانَةٍ فِيْ يَدِهٖ وَاِنْ قَالَ لِرَجُلٍ لِيْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ اِتَّزِنْهَا اَوْ اِنْتَقِدْهَا اَوْ اَجِّلْنِيْ بِهَا اَوْ قَدْ قَضَيْتُكَهَا فَهُوَ اِقْرَارٌ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّلَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّاجِيْلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًّا وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْاَجَلِ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَيْنٍ وَاسْتَثْنٰى شَيْئًا مُتَّصِلًا بِاِقْرَارِهٖ صَحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِيْ سَوَاءٌ اِسْتَثْنَى الْاَقَلَّ اَوِ الْاَكْثَرَ فَاسْتَثْنَى الْجَمِيْعَ لَزِمَهُ الْاِقْرَارُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ اِلَّا دِيْنَارًا اَوْ اِلَّا قَفِيْزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ اِلَّا قِيْمَةُ الدِّيْنَارِ اَوِ الْقَفِيْزِ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْمِائَةُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَالْمَرْجِعُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْمِائَةِ اِلَيْهِ وَمَنْ اَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا بِاِقْرَارِهٖ لَمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْرَارُ وَمَنْ اَقَرَّ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهٖ لَزِمَهُ الْاِقْرَارُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَثْنٰى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهٖ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الدَّارُ وَالْبِنَاءُ جَمِيْعًا وَاِنْ قَالَ بِنَاءُ هٰذِهِ الدَّارِ لِيْ وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. যদি বলে আমার নিকট অনেক দেরহাম পাওনা আছে। তাহলে ১০ দেরহামের কমে তার কথা সত্য জানা যাবে না। যদি বলে আমার নিকট কিছু দেরহাম আছে তাহলে তিনটি ধর্তব্য হবে। তবে এর বেশি স্পষ্ট করে বললে। (তা-ই ধর্তব্য হবে।) ৫. যদি বলে আমার নিকট তার এত এত দেরহাম পাওনা রয়েছে তাহলে এগার দেরহামের কমে বিশ্বাস করা যাবে না। আর যদি বলে এত এবং এত দেরহাম। তাহলে ২১ দেরহামের কমে বিশ্বাস করা যাবে না। ৫. স্বীকারোক্তিকারী যদি বলে– আমার ওপর অমুকের প্রাপ্য আছে. বা 'আমার নিকট পাবে, তাহলে সে ঋণের কথাই স্বীকার করল। আর যদি বলে– 'আমার কাছে' বা 'আমার সাথে' তাহলে সে তার নিকট থাকা আমানতের স্বীকারোক্তি করল। ৬. যদি কারো সম্বন্ধে বলে– তোমার ওপর আমার এক হাজার পাওনা রয়েছে। আর সে বলল– তুমি উহা ওযন করে নাও, বা বেছে নাও, বা আমাকে এ ব্যাপারে অবকাশ দাও, বা আমি তোমাকে তা পরিশোধ করে দিয়েছি। তাহলে তা স্বীকারোক্তি গণ্য হবে। ৭. কেউ মেয়াদী ঋণের স্বীকারোক্তি করল, অতঃপর মুকার লাহু আসল ঋণের কথা স্বীকার করা পূর্বক মেয়াদী কথাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তাহলে তাকে নগদ ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। আর মুকার্লাহু হতে মেয়াদ (বাকী) সম্পর্কে শপথ নেয়া হবে।

إِسْتِثْنَاء (বাদ দেওয়া) মূলক স্বীকারোক্তি ঃ ১. যে ব্যক্তি ঋণের স্বীকারোক্তি করে সঙ্গে সঙ্গে কিছু জিনিসকে বাদ দেয়। তার এই বাদ দেয়া বৈধ বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশ পরিশোধ করা তার জন্য অপরিহার্য হবে। চাই সামান্য বাদ দিক বা বেশি। আর যদি গোটাটাই বাদ দেয় তাহলে গোটাটাই পরিশোধ করা জরুরী হবে। আর তার বাদ দেয়া বাতিল গণ্য হবে। ২. যদি বলে আমার ওপর অমুকের এক দীনার কম বা এক কফীয গম বাদে একশ দেরহাম পাওনা রয়েছে তাহলে তার জন্যে এক দীনার বা এক কফীযের মূল্য পরিমাণ ছাড়া বাকী একশ দেরহাম পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে। ৩. যদি বলে আমার নিকট একশ এবং এক টাকা পাওনা রয়েছে তাহলে সবই টাকা গণ্য হবে। আর যদি বলে একশ এবং একটি কাপড় পাওনা রয়েছে তাহলে তার ওপর একটি কাপড় বর্তাবে। আর একশ বলতে কি উদ্দেশ্য তা তার নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে। ৪. যদি ঋণের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে তাহলে ঋণের স্বীকারোক্তি তার ওপর আবশ্যকীয় হবে না। ৫. কেউ যদি স্বীকারোক্তি পূর্বক নিজের জন্যে খিয়ারে শর্ত আরোপ করে তার খিয়ার বাতিল বিবেচিত হবে এবং স্বীকারোক্তি আবশ্যকীয় হবে। ৬. কেউ যদি (নিজের ওপর) কারো বাড়ি (পাওনা) সম্পর্কে স্বীকারোক্তি পূর্বক তাতে নির্মিত দালান নিজের জন্যে (পাওনা হতে) ইস্তিসনা করে তাহলে বাড়ি (জমি) ও দালান উভয় মুকারলাহুর (পাওনাদার)-এর পাওনা হবে। আর যদি বলে এ বাড়ীর দালান আমার। আর এর আঙ্গিনা অমুকের, তাহলে তার বক্তব্যই যথার্থ বিবেচিত হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لَمْ يُصَدَّقْ তাকে সত্য বিশ্বাস করা যাবে না; قِبَلِي আমার নিকট; إِتَّزِنْهَا ইহা ওজন কর; إِنْتَقِدْ বেছে নাও; أَجِّلْنِي আমাকে সুযোগ দাও; يُسْتَحْلَفُ তাকে কছম দেওয়া হবে; مُتَّصِلاً সঙ্গে, সঙ্গে; عَرْصَة আঙিনা, উঠান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله دَرَاهِمُ كَثِيْرَةٌ ঃ এক্ষেত্রে ইমাম সাহেব (রঃ)-এর মতে ১০ দেরহাম আর সাহিবাইনের মতে ২০০ দেরহাম পরিমাণের কমে বিশ্বাস করা যাবে না।

قوله كَذَا ঃ كَذَا শব্দটি অস্পষ্ট সংখ্যা বুঝায়। এক্ষেত্রে সে এর ব্যাখ্যা না করলে সর্বনিম্ন ১ দেরহাম ধর্তব্য হবে। আর كَذَا كَذَا বল এগার ধর্তব্য হবে। তখন এটা أَحَدَ عَشَرَ এর ন্যায় গণ্য হবে। আর كَذَا وَكَذَا বললে واو সহকারেনিম্নতম সংখ্যা তথা أَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ (একুশ) ধর্তব্য হবে।

قوله إِنْشَاءَ اللّٰهُ ঃ আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা সম্পর্কে বান্দার অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কোন বিষয়কে মওকুফ করলে তা কার্যকর হয় না।

قوله شَرَطَ الْخِيَارَ الخ ঃ যেমন– স্বীকারোক্তিকারী বলল– আমার নিকট অমুকে এক হাজার টাকা পাবে। তবে তা পরিশোধ আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে আমার তিন দিনের খেয়ার রয়েছে। এক্ষেত্রে তার খেয়ার বাতিল গণ্য হয়ে তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ জরুরী হবে।

قوله الدَّارُ وَالْبِنَاء ঃ কেননা ভূমি ও বিল্ডিং উভয়ের সমষ্টিকে দালান বুঝায়। সুতরাং ঘর বা বিল্ডিং বলে তার ভূমি বাদ দেওয়া দুরস্ত হবে না।

وَمَنْ اَقَرَّ بِتَمْرٍ فِىْ قَوْصَرَةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَةُ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِىْ اِصْطَبْلٍ لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً وَاِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِىْ مِنْدِيْلٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ ثَوْبٌ فِىْ ثَوْبٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ ثَوْبٌ فِىْ عَشَرَةِ اَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَمَّد يَلْزَمُهُ اَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا وَمَنْ اَقَرَّ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَجَاءَ بِثَوْبٍ مَعِيْبٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْهِ مَعَ يَمِيْنِهِ وَكَذٰلِكَ لَوْ اَقَرَّ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ هِىَ زُيُوْفٌ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ خَمْسَةٌ فِىْ خَمْسَةٍ يُرِيْدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَاِذَا قَالَ لَهُ عَلَىَّ مِنْ دِرْهَمٍ اِلٰى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَلْزَمُهُ الْاِبْتِدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ وَيَسْقُطُ الْغَايَةُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ اَقْبِضْهُ فَاِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيْلَ لِلْمُقَرِّلَهُ اِنْ شِئْتَ فَسَلِّمِ الْعَبْدَ وَخُذِ الْاَلْفَ وَاِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَهُ الْاَلْفُ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ لَزِمَهُ الْاَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيْرُهُ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِىَ زُيُوْفٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ ومحمّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اِنْ قَالَ ذٰلِكَ مَوْصُوْلًا صُدِّقَ وَاِنْ قَالَهُ مَفْصُوْلًا لَا يُصَدَّقُ ـ

অনুবাদ ॥ স্বীকারোক্তিমূলক কতিপয় মাসআলা ঃ ১. কোন ব্যক্তি ঝুড়িস্থ (খাছী)র খেজুরের স্বীকারোক্তি করলে তার ওপর খেজুর ও ঝুড়ি উভয় বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি আস্তবলের কোন সোয়ারীর স্বীকারোক্তি করবে তার জন্যে শুধু সোয়ারী পরিশোধ আবশ্যক হবে। ২. যদি বলে আমি রুমালে করে কাপড় হরণ করেছি, তাহলে কাপড় ও রুমাল উভয় তার ওপর বর্তাবে। যদি বলে আমার জিম্মায় অমুকের কাপড়ের মধ্যে কাপড় রয়েছে, তাহলে তার উপর দুটোই বর্তাবে। কিন্তু যদি বলে আমার দায়িত্বে অমুকের দশটি কাপড়ের একটি তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ওপর একটি কাপড় ওয়াজিব হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন– মোট এগারটি কাপড় বর্তাবে। ৩. কেউএকটি কাপড় ছিনতাইয়ের স্বীকারোক্তিপূর্বক যদি একটি দোষী কাপড় নিয়ে আসে তাহলে এব্যাপরে শপথের সাথে তার কথাই ধর্তব্য হবে। এভাবে যদি কিছু দেরহামের স্বীকারোক্তি করে সেগুলো দোষী বলে দাবি করে (তাহলে তার কথাই ধর্তব্য হবে) ৪. যদি বলে– আমার জিম্মায় অমুকের পাঁচের মধ্যে পাঁচ রয়েছে। আর এর দ্বারা গুণের হিসেব উদ্দেশ্য নেয় তাহলে তার ওপর পাঁচটি বর্তাবে। আর যদি বলে আমি পাঁচের সাথে পাঁচ উদ্দেশ্য নিয়েছি

তাহলে তার ওপর দশটি আবশ্যক হবে। ৫. যদি বলে আমার জিম্মায় অমুকের এক থেকে দশ টাকা পর্যন্ত পাওনা রয়েছে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)–এর মতে তার ওপর নয় টাকা বর্তাবে। (অর্থাৎ) প্রথম হতে পরবর্তী সব কটি সংখ্যা বর্তাবে। আর প্রান্তিক সংখ্যা বাদ যাবে। সাহিবাইন (র.) বলেন– তার ওপর পূর্ণ দশটিই বর্তাবে। ৬. যদি বলে– আমার কাছে তার এক হাজার টাকা পাওনা রয়েছে তার নিকট হতে ক্রীত গোলামের মূল্য বাবদ যা আমি করায়ত্ত করিনি। এক্ষেত্রে যদি সে নির্দিষ্ট গোলামের কথা উল্লেখ করে তাহলে মুকারলাহু কে বলা হবে– তুমি গোলাম তার নিকট হস্তান্তর কর, আর এক হাজার টাকা গ্রহণ কর। নতুবা তুমি তার নিকট কিছু পাবে না। ৭. যদি বলে– গোলামের মূল্য বাবদ আমার জিম্মায় তার এক হাজার টাকা রয়েছে. কিন্তু সে গোলামকে নির্দিষ্ট করল না, তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার ওপর একহাজার টাকা বর্তাবে। ৮ . যদি বলে– আমার জিম্মায় এক হাজার টাকা রয়েছে মদ বা শূকরের মূল্য বাবদ তাহলে তার ওপর এক হাজার টাকা বর্তাবে। এক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। ৯. যদি বলে আমার নিকট সামানের মূল্য বাবদ দোষী এক হাজার টাকা পাবে, আর মুকারলাহু তা নির্দোষ হওয়ার দাবী করে তাহলে অবু হানীফা (র.)-এর মতে নির্দোষ টাকা ধর্তব্য হবে, সাহিবাইন (র.) বলেন– যদি সে তা সাথে সাথে উল্লেখ করে তাহলে তাকে সত্যায়ন করা হবে। আর বিলম্বে বললে– তাকে সত্যায়ন করা যাবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ قَوْصَرَة ঝুড়ি, খাছি; دَابَّة সোয়ারী, পশু; مِنْدِيْل রুমাল, معيب দোষী; زَيُوْف খাদ যুক্ত; ضَرْب গুণ; حِسَاب অংক; غَايَة প্রান্তিক, শেষের; خِنْزِيْر শূকর; جِيَاد নির্দোষ, নিখুঁত; مَوْصُوْلا মিলিত. مَفْصُوْلا পৃথককৃত. বিলম্বিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لَزِمَهُ التَّمْرُ الخ ঃ কেননা পাত্রস্থ বস্তু পাত্র হরণ ব্যতিত সম্ভব নয়। এ কারণে উভয়টিই পরিশোধ করা জরুরী হবে।

قوله لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً ঃ কেননা স্থানান্তরযোগ্য বস্তু হরণ করার দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। যেমন সোয়ারী, কিন্তু আস্তাবল (গোয়াল) স্থানান্তর যোগ্য নয়।

قوله أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا ঃ কেননা কখনো ভাল কাপড়কে খারাপ কাপড়ের মাধ্যমে পেঁচিয়ে রাখা হয়। সুতরাং এখানেও তেমনটি হতে পারে। অতএব এগারটি ওয়াজিব।

قوله لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ ঃ কেননা গুণের দ্বারা বস্তুর অংশ বাড়ে, সংখ্যা বাড়ে না। সুতরাং ৫ × ৫ = ২৫ দ্বারা ৫ এর পঁচিশভাগ উদ্দেশ্য হবে। আর في হরফটি مع এর অর্থে নিলে ১০টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَمَنْ اَقَرَّ بِخَاتَمٍ فَلَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَاِنْ اَقَرَّلَهُ بِسَيْفٍ فَلَهُ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ وَاِنْ اَقَرَّ لَهُ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْعِيْدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَاِنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَاِنْ قَالَ اَوْصٰى لَهُ فُلَانٌ اَوْمَاتَ اَبُوْهُ فَوَرِثَهُ فَالْاِقْرَارُ صَحِيْحٌ وَاِنْ اَبْهَمَ الْاِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوسُفَ رح وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَصِحُّ وَاِنْ اَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ الْاِقْرَارُ وَلَزِمَهُ وَاِذَا اَقَرَّ الرَّجُلُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُوْنٍ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ فِيْ صِحَّتِهِ وَدُيُوْنٌ لَزِمَتْهُ فِيْ مَرَضِهِ بِاَسْبَابٍ مَعْلُوْمَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوْفُ بِالْاَسْبَابِ مُقَدَّمٌ فَاِذَا قُضِيَتْ وَفَضَلَ شَيْئٌ مِنْهَا كَانَ فِيْمَا اَقَرَّ بِهِ فِيْ حَالِ الْمَرَضِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُوْنٌ لَزِمَتْهُ فِيْ صِحَّتِهِ جَازَ اِقْرَارُهُ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ اَوْلٰى مِنَ الْوَرَثَةِ وَاِقْرَارُ الْمَرِيْضِ لِوَرَثَتِهِ بَاطِلٌ اِلَّا اَنْ يُصَدِّقَهُ فِيْهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَمَنْ اَقَرَّ لِاَجْنَبِيٍّ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ اِبْنِيْ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَطَلَ اِقْرَارُهُ لَهُ وَلَوْ اَقَرَّ لِاَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلْ اِقْرَارُهُ لَهَا وَمَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ وَمَاتَ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ ـ

অনুবাদ ॥ ১০. কোন ব্যক্তি আংটির স্বীকারোক্তি করলে মুকার লাহুর জন্যে উক্ত আংটির রিং ও পাথর উভয় প্রাপ্য হবে। মুকারলাহুর জন্যে যদি তরবারীর স্বীকারোক্তি করে তাহলে তরবারী, বাট ও খাপ তিনোটাই সে পাবে। যদি বিবাহ মঞ্চ প্রাপ্তির স্বীকার করে তাহলে কাঠ ও কাপড়ের পাওনাদার হবে। ১১. কেউ যদি বলে অমুক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে আমার জিম্মায় একহাজার টাকা রয়েছে; তখন সে যদি একথাও বলে যে, অমুকে এর জন্যে অসিয়ত করে গিয়েছিল বা তার পিতা মারা যাওয়ায় সে ওয়ারিস হয়েছে তাহলে অত্র স্বীকারোক্তি সঠিক বিবেচিত হবে। আর স্বীকারোক্তি অস্পষ্ট হলে আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– বৈধ হবে। ১২. স্বীকারোক্তিকারী যদি কোন বাদীর গর্ভ বা ছাগীর গর্ভ কোন ব্যক্তির প্রাপ্য হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি বৈধ গণ্য হবে এবং সেটা তার প্রাপ্য হবে।

মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ঃ ১. কোন মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি বিভিন্ন ঋণের স্বীকারোক্তি করে আর তার জিম্মায় সুস্থ থাকাকালীন ঋণ থাকে এবং নির্দিষ্ট কারণে রুগ্ন থাকাকালীন আরো ঋণ হয় তাহলে সুস্থ থাকা কালীন ঋণ এবং নির্দিষ্ট কারণিক ঋণ (আদায়ের ব্যাপারে) অগ্রগণ্য হবে। উক্ত ঋণ আদায়ের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ থাকে তাহলে রোগশয্যাকালীন স্বীকারকৃত ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর সুস্থ থাকাকালীন কোন ঋণ যদি না থাকে তাহলে তার স্বীকারোক্তি যথার্থ বিবেচিত হবে এবং তার ওয়ারিসগণের ওপর ঋণদাতা অগ্রাধিকার পাবে। ২. নিজ ওয়ারিসের জন্যে মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বাতিল গণ্য হয়। তবে তার অন্যান্য ওয়ারিসগণ

স্বীকার করলে তা বৈধ গণ্য হবে। ৩. মৃতশয্যায় কোন ব্যক্তি যদি ওয়ারিস নয় এমন কারো জন্যে কোন পাওনার স্বীকারোক্তি করে; অতঃপর বলে যে, সে আমার ছেলে তাহলে এতে তার থেকে উক্ত সন্তানের নসব (বংশ পরিচয়) প্রমাণিত হবে; তবে তার জন্যে তার স্বীকারোক্তি বাতিল গণ্য হবে। ৪. কেউ যদি অনাত্মীয় কোন মহিলার জন্যে কিছু স্বীকার করে। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করে তাহলে তার জন্যে তার স্বীকারোক্তি বাতিল হবে না। ৫. মৃত শয্যায় কেউ তিন তালাক দিল, অতঃপর তার জন্যে কোন ঋণের স্বীকারোক্তি করার পর মারা গেল, তাহলে সে ঋণ ও তার কর্তৃক মীরাছের মধ্যে যেটি কম তার হকদার হবে।

قوله فَلَهُ الْحَلْقَةُ الخ ঃ কেননা আংটি বললে রিং ও ওপরের অংশ উভয়টি বুঝায়। এভাবে তরবারী বললে তার বাট, খাপ ও ধারাল অংশ (ভিন্ন থাকলে) সবই বুঝাবে। এ কারণে সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ حَلْقَةٌ বৃত্ত, রিং; فَصٌّ আংটির পাথর বা রিং এর ওপর বসান অন্য পদার্থীয় কোন বস্তু। نَصْل তরবারীর লৌহ অংশ, রেত, جَفْنٌ খাপ; حَمَائِل - حَمَالَة এর বহু ঃ বাট, حَجْلَة মঞ্চ, عُوْد -عِيْدَان এর বহুঃ কাঠ, كِسْوَة কাপড়, পর্দা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مِنْ ثَمَنِ خَمْرِ الخ ঃ আবু হানীফা (র.)-এর মতে لَهُ عَلَيَّ বলার দ্বারা তার স্বীকার প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন পরবর্তী অংশ অর্থাৎ মদ বা শূকরের মূল্য যেহেতু মুসলমানদের নিকট বৈধ নয় এ কারণে এ অংশটি স্বীকার করে তা রহিত করণের ন্যায় হল। যা না জায়েয। অতএব এক হাজার টাকা ঋণ স্বীকৃত থাকবে। আর সাহিবাইন (র.) ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে এটা সাথে সাথে বললে তার ওপর এটা বর্তাবে না। বরং শেষে انشاء الله বলার ন্যায় পূর্ণ কথাটিই বাদ হয়ে যাবে।

قوله اِقْرَارُ الْمَرِيْضِ الخ ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নিজ ওয়ারিসের জন্যে নাজায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধ মতে জায়েয। কেননা স্বীকারোক্তি দ্বারা একজনের হককে প্রকাশ করা হয়। আর এটা সর্বাবস্থায় জায়েয। আমাদের মতে এটা নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমায়েছেন। لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَلَا اِقْرَارَ لَهُ بِالدَّيْنِ উপরন্ত তার মালের সাথে সকল ওয়ারিসের হক সংশ্লিষ্ট থাকে, তন্মধ্য হতে কারো জন্যে অছিয়ত বা ইকরার দ্বারা অন্যদের হক বাতিল করা সাব্যস্থ হয়, যা নাজায়েয। তবে ওয়ারিস ছাড়া অন্যদের জন্যে জায়েয হওয়াটা ভিন্ন কারণে। কেননা মানুষ স্বভাবতই সর্ব সাধারণের সাথে লেন-দেনের মুখাপেক্ষী হয়, ওয়ারিসের সাথে এতটা হয় না। এ প্রয়োজনের তাগিদে এটা জায়েয, এটা নাজায়েয হলে মানুষ ঋণ-বা বাকীতে লেন-দেনই ছেড়ে দিবে, আর তাতে ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি হবে।

قوله وَمَنْ طَلَّقَ ثَلٰثًا الخ ঃ এক্ষেত্রে কমটির হকদার হওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু তালাকের পরে ইদ্দতের সময় থাকে। আর এ সময়ে তার জন্যে কিছু প্রাপ্য হওয়ার স্বীকারোক্তি করার দ্বারা স্বভাবতঃই মীরাছ হতে অধিক দেওয়া উদ্দেশ্য থাকার সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু কমটি দেওয়ার ক্ষেত্রে এ সন্দেহের অপনোদন হয়ে যায়। এ কারণে কম পরিমাণটি তার প্রাপ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, (ক) অত্র স্বীকারোক্তি ইদ্দতের মধ্যেই হওয়া শর্ত। এখানে ثَلَاثًا বলার উদ্দেশ্য এই যে তালাকে রজয়ীর ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীই থেকে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে তার স্বীকার এমনিতেই বাতিল। (খ) মীরাছ বঞ্চিত হওয়ার জন্যে স্ত্রীর চাহিদামতে তালাক দেওয়া শর্ত। অন্যথায় স্ত্রী মীরাছ পাবে এবং তার জন্যে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না।

وَمَنْ اَقَرَّ بِغُلَامٍ يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ اَنَّهُ اِبْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ مَرِيْضًا وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِى الْمِيْرَاثِ وَيَجُوْزُ اِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلٰى وَيُقْبَلُ اِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلٰى وَلَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ اِلَّا اَنْ يُّصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فِى ذٰلِكَ اَوْ تَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا قَابِلَةٌ وَمَنْ اَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ مِثْلُ الْاَخِ وَالْعَمِّ لَمْ يُقْبَلْ اِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ فَاِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيْبٌ اَوْ بَعِيْدٌ فَهُوَ اَوْلٰى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ اِسْتَحَقَّ الْمُقَرُّ لَهُ مِيْرَاثَهُ وَمَنْ مَاتَ اَبُوْهُ فَاَقَرَّ بِاَخٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ اَخِيْهِ مِنْهُ وَيُشَارِكُهُ فِى الْمِيْرَاثِ ـ

<u>অনুবাদ</u>॥ ৬. কেউ যদি (অজ্ঞত গোত্রের) কোন বালককে নিজ পুত্র হওয়ার স্বীকারোক্তি করে, আর তার মত ব্যক্তির জন্যে অমন পুত্র জন্ম দেওয়া সম্ভবপর হয়, এবং বালকটি ও তা সমর্থন করে তাহলে তার থেকে উক্ত বালকের বংশ প্রমাণিত হবে। যদিও লোকটি শয্যাশায়ী হয়। বালকটি অন্যান্য ওয়ারিসদের সাথে মীরাছ প্রাপ্যে অংশীদার হবে।

<u>স্বীকৃতি গ্রাহ্য হওয়া না হওয়ার কতিপয় মাসআলা ঃ</u> ১. কোন ব্যক্তির পক্ষে কাউকে নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান বা মনিব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া জায়েয। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ও পিতা-মাতা, স্বামী বা মনিব হিসেবে কাউকে স্বীকৃতি দেওয়া জায়েয। ২. স্ত্রীদের ক্ষেত্রে স্বামীর সমর্থন বা বা ধাত্রীর সাক্ষ্য ব্যতিত কাউকে নিজ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত কাউকে তার বংশীয় হওয়ার স্বীকৃতি দেয় যেমন– বললো– সে আমার ভাই, চাচা প্রভৃতি; তাহলে তার স্বীকৃতি গ্রাহ্য হবে না। এক্ষেত্রে যদি স্বীকারকারীর নিকটবর্তী বা দূরবর্তী পরিচিত কোন ওয়ারিস বিদ্যমান থাকে তাহলে মুকারলাহু তার মীরাছ পাবে। ৪. কোন ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর কাউকে নিজ ভাই স্বীকার করলে তার এ ভাই-এর বংশ পিতা কর্তৃক সাব্যস্ত হবে না। তবে মীরাছে তার (পৈত্রিক অংশে) অংশীদার হবে।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ</u> غلام বালক, ক্রীতদাস; معروف সুপরিচিত; قابلة ধাত্রী; اولى অধিক হকদার।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ</u> قوله وَيَجُوْزُ اِقْرَارُ الخ ঃ কেউ কারো সম্পর্কে নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানাদি ইত্যাদির পরিচয় দিলে তা শরীয়তে গ্রাহ্য হবে। কেননা এতে তার নিজের বিশেষ উপকার নেই বরং তার ওপরই এর দায়ভার বর্তায় এবং অন্যের বংশের ওপর চাপান হয় না।

قوله وَلَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهَا ঃ কেননা এতে অন্যের ওপর বংশ সূত্র স্থির করা হয়। সুতরাং তার স্বীকৃতি ব্যতিত তা গ্রাহ্য হবে না।

التمرين –(অনুশীলনী)

১। اقرار এর সংজ্ঞা ও বিধান কি? এবং دعوى ও اقرار এর মধ্যে পার্থক্য কি? লিখ।
২। অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি বলতে কি বুঝ? এর বিধান কি? উদাহরণসহ লিখ।
৩। মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তির বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।
৪। পিতার মৃত্যুর পর কাউকে ভাই স্বীকার করলে তার বিধান কি হবে? লিখ।

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

اَلْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ وَلَا تَصِحُّ حَتَّى تَكُوْنَ الْمَنَافِعُ مَعْلُوْمَةً وَالْأُجْرَةُ مَعْلُوْمَةً وَمَا جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ اُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ ـ

ইজারা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ইজারার সংজ্ঞা ও শর্তাবলী ঃ ১. কোন কিছুর বিনিময় মুনাফার (লভ্যাংশের) ওপর যে চুক্তি করা হয় তাকে ইজারা চুক্তি বলে। ২. মুনাফা ও ভাড়া (মজুরী) নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইজারা শুদ্ধ হয় না। বেচা-কেনার মধ্যে যেসব বস্তু মূল্য স্থির হতে পারে ইজারার মধ্যে তা মজুরী হতে পারে।৩.

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَجْر মূলধাতু হতে إجارة শব্দ গঠিত; اِيْجَارَةٌ বাবে; اِفْعَال হতে অর্থ ইজারা/ভাড়া দেওয়া; اِسْتِيْجَار বাবে; اِسْتِفْعَال হতে অর্থ ভাড়া বা ইজারা চুক্তিতে গ্রহণ করা, আর বাবে نَصَرَ হতে অর্থ মজুর হওয়া; مَنَافِع - مَنْفَعَةٌ এর বহুঃ লাভ, মুনাফা, عِوَضٌ বিনিময়; اُجْرَةٌ ভাড়া, পারিশ্রামিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ إجارة **এর সংজ্ঞা ঃ** قوله الاجارة শরয়ী পরিভাষায় নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে মুনাফা লাভের চুক্তি কে ইজারা বলে। বাংলায় ভাড়া ইংরেজীতে lease (লিজ) বলে।

বিধান ঃ কিয়াস তথা যুক্তির বিচারে এটা নাজায়েয। কেননা চুক্তিকালে মুনাফা বিদ্যমান থাকেনা। বরং পরে লাভ হয়। আর অস্তিত্বহীন বস্তুর বিনিময় চুক্তি নাজায়েয। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও মানবিক চাহিদা তথা মুআশারাতি দৃষ্টিকোণে এটা জায়েয। যেমন কুরআনের ভাষ্য- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ - عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ইত্যাদি। এ ভাবে হাদীস اَعْطِ الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عِرْقُهُ ইত্যাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয়। বিক্রয় চুক্তি হতে অত্র চুক্তি কিছুটা ভিন্নতর। কেননা বিক্রয় চুক্তির মধ্যে মালের বিনিময় হয় মাল দ্বারা। আর ইজারার মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয় মাল দ্বারা। মুনাফা প্রথমতঃ দু'প্রকার (ক) বস্তু থেকে গৃহীত মুনাফা (খ) শ্রমিক বা কর্মচারী হতে গৃহীত মুনাফা। প্রথমোক্তটি আবার তিন প্রকার। (১) জমি বা ঘর-বাড়ি হতে গৃহীত। (২) যানবাহনের মাধ্যমে গৃহীত। (৩) আসবাপত্র হতে গৃহীত। অত্র তিন প্রকারকে ভাড়া কারবার বলে।

আজরের প্রকারভেদ ঃ শ্রমিক বা কর্মচারী দু'প্রকার যথা- (ক) "আজীরে খাছ": তথা বিশেস শ্রমিক। যেমন- চাকুরীজীবি ব্যক্তিবর্গ, (খ) আজীরে মুশ্তারিক তথা সাধারণ পেশাজীবি। যথা- ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, দর্জি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। সামনে উপরোক্ত বিষয়গুলোর নীতিমালা পেশ করা হবে। নিম্নে ইজারা সংক্রান্ত কতিপয় পরিভাষা উল্লেখ করা হল।

اَجِيْر মজুর, শ্রমিক, اُجْرَة ভাড়া, পারিশ্রমিক, مُجِيْر ভাড়াদাতা; مُسْتَاجِر ভাড়া গ্রহীতা, مِثْلِ اُجْرَة প্রচলিত মজুরী, ভাড়া।

وَالْمَنَافِعُ تَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْمُدَّةِ كَاسْتِيجَارِ الدُّوْرِ لِلسُّكْنٰى وَالْاَرْضِيْنَ لِلزِّرَاعَةِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلٰى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ اَىَّ مُدَّةٍ كَانَتْ وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِالْعَمَلِ وَالتَّسْمِيَةِ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلاً عَلٰى صَبْغِ ثَوْبٍ اَوْخِيَاطَةِ ثَوْبٍ اَوْ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُوْمًا اِلٰى مَوْضِعٍ مَعْلُوْمٍ اَوْ يَرْكَبَهَا مَسَافَةً مَعْلُوْمَةً وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِالتَّعْيِيْنِ وَالْاِشَارَةِ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلاً لِيَنْقُلَ هٰذَا الطَّعَامَ اِلٰى مَوْضِعٍ مَعْلُوْمٍ وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الدُّوْرِ وَالْحَوَانِيْتِ لِلسُّكْنٰى وَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيْهَا وَلَهُ اَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الْحِدَادَةَ وَالْقِصَارَةَ وَالطَّحْنَ وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الْاَرَاضِيْ لِلزِّرَاعَةِ وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيْقُ وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتّٰى يُسَمِّيْ مَا يَزْرَعُ فِيْهَا اَوْ يَقُوْلَ عَلٰى اَنْ يَزْرَعَ فِيْهَا مَاشَاءَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَسْتَاجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيْهَا اَوْ يَغْرِسَ فِيْهَا نَخْلاً اَوْ شَجَرًا فَاِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْاِجَارَةِ لَزِمَهُ اَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسَلِّمَهَا فَارِغَةً اِلَّا اَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الْاَرْضِ اَنْ يَغْرِمَ لَهُ قِيْمَةَ ذٰلِكَ مَقْلُوْعًا وَيَتَمَلَّكَهُ اَوْ يَرْضٰى بِتَرْكِهِ عَلٰى حَالِهِ فَيَكُوْنُ الْبِنَاءُ لِهٰذَا وَالْاَرْضُ لِهٰذَا وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوْبِ وَالْحَمْلِ فَاِنْ اَطْلَقَ الرُّكُوْبَ جَازَ لَهُ اَنْ يُرْكِبَهَا مَنْ شَاءَ وَكَذٰلِكَ اِنِ اسْتَاجَرَ ثَوْبًا لِلُّبْسِ وَاَطْلَقَ فَاِنْ قَالَ لَهُ عَلٰى اَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ اَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ فُلَانٌ فَاَرْكَبَهَا غَيْرَهُ اَوْ اَلْبَسَهُ غَيْرَهُ كَانَ ضَامِنًا اِنْ عَطِبَتِ الدَّابَّةُ وَتَلَفَ الثَّوْبُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ ـ

অনুবাদ ॥ **মুনাফা নির্দিষ্ট হওয়ার ৩টি পদ্ধতি ঃ** (এক) কখনো নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করার দ্বারা মুনাফা জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন– বসবাসের জন্যে বাড়ী বা চাষাবাদের জন্যে জমি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে হয়। অতএব ইজারা চুক্তি ইজারার মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা তা শুদ্ধ হবে। চাই যে মেয়াদই হোক না কেন। (দুই) কখনো কাজ ও নাম নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা। (মুনাফা জ্ঞাত হওয়ায়) যেমন– কেউ কাউকে কাপড় রং করার জন্যে বা কাপড় ধুলায় করার জন্যে নিয়োগ করল। অথবা কেউ সোয়ারী ভাড়ায় নিল নির্দিষ্ট পরিমা-। মাল নির্দিষ্ট স্থানে বহনের জন্যে বা আরোহণ করে নির্দিষ্ট স্থানে গমণের জন্যে, (গ) কখনো নির্দিষ্ট করণ বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। যেমন কেউ কাউকে নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরের জন্যে নিয়োগ করল?

ইজারার বৈধ ধরণ-প্রকৃতি ঃ ১. বসবাসের জন্যে ঘর দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেওয়া জায়েয, যদি ও সে তার মধ্যে কি কাজ করবে তা উল্লেখ না করে। ভাড়ায় গ্রহীতার (মুস্তাজির) জন্যে উক্ত ঘরে বা দোকানে

লৌহ কর্ম, কাপড় ধোয়া ও আটা পেষণের কাজ ব্যতিত যে কোন কারবার করা জায়েয। ২. চাষাবাদের জন্যে জমি ইজারা নেওয়া জায়েয। এক্ষেত্রে শর্ত না করলেও মুস্তাজির জমির সেচ ও যাতায়াত সুবিধা লাভ করবে। জমিতে কি করবে তা উল্লেখ না করা বা "যা ইচ্ছে তা চাষ করবে" না বলা পর্যন্ত ইজারা চুক্তি শুদ্ধ হবে না। ৩. গৃহ নির্মাণ বা খেজুর বা অন্য কোন বৃক্ষ রোপণের জন্যে জমি ইজারা নেওয়া জায়েয। ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার জন্যে গৃহ ভেঙ্গে বা বৃক্ষ উপড়ে নিয়ে জমি খালি করে মালিককে হস্তান্তর করা আবশ্যক। তবে জমির মালিক উপড়ানো বৃক্ষ বা বিধ্বস্থ গৃহের মূল্য পরিশোধ করে তার মালিক হতে চাইলে বা উক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রাখার ব্যাপারে সম্মত হলে তা জায়েয। এক্ষেত্রে গৃহ-বা বৃক্ষ হবে মুস্তাজিরের। আর জমি হবে মালিকের। ৪. আরোহণ ও পরিবহণের জন্যে যানবাহন কেরায়া নেওয়া জায়েয। যদি আরোহণকে স্বাভাবিক রাখা হয় তাহলে যে কাউকে সে আরোহণ করাতে পারবে। এভাবে একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি পরিধানের জন্যে কাপড় ভাড়া নেয় আর কে পরিধান করবে তা উল্লেখ না করে (অর্থাৎ যে কাউকে তা পরিধান করাতে পারে)। তবে যদি বলে অমুকে সোয়ার হবে বা অমুকে পরিধান করবে। আর সে এর পরিবর্তে অন্য কাউকে সোয়ার করে বা পরিধান করায় তাহলে বিনষ্ট হলে সে এর জন্যে দায়বদ্ধ হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِسْتِيْجَار ভাড়ায় গ্রহণ করা; دَارٌ - دُوْرٌ এর বহুঃ ঘর, বাড়ী, حَانُوْتٌ - حَوَانِيْتُ এর বহুঃ দোকান, سُكْنٰى বসবাস, حِدَادَةٌ লৌহ কর্ম; طَحْن পেষণ করা, قِصَارَةٌ ধোপী কর্ম; اَرْض - اَرَاضِى; এর বহু ঃ জমি, ভূমি; زِرَاعَت চাষাবাদ; شِرْب পানির হিস্যা; اَنْ يَقْلَعَ উপড়ান; غَرْس বপন; فَارِغَةٌ খালী; مَقْلُوعًا উৎপাটিত; يَتَمَلَّكُ মালিক হওয়া; دَابَّةٌ -دَوَابّ এর বহুঃ সোয়ারী, যানবাহন অর্থে, حَمْل পরিবহণ; اَطْلَقَ স্বাভাবিক রাখে, নির্দিষ্ট না করে।

__প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ__ قوله وَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ঃ কেননা ঘরবাড়ি বা দোকান পাট স্বভাবতঃ বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয়ে থাকে। এ কারণে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টিতে মুনাফা বা مَعْقُوْدٌ عَلَيْه স্পষ্ট উল্লেখিত নেই বিধায় চুক্তি শুদ্ধ না হওয়ার দাবিদার। কিন্তু ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে এটা সবার জানা-শোনা হওয়ায় তা উল্লেখের মতই। এ কারণে জায়েয। তবে স্বাভাবিকের তুলনায় অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের দরুণ ঘর বা দোকানের ক্ষতিসাধন হলে তখন এর জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে।

قوله اِلاَّ الْحِدَادَةَ الخ ঃ কেননা এ জাতীয় কাজের দরুণ ঘরের ক্ষতিসাধন হয়। এ কারণে এসব কাজের জন্যে স্পষ্ট অনুমতি নিতে হবে।

قوله وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الخ ঃ জমি চাষাবাদের লেন-দেন সর্ব যুগে সর্ব দেশে অধিক প্রচলিত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এক্ষেত্রে এটার বৈধতা ইজমার নামান্তর। তবে কোন কোন ধরনের চাষাবাদের দ্বারা জমির ক্ষতি হয় এ কারণে কি চাষ করবে তা বা যেকোন ধরনের চাষাবাদের অনুমতি গ্রহণ জরুরী।

قوله وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ الخ ঃ কেননা যাতায়াতের জন্য পথ ও পানি সেঞ্চন ছাড়া ছাষাবাদ করাই অসম্ভব। এ কারণে চাষাবাদের অনুমতির সাথে সাথে উল্লেখ ছাড়াই এর জন্য অনুমতি প্রদান বিবেচিত হবে।

فَأَمَّا الْعَقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ فَإِنْ شَرَطَ سُكْنَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ خَمْسَةُ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ فِي الضَّرَرِ أَوْ أَقَلُّ كَالشَّعِيرِ وَالسِّمْسِمِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مِثْلَ وَزْنِهِ حَدِيدًا وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ تُطِيقُهُمَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِالثِّقْلِ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ مَازَادَ مِنَ الثِّقْلِ -

---

অনুবাদ ॥ ৫. জমি এবং এমন বস্তু যা ব্যবহারকারী প্রভেদে বিভিন্নতর হয় না। যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বসবাসের শর্ত করে তাহলে তার জন্যে অন্য কাউকে সেখানে বসবাস করানোর অধিকার থাকবে। ৬. যদি সোয়ারীর ওপর নির্দিষ্ট শ্রেণী ও পরিমাণ পরিবহণের কথা বলে। যেমন– পাঁচ কফীয গম (ইত্যাদি) তাহলে তার জন্যে গমের সমতুল্য ক্ষতিকর বা তদপেক্ষা কম ক্ষতিকর দ্রব্য যেমন– যব ও তিল পরিবহনের অধিকার থাকবে বা তদাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কিছু বহন করানোর অধিকার থাকবে না। যেমন– লবণ, লোহা, সীসা প্রভৃতি। ৭. যদি তূলা পরিবহণের জন্যে সোয়ারী ভাড়া নেয় তাহলে তার জন্যে সম ওজনের লোহা বহন করানোর অধিকার থাকবে না। ৮. যদি কেউ নিজে আরোহণের জন্যে ভাড়া নেয়। আর পিছনে অন্য কাউকে আরোহণ করায়, ফলে সোয়ারী মরে যায়। তাহলে সোয়ারিটি দু'জন পরিবহণের ক্ষমতাসম্পন্ন হলে সে তার অর্ধমূল্য (নতুবা পূর্ণ মূল্য) ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ভারত্বের কোন ধর্তব্য নেই। পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ গম বহনের কথা বলে ভাড়া নেয়। অতঃপর তদাপেক্ষা বেশি বহন করায়, আর এতে সোয়ারী মরে যায় তাহলে সে বোঝার অতিরিক্ত অংশ হিসেব করে সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ দিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عَقَار জমি; شَعِير গম; سِمْسِم তিল-তিসি; أَضَرُّ অধিক ক্ষতিকর; رَصَاص সীসা; قُطْنٌ তুলা; عَطِبَتْ নষ্ট হয়ে গেল, মরে গেল; ثِقْل ভারত্ব, ওজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ঃ কেননা অবস্থান বা বসবাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রভেদের দ্বারা ঘরে কোন প্রভাব পড়ে না। এ কারণে এটা আবশ্যকীয় হবে না। ফলে দায়ভার ও বর্তাবে না।

قوله كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيدِ ঃ কেননা লবণ, লোহা ইত্যাদি বহনের দ্বারা অনেক সময় পিঠ জখম হয়ে যায়। যাতে মালিক স্বভাবত রাজি নয়।

قوله مِثْلَ وَزْنِهِ حَدِيدًا ঃ কেননা তুলা পিঠের ওপর সমানভাবে বসে। কিন্তু লোহা সেরূপ বসে না। যার কারণে এক পাশে ভার বেশি অনুভব হয়, ফলে সোয়ারীর বেশি কষ্ট অনুভূত হয়।

قوله نِصْفُ قِيمَتِهَا ঃ কেননা যে বোঝার কারণে সোয়ারী মরে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার অর্ধেকের ব্যাপারে মালিক রাজি ছিল। এ কারণে উক্ত ব্যক্তি অর্ধেকের দায়বদ্ধ হবে। অবশ্য এটা ঐ সময় যখন সোয়ারীটি দু'জন বহনে সক্ষম হয়। আর দু'জন বহনে সক্ষম না হলে সেক্ষেত্রে পূর্ণ জরিমানা বর্তাবে।

قوله أَكْثَرَ مِنْهُ الخ ঃ যেমন– ৪মণ চাউল বহনের অনুমতি আছে। কিন্তু সে তার ওপর ৫ মণ চাপানোর কারণে সোয়ারীটি মারা গেল। এক্ষেত্রে সে অতিরিক্ত ১ মণ চাপানোর কারণে সোয়ারীর মূল্যের এক পঞ্চমাংশের দায়বদ্ধ হবে। আর সোয়ারী যদি ৫ মণ বহনের ক্ষমতা না রাখা সত্ত্বে এরূপ করে তাহলে পূর্ণ মূল্যের দায়বদ্ধ হবে।

وَاِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فَعَطَبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا يَضْمَنُ وَالْاُجَرَاءُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ اَجِيْرٌ مُشْتَرِكٌ وَاَجِيْرٌ خَاصٌّ فَالْمُشْتَرِكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْاُجْرَةَ حَتّٰى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالْمَتَاعُ اَمَانَةٌ فِىْ يَدِهٖ اِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَضْمَنُهُ وَمَا تَلَفَ بِعَمَلِهٖ كَتَخْرِيْقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهٖ وَزَلَقِ الْحَمَّالِ وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِىْ يَشُدُّ بِهِ الْمُكَارِىْ الْحِمْلَ وَغَرَقُ السَّفِيْنَةِ مِنْ مَدِّهَا مَضْمُوْنٌ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَضْمَنُ بِهٖ بَنِىْ اٰدَمَ فَمَنْ غَرِقَ فِى السَّفِيْنَةِ اَوْ سَقَطَ مِنَ الدَّابَّةِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَاِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ اَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا عَطَبَ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ تَجَاوَزَهُ ضَمِنَ -

---

অনুবাদ॥ 'আজীরে মুশতারিক ও আজীরে খাস' তথা শ্রমিক কর্মচারীদের বিধানবলী ঃ ১. ভাড়া গ্রহীতা যদি সোয়ারীর লাগাম (অস্বাভাবিক) টেনে তার গতিরোধ করে বা প্রহার করে ফলে তা মারা যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে সে দায়ী হবে। সাহিবাইন (র.) বলেন– সে দায়ী হবে না। ২. শ্রমিক বা কর্মচারী দু'ধরনের। একঃ আজীরে মুশতারিক বা সাধারণ কর্মচারী। দুইঃ আজীরে খাস বা বিযেশ কর্মচারী।

আজীরে মুশতারিকের প্রসঙ্গ-সংজ্ঞা ঃ যে কর্মচারী কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিকের অধিকারী হয় না তাকে আজীরে মুশতারিক বলে। যেমন– রঞ্জক (পেইন্টার) ধোপা প্রভৃতি।

বিধানঃ আজীরে মুশতারিকের হস্তে অর্পিত দ্রব্য তার নিকট আমানত স্বরূপ থাকে। অতএব ১. তার হাতে দ্রব্য নষ্ট হলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে মোটেই দায়ী হবে না। আর সাহিবাইন (র.) বলেন দায়ী হবে, ২. কাজ করতে যেয়ে যে দ্রব্য বিনষ্ট হয়; যেমন কাপড় কাঁচতে যেয়ে তা ছিঁড়ে ফেলা। কূলী-মজুর এর পা পিছলে (মাল নষ্ট হয়ে) যাওয়া, মাঝির গুণ টানা কালে নৌকা ডুবে যাওয়া (ইত্যাদি)– এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে মানুষের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সুতরাং নৌকা ডুবির ফলে যে ডুবে যায় বা সোয়ারী হতে পড়ে যায় তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ৩. অস্তোপাচারকারী অস্ত্রোপচার কালে বা পশু চিকিৎসক পশু দাগানর সময় যদি স্থানচ্যুত না হয় তথাপি কোন ক্ষতি হলে উভয়ের ওপর কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। আর স্থানচ্যুত হলে তার জন্যে দায়ী হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اُجَرَاء - اَجِيْر এর বহু ঃ শ্রমিক, কর্মচারী; صَبَّاغ রঞ্জক, পেইন্টার, রংকারী; قَصَّار ধোপা; مَتَاع আসবাব সামগ্রী; تَخْرِيْق ছিড়ে ফেলা; دَقٌّ পেষণ করা; زَلَقٌ পা পিছলান; حَمَّال কূলী; حَبْل রশি; مُكَارِى সোয়ারী কেরায়াদাতা; حِمْل বোঝা; مَدّ টানা; فَصَّاد শিংগা লাগানোর দ্বারা চিকিৎসাকারী, অস্ত্রোপাচারকারী অর্থে; بَزَّاغ গরু ইত্যাদি জীবকে লোহা পুড়িয়ে দাগ দেওয়ার সাহায্যে চিকিৎসাকারী। শৈল্য চিকিৎসক অর্থে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ</u> قوله إِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ الخ ঃ স্বভাবতঃ এরূপভাবে লাগাম টানার বা মারার অনুমতি থাকে যাতে সোয়ারী ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অতএব তার চেয়ে অতিরঞ্জিতভাবে টানার দ্বারা সোয়ারী মারা গেলে তার ওপর এর জরিমানা আরোপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে সাহিবাইন ও আইম্মায়ে ছালাছার মতের ওপরই ফতোয়া। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর সর্বশেষে উক্তিও এটাই। আর স্বাভাবিক টানা বা মারার দ্বারা মরে গেলে কারো মতেই তার দায় বর্তাবে না।

قوله اَلْأَجِيْرُ الْمُشْتَرِكُ الخ ঃ যারা স্বাধীনভাবে পেশাগতহিসেবে কাজ করে তাদেরকে আজীরে মুশ্‌তারিক বলে। যেমন– পেশাজীবি শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি। তারা কাজ সম্পন্ন করলেই পারিশ্রমিকের অধিকারী হয়। এ জাতীয় শ্রমিক যখন একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজের জন্যে নিয়োজিত হয় তখন তারা আজীরে খাসে পরিণত হয়। যেমন– বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারী।

قوله وَالْمَتَاعُ اَمَانَةٌ ঃ আবু হানীফা (র.)-এর মতে আজীরে মুশ্‌তারিকের হাতে অর্পিত মাল আমানত স্বরূপ থাকে। এ কারণে তা বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে দায়বদ্ধ নয়।

উল্লেখ্য যে, মাল নষ্ট হওয়ার মোট ৪টি ধরন হতে পারে। (ক) উদাসীনতা বা খামখেয়ালীর দরুণ বিনষ্ট হওয়া। (খ) কার্য সম্পাদন কালে বিনা অতিরঞ্জনে বিনষ্ট হওয়া। যেমন– কাপড় ধৌত কালে ছিড়ে যাওয়া। (গ) শ্রমিকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমন কোন কারণে বিনষ্ট হওয়া যে, সে যত্ন নিলে তা বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেত। যেমন দর্জির দোকান হতে কাপড় চুরি হওয়া। (ঘ) আকস্মিক বা দৈব কারণে বিনষ্ট হওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার শ্রমিকের ওপর তার দায়ভার বর্তাবে। আর চতুর্থ প্রকারের ওপর দায়ভার বর্তাবে না। বাকী তৃতীয় প্রকারের ওপর ইমাম হানীফা-এর মতে দায়ভার বর্তাবে। আর সাহিবাইন (র.)-এর মতে বর্তাবে না। ফতোয়া সাহিবাইনের মতের ওপর।

قوله بَنِيْ اٰدَمَ ঃ নৌকাডুবি বা যানবাহন সংঘর্ষের দরুন যেসব ব্যক্তি মারা যায় মাঝি চালকের ওপর তার কেসাস বর্তাবে না। তবে ঘাতক প্রমাণিত হলে ঘাতক (জেনায়াতকারী)-এর ওপর তার কেসাস বা ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে। উল্লিখিত মাসআলায় মাঝি জেনায়াতকারী নয় বিধায় কেসাস আরোপিত হবে না। তবে মাল পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনে তার ব্যর্থতার দরুণ তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

قوله فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِمَا الخ ঃ স্বাভাবিক স্থান হতে বিচ্যুৎ হওয়ার দরুণ সে অতিরঞ্জিত কারী প্রমাণিত হবে। ফলে সে এরজন্য দায়ী হবে।

وَالْأَجِيْرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِى يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيْمِ نَفْسِهِ فِى الْمُدَّةِ وَاِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ اَوْ لِرَعْىِ الْغَنَمِ وَلَاضَمَانَ عَلَى الْأَجِيْرِ الْخَاصِّ فِيْمَا تَلَفَ فِى يَدِهِ وَلَا فِيْمَا تَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ اِلَّا اَنْ يَتَعَدّٰى فَيَضْمَنُ وَالْاِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوْطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَافِرَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ فِى الْعَقْدِ وَمَنْ اسْتَاجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمِلًا وَرَاكِبَيْنِ اِلٰى مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمَحْمِلُ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ فَاَكَلَ مِنْهُ فِى الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ اَنْ يَرُدَّ عِوَضَ مَا اَكَلَ وَالْاُجْرَةُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَحِقُّ بِاَحَدِ ثَلٰثَةِ مَعَانٍ اِمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيْلِ اَوْ بِالتَّعْجِيْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ اَوْ بِاسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَارًا فَلِلْمُؤَجِرِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِاُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ اِلَّا اَنْ يُبَيِّنَ وَقْتَ الْاِسْتِحْقَاقِ فِى الْعَقْدِ ـ

অনুবাদ ॥ আজীরে খাস প্রসঙ্গ-সংজ্ঞাঃ যে কর্মচারী কর্মের সময়ের মধ্যে নিজেকে হাজির রাখলে কাজ না করা সত্ত্বেও মজুরীর হকদার হয় তাকে আজীরে খাস বলে। যেমন কেউ কাউকে এক মাস কাজের জন্য বা ছাগল চরানোর জন্য নিয়োগ করল ইত্যাদি।

বিধান ঃ আজীরে খাস নিজ হাতে কোন কিছু নষ্ট করলে বা তার কোন কাজ বিনষ্ট হলে তার ওপর কোন ক্ষতিপূরণ আরোপিত হয় না। তবে সীমালঙ্ঘন তথা স্বেচ্ছায় এমন করলে তার জন্যে দায়ী হবে।

মাসায়েল ঃ ১. যে সব শর্ত বিক্রি চুক্তিকে ফাসেদ করে উক্ত শর্তাবলী ইজারাকেও ফাসেদ করে। ২. কোন ব্যক্তি গৃহস্থলী কাজের জন্যে গোলাম নিয়োগ করলে তাকে নিয়ে সফরে যেতে পারবে না। তবে চুক্তিকালে এমন শর্ত করে থাকলে নিতে পারবে। ৩. কেউ যদি উট বা কোন যানবাহন ভাড়া নেয় তাতে হাওদা ও দু'জন সোয়ারী বহন করে মক্কায় গমনের জন্যে, এটা জায়েয। তবে তার জন্যে স্বাভাবিক হাওদা বহনের অধিকার থাকবে। হাওদাটি উটের মালিককে দেখলে তা আরো উত্তম হবে। ৪. কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী বহনের জন্যে যদি উট কেরায়া নেয়। আর পথিমধ্যে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে যা খেয়েছে তার বিনিময় তদস্থলে সে পরিমাণ রেখে দেওয়া তার জন্যে জায়েয। ৫. ইজারা চুক্তির সাথে সাথে তার ভাড়া বা পারিশ্রমিক প্রদান করা জরুরী হয় না। বরং নিম্নের তিন উপায়ের কোন উপায়ে তার হকদার হয়। (ক) অগ্রিম প্রদানের শর্ত করলে, (খ) শর্ত ছাড়াই অগ্রিম প্রদান করলে। (গ) চুক্তিকৃত কাজ সমাধা হলে। ৬. কেউ বাড়ি ভাড়া দিলে তার জন্যে প্রতিদিনই সে দিনের ভাড়া চাওয়ার অধিকার থাকবে। তবে চুক্তিকালে ভাড়া প্রাপ্তির সময় বর্ণিত থাকলে উক্ত সময়ের পূর্বে ভাড়া চাওয়ার অধিকার থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالْأَجِيْرُ الْخَاصُّ الخ ঃ আজীরে খাস (নির্দিষ্ট কর্মচারী) কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মুস্তাজির (নিয়োগকর্তা)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এ কারণে তার ওপর কোন দায়ভার বর্তায় না।

قوله شُرُوْطُ تُفْسِدُ الخ ঃ যেমন– কোন শ্রমিক নিয়োগকালে শর্ত করা হল যে, তোমার হাতে কোন মাল বিনষ্ট হলে তুমি তার দায়ী থাকবে ইত্যাদি। এতে ইজারা চুক্তি ফাসেদ গণ্য হবে।

قوله تَجِبُ بِالْعَقْدِ الخ ঃ অর্থাৎ শুধু আকদ বা চুক্তির দ্বারা পারিশ্রমিক বা কেরায়ার অর্থ ওয়াজিব হয় না। বরং চুক্তির পর চুক্তিকৃত বস্তু ব্যবহারে আনার পর হতে বা তাদ্বারা উপকার লাভের পর হতে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হতে থাকে। কেননা এটা তার বিনিময় সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উপকার সাধনের পূর্বে তার বিনিময়ের প্রশ্ন আসতে পারে না। যেমন শামীর ভাষ্যে প্রতীয়মান হয় যে– لَا يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ لِاَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهِىَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَشَاْنُ الْبَدَلِ اَنْ يَكُوْنَ مُقَابِلًا لِلْبَدَلِ الخ

قوله اِمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيْلِ ঃ অর্থাৎ চুক্তিকালে অগ্রিম পারিশ্রমিক বা ভাড়ার শর্ত মঞ্জুর করলে তখন তা পরিশোধ করা জরুরী হবে। কেননা গ্রহীতা নিজের ওপর এটাকে বর্তিয়ে নিয়েছে।

وَمَنِ اسْتَاجَرَ بَعِيْرًا اِلٰى مَكَّةَ فَلِلْجَمَّالِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِاُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ اَنْ يُطَالِبَ بِالْاُجْرَةِ حَتّٰى يَفْرَغَ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ التَّعْجِيْلَ وَمَنِ اسْتَاجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِىْ بَيْتِهِ قَفِيْزَ دَقِيْقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْاُجْرَةَ حَتّٰى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّوْرِ وَمَنِ اسْتَاجَرَ طَبَّاخًا لِيَطْبَخَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيْمَةِ فَالْغَرْفُ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَاجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ اِذَا اَقَامَهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا حَتّٰى يُشَرِّجَهُ وَاِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ اِنْ خِطْتَ هٰذَا الثَّوْبَ فَارِسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ وَاِنْ خِطْتَهُ رُوْمِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَاَىُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ وَاِنْ قَالَ اِنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ وَاِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَاِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَاِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ اُجْرَةُ مِثْلِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ نِصْفٌ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اَلشَّرْطَانِ جَائِزَانِ وَاَيُّهُمَا عَمِلَ اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ وَاِنْ قَالَ اِنْ سَكَنْتَ فِىْ هٰذَا الدُّكَّانِ عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِى الشَّهْرِ وَاِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَاَىُّ الْاَمْرَيْنِ فَعَلَ اِسْتَحَقَّ الْمُسَمّٰى فِيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اَلْاِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ـ

অনুবাদ ॥ (৭) কোন ব্যক্তি মক্কায় যাওয়ার জন্যে উট (বা কোন যানবাহন) ভাড়া নিলে প্রতি স্টেশনে (মঞ্জিলে) পৌঁছালে সে ভাড়া দাবী করতে পারবে। (৮) ধোপা, দর্জি প্রভৃতির জন্যে তার কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত সে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে না। তবে অগ্রিম পারিশ্রমিকের শর্ত থাকলে ভিন্ন কথা। (অতএব) (৯) কেউ যদি কোন রুটি প্রস্তুতকারক কে তার গৃহে এক দিরহামে এক কফীয আটার রুটি তৈরীর জন্যে ঠিক করে তাহলে সে চুলা হতে রুটি তৈরী শেষ করার পূর্বে পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। (১০) কেউ অলীমার খানা পাকানোর জন্য বাবুর্চি ঠিক করলে ডেগ হতে খানা বণ্টনের দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। (১১) কেউ ইট তৈরীর জন্যে কোন ব্যক্তি ভাড়া করে আনলো– এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে ইট তৈরী করে দাঁড় করানোর পর পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– ইটের খামাল (স্তূপ) দাঁড় করান পর্যন্ত পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। (১২) কেউ যদি দর্জিকে (এমন) বলে– যে এ কাপড়টি যদি ফারসী পদ্ধতিতে সেলায় কর তাহলে এক দিরহাম পাবে, আর রোমীয় পদ্ধতিতে সেলায় কর তাহলে দু'দিরহাম পাবে। তাহলে তা জায়েয হবে। এখন সে যে পদ্ধতিতে সেলায় করুক সে (মোতাবেক) পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। যদি বলে আজ সেলায় করলে এক দিরহাম ও আগামীকল্য সেলায় করলে অর্ধ দিরহাম। এখন সে ঐদিন সেলায় করলে এক দেরহাম, আর পরবর্তী দিন সেলায় করলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে স্বাভাবিক পারিশ্রমিক যা হয় তা পাবে। তবে তা অর্ধ দিরহাম অতিক্রম করবে না। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– উভয় শর্ত জায়েয। সুতরাং সে যেভাবে কাজ করবে তদানুযায়ী পারিশ্রমিকের

হকদার হবে। (১৩) মালিক যদি বলে যে, এ দোকানে আতরের ব্যবসা করলে মাসিক এক দিরহাম ভাড়া, আর লৌহকর্ম করলে মাসিক দু'দিরহাম। তাহলে তা জায়েয হবে। মুস্তাজির (ভাড়া গ্রহীতা) যে কাজ করবে আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে মোতাবেক ভাড়ার অধিকারী হবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন- এক্ষেত্রে ইজারা ফাসেদ গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جَمَّالٌ উটের মালিক, উট কেরায়াদাতা; مَرْحَلَةٌ মন্‌যিল, স্টেশন; قَصَّار ধোপা; خَبَّاز রুটি প্রস্তুতকারী; تَنُّوْر চুলা, উনুন; غَرْفٌ খানা বণ্টন, খানা পাত্রে প্রদান; لَبِنٌ ইট; يُشَرِّجُهٗ ইট স্তূপ বা থামাল দিবে; حَدَّاد কর্মকার, কামার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله كُلَّ مَرْحَلَةٍ الخ ঃ কেননা প্রতি মন্‌যিল অতিক্রম সফরের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দেশ্য হাসিল হলে কেরায়াদাতা ভাড়ার অধিকার হবে। অবশ্য ইমাম সাহেব (র.)-এর পূর্বের মতে গন্তব্যস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। এটা ইমাম যুফর (র.) এর এ অভিমত। কারণ ভাড়া গ্রহীতার মূখ্য উদ্দেশ্য সমস্ত মনযিল অতিক্রম করা। সুতরাং কিয়দাংশের ওপর পারিশ্রমিক বণ্টন করা যাবে না। আর পরবর্তীদের দলীল হল কিয়াস। কারণ কিয়াসে একের পর এক মন্‌যিল অতিক্রমের বিনিময় পারিশ্রমিক/ভাড়া আবশ্যকীয় হওয়ার দাবিদার। এ মতে পথিমধ্যে বাস ইত্যাদি কোন স্টেশনে খারাপ হয়ে গেলে পূর্বের অনুপাতে ভাড়ার হকদার হবে।

قوله إِذَا أَقَامَهٗ الخ ঃ কেননা ইট দাঁড় করানোর দ্বারা শ্রমিকের শ্রম পূর্ণতা লাভ করে। অতএব এর পূর্বে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। আর থামাল দেয়া বা স্থানান্তর করা অতিরিক্ত ফায়েদা। সুতরাং মূল কাজে তা দাখিল হবে না। সাহিবাইন (র.) কাজের পূর্ণতা স্বরূপ থামাল দেওয়ার পর তাকে পারিশ্রমিকের হকদার গণ্য করেন।

قوله وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ الخ ঃ সাহিবাইন (র.)-এর মতে উভয় ছুরত জায়েয। আর যুফর এর মতে أُجْرَت ও مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে উভয় ছুরত ফাসেদ। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে। সাহিবাইন (র.)-এর পক্ষ হতে উত্তর এই যে, প্রথমাংশে যদি ও অনির্দিষ্টতা ছিল। কিন্তু কাজ করার দ্বারা তা দূরীভূত হয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জায়েয হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দ্বিতীয় চুক্তির দ্বিতীয় শর্তটি সহীহ না বিধায় সে প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে।

وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَالْعَقْدُ صَحِيْحٌ فِى شَهْرٍ وَاحِدٍ وَفَاسِدٌ فِى بَقِيَّةِ الشُّهُوْرِ اِلَّا اَنْ يُسَمِّى جُمْلَةَ الشُّهُوْرِ مَعْلُوْمَةً فَاِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِى صَحَّ الْعَقْدُ فِيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ اَنْ يُخْرِجَهُ اِلَى اَنْ يَنْقَضِىَ الشَّهْرُ وَكَذَالِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِى اَوَّلِهِ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً وَاِذَا اسْتَاجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ اُجْرَةُ الشَّهْرِ الْاَوَّلِ وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِى وَاِذَا اسْتَاجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الْاُجْرَةِ وَيَجُوْزُ اَخْذُ اُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَلَا يَجُوْزُ اَخْذُ اُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ وَلَا يَجُوْزُ الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَجِّ وَلَا يَجُوْزُ الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَلَا يَجُوْزُ اِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رح اِجَارَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الظِّئْرِ بِاُجْرَةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَيَجُوْزُ بِطَعْمِهَا وَكِسْوَتِهَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رح وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ اَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا فَاِنْ حَبِلَتْ كَانَ لَهُمْ اَنْ يَفْسَخُوا الْاِجَارَةَ اِذَا خَافُوْا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا وَعَلَيْهَا اَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ وَاِنْ اَرْضَعَتْهُ فِى الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا اُجْرَةَ لَهَا ـ

অনুবাদ ॥ ঘর ইজারা প্রসঙ্গ ঃ ১. কোন ব্যক্তি মাসিক এক দিরহাম ভাড়ায় ঘর ভাড়া নিলে এক মাসের জন্যে তার ভাড়া শুদ্ধ হবে। বাকী মাসের জন্যে চুক্তি ফাসেদ (অশুদ্ধ) গণ্য হবে। তবে কত মাসের জন্যে ভাড়া নিল তা নির্দিষ্ট উল্লেখ করলে তত মাসের জন্যে তা শুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় যদি দ্বিতীয় মাসের সামান্য অংশ অবস্থান (বসবাস) করে তাহলে উক্ত মাসের জন্যে ইজারা শুদ্ধ বিবেচিত হবে। মাস শেষ হওয়ার পূর্বে ইজারাদাতার জন্যে ইজারাগ্রহীতা (ভাড়াটিয়া)কে বের করে দেয়ার অধিকার নেই। এভাবে প্রতি মাসেই বিধান বর্তাবে। যখন কেউ মাসের প্রথমাংশে একদিন বা সামান্য সময় অবস্থান করবে। (অর্থাৎ উক্ত মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর হতে বের করতে পারবে না।) ২. কেউ এক মাসের জন্য এক দিরহামে ঘর ভাড়া নিয়ে দু'মাস অবস্থান করলে এক্ষেত্রে তার জন্য প্রথম মাসের ভাড়া আদায় করা জরুরী হবে। দ্বিতীয় মাসের ভাড়া দেয়া জরুরী হবে না। ৩. কেউ ১০ দিরহামে এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিলে তা জায়েয হবে। যদিও প্রতি মাসের ভাড়ার কিস্তি উল্লেখ না করে। ৪. বাথরুমের (গোসল খানা) ভাড়া ও রক্ত মোক্ষণকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। ৫. নরপশুর দ্বারা গর্ভ সঞ্চার করানোর পারিশ্রমিক গ্রহণ নাজায়েয। ৬. আযান, ইকামত, কুরআন ও হজ্বের তা'লীমের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েয। ৭. গান বাদ্য ও (মৃতের ওপর বিলাপ করে) ক্রন্দনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েয। ৮. আবু হানীফা (র.)-এর মতে যৌথ মালিকানাধীন বস্তুকে ইজারা দেয়া জায়েয নয়। সাহিবাইন (র.)-এর মতে জায়েয। ৯. নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে ধাত্রী নিয়োগ করা জায়েয। ১১. আবু হানীফা (র.)-এর মতে অন্ন-বস্ত্রের বিনিময় ও ধাত্রী রাখা জায়েয। ইজারা গ্রহণকারীর জন্যে ধাত্রীর স্বামীকে তার সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করার অধিকার নেই। অতএব যদি সে গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে মুস্তাজিরের জন্যে ইজারা রহিতকরণের অধিকার থাকবে; যদি সে ধাত্রীর দুধের স্বল্পতার দরুণ শিশুর ক্ষতির আশংকা করে। অবশ্য শিশুর উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা ধাত্রীর দায়িত্ব। শিশুকে দুগ্ধ দানের সময়ে যদি সে বুকের দুধের স্থলে তাকে ছাগলের দুধ দান করে তাহলে সে কোন পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يَنْقَضِى শেষ হয়; فَسَكَنَ অবস্থান/বসবাস করল; قِسْطٌ কিস্তি; حَمَّامٌ গোসলখানা, বাথরুম; حَجَّامٌ দুষিত রক্ত মোক্ষণকারী; عَسْبُ التَّيْسِ নরপশুর মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চারকরণ; مُشَاعٍ যৌথ মালিকানাধীন; ظِئْرٌ ধাত্রী , দাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله صَحِيْحٌ فِىْ شَهْرٍ وَاحِدٍ ঃ কারণ প্রথম মাসটি চুক্তির সহিত মিলিত হওয়ার কারণে নির্দিষ্টঃ কিন্তু পরবর্তী মাসগুলো কত সংখ্যক তা অনির্দিষ্ট। এ কারণে পরের ব্যাপারে শুদ্ধ হবেনা, তবে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাস বা বৎসর উল্লেখ থাকলে শুদ্ধ হবে।

قوله اَلْحَجَّام ঃ কেননা নবী করীম (সা.) নিজে হাজামত গ্রহণ করে তার পারিশ্রমিক দান করেছেন।

قوله اُجْرَةُ عَسْبِ التَّيْسِ ঃ কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমায়েছেন– اِنَّ مِنَ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ "নরপশুকে মাদীর ওপর চড়িয়ে গর্ভ সঞ্চার করণের বিনিময় গ্রহণ অন্যতম জঘন্য পাপ"।

আজান ইকামাতের বিনিময় গ্রহণ ঃ

قوله عَلَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ঃ আযান, ইকামাত, ইমামতী, কুরআন-সুন্নাহর তা'লীম, ওয়ায-নছীহত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত যা কেবল মুসলমানের জন্যে খাছ, তা আঞ্জাম দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ তথা না জায়েয। (اَلْاُجْرَةُ عَلَى الطَّاعَةِ حَرَامٌ) তবে পরবর্তীকালে এ সকল গুরু দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হওয়ার ফলে মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীকালের মুজতাহিদ গণ ক্ষেত্র বিশেষ (নিম্নের মূলনীতি সাপেক্ষে) পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। উক্ত শর্ত বা নীতি এই যে, যে সকল ইবাদত শরীআতের উসূলের অন্তর্গত এবং উক্ত ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন দুনিয়া হতে দ্বীন বিনষ্টের কারণ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত কাজ সূচারুরূপে আঞ্জাম দানকারীর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয। বাকী যা এ পর্যায়ে নয় উক্ত ব্যাপারে পারিশ্রমিক প্রদান/গ্রহণ নাজায়েয। উদাহরণস্বরূপ নামায দ্বীনের বিশেষ রোকন। মসজিদে নির্দিষ্ট ভাবে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করা ও জরুরী। সুতরাং নামাজ, আযান, ইমামত ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করা ও বেতন দেয়া/নেয়া জায়েয। এভাবে কুরআন-সুন্নাহর তা'লীমের ধারা অক্ষুণ্ন রাখাও জরুরী। নতুবা ক্রমান্বয়ে দ্বীন-ই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিবে। সুতরাং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে বেতন গ্রহণ জায়েয।

অপরদিকে কোরান খতম করান, মিলাদ পড়ান ইত্যাদি এমন ইবাদত নয় যা না করলে দ্বীনের ক্ষতি হবে। উপরন্তু এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত প্রথাও বটে। সুতরাং এ জাতীয় ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ اَلْاُجْرَةُ عَلَى الطَّاعَةِ حرام (ইবাদতের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম) মূলনীতি অনুযায়ী হারাম বলবৎ থাকবে।

উল্লেখ্য যে, যেসব ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয তা মূলতঃ উক্ত ইবাদতের বিনিময়ে নয় বরং حَبْسُ الْوَقْتِ তথা দায়িত্ব পালনে নির্দিষ্ট সময় আবদ্ধ থাকার বিনিময় মাত্র। যেসব ক্ষেত্রে ইবাদত বা সওয়াব উদ্দেশ্য থাকে না, বরং পার্থিব কোন উপকার সাধন। যথা– রোগ মুক্তি, কোন সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিশ্রমিক গ্রহণ অধিকাংশ আলিমের মতে জায়েয। তাঁরা এ ব্যাপারে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, তাঁরা সফরে এক সর্প দংশিত রোগীর ওপর সূরায়ে ফাতেহা পড়ে দম করলে সে ভাল হয়ে যায়। আর এর বিনিময় তাঁরা অনেকগুলি বকরী গ্রহণ করেন। নবীজী (সা.) উক্ত ব্যাপারে বলেন– اَصَبْتُمْ اِقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا.

قوله اَلْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ الخ ঃ গান বাদ্য, তথা চিত্ত বিনোদনমূলক সামগ্রী যাতে ইহ-পারলৌকিক কোন উপকার নেই তা ক্রয়-বিক্রয় ও প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

قوله اِجَارَةُ الْمُشَاعِ الخ ঃ আবু হানীফা (র.)-এর মতে নাজায়েয হওয়ার কারণ এই যে, যৌথ বস্তু একাকী হস্তান্তর করা দুরস্ত নয়। আর সাহিবাইন (র.) জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বলেন– যে, ইজারাদাতার জন্যে বস্তুর মধ্যে মালিকানা যেহেতু আছে। সুতরাং তার জন্যে বিক্রির ন্যায় ইজারা দেওয়ারও অধিকার থাকবে।

وَ كُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ اَثَرٌ فِى الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ اَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ حَتّٰى يَسْتَوْفِىَ الْاُجْرَةَ وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ اَثَرٌ فِى الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْاُجْرَةِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ وَاِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ اَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ وَاِنْ اَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ اَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ وَاِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلْخَيَّاطِ اَمَرْتُكَ اَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيصًا اَوْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلصَّبَّاغِ اَمَرْتُكَ اَنْ تَصْبُغَهُ اَحْمَرَ فَصَبَغْتَهُ اَصْفَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِيْنِهِ فَاِنْ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ وَاِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِىْ بِغَيْرِ اُجْرَةٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِاُجْرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِيْنِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ ॥ শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য ঃ ১. যেসব শ্রমিকের (পেশাজীবির) শ্রমের ক্রিয়া বা প্রভাব মূল বস্তুর মধ্যে পরিস্ফুটিত হয় যথা– ধোপা, রঞ্জক প্রভৃতি তাদের জন্যে কাজ শেষে পারিশ্রমিক উসূল করা পর্যন্ত উক্ত বস্তু আবদ্ধ (আটকিয়ে) রাখার অধিকার আছে। ২. আর যার শ্রমের ক্রিয়া বস্তুর মধ্যে পরিস্ফুটিত না হয় তার জন্যে পারিশ্রমিকের জন্যে বস্তু আটকিয়ে রাখার অধিকার নেই। যেমন– কুলী, মাঝি প্রভৃতি। ৩. গ্রাহক যদি কারিগরকে নিজে কাজ সমাধার শর্ত দেয় তাহলে অন্যের দ্বারা উক্ত কাজ করাতে পারবে না। ৪. আর শর্তহীন থাকলে তার জন্যে অন্য কাউকে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়োগ করার অধিকার থাকবে। ৪. যদি দর্জি, রঞ্জক ও বস্ত্র মালিকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেমন– বস্ত্রের মালিক বলল– আমি তোমাকে কোবা/জুব্বা বানাতে বলেছি। আর দর্জি বলল– জামা বানাতে বলেছেন– অথবা বস্ত্রের মালিক বা রঞ্জক বলল– আমি তোমাকে লাল রং করতে বলেছি। আর তুমি হলুদ রং করেছ। এক্ষেত্রে বস্ত্র মালিকের কথা শপথ সাপেক্ষে ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি সে শপথ করে তাহলে দর্জি দায়ী হবে। (ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।) মালিক যদি বলে তুমি আমার জন্যে বিনা পয়সায় কাজ করেছ, আর কারিগর বলে– না, আমি মজুরীর বিনিময় কাজ করেছি– তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে শপথের ভিত্তিতে মালিকের কথা ধর্তব্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صَانِعٌ কারিগর, শিল্পী; حَمَّالٌ কুল; مَلَّاحٌ মাঝি; اَصْفَرُ হলুদ রং।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله كُلُّ صَانِعٍ الخ ঃ শ্রমিকদের কাজ সাধারণতঃ দু 'ধরনের। দ্রব্যের মধ্যে তাদের শ্রমের ক্রিয়া/চিহ্ন পরিলক্ষিত হবে বা না। সাহিবাইনের মতে উভয়ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক উসূল না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য অবদ্ধ রাখা জায়েয। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম প্রকারে জায়েয, দ্বিতীয় প্রকারে না জায়েয। বর্তমান সাহিবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া। উপরোক্ত ফতোয়া সাপেক্ষে প্রচলিত/ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায়কল্পে ধর্মঘট করা জায়েয হওয়ার ইঙ্গিত বুঝায়। তবে তা ঐ ক্ষেত্রে যখন পারিশ্রমিক পূর্বে নির্ধারণ করা না হয়। উপরন্ত ভবিষ্যতের জন্যেও শ্রম বা কল-কারখানা বন্ধ করে দাবী আদায় করা ও দুরস্ত হবে না। বরং সমঝোতায় আসতে না পারলে বা না পোসালে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এস্তেফা প্রদান করতে হবে। প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরী আবদ্ধ করে রাখা জায়েয হবে না।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح اِنْ كَانَ حَرِيْفًا لَهُ فَلَهُ الْاُجْرَةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيْفًا لَهُ فَلَا اُجْرَةَ لَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ اِنْ كَانَ الصَّانِعُ مُبْتَذِلًا لِهٰذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْاُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ اَنَّهُ عَمِلَهُ بِاُجْرَةٍ وَالْوَاجِبُ فِى الْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ اُجْرَةُ الْمِثْلِ لَايَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمّٰى وَاِذَا قَبَضَ الْمُسْتَاجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْاُجْرَةُ وَاِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا فَاِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهٖ سَقَطَتِ الْاُجْرَةُ وَاِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنٰى فَلَهُ الْفَسْخُ وَاِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ اَوْ اِنْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْعَةِ اَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحٰى اِنْفَسَخَتِ الْاِجَارَةُ وَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْاِجَارَةَ لِنَفْسِهٖ اِنْفَسَخَتِ الْاِجَارَةُ وَاِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهٖ لَمْ تَنْفَسِخْ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِى الْاِجَارَةِ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَتَنْفَسِخُ الْاِجَارَةُ بِالْاَعْذَارِ كَمَنِ اسْتَاجَرَ دُكَّانًا فِى السُّوْقِ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ فَذَهَبَ مَالُهُ وَكَمَنْ اٰجَرَ دَارًا اَوْ دُكَّانًا ثُمَّ اَفْلَسَ فَلَزِمَتْهُ دُيُوْنٌ لَايَقْدِرُ عَلٰى قَضَائِهَا اِلَّا مِنْ ثَمَنِ مَا اٰجَرَ فَسَخَ الْقَاضِىْ الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِى الدَّيْنِ وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ وَاِنْ بَدَا لِلْمُكَارِىْ مِنَ السَّفَرِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعُذْرٍ ـ

অনুবাদ॥ **ফাসেদ ইজারার বিধান ও ইজারা রহিত হওয়া প্রসঙ্গঃ** ৫. আর আবু ইউসুফ (র.) বলেন– শ্রমিক যদি উক্ত কাজের পেশাজীবি হয় তাহলে সে মজুরী পাবে। নতুবা নয়, মুহাম্মদ (র.) বলেন– কারিগর যদি মজুরীর বিনিময় উক্ত পেশা আঞ্জামদাতা হয় তাহলে শপথের ভিত্তিতে তার কথা ধর্তব্য হবে যে, সে মজূরীর বিনিময় কাজ করেছে। ১. ইজারা ফাসেদ হলে প্রচলিত ভাড়া/ মজুরী দিতে হবে। তবে তা উল্লিখিত পরিমাণের বেশী হতে পারবেনা। ২. ইজারা গ্রহীতা যখন ঘর করায়ত্ত করবে তার ওপর তার ভাড়া প্রদান করা অবধারিত হবে। যদিও সে তাতে অবস্থান না করে থাকে। যদি কোন ছিনতাইকারী তার হাত থেকে তা ছিনতাই করে তাহলে ভাড়া রহিত হয়ে যাবে। ৩. ইজারা গ্রহীতা যদি ঘর ইজারা নেয়ার পর তাতে এমন কোন দোষ-ত্রুটি পায় যদ্দরুন তাতে বাস করা ক্ষতিকর তাহলে তার জন্যে চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে। ৪. ঘর বিধ্বস্ত হলে বা জমির সেঁচ সুবিধা বিঘ্নিত হলে অথবা চাক্কি চালিত পানীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে তখন এমনিতেই ইজারা চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। ৫. যদি ইজারা চুক্তিকারী দুজনের কোন একজন মৃত্যুবরণ করে। আর ইজারা নিজের জন্যে হয়ে থাকে তাহলে ইজারা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চুক্তি অন্যের জন্যে হলে ভঙ্গ হবে না। ৬. ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় ইজারার মধ্যে খিয়ারের শর্ত রাখা জায়েয

ইজারা ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ বিভিন্ন ওজরে ইজারা ভঙ্গ হয়ে যায়। যথা– কেউ বাজারে ব্যবসার জন্যে দোকান ইজারা নিল, পরে তার মাল নষ্ট হয়ে গেল বা কেউ ঘর/ দোকান ইজারা নিল। অতঃপর ইজারাদাতা অভাবী হয়ে গেল, ফলে ঋণ গ্রস্থ হয়ে গেল। এখন দোকান বা বাড়ী বিক্রয় লব্ধ অর্থ ব্যতীত তা পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। তাহলে কাজী ইজারা চুক্তি ভেঙ্গে দিবে এবং ঋণ আদায়ের জন্যে তা বিক্রি করে দিবে। ৮. কেউ সফরের উদ্দেশ্যে যান বাহন ভাড়া নিল। অতঃপর তার সফর মুলতবী করার প্রয়োজন দেখা দিল তাহলে এটা তার জন্যে ওজর বিবেচিত হবে। তবে চালকের কারণে সফর মুলতবী করার প্রয়োজন ওযর গণ্য হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ حَرِيْفٌ পেশাজীবি: বহুঃ حِرْفَان ـ مُبْتَذِلًا ব্যয়কারী, শ্রমদাতা অর্থে; اُجْرَةُ الْمِثْلِ সচরাচর প্রচলিত মজুরী, لَايَتَجَاوَزُ অতিক্রম করবেনা, اَلْمُسَمّٰى পুর্বনির্ধারিত, উল্লিখিত, غَاصِبٌ ছিনতাইকারী خَرِبَتْ বিধ্বস্ত হয়, شِرْبُ الضَّيْعَةِ ফসলের পানি প্রবাহের পালা, رَحٰى পান চাক্কি, بَدَالَهُ মত পাল্টে যায় مُكَارِىْ ইজারা গ্রহীতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ ঃ মালিকের কথা ধর্তব্য হওয়ার কারণ এই যে, শ্রমিক মূলতঃ মালিকের তরফ থেকে বেশি ফায়েদা হাসিলকারী এবং মালিক কাপড় দ্বারা কি তৈরী করাবে তা তারই বেশি জানা থাকা স্বাভাবিক। শ্রমিকের ভুল করার সম্ভাবনাই বেশি। এ সকল কারণে মালিকের কথাই ধর্তব্য। তবে যেহেতু সে এমন একটি বিষয়কে অস্বীকার করছে যা স্বীকার করলে তার ওপর পারিশ্রমিক অবধারিত হয়, আর উসূল মোতাবেক অস্বীকারকারীর ওপর শপথ অবধারিত হয়। সে কারণে তাকে এ ব্যাপারে শপথ করতে হবে। অস্বীকার করলে বা বাদী পক্ষ তথা দর্জি তার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার কথাই ধর্তব্য হবে।

قوله فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ الخ ঃ সুতরাং মালিক তার থেকে অন্য কাপড় বা তার মূল্য উসূল করার অধিকার রাখবে। قوله ان كان الصانع এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের ওপর ফতোয়া।

قوله وَالْوَاجِبُ فِى الْإِجَارَةِ ঃ অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে ইজারা ফাসেদ হয় যেমন– ভাড়া বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করা, আজীর খাসের হাতে কোন জিনিস বিনষ্ট হলে তার ক্ষতি পূরণের শর্তারোপ করা ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে সচরাচর প্রচলিত মজুরী বা ভাড়া প্রদান করতে হবে।

قوله لَايَتَجَاوَزُ بِهِ ঃ প্রচলিত মজুরী বা ভাড়া পূর্ব নির্ধারিত থাকলে তার বেশি দাবী করার অধিকার থাকবেনা। তবে ইমাম শাফেয়ী ও যুফর (র.)-এর মতে প্রচলিত মজুরী বা ভাড়া পুর্বোল্লিখিত হতে অধিক হলে তাই দিতে হবে। যেমন বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত মূল্য অধিক হলে সেটাই ধর্তব্য হয়।

قوله كَانَ غَصَبَهَا الخ ঃ তবে ভাড়াটিয়াকে উৎখাত করার পূর্বে কিছু দিন ঘরে অবস্থান করে থাকলে মালিক উক্ত কদিনের ভাড়া দাবী করতে পারবে।

قوله اِنْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ঃ কেননা ইজারা কারবার মুনাফা হাসিলের সাথে সাথে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। সুতরাং কোন একপক্ষের মৃত্যুঘটলে চুক্তির মহল্ল বা ক্ষেত্র অনুপস্থিতির ফলে তা এমনিতেই রহিত হয়ে যায়। অবশ্য ওয়ারিসগণ নতুন ভাবে চুক্তি নিলে আপত্তির কিছু নেই। তবে নতুন চুক্তি করা ছাড়া তা বহাল রাখতে পাবেনা। কারণ ইজারার মধ্যে অবস্থানের মুনাফাকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করা হয়, যা ব্যক্তির সাথে ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কোন একজনের মৃত্যুতে তা সাথে সাথে রহিত হয়ে যায়। এ কারণে সম্পূর্ণ নূতন চুক্তি ছাড়া তা বহাল থাকে না।

قوله تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الخ ঃ অর্থাৎ বিভিন্ন ওযরে ও দৈবত কারণে ইজারা রহিত হয়ে যায়। যেমন কেউ দোকান ভাড়া নেয়ার পর অভাবী হয়ে গেল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এটা চুক্তি বাতিলের কারণ ধর্তব্য হবে। সুতরাং মালিক তাকে ইজারা বহাল রাখার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবেনা। তবে গ্রহীতার ওযর ধর্তব্য হওয়ার জন্য কাজীর সিদ্ধান্ত জরুরী। অন্যথায় মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে একে অপরকে ক্ষতি করার আশংকা থাকে।

قوله فَهُوَ عُذْرٌ الخ ঃ কেননা বিশেষ কারণ বশতঃই মানুষ সফর করে থাকে। সুতরাং যানবাহন ভাড়া নেয়ার পর সফর শুরুর আগেই তার প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কারণে বা সফর নিষ্ফল হবে জানতে পেরে সফর বাতিল করতে পারে। আর এমন ঘটনা সচরাচর ঘটেও থাকে। সুতরাং এটা ওযর গৃহীত না হলে ভাড়া গ্রহীতার অনর্থক অর্থ গুণতে হয়। এ কারণে শরী'আতে এটা গ্রহণযোগ্য ওযর হিসেবে ধর্তব্য। অপরদিকে চালকের কাজই সফর করে বেড়ান সুতরাং তার মতের পরিবর্তন ধর্তব্য নয়, বরং নিজের সমস্যা হলে অন্যের সাহায্য নিয়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করবে। অবশ্য যদি বিশেষ যুক্তিযুক্ত কোন সমস্যা পেশ আসে তা ওযর গণ্য হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। اجارة কাকে বলে? اجارة শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ও বিধান লিখ।

২। اجراء (শ্রমিক) কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও বিধান লিখ।

৩। اجير مشترك এর সংজ্ঞা ও তৎসংশ্লিষ্ট সারমর্ম বিস্তারিত উল্লেখ কর।

৪। قوله وَاِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِى بِغَيْرِ اُجْرَةٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِأُجْرَةٍ উপরোক্ত মাসআলার সমাধানে ইমামগণের মতভেদ কি? বিস্তারিত লিখ।

৫। اجارة ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ বিশদভাবে উল্লেখ কর।

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيْطِ فِىْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ ثُمَّ لِلْخَلِيْطِ فِىْ حَقِّ الْمَبِيْعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيْقِ ثُمَّ لِلْجَارِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ وَالشِّرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيْطِ فَاِنْ سَلَّمَ الْخَلِيْطُ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ فَاِنْ سَلَّمَ اَخَذَهَا الْجَارُ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْاِشْهَادِ وَتُمْلَكُ بِالْاَخْذِ اِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِىْ اَوْحَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ وَاِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ بِالْبَيْعِ اَشْهَدَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ اِنْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِىْ يَدِهٖ اَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ اَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ اِسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهٗ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّاخِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح اِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَهْرًا بَعْدَ الْاِشْهَادِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهٗ ـ

শুফআ' অধ্যায়

অনুবাদ॥ শুফআ'র অধিকার ও তার সময় ঃ ১. (সর্বাগ্রে) মূল বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্বভাগীর জন্যে শুফআ' প্রাপ্য (প্রতিষ্ঠিত)। অতঃপর বিক্রীত সম্পত্তির সুবিধা ভোগীর জন্য। যেমন রাস্তা ও পানি সেঁচের সুবিধায় অংশীদার ব্যক্তি। অতঃপর প্রতিবেশী ভূমি মালিকের জন্যে। শুধু রাস্তা, সেচ সুবিধাভোগী ও প্রতিবেশীর জন্যে মূল স্বত্বভাগীর বর্তমানে শুফআ স্বীকৃত নেই। অতএব স্বত্বভাগী যদি শুফআ'র অধিকার ত্যাগ করে তাহলে সুবিধাভোগীর জন্যে শুফআ, আর সে যদি হক্বে শুফআ' ত্যাগ করে তাহলে প্রতিবেশী শুফআ' নিতে পারে। ২. বেচা-কেনার পর শুফআ প্রাপ্য হয় এবং সাক্ষী রাখার দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত ও মজবুত হয়। আর ক্রেতা তা সোপর্দ করার পর বা হাকিম তা শফী'র (শুফআর অধিকারী) জন্যে রায় দিলে তখন সে তার মালিক হয়। ৩. জমি বিক্রি সম্পর্কে যখনই শফী অবগত হবে উক্ত মজলিসেই সে শুফআ দাবির ব্যাপারে সাক্ষী বানাবে। অতঃপর উঠে বিক্রীত জমি যদি বিক্রেতার অধীনে থাকে তাহলে তার নিকট গমন করবে, অথবা ক্রেতার নিকট বা জমিতে হাজির হবে। (ও শুফআ দাবির ঘোষণা দিবে।) এতে তার শুফআ' দাবি অক্ষুন্ন হয়ে গেল। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এতে বিলম্ব করলে ও শুফআ বাতিল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– সাক্ষী রাখার পর যদি বিনা ওযারে ১ মাস এভাবে ছেড়ে রাখে তাহলে তার শুফআ বাতিল হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شُفْعَة মিলান, সংযোজন করা। وَاجِبَة প্রতিষ্ঠিত বা প্রাপ্য স্বীকৃত অর্থে, خَلِيْط অংশীদার جَارٌ প্রতিবেশী اِشْهَاد। সাক্ষী রাখা, শুফআ অধিকারী يَنْهَضُ উঠবে, مُبْتَاع ক্রেতা, عَقَارٌ ভূমি, জমি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ كِتَابُ الشُّفْعَةِ - شُفْعَة শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, شُفْعَة শব্দটি اَلشَّفْعُ হতে উদ্‌গত। অর্থ মিলান, জোড়ান। এর বিপরীত হলো اَلْوِتْرُ বেজোড়, অন্যের ক্রীত সম্পত্তিকে নিজের সহিত মিলান হয় বিধায় একে শুফআ বলে। এথেকে شَفَاعَتْ গৃহীত, কেননা এর দ্বারা গোণাহারগণ নেককারগণের সহিত মিলিত হয়।

সংজ্ঞা ঃ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِى بِمَا قَامَ عَلَيْهِ অন্যের ক্রীত ভূমির সমমূল্য পরিশোধ করে জোরপূর্বক মালিক হওয়াকে شُفْعَةٌ বলে।

শর্ত ঃ শুফআ'র জন্য জমি শর্ত। সুতরাং অন্য বস্তুর মধ্যে এ অধিকার প্রযোজ্য হবেনা। তবে কারো মতে যার ভিত আছে যেমন দোকান, বাড়ী প্রভৃতি এসব ক্ষেত্রে ও শুফআ' দাবী প্রযোজ্য।

রোকন ঃ শর্ত ও সবাব বা কারণের উপস্থিতিতে ক্রেতা/ বিক্রেতার কোন একজন হতে শফী কর্তৃক সম্পত্তি গ্রহণ করা।

হুকুম বা বিধান ঃ সবাব বা কারণের অস্তিত্বে অন্যের ক্রীত/ বিক্রীত সম্পত্তির নিজ অধিকারে আনায়ন জায়েয হওয়া।

সিফাত বা বিশেষত্বঃ শুফআ'র মাধ্যমে ভূমি গ্রহণ করা নুতনভাবে ক্রয়ের পর্যায়ে শামিল। সুতরাং ক্রয়ের মাধ্যমে নিলে যেসব অধিকার থাকে এটাও তদ্রূপ। অতএব শফীর জন্য বায় এর ন্যায় খিয়ারে রূয়াত ও খিয়ারে আইব বলবৎ থাকবে।

শুফআ'র যৌক্তিকতা ঃ স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কেউ অংশীদার থাকতেপারে। অংশীদার না থাকলেও পার্শ্বস্থ সম্পত্তির মালিকের জন্য একত্রে জমির পরিমাণ বেশী হলে তার চাষাবাদ বা বসবাসরে জন্য বিশেষ সুবিধা থাকতে পারে। আর অন্য নতুন কোন ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হলে উভয়শ্রেণীর চরম ক্ষতির ও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

অতএব সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে আগে অপর অংশীদার ও রাস্তা ও পানি প্রবাহে বিশেষ সুবিধাভোগী পার্শ্বস্থ ভূমি মালিক ব্যক্তিগণকে পর্যায়ক্রমে জানাতে হবে। তারা উপযুক্ত মূল্যে গ্রহণ করলে অন্যত্র বিক্রি শরীআতে অন্যায় বিবেচিত হবে। অতএব এরূপ করলে সঠিক মূল্যে পর্যায়ক্রমে শফীর জন্যে তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। যাতে ভবিষ্যতে ঘটতব্য ক্ষতির থেকে আশংকামুক্ত হতে পারে।

হাদীসের আলোকে শুফআ ঃ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা শুফআর অধিকার প্রমাণিত। যেমন- (١) اَلشَّفِيْعُ اَوْلَى مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ اَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ (২) اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ فِيْمَا لَمْ يُقَاسَمْ (সম্পত্তির অংশীদারের জন্য শুফআর অধিকার রয়ে গেছে) ও (৩) جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْاَرْضِ يُنْتَظَرُ لَهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدٌ (٤) اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَقَبُهُ قَالَ شُفْعَتُهُ ـ ইত্যাদি।

শুফআ'র অধিকারের শ্রেণী বিন্যাসের ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যথা- اَلشَّرِيْكُ اَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ اَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ বস্তুত যুক্তির আলোকেও এটা যথার্থ। কারণ অংশীদারের হক্ব সবচেয়ে জোরদার। অতঃপর পথও পানী প্রবাহের সুবিধাভোগী। অতঃপর পার্শ্বস্থ মালিক।

শুফআ'র ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদঃ ইমাম আবু হানীফা, শুরায়হ্, শা'বী, ইবনে সীরীন, হাম্মাদ, হাসান, সাওরী প্রমুখ (র.) এর মতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর জন্যে পর্যায়ক্রমে শুফআ'র অধিকার স্বীকৃত। অপরদিকে আয়েম্মায়ে ছালাছা, আওযায়ী ও আবু সাওর (র.)-এর মতে প্রতিবেশীর জন্যে শুফআ স্বীকৃত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. ফরমায়েছেন-

اَلشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقَاسَمْ فَاِذَا رُفِعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهِ

"যে সম্পত্তিকে শরীকদের মাঝে বন্টন করা হয়নি তাতে শুফআ প্রযোজ্য। অতএব যদি সীমানা নির্ধারণ হয়ে যায় এবং পথ বের করে দেয়া হয় তখন তাতে শুফআ প্রযোজ্য নয়।" উপরন্তু শুফআ'র বিষয়টি خِلَافِ قِيَاس তথা যুক্তিগ্রাহ্য ও নয়। কেননা এতে অন্যের সম্পত্তি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মালিক হওয়া বুঝায়। অতএব خِلَافِ قِيَاس বিষয়টি কেবল হাদীসে বর্ণিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এর উত্তরে আমরা হানাফীগণ বলব যে, প্রতিবেশীর জন্যে শুফআর অধিকার থাকাটা হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যেমন– اَلْجَارُ اَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَالْاَرْضِ يُنْتَظَرُ لَهُ বাকী প্রতিপক্ষের হাদীসের উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসে প্রতিবেশীর জন্যে শুফআ প্রযোজ্য না থাকার কথাতো উল্লেখ নেই, যাতে নিষেধ বুঝাবে। অপরদিকে উপরোক্ত স্পষ্ট হাদীসেও এ ব্যাপারে বিদ্যমান, আর "খেলাফে কিয়াস" এটাও আমরা স্বীকার করিনা। কারণ মানবতা ও সামাজিকতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এটা অস্বীকার করতে পারবেনা যে, সম্পত্তির অংশীদার বা পানি প্রবাহ ও রাস্তার সুবিধাভোগী অথবা প্রতিবেশী তারাই নিকটস্থ জমির হকদার বেশী। সুতরাং তাদিগকে না জানিয়ে অন্যত্র বিক্রি করা মানবিক ও সামাজিক বিচারে আদৌ উচিত নয়। সুতরাং যে এমন করবে তার থেকে সমমূল্যে নেয়ার অধিকার শফীগণের জন্যে বিদ্যমান থাকাই যুক্তিযুক্ত।

قوله وَتَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ ঃ অর্থাৎ বিক্রির পরে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রির কারণে নয়। কেননা শুফআ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সবাব বা কারণ বিক্রি চুক্তি নয়; বরং اِتِّصَالِ مِلْكٌ "সংযুক্ত মালিকানা হওয়া" হলো এর কারণ। তবে এর ظُهُوْر তথা প্রকাশিত হওয়ার সবাব হলো বিক্রি চুক্তি, যার কারণে আক্দের পূর্বে اِتِّصَالِ مِلْك থাকা সত্ত্বে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন– নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো আল্লাহর নির্দেশ। আর আদায় ওয়াজিবের সবাব হলো ওয়াক্ত হওয়া।

قوله تَسْتَقِرُّ الخ ঃ অর্থাৎ শুফআর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে বিক্রির সংবাদ পাওয়া মাত্র শুফআ দাবির ব্যাপারে সাক্ষী বানান জরুরী, নতুবা তা গ্রহণের ব্যাপারে অনীহা প্রমাণিত হবে। কেননা ইতিপূর্বে অন্যের ক্রয়ের দ্বারা তার এক পর্যায়ের অনীহা ও উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এখন চুপ থাকা তাকে আরো মজবুত করবে। তাছাড়া কোর্টে শুফআ দাবির ব্যাপারে সাক্ষী পেশের ও প্রয়োজন হতে পারে। তখন এটা তার জন্যে বিশেষ উপকারী প্রমাণিত হবে।

<u>শুফআ দাবির তিনটি পর্যায় ঃ</u> قوله وَاِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ শুফআ'র দাবির তিনটি পর্যায় রয়েছে।

<u>এক</u> ঃ طَلَبِ مُوَاثَبَه বিক্রি সংবাদ প্রকাশমাত্র উক্ত মজলিসেই শুফআ দাবি করা।

<u>দুই</u>ঃ طَلَبِ اِشْهَاد তাৎক্ষণিক শুফআ দাবী করার সাথে সাথে ক্রেতা/ বিক্রেতা বা জমিতে যেয়ে সাক্ষী রাখা। একে طَلَبِ اِسْتِحْقَاق ও طلبِ تَقْرِير ও বলা হয়।

<u>তিন</u>ঃ طَلَبِ خُصُوْمَت উপরোক্ত দু'ধরনের দাবি ও তলবের পর কোর্টে যেয়ে এ ব্যাপারে আপীল করা। একে طَلَبِ تَمْلِيك বলা হয়। শুফআ'র জন্যে অত্র তিনো প্রকার তলবও দাবি জরুরী।

قوله لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَةُ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন– যেহেতু শফী কর্তৃক طَلَبِ مُوَاثَبَه ও طلب اشهاد দ্বারা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং طَلَبِ خصومت এ বিলম্বের দ্বারা তা বাতিল হবে না। অপরদিকে ইমাম মুহাম্মদ ও যুফর (র.) বলেন– শুফআ দাবির আশংকায় ক্রেতা উক্ত ভূমিতে অধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং দীর্ঘ সময় এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা তার জন্যে ক্ষতিকর। অতএব এর জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা জরুরী। আর শরীয়তে ১ মাসকে অল্প সময় এবং এর অধিককে দীর্ঘ সময় গণ্য করা হয়। এজন্য ১ মাস পর্যন্ত শফীকে সুযোগ দেয়া হবে। এর অধিক নয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান এ মতের ওপরই ফতোয়া।

وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِى الْعَقَارِ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحٰى وَالْبِئْرِ وَالدُّوَرِ الصِّغَارِ وَلَاشُفْعَةَ فِى الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ اِذَا بِيْعَ بِدُوْنِ الْعَرْصَةِ وَلَاشُفْعَةَ فِى الْعُرُوْضِ وَالسُّفُنِ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِى الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ وَاِذَا مَلِكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ وَلَاشُفْعَةَ فِى الدَّارِ الَّتِى يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا اَوْ يُخَالِعُ الْمَرْأَةُ بِهَا اَوْ يَسْتَاجِرُ بِهَا دَارًا اَوْيُصَالِحُ مِنْ دَمِ عَمَدٍ اَوْ يُعْتَقُ عَلَيْهَا عَبْدًا اَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا بِاِنْكَارٍ اَوْ سُكُوتٍ فَاِنْ صَالَحَ عَنْهَا بِاِقْرَارٍ وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ ـ

অনুবাদ ॥ শুফআ দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গ ঃ ১. স্থাবর সম্পত্তি যদি বন্টনযোগ্য নাও হয় তথাপি তাতে শুফআ প্রযোজ্য। যথা– বাথরুম, গোসল খানা, নলকুপ, পাতকুয়া ও ক্ষুদ্র ঘর -বাড়ী। ২. চত্বর ব্যতিরেকে শুধু ঘর ও গাছ বিক্রি করলে তাতে শুফআ প্রযোজ্য হবে না। ৩. আসবাবপত্র, নৌকা. লঞ্চ ইত্যাদি স্থিতিহীন বস্তুর মধ্যে শুফআ প্রযোজ্য হয় না। ৪. মুসলিম ও যিম্মী ব্যক্তি শুফআর ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের। ৫. যখন কেউ কোন মালের বিনিময়ে ভূমির মালিক হবে তাতে শুফআ প্রযোজ্য হবে। ৬. যে গৃহের বিনিময়ে (মহরানায়) কোন পুরুষ বিবাহ করে বা কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে খোলা' (বিবাহ ছিন্ন) করে. কিংবা তার বিনিময় অন্য কোন ঘর ভাড়া নেই বা ইচ্ছাপূর্বক খুনের ব্যাপারে তাদ্বারা সন্ধি করে, বা কোন গোলামকে উক্ত গৃহের বিনিময় মুক্ত করা হয়, অথবা বাদী পক্ষের দাবি অস্বীকার পূর্বক বা নীরব থেকে যে ঘরের বিনিময় সমঝোতা করে উক্ত বাড়ীতে শুফআর দাবি প্রযোজ্য হবে না। আর যদি দাবি স্বীকার করে বাড়ীর বিনিময় সমঝোতা করে তাহলে তাতে শুফআ প্রযোজ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ عَقَار জমি, لَايُقْسَم বন্টনযোগ্য নয়, رَحٰى পানি চাক্কি (নলকুপ এ পর্যায় শামিল), دَارٌ ـ دُوَرٌ এর বহুঃ বাড়ী, بِنَاء ভিত, ঘর, نَخل খেজুর গাছ, عَرْصَة উঠান, চত্বর, سَفِيْنَةٌ ـ سُفُنٌ এর বহুঃ নৌকা, জলযান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاجِبَةٌ فِى الْعَقَارِ ঃ হানফীগণের মতে মালের বিনিময় যে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয় কেবল উক্ত সম্পত্তিতে শুফআ কার্যকর। চাই তা বন্টনযোগ্য হোক বা না হোক। যেমন কূপ, গোসলখানা প্রভৃতি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে অবন্টনযোগ্য বস্তুতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা তাঁর মতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সবা বা কারণ হলো বন্টন ইত্যাদির কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া। অতএব অবন্টনযোগ্য বস্তুতে এ সবাব না পাওয়ার কারণে তাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইমাম মালেক (র.) হতে উভয় প্রকারের মত বর্ণিত আছে। আমাদের দলীল হলো হাদীস– (ابن راهويه وطحاوى) اَلشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ ও وَقَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صعلم بِالشفعَةِ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ (طحاوى)

قوله لَاشُفْعَةَ فِى الْبِنَاءِ ঃ কেননা, চত্বর বা ভূমি ছাড়া গাছ বা ঘরের স্থায়িত্ব হতে পারে না, বরং তা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় হয়ে যায়। এ কারণে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে না।

قوله اَلْمُسْلِمُ وَالذِّمِّىُّ الخ ঃ শুফআ প্রাপ্য হওয়ার কারণ হলো অসুবিধা দূর করা, আর তা মুসলিম অমুসলিম অনুগত-বিদ্রোহী সবার জন্যে সমান। অতএব সবার জন্যে তার অধিকার থাকা উচিত।

قوله اَوْ يُصَالِحَ عَنْهَا ঃ কোন সম্পত্তির বিনিময়ে কেউ সন্ধি করলে বা মহর ধার্য করলে বা মুক্তি পণ দিলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে না। কারণ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَال এর ক্ষেত্রে শুফআ প্রাপ্য হয়। আর এ জাতীয় ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। বাকী এটা হানাফী গণের অভিমত। বাকী তিন ইমামের মতে এসবে শুফআ প্রাপ্য হবে। কারণ যার বিনিময় স্বরূপ সম্পত্তি ধার্য করা হচ্ছে তা মাল। সুতরাং তার মূল্যের বিনিময় শুফআ সম্পত্তি নিতে পারবে। এর উত্তর এই যে, বিবাহের মাধ্যমে নারি অঙ্গের দ্বারা উপকার লাভ করাটা মূল্য সূচক বস্তু ধর্তব্য হয়ে তার পরিবর্তে মহরানা ধার্য করা এবং ইজারার মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর ফায়েদা হাসিলকে মূল্য সূচক বস্তু গণ্য করা এগুলো জরূরত বশত মাত্র। সুতরাং শুফআ'র ক্ষেত্রে তা মাল ধর্তব্য হবে না। এভাবে খুন ও গোলাম আজাদ করা ও মূল্যসূচক বস্তু নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে খুন ও আযাদীর বিনিময় প্রদত্ত সম্পত্তির শুফআ প্রাপ্য হবে না। **(অপর পৃঃ দ্রঃ)**

وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيْعُ إِلَى الْقَاضِيْ فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِيْ يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَجِزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِيْ ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيْعِ بَيِّنَةٌ سَأَلَهُ الْقَاضِيْ هَلِ ابْتَاعَ أَمْ لَا فَإِنْ أَنْكَرَ الْاِبْتِيَاعَ قِيْلَ لِلشَّفِيْعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهَا اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللّٰهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللّٰهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى هٰذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ ـ

অনুবাদ ॥ শুফআ মামলা নিষ্পত্তি করণ ঃ ১. শফী' যখন আদালতে হাজির হয়ে জমি খরিদের দাবি করবে ও শুফআর অধিকার চাইবে, তখন বিচারপতি বিবাদীর নিকট এ সম্পর্কে (সত্যতা)) জানতে চাইবেন। সে যদি উক্ত জমিতে বাদীর মালিকানা স্বীকার করে (তাহলে তো ভাল।) নতুবা বাদীকে দলীল পেশ করার নির্দেশ দিবেন। দলীল পেশ করতে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে আল্লাহর নামে এ বলে হলফ করাবেন যে, সে যে জমির ভিত্তিতে শুফআ' দাবি করছে উক্ত ব্যক্তি তার মালিক হওয়া সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা। সে হলফ করতে অস্বীকার করলে বা শফী দলীল পেশ করতে সক্ষম হলে বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, বাস্তবিকই জমি ক্রয় করেছে কিনা? যদি সে ক্রয় অস্বীকার করে তাহলে শফী'কে ক্রয় প্রমাণ করতে বলা হবে। প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে এ বলে হলফ করাবেন যে, আল্লাহর কছম! আমি (শুফআ'র জমি) খরিদ করিনি, অথবা বলবে "আল্লাহর শপথ! বাদী এ বাড়ীতে যে প্রেক্ষিতে শুফআ দাবী করছে উক্ত প্রেক্ষিতে সে শুফআর অধিকারী হতে পারে না।"

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ إِذَا تَقَدَّمَ গমন করবে অর্থে, الْمُدَّعَى عَلَيْهِ বিবাদী, فَإِنِ اعْتَرَفَ যদি স্বীকার করে, كَلَّفَهُ তাকে তলব করবে অর্থে, اِسْتَحْلَفَ হলফ দিবে, نَكَلَ অস্বীকার করে, اِبْتَاعَ أَمْ لَا ক্রয় করেছে কিনা।

প্রাসঙ্গিকে আলোচনা ঃ قوله فَادَّعَى الشِّرَاءَ الخ ঃ যেমন রশিদ নাসিম হতে একটি জমি ক্রয় করল। তালহা হলো উক্ত জমির অংশীদার। এখন বিক্রি সংবাদ পাওয়ার পর শুফআ দাবী ও সাক্ষী রাখার পর আদালতে যেয়ে কাযীর নিকট উক্ত জমির অবস্থান, তার অংশিদারিত্ব ও অন্যত্র বিক্রি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পেশ করে তার শুফআ দাবী করবে এবং এ ব্যাপারে কাযীর পূর্ণ হস্তক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন পেশ করবে।

قوله الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الخ ঃ বিবাদী ক্রেতা বা বিক্রেতার যে কেউ হতে পারে, বিধায় এটাকে আ'ম রাখা হয়েছে। কেননা জমি যার অধীনে থাকবে সেই বিবাদী হবে।

قوله فَإِنِ اعْتَرَفَ الخ ঃ বিবাদী যদি বাদীর (শফীর) বা শুফআর অধিকারী হওয়াকে স্বীকার করে তাহলে কাযী শফী'র অনুকূলে সরাসরি রায় প্রদান করে বিবাদীকে তার পাওনা পরিশোধ পূর্বক সম্পত্তি হস্তান্তরের নির্দেশ দিবেন। আর শুফআর অধিকার অস্বীকার করলে বাদীকে তার শফী হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে নির্দেশ দিবেন। যদি সে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে তার অনুকূলে রায় ঘোষণা করবেন। আর সক্ষম না হলে ক্রেতা (বিবাদী)কে এ বলে হলফ দিবেন যে, "বাদী যে সম্পত্তির শফী হওয়া সম্পর্কে দাবি করেছে তার এ দাবি যথার্থ হওয়া সম্পর্কে আমি অবগত নই"। এক্ষেত্রে বিবাদী হলফ করতে অস্বীকার করলে বা বাদী শুফআর ব্যাপারে দলীল পেশ করতে সক্ষম হলে কাযী এ বিষয়ে খতিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হলে তখন তিনি শুফআর রায় ঘোষণা দিবেন।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) قوله يُصَالِحُ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ ঃ যেমন– রাশেদ বকরের একটি জমিকে তার নিজের বলে দাবি করল, আর উমর তার দাবি ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করল বা নীরব রইল। এখন বকর রাশেদের অহেতুক হয়রানী হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে উক্ত জমির ব্যাপারে সমঝোতা করল। এক্ষেত্রে উক্ত জমিতে শুফআ প্রাপ্য হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে এর দ্বারা জমি ক্রয় করছে না। বরং হয়রানী হতে মুক্তি লাভ করছে মাত্র। অপরদিকে যদি বকর রাশেদের দাবি মেনে নিয়ে টাকার বিনিময়ে সমঝোতা করে তখন مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ হেতু তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে।

وَتَجُوْزُ الْمُنَازَعَةُ فِى الشُّفْعَةِ وَاِنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيْعُ الثَّمَنَ اِلَى مَجْلِسِ القَاضِى وَاِذَا قَضَى الْقَاضِىْ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ اِحْضَارُ الثَّمنِ وَلِلشَّفِيعِ اَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ وَاِن اَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ فِى يَدِهٖ فَلَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ فِى الشُّفْعَةِ وَلاَيَسْمَعُ القَاضِى الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضَرَ الْمُشْتَرِىْ فَيُفْسِخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ وَيَقْضِى بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيهِ وَاِذا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْاِشْهَادَ حِيْنَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقدِرُ عَلَى ذٰلِكَ بَطَلتْ شُفعتُهٗ وَكذٰلِكَ اِنْ اَشْهَدَ فِى الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى اَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلاَعِنْدَ الْعَقَارِ وَاِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهٖ عَلَى عِوَضٍ اَخَذَهٗ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ وَيَرُدُّ الْعِوَضَ وَاِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلتْ شُفْعَتُهٗ وَاِذا ماتَ الْمُشْتَرِىْ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ وَاِنْ بَاعَ الشفيعُ مَايَشْفَعُ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَقْضِىَ لَهٗ بِالشُّفْعَةِ بَطَلتْ شُفعَتُهٗ وَوَكيلُ الْبَائِعِ اِذا بَاعَ وهوَ الشَّفِيعُ فَلا شُفعَةَ لَهٗ وَكَذٰلكَ اِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ وَوكيلُ الْمُشْتَرِىْ اِذَا ابْتَاعَ وهوَ الشَّفِيعُ فَلهُ الشُّفْعَةُ وَمَنْ باعَ بِشَرْطِ الْخيارِ فَلا شُفعةَ لِلشَّفِيعِ فَاِنْ اَسْقطَ الْبَائِعُ الخِيارَ وَجَبَتِ الشفعةُ وَاِنِ اشْتَرى بِشرطِ الْخيارِ وَجَبَتِ الشَّفعَةُ۔

<u>অনুবাদ ॥ **শফী'র দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ ঃ**</u> ১. শফী আদালতে (সম্পত্তির) মূল্য যদি হাজির না ও করেন তথাপি তার জন্যে শুফআর জেরা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে কাযী যখন তার পক্ষে শুফআর রায় ঘোষণা করবেন তখন অবশ্যই তার মূল্য হাজির করতে হবে। ২. শুফআর সম্পত্তিতে কোন প্রকার দোষ/ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বা সম্পত্তি না দেখে কিনে থাকলে শফী'র জন্যে (খিয়ারে আইব বা খিয়ারে রূয়াত হিসেবে) তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। ৩. শফী যদি ক্রীত সম্পত্তি বিক্রেতার দখলে থাকা কালে শফী আদালতে তাকে হাজির করে তবে তার সাথে শুফআর ব্যাপারে জেরা করতে পারে। অবশ্য ক্রেতা হাজির না হওয়া পর্যন্ত কাযী প্রমাণাদি শুনানি গ্রহণ করবেন না। অতঃপর ক্রেতা হাজির হলে তার উপস্থিতিতে শুনানির পর বিক্রি চুক্তি বাতিল করে ক্রেতার বিপক্ষে রায় প্রদান করবেন এবং (লেন-দেনের–দায়) তার ওপর আরোপ করবেন।

<u>**শুফআ বাতিল হওয়ার কারণসমূহ ঃ**</u> ১. শফী বিক্রি সংবাদ অবগত হওয়ার পর যদি সে (তলবে মুআসাবা তথা) শুফআ দাবীর ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বে সাক্ষী না রাখে তাহলে তার শুফআ' বাতিল হয়ে যাবে। একইভাবে যদি সে মজলিসে (তলবে মুআসাবা করে) সাক্ষী রাখে কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা বা সম্পত্তির নিকট যেয়ে (তলবে এশহাদ না করে তথা) সাক্ষী না বানায় তথাপি শুফআ বাতিলগণ্য হবে। ২. শফী যদি (ক্রেতা/বিক্রেতা হতে) শুফআর বিনিময় কিছু গ্রহণের ব্যাপারে সন্ধি করে তাহলে তার শুফআ বাতিল হয়ে যাবে এবং গৃহীত বিনিময় ফেরৎ নিবে। ৩. শফী মৃত্যুবরণ করলে তার শুফআ বাতিল হয়ে যাবে। তবে ক্রেতা বা বিক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে শুফআ বাতিল হবে না। ৪. যে সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে শফী শুফআ দাবি করছিল শুফআ মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বে যদি সে উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তাহলে তার শুফআ বাতিল হয়ে যাবে। ৫. বিক্রেতার উকিল তার শফী হওয়া সত্ত্বে যদি (বিক্রেতার পক্ষ হতে) সম্পত্তি বিক্রি করে তাহলে তাঁর শুফআ'র অধিকার থাকবেনা। এভাবে শফী যদি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার সম্পত্তি

দখল করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে (তাহলে ও তার শুফআ বাতিল হয়ে যাবে।) ৬. ক্রেতার উকিল শফী হওয়া সত্ত্বে ক্রয় করলে তার শুফআ বলবৎ থাকবে। ৭. খিয়ারে শর্তের ওপর সম্পত্তি বিক্রি করলে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে না। পরে যখন বিক্রেতা শর্ত রহিত করবে তখন শুফআ প্রাপ্য হবে। কেউ খিয়ারে শর্তের উপর ভিত্তি করে ক্রয় করলে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُنَازَعَةً ঝগড়া, জেরা অর্থে, فَلَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ তার সাথে শুফআর মামলা করার অধিকার থাকবে. بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ তার সাক্ষাতে, عُهْدَةٌ ব্যয়ভার, يُرَدُّ ফেরত দেওয়া হবে, دَرْك পাওয়া, উসুল করা অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله تَجُوْزُ الْمُنَازَعَةُ الخ ঃ যাহিরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী কাযীর সিদ্ধান্তের পর মূল্য হাজির করা জরুরী। এর পূর্বে জরুরী নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বর্ণনা মোতাবেক মূল্য হাজির না করা পর্যন্ত কাযী শুফআর রায় স্থগিত রাখবেন। কারণ শফী দরিদ্রও হতে পারে। সুতরাং আগেই রায় ঘোষণা করলে পরে মূল্য পরিশোধে গড়িমসি হতে পারে। যাহিরুর রিওয়ায়াতে বর্ণিত মতের কারণ এই যে, রায় ঘোষণার পূর্বে কোন কিছু ওয়াজিব হতে পারে না। সুতরাং শফী হতে মূল্য তলব করা যাবে না। ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে মূল্য উপস্থিতির জন্যে দু'দিন সুযোগ দিতে হবে। এতে অক্ষম হলে রায় মূলতবী ঘোষণা করবেন।

قوله حَتّٰى يُحْضِرَ الْمُشْتَرِىْ الخ ঃ কেননা ক্রেতাই এখন প্রকৃত মালিক। সুতরাং বিক্রি চুক্তি রহিত করতে হলে তার উপস্থিতি জরুরী।

قوله وَاِذَا تَرَكَ الخ ঃ কেননা যুক্তিযুক্ত ওযর ব্যতিত প্রথম দু প্রকারের দাবী উত্থাপন না করলে তার অনীহা প্রমাণিত হবে। আর শুফআ একটা দুর্বল অধিকার। এ কারণে সামান্য অনীহা প্রমাণিত হলে তা রহিত হয়ে যাবে।

قوله وَيَرُدُّ الْعِوَضَ الخ ঃ কারণ এতে শুফআর ব্যাপারে তার আগ্রহ কম প্রমাণিত হবে, আর দাবী প্রত্যাহার যেহেতু মাল গণ্য হতে পারে না, সেহেতু এর বিনিময় গৃহীত অর্থ তার জন্য বৈধ নয়।

قوله وَكِيْلُ الْبَائِعِ الخ ঃ যেমন এক সম্পত্তিতে তিন জন অংশীদার। এর মধ্যে একজন অপর একজনকে তার অংশ বিক্রির দায়িত্ব দিল। এ ক্ষেত্রে সে যদি উক্ত অংশ কারো নিকট বিক্রি করে তাহলে তার শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, কেননা এতে তার অনীহা প্রমাণিত হবে।

قوله الدَّرْكُ الخ ঃ জমির দখল ও মালিকানায় কোন প্রকার অসুবিধা হলে তার জামিন হওয়া এবং ক্রেতাকে তা নিষ্কন্টকরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণকে درك বলে। শফী নিজে এরূপ জামিন হলে তাতে তার নিজের ক্রয়ের ব্যাপারে অনীহা প্রমাণিত হওয়ায় তার শুফআ বাতিল গণ্য হবে।

قوله وَكِيْلُ الْمُشْتَرِىْ الخ ঃ যেমন তিন জনের যৌথ মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি রয়েছে। তন্মধ্য হতে একজন অপর জনকে তৃতীয় জনের অংশ ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল বানাল। এতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ও তৃতীয় জনের শুফআ বাতিল হবে না। কেননা, ক্রয়ের দ্বারা তার প্রতি আগ্রহ প্রমাণিত হয় অনীহা নয়। সুতরাং এখন তার জন্যে শুফআ সূত্রে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

قوله مَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الخ ঃ খিয়ারে শর্তের ওপর বিক্রি করলে খিয়ার রহিত না করা পর্যন্ত তাতে শুফআ'র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ খিয়ার রহিত না করা পর্যন্ত বিক্রি চূড়ান্ত বিবেচিত হয় না। যেমন রাশেদ বশীরকে বলল– তোমার অমুক বাড়ীটি আমার নিকট ১০ হাজার টাকায় বিক্রি কর। বশীর বলল– বিক্রি করলাম। তবে আমার পিতা এতে আপত্তি করলে বিক্রি বাতিল গণ্য হবে। এতে রাশেদ সম্মত হয়ে দাম দিয়ে দিল। এখন বশীর তার পিতার সম্মতি নিয়ে বিক্রি চূড়ান্ত না করা পর্যন্ত তাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

قوله وَاِنِ اشْتَرٰى بِشَرْطِ الخ ঃ খিয়ারে শর্তের ওপর ক্রয় করলে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে। কারণ এতে বিক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যায়। সুতরাং তাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হতে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمْرِ أَوْ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رح اَلْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي ـ

অনুবাদ ॥ ৮. কোন ব্যক্তি ফাসেদ ক্রয়চুক্তিরূপে বাড়ী ক্রয় করলে তাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যে চুক্তি ভঙ্গ করা কর্তব্য। কোন কারণ বশতঃ যদি চুক্তি ভঙ্গ করার পথ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শুফআ প্রাপ্য হবে। ৯. কোন যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) যদি মদ বা শুকরের বিনিময় বাড়ী ক্রয় করে আর এর শফী' এক জন যিম্মী হয় তাহলে সে তা উক্ত পরিমাণ মদ বা শুকরের বিনিময় গ্রহণ করবে। আর শফী যদি মুসলমান হয় তাহলে মদ বা শুকরের মূল্যের বিনিময় তা গ্রহণ করবে। ১০. হেবার সম্পত্তিতে শুফআ নেই, তবে বিনিময় লাভের শর্তে হেবা করলে তাতে শুফআ হবে।

শুফআ দাতা ও গ্রহীতার বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ ১. ক্রীত সম্পত্তির দামের ব্যাপারে ক্রেতা ও শফী'র মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। যদি শফী' ও ক্রেতা উভয়ে নিজ নিজ দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করে তাহলে আবু হানাফী ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শফী'র প্রমাণ ধর্তব্য হবে। আর আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে ক্রেতার দলীল গ্রহণযোগ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خَمْر মদ, خِنْزِير শূকর, عِوَض বিনিময়, مَشْرُوْط শর্তারোপিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَإِنْ أَسْقَطَ الْفَسْخَ الخ ঃ যেমন তালহা উসামা হতে একটি জমি ক্রয় করল এবং বিক্রেতা শর্তারোপ করল যে, এ জমিতে মসজিদ নির্মাণ করার শর্তে বিক্রি করলাম। এতে উক্ত বিক্রিটি ফাসেদ হল। অতএব উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করা জরুরী। এখন যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে ক্রেতা অপর জনের নিকট তা বিক্রি করে দেয়, এক্ষেত্রে উক্ত জমিতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু হানাফী মাযহাব মতে ফাসেদ সূত্রে ক্রয় বিক্রয়ের পর মাল হস্তগত হলে ক্রেতা তার মালিক হয়ে যায়। সুতরাং ফাসেদ হওয়া সত্ত্বে তা ভঙ্গ না করে অন্যত্র বিক্রির দ্বারা প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে তাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিত হয়।

قوله فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ঃ এক্ষেত্রে হলফের ভিত্তিতে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। কেননা শফী' ক্রেতার নিকট তার ক্রীত সম্পত্তির হক্ব দাবী করছে। ক্রেতা তা অস্বীকার করতঃ নিজের অধীনে রাখতে চাচ্ছে। আর اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (বাদীর ওপর দলীল পেশ করার দায়িত্ব, তাতে সে সক্ষম না হলে হলফ বর্তাবে বিবাদীর ওপর) এ নীতির আলোকে ক্রেতার ওপর হলফ আরোপিত হবে। উভয়ের ওপর নয়। কারণ যে ক্ষেত্রে উভয়ে বাদী ও বিবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রেই উভয়ের ওপর হলফ আরোপিত হয়। আর এখানে ক্রেতা শফী'র ওপর কোন কিছুর বাদী নয়।

قوله فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ الخ ঃ এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতের কারণ এই যে, ক্রেতার দলীল অতিরিক্ত একটি বিষয় কে প্রমাণিত করছে। আর যে দলীল অতিরিক্ত বিষয়কে প্রমাণিত করে সেটাই প্রাধান্য পায়।

وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَكَانَ ذٰلِكَ حَطًّا عَنِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ يَسْقُطُ ذٰلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيعِ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ لِلشَّفِيعِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُسِهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِوَضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ وَإِذَا بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ -

অনুবাদ ॥ ২. সম্পত্তির মূল্য যদি ক্রেতা বেশী দাবী করে। আর বিক্রেতা তার চেয়ে কম দাবী করে। বিক্রেতা তখনো পর্যন্ত মূল্য গ্রহণ না করে থাকে। তাহলে বিক্রেতা যে মূল্য বলে শফী' উক্ত মূল্যে তা গ্রহণ করবে। আর এ থেকে ঐ পরিমাণ মূল্য ছাড় হবে। বিক্রেতা যদি মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে ক্রেতার কথিত মূল্যে তা গ্রহণ করবে। বিক্রেতার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেনা। ৩. বিক্রেতা ক্রেতার যিম্মা থেকে মূল্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে শফী' থেকে উক্ত পরিমাণ মূল্য ছাড় হবে। আর সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দিলে শফী' থেকে মোটেই ছাড় হবে না। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে ধার্যকৃত মূল্য হতে অধিক প্রদান করে তাহলে অতিরিক্ত অংশ শফী'র জিম্মায় বর্তাবেনা। ৪. কোন সম্পত্তিতে যদি (একই স্তরের) একাধিক শফী' একত্রিত হয় তাহলে মাথাপিছু হারে তাদের মাঝে শুফআ বন্টিত হবে। মালিকানার বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে না। ৫. কেউ কোন বস্তুর বিনিময়ে বাড়ী ক্রয় করলে শফী উক্ত দ্রব্যের মূল্যের বিনিময় তা গ্রহণ করবে। যদি কায়লী বা ওজনী দ্রব্যের বিনিময় খরিদ করে থাকে তাহলে সম পরিমাণ উক্ত দ্রব্য দ্বারা সে (মাশ্‌ফূ) বাড়ী গ্রহণ করবে। যদি ভূমির বিনিময় ভূমি গ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেক ভূমির শফী' অপর ভূমির বাজার মূল্যের বিনিময় ভূমি গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله بِمَا قَالَ الْبَائِعُ الخ ঃ কেননা বিক্রেতা যে মূল্য বলে বাস্তবে যদি তাই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত মূল্যে এ সম্পত্তি গ্রহণ করা তো স্পষ্ট ব্যাপার। আর যদি ক্রেতার বর্ণিত মূল্য সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতার কম বলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা অতিরিক্ত অংশ ক্রেতা থেকে কম নিয়েছে। সুতরাং মূল্য ছাড়ের পর যা রয়েছে উক্ত মূল্যই শফীর ওপর বর্তাবে অতিরিক্ত নয়।

قوله لَمْ يَلْتَفِتْ الخ ঃ কেননা বিক্রেতা মূল্য করায়ত্ত করার পর বিক্রি চুক্তির সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব তার কথা আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

قوله جَمِيعِ الثَّمَنِ الخ ঃ কেননা সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দেয়ার দ্বারা তা হেবা (দান) বা বিনামূল্যে বিক্রি করা বুঝায়। যা ফাসেদ গণ্য হয়। আর হেবা বা ফাসেদ বিক্রি চুক্তিতে শুফআ প্রাপ্য হয় না।

قوله لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ الخ ঃ কেননা পূর্বে সিদ্ধান্ত মূল্যে সম্পত্তি হস্তান্তরে বিক্রেতা রাজী ছিল, আর শফী' উক্ত মূল্যেই তা গ্রহণের হক্বদার হয়েছিল। অতএব পরে মূল্য বর্ধিত করে শফী'র অধিকার খর্ব করা বৈধ হবে না।

قوله عَلَى عَدَدِ رُؤُسِهِمْ ঃ যেমন পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ১৫ শতক একটি জমিতে দু'ভাই ১ বোনের মালিকানা রয়েছে। এখন ১ ভাই তার অংশ বিক্রি করলে অপর ভাই ও বোন উভয়ে যদি শুফআ দাবী করে তাহলে সমহারে উভয়ে শুফআ পাবে। এক্ষেত্রে বোনের অংশ ভাই এর অর্ধেক। সে হিসেবে উক্ত জমির শুফআ সে কম পাবেনা। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকানা হারে শুফআ প্রাপ্য হবে। সে মতে বোন ভাই এর অর্ধেক অংশ শুফআ পাবে।

قوله وَلَا يُعْتَبَرُ الخ ঃ কেননা سَبَبِ شُفْعَة হল اِتِّصَالِ مِلْك এতে কোন তারতম্য নেই বরং সকলে সমান।

وَاِذَا بَلَغَ الشَّفِيْعَ اَنَّهَا بِيْعَتْ بِاَلْفٍ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهَا بِيْعَتْ بِاَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ بِحِنْطَةٍ اَوْ شَعِيْرٍ قِيْمَتُهَا اَلْفٌ اَوْ اَكْثَرُ فَتَسْلِيْمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ وَاِنْ بَانَ اَنَّهَا بِيْعَتْ بِدَنَانِيْرَ قِيْمَتُهَا اَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اَنَّ الْمُشْتَرِىْ فُلَانٌ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا لِغَيْرِهٖ فَهُوَ الْخَصْمُ فِى الشُّفْعَةِ اِلَّا اَنْ يُسَلِّمَهَا اِلَى الْمُوَكِّلِ وَاِذَا بَاعَ دَارًا اِلَّا مِقْدَارًا ذِرَاعٍ فِىْ طُوْلِ الْحَدِّ الَّذِىْ يَلِى الشَّفِيْعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَاِنْ بَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا ثُمَّ دَفَعَ اِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُوْنَ الثَّوْبِ وَلَا تُكْرَهُ الْحِيْلَةُ فِىْ اِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح تُكْرَهُ ـ وَاِذَا بَنَى الْمُشْتَرِىْ اَوْ غَرَسَ ثُمَّ قُضِىَ لِلشَّفِيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوْعَيْنِ وَاِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِىَ بِقَلْعِهٖ وَاِنْ اَخَذَهَا الشَّفِيْعُ فَبَنٰى اَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ـ

অনুবাদ॥ ৬. শফী'র নিকট যদি সংবাদ পৌছে যে, উক্ত ভূমি এক হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ফলে সে শুফআ দাবী ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর জানতে পারল যে, তা আরো কম মূল্যে বিক্রি হয়েছে। অথবা গম বা যবের বিনিময় বিক্রি হয়েছে। যার মূল্য এক হাজার টাকা বা এর চেয়ে কম বা বেশী। তাহলে শুফআ বর্জন বাতিল গণ্য হয়ে– তার শুফআ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি একথা প্রকাশিত হয় যে, উক্ত ভূমি একহাজার টাকা মূল্যে সমপরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময় বিক্রি হয়েছে তাহলে তার শুফআ (পূর্ণঃপ্রতিষ্ঠিত) হবে না। ৭. শফীকে যদি বলা হয়, উক্ত ভূমির ক্রেতা অমুক ব্যক্তি। এতে সে শুফআ ছেড়ে দিল অতঃপর জানতে পারল যে, সে নয় অন্য কেউ। তাহলে সে শুফআর অধিকারী হবে। ৮. কেউ অন্য কারো জন্যে বাড়ী ক্রয় করলে মুয়াক্কেলকে উক্ত বাড়ী বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত শুফআর ব্যাপারে সে প্রতিপক্ষ থাকবে।

হক্কে শুফআ বাঞ্চালের কৌশল ঃ ১. যদি কেউ এমনভাবে বাড়ী বিক্রি করে যে শফী'র সীমানার দৈর্ঘে এক হাত বাদ রাখে তাহলে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে না। ২. ক্রেতা যদি প্রথমে জমির কিছু অংশ (চড়া) মূল্যে খরিদ করে নেয়। অতঃপর তার বাকী অংশ খরিদ করে। তাহলে প্রতিবেশীর জন্যে প্রথমাংশে শুফআ প্রাপ্য হবে। পরবর্তী অংশে নয়। ৩. যদি নির্দিষ্ট মূল্যে মা'শফু' বাড়ীর ক্রয় করে। অতঃপর (নগদ)– মূল্যের পরিবর্তে ক্রেতা তাকে একটি কাপড় প্রদান করে। তাহলে শুফআ উক্ত মূল্যে নিতে হবে, কাপড়ের বিনিময়ে নয়। ৪. ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে শুফআ বাঞ্চাল করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ নয়, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরূহ।

শফী'র অধিকার প্রসঙ্গ ঃ ১. ক্রেতা যদি ক্রীত সম্পত্তিতে গৃহ নির্মাণ করে বা বৃক্ষ রোপণ করে থাকে। অতঃপর কাযী শফী'র পক্ষে শুফআর রায় ঘোষণা করেন। তাহলে শফী'র এখতিয়ার থাকবে সম্পত্তির মূল্য এবং গৃহ ও বৃক্ষের মূল্যের বিনিময় তা গ্রহণ করার। অথবা ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে তা উৎপাটনের নির্দেশ দেয়ার। ২. যদি শফী মাশফু' সম্পত্তি গ্রহণের পর তাতে গৃহ নির্মাণ করে বা গাছ রোপন করে। অতঃপর অন্য কেউ তার হকদার (অংশীদার) প্রমাণিত হয়। তাহলে শফী' থেকে কেবল বাড়ীর মূল্য ফেরত আনবে, ঘর ও গাছের মূল্য নিতে পারবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عَقَار ভূমি, بِيْعَتْ বিক্রি হয়েছে, সোপর্দ করল (ছেড়ে দিল অর্থে), خَصْمٌ বিবাদী, প্রতিপক্ষ, مِقْدَارُ ذِرَاعٍ এক হাত পরিমাণ, طُوْلِ الْحَدِّ সীমানার দৈর্ঘ, يَلِى الشَّفِيْعَ শফী'র অংশের সহিত মিলিত, سَهْمٌ অংশ, حِيْلَةٌ কৌশল, إِسْقَاط বাঞ্চাল করা অর্থে, غَرْس রোপন করা, مَقْلُوْعَيْنِ উৎপাটিত, اُسْتُحِقَّتْ হকদার বের হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَتَسْلِيْمُهُ بَاطِل ঃ কেননা এমনো হতে পারে যে, মূল্য বেশী হওয়ায় বা নগদ অর্থ না থাকার কারণে সে শুফআ দাবী করেনি। কিন্তু মূল্য কম হলে বা পণ্যের বিনিময় হলে জমি গ্রহণ করা তার সম্ভব ছিল, অতএব এখন তা প্রকাশিত হওয়ায় তার শুফআর অধিকার ফিরে আসবে।

قوله وَاِنْ بَانَ ঃ কেননা দীনার ও দেরহাম উভয়টি মুদ্রা হওয়ার কারণে একটির বিনিময় অন্যটি গ্রহণ করা সহজ সুতরাং অপর দিকে পণ্য দ্রব্য বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দীনার/দেরহাম সংগ্রহ করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে যায়।

قوله عَلِمَ اَنَّهُ غَيْرُهُ الخ ঃ কেননা স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বহু পার্থক্য থাকে। এ কারণে একজন ভাল চরিত্রবান ক্রেতার নাম শুনে শুফআ পরিত্যাগ করল পরবর্তীতে তদস্থলে অন্য এক দুশ্চরিত্রবান মানুষের নাম শোনায় তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যদি শুফআ দাবী করে তা যথার্থ বিবেচ্য হবে।

قوله فَهُوَ الْخَصْمُ الخ ঃ কেননা মাশফু বাড়ী উকিলের অধীনে থাকাকালে সে-ই তার ক্রেতা গণ্য হয়। আর করায়ত্তকারী ও উক্ত উকিল । সুতরাং সেই বিবাদী গণ্য হবে। তবে মুফাক্কেলের নিকট হস্তান্তরের পর মুওয়াক্কেলই বিবাদী হবে।

قوله فَلَهُ شُفْعَةٌ ঃ কেননা দৈর্ঘ্যে এক হাত বাকী রেখে বিক্রির দ্বারা শফীর মালিকানা বিক্রীত জমির সহিত মিলিত থাকলো না, ফলে সে এর শফী হবে না।

قوله اِنْ بَاعَ مِنْهَا الخ ঃ যেমন মাশফূ' বাড়ীর দাম ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে তার পাঁচের এক অংশ ৯ হাজার টাকায় ক্রয় করল। এতে সে অবশিষ্ট অংশের শফী' স্বীকৃত হল। অতঃপর বাকী চার অংশ মাত্র ১ হাজার টাকায় ক্রয় করল। এখন পার্শ্বস্থ ব্যক্তি (প্রতিবেশী) চাইলে কেবল প্রথম অংশটি প্রতিবেশীর হক্ব হিসাবে নিতে পারে। কিন্তু দাম বেশী হওয়ায় সে আগ্রহী হবে না। আর বাকী অংশে যেহেতু ক্রেতা মালিকানা সূত্রে শফী। সুতরাং প্রতিবেশীর তুলনায় সে অগ্রগণ্য হয়ে তাতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

قوله اِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ الخ ঃ যেমন দশ হাজার টাকার একটি জমির মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার্য করল, পরে পূর্ণ টাকার পরিবর্তে একটি কাপড় দিয়ে জমি করায়ত্ত করল। এখন শফী উক্ত জমি নিতে চাইলে পঞ্চাশ হাজার টাকায় নিতে হবে। কেননা বিক্রেতার জন্যে কাপড় নেয়া জরুরী নয়। ফলে শফী তার দাম অতিরিক্ত হওয়ায় শুফআ ছাড়তে বাধ্য হবে।

শুফআ বাঞ্চাল প্রসঙ্গ ঃ قوله وَلَا تُكْرَهُ الْحِيْلَةُ الخ ঃ শুফআ বাঞ্চাল করার কৌশল দু ধরনের হতে পারে।

এক ঃ حِيْلَةُ اِسْقَاط شُفْعَة অর্থাৎ শুফআ প্রযোজ্য হওয়ার পর তা বাঞ্চালের কৌশল অবলম্বন করা, যেমন ক্রেতা নিজেই শফী'র নিকট যেয়ে বলল– আমি তো অমুক জমিটি ক্রয় করেছি। তুমি খরিদ করতে চাইলে আমার থেকে তা খরিদ করে নাও। এখন সে যদি এতে সম্মত হয় তাহলে তার শুফআর অধিকার খর্ব হয়ে গেল। কেননা ক্রেতা থেকে খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ শুফআ হতে বিরত থাকা বুঝায়। সাহিবাইনের মতে এটা মাকরূহ।

দুইঃ حِيْلَةُ اِبْطَالِ شُفْعَة তথা এমন কৌশল অবলম্বন করা যাতে শুফআ প্রতিষ্ঠিতই হতে না পারে। যেমন– জমির দৈর্ঘে সামান্য অংশ বাকী রেখে ক্রয় করা ইত্যাদি। ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুফআ বাঞ্চালের কৌশল গ্রহণ করা মাকরূহ। ইমাম আবু ইউসূফ(র.) এর মতে মাকরূহ নয়, এ মতের ওপরই ফতোয়া। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– যদি শফীর দ্বারা প্রতিবেশীদের কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে শুফআ বাঞ্চালের কৌশল মাকরূহ হবে না। অন্যথায় মাকরূহ। সিরাজিয়ার বর্ণনা মতে– প্রতিবেশীদের যদি শুফআর সম্পত্তি গ্রহণের বিশেষ জরুরত না হয় তাহলে মাকরূহ নয়। নতুবা মাকরূহ। আশবাহ গ্রন্থকার এমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

قوله وَلَا يَرْجِعُ الخ ঃ কেননা প্রকৃত হক্বদার যে সে তাকে গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপণের অনুমতি দেয়নি।

وَاِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ اَوِ احْتَرَقَتْ بِنَاؤُهَا اَوْجَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ بِغَيْرِ عَمَلِ اَحَدٍ فَالشَّفِيْعُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِى الْبِنَاءَ قِيْلَ لِلشَّفِيْعِ اِنْ شِئْتَ فَخُذِ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَاِنْ شِئْتَ فَدَعْ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَاْخُذَ النَّقْضَ وَمَنِ ابْتَاعَ اَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ اَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِثَمَرِهَا وَاِنْ جَذَّهَا الْمُشْتَرِى سَقَطَ عَنِ الشَّفِيْعِ حِصَّتُهُ وَاِذَا قُضِىَ لِلشَّفِيْعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَاٰهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَاِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ اَنْ يَرُدَّهَا بِهِ وَاِن كَانَ الْمُشْتَرِى شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَاِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيْعُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍّ وَاِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتّٰى يَنْقَضِىَ الْاَجَلُ ثُمَّ يَاْخُذَهَا وَاِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَاشُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ وَاِذَا اشْتَرٰى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيْعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِى بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ اَوْ بِشَرْطٍ اَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَاشُفْعَةَ لِلشَّفِيْعِ وَاِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ اَوْ تَقَايَلَا فَلِلشَّفِيْعِ الشُّفْعَةُ ـ

অনুবাদ ॥ ৩. মাশফু বাড়ী যদি (এমনিতেই) ধ্বসে পড়ে, বা তার ঘর পুড়ে যায়, কিংবা কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া বাগানের গাছ পালা শুকিয়ে যায় তাহলে শফী ইচ্ছাধীন। চাইলে পূর্ণ মূল্য দ্বারা তা গ্রহণ করবে। নইলে তা বর্জন করবে। আর ক্রেতা যদি মাশ্‌ফু বাড়ীর ঘর ভেঙ্গে ফেলে তাহলে শফীকে বলা হবে যে, চাইলে ঘরশূন্য (বিরান) বাড়ী হারানানুপাতিক দামে নিয়ে নাও, নতুবা তা বাদ দাও। এ ক্ষেত্রে তার জন্যে ভগ্নাবশেষ নেয়ার অধিকার নেই। ৪. কোন ব্যক্তি ফল বিশিষ্ট বাগানবাড়ী খরিদ করলে শফী ফলসহ তা গ্রহণ করবে। আর ক্রেতা যদি ফল পেড়ে নেয় তাহলে শফী দেনা থেকে সে পরিমাণ অর্থ কর্তন হবে। ৫. মাশফু বাড়ী দেখার পূর্বেই যদি শফীর পক্ষে রায় হয়ে যায় তাহলে তার জেন্য খিয়ারে রুয়াত থাকবে। সুতরাং দেখার পর যদি তাতে কোন দোষ পায় তাহলে উক্ত অবস্থায় তা প্রত্যাখ্যানের অধিকার থাকবে। যদি ও ক্রেতা তার নিকট দায়মুক্ত থাকার শর্তারোপ করে থাকে। ৬. ক্রেতা যদি বাকীতে বাড়ী ক্রয় করে তাহলে শফী ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে নগদ মূল্যে তা গ্রহণ করবে। অথবা বাকী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর গ্রহণ করবে। ৭. (এজমালী) জমির অংশীদারগণ যদি অংশ বন্টন করে নেয়, তাতে পড়শীর জন্যে বন্টনের কারণে শুফআর হক হাসিল হয় না। ৮. কোন ব্যক্তি বাড়ী ক্রয় করার পর তার শফী, শুফআর হক্ব ত্যাগ করল। অতঃপর ক্রেতা কাযীর সিদ্ধান্তক্রমে খিয়ারে রুয়াত, খিয়ারে শর্ত বা খিয়ারে আয়বের ভিত্তিতে ফেরত দিল তাহলে তাতে শফীর শুফআর অধিকার থাকবে না। আর যদি কাযী বিনা সিদ্ধান্তে ফেরত দেয় কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা একালা করে নেয় তাহলে শফীর জন্যে শুফআ প্রাপ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِنْهَدَمَتْ ধ্বসে গেল, বিধ্বস্ত হল, اِحْتَرَقَتْ পুড়ে গেল, جَفَّ শুকিয়ে গেল, بُسْتَان বাগান, عَرْصَة খালি মাঠ, উঠান, এখানে বিরান উদ্দেশ্যে, بَرَائَة দায়মুক্ত, নির্দোষ, ثَمَنٍ حَالٍّ নগদ মূল্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ঃ কেননা এসব ক্ষয়ক্ষতির পিছনে ক্রেতার কোন হাত ছিল না এবং সেও এসবের মূল্য পরিশোধ করেছিল। অতএব শফী তা নিতে চাইলে উক্ত মূল্যে তাকে নিতে হবে।

قوله وَإِنْ نَقَضَ الخ ঃ কেননা অবিধ্বস্ত ঘর ভাঙার দ্বারা তা উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যের অংশ জমির সাথে ঘরের ওপর ও বর্তাবে।

قوله شَرَطَ الْبَرَائَةَ الخ ঃ অর্থাৎ ক্রেতা যদি শফীকে বলে যে, মাশফু বাড়ীতে কোন দোষ-ক্রুটি থাকলে তুমি তা বিক্রেতাকে সে কারণে ফেরত দিতে পারবেনা। আর শফী তা মেনে নেয়। তথাপি দোষ-ক্রুটি পেলে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার নায়েব বা উকিল নয়। এ কারণে সে শফী'র ফেরত দেওয়ার অধিকার নষ্ট করতে পারবে না।

قوله بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ الخ ঃ অর্থাৎ ক্রেতা বাকীতে জমি খরিদ করলে শফী'র জন্যে তা বাকীতে নেয়ার অধিকার থাকবে না। কারণ ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে বিশেষ সম্পর্ক থাকায় বা তার প্রতি আস্থাশীল হওয়ায় বিক্রেতা বাকীর ব্যাপারে সম্মত হওয়া অন্যের ব্যাপারে সম্মত হওয়াকে জরুরী করে না। তবে ইমাম যুফর, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে শফীর জন্যে ও এ অধিকার থাকবে।

قوله اِذَا اقْتَسَمَ الخ ঃ যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির প্রতিটি বালুকণায় বা অংশে সকলের অংশ থাকে। অতঃপর যখন তা বন্টন হয়ে যায় তখন মালিকানা বিনিময় হয়ে নির্দিষ্টভাগে চলে আসে। যেহেতু বন্টনের মাধ্যমে একজনের অংশের বিনিময়ে বা দাবী ছেড়ে অন্য অংশ গ্রহণ করা হচ্ছে সেহেতু বিক্রি চুক্তির ন্যায় হয়ে যায়। তবে পরিভাষায় যেহেতু একে বিক্রি বল হয় না। এ কারণে তার প্রতিবেশীর জন্যে শুফআ প্রাপ্য হবে না।

قوله بِقَضَاءِ قَاضٍ الخ ঃ কাযীর সিদ্ধান্তক্রমে দোষ-ক্রুটির কারণে ক্রীত বস্তু ফেরত দেয়ার দ্বারা হুবহু পূর্বের চুক্তিকে বাতিল করা হয়। এটা নতুন চুক্তি হয় না। অতএব এতে শুফআ হাসিল হবে না। অপরদিকে কাযীর সিদ্ধান্ত ছাড়া নিজেরা একালা করলে (ফেরত দিলে) যদিও ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে এটা পূর্বের বিক্রি রহিত করা হয় বটে কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা নতুন চুক্তি। সে হিসেবে শুফআ হাসিল হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। شفعة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? شفعة এর অধিকার কয় শ্রেণীর ও কি কি? বিশদভাবে বর্ণনা কর।

২। شفعة প্রাপ্যের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর।

৩। طلب কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। শফীর দায়িত্ব ও অধিকারসমূহের বিবরণ দাও।

৫। شفعة বাতিল হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ কর।

৬। কি কি কারণে شفعة বাতিল হয়? লিখ।

৭। شفعة বাঞ্চালের কৌশল অবলম্বন জায়েয কিনা এবং কৌশলের পদ্ধতি কি বিস্তারিত লিখ।

৮। شفعة যৌথ হলে বন্টন পদ্ধতি কি হবে? বিশদভাবে লিখ।

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

اَلشِّرْكَةُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ شِرْكَةُ اَمْلَاكٍ وَشِرْكَةُ عُقُوْدٍ فَشِرْكَةُ الْاَمْلَاكِ الْعَيْنُ يَرِثُهَا رَجُلَانِ اَوْ يَشْتَرِيَانِهَا فَلَا يَجُوْزُ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ فِىْ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِىْ نَصِيْبِ صَاحِبِهٖ كَالْاَجْنَبِيِّ وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ شِرْكَةُ الْعُقُوْدِ وَهِىَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ وَشِرْكَةُ الصَّنَائِعِ وَشِرْكَةُ الْوُجُوْهِ فَاَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَهِىَ اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوِيَانِ فِىْ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا فَيَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ـ

শিরকত (অংশীদারিত্ব) অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ১ শিরকত (অংশীদারিত্ব) দু'প্রকার। একঃ শিরকতে আমলাক (যৌথ মালিকানাধীন), ও দুইঃ শিরকতে উকূদ।

সংজ্ঞা ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মীরাছ, (হেবা) অথবা ক্রয় সূত্রে কোন বস্তুর মালিক হওয়াকে শিরকতে আমলাক বলে। **বিধান ঃ** শিরকতে আমলাক তথা যৌথ মালিকানাধীন বস্তু এক জনের জন্যে অপরজনের অংশ তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি নাজায়েয। প্রত্যেকে তার সাথীর অংশের ব্যাপারে অপরিচিত তুল্য। দ্বিতীয় প্রকার হল শিরকতে উকূদ তথা অংশীদারী কারবার।

শিরিক উকূদের প্রকারভেদ ঃ শিরকতে উকূদ চার প্রকার। (ক) শিরকতে মুফাওয়াযা (খ) শিরকতে ইনান। (গ) শিরকতে সানায়ে ও (ঘ) শিরকতে উজুহ।

সংজ্ঞা ঃ শিরকতে মুফাওয়াযা হল - কারবারে একাধিক অংশীদার পূঁজী, অধিকার প্রয়োগ, ও ধর্মের দিক দিয়ে সমান হওয়া। এটা স্বাধীন বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন দুই বা ততোধিক মুসলমানের মধ্যে জায়েয। গোলাম ও মনিব, বালেগ ও নাবালেগ এবং মুসলমান ও কাফেরের মাঝে এরূপ চুক্তি নাজায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شِرْكَة অংশীদারিত্ব যৌথ ব্যবসা, عَقْد ـ عُقُود এর বহুঃ চুক্তি কারবার, يَرِثُهَا যার ওয়ারিস হয়, اَجْنَبِيّ অপরিচিত, তৃতীয় পক্ষ, مُفَاوَضَة সমতা, সমান, صَنْعَةٌ ـ صَنَائِع এর বহুঃ পেশা, শিল্প।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلشِّرْكَةُ ঃ অংশীদারিত্ব তথা যৌথ কারবার দুই বা ততোর্ধ ব্যক্তি মিলে কোন কারবারে মূলধন ও মুনাফায় শরীক হওয়াকে শিরকত বলে। আর শুধু মুনাফায় শরীক থাকাকে মুদারাবা চুক্তি ও মূলধনে শরীক থাকাকে বাদাআ'ত চুক্তি বলে।

শিরকত বা যৌথ কারবারের গুরুত্বঃ জগতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন তারতম্যে সৃষ্টি কছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও রয়েছে বেশ পার্থক্য। তাছাড়া বৃহৎ কোন শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে এককভাবে দুরূহ হয়ে উঠে। যার কারণে যৌথ উদ্দোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে। শরয়ী, দৃষ্টিতে যৌথ উদ্দোগ এসব কাজ আঞ্জাম দেওয়া দোষণীয় নয় বরং প্রশংশনীয়। তবে তা হতে হবে সর্বপ্রকার প্রতারণা, স্বার্থপরতা, শঠতা ইত্যাদি হতে মুক্ত। সকলে ন্যায় নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ আঞ্জাম দিবে। এ মর্মে হযরত রাসূলে করীম (সা.) আল্লাহর এ বাণী এরশাদ করেন– যখন দু শরীক মিলে কোন কারবার করে পরস্পর কোন খেয়ানত ও প্রতারণায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তার হাত হই। (সহায়তাকারী হই) কিন্তু তারা যখন খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি তাদের সাহায্য করা হতে বিরত থাকি।

قوله شِرْكَةُ أَمْلَاكٍ الخ - أَمْلَاك ঃ শব্দটি مِلْك এর বহুঃ মালিকানাধীন, এর মধ্যে শরীকগণ মালিকানার দিক দিয়ে একে অপরের সাথে অংশীদার হয়ে যায়। একারণে একে شركة املاك বলে।

যৌথ কারবারে অংশীদারদের মর্যাদাও দায়িত্ব ঃ যৌথ কারবারে প্রত্যেক অংশীদার একই সাথে আমীন (আমানত দার) ও উকীল বা যিম্মাদার। মুনাফা, মূলধন এবং আয়ের উপকরণ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রত্যেকে আমানতদার। সুতরাং সম্পূর্ণ সতর্কতাসত্বে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায় সে ব্যাপারে তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। আবার উকিল এ অর্থে যে, কোন শরীক যৌথ পণ্য-দ্রব্য ও মুনাফা ইত্যাদি কোন কিছুই একক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। লাভ-লোকসান সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক কে সমান অংশীদার জানবে। সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ও ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে সকলে সম অংশীদার হবে।

নেটওয়ার্ক (Net work) ব্যবসা ঃ বর্তমান বিশ্বে অতিদ্রুত বিস্তারশীল একটি ব্যবসা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যাকে নেট ওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেম বলে। এতে কোম্পানী ক্রেতাকে তার মুনাফার অংশীদার হিসেবে গণ্য করে নেয়। অতঃপর তার দায়িত্ব থাকে অন্য দু'জন ক্রেতা যোগাড় করার। এভাবেই এ work (কাজ) তার Net (জাল) বিছাতে থাকে। এদিকে প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত যে অংশ কোম্পানী গ্রহণ করে তাকে কোম্পানীর অফিসিয়াল খরচ ইত্যাদি বাবদ নিয়ে নেয়। আর প্রত্যেক সদস্য সামনে ২ × ২ = ৪ হিসেবে যত সদস্য বাড়াতে পারবে কোম্পানী তাদিগকে সংখ্যানুপাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদান করে। তবে কেউ সদস্য বানাতে অক্ষম হলে তার মুনাফা বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু মূল্যের অতিরিক্ত যে অংশ প্রথমেই গ্রহণ করে তা ফেরত প্রদান করে না। বরং কোম্পানী বা ব্যক্তি বিশেষের পকেটে চলে যায়। সুতরাং এটা (অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অনির্দিষ্ট মুনাফা, অফেরত যোগ্য অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি ইত্যাদি বিচারে নেটওয়ার্ক ব্যবসা শরীয়তে অবৈধ।

قوله فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا الخ ঃ যেমন- মৃত্যুকালে কেউ ১ টা বাগান, বাড়ী বা অর্থ রেখে গেল। এখন কোন ওয়ারিসের জন্যে অন্য ওয়ারিসগণের সম্মতি ছাড়া এককভাবে বিক্রি করা বা অন্য কোন প্রকার অধিকার প্রয়োগ করা দূরস্ত হবে না। অথবা দুজনে মিলে কোন পণ্য দ্রব্য ক্রয় করল। এর দু-অবস্থা- (ক) যদি ক্রীত পণ্যের এককের মাঝে কোন পার্থক্য না থাকে যেমন - ধান, চাউল, আটা ইত্যাদি। তাহলে অন্য শরীকের উপস্থিতি ছাড়া ও ভাগ করে নিজ অংশ নিতে পারে। (খ) আর যদি তার এককের মধ্যে পার্থক্য থাকে যেমন- ফল, কাপড় প্রভৃতি তাহলে অন্যের উপস্থিতি ছাড়া নিজ অংশ গ্রহণ করা দূরস্ত নয়।

قوله شِرْكَةُ الْعُقُودِ الخ সংজ্ঞা ঃ عقد - عقود এর বহুঃ চুক্তি। অংশীদারগণ নির্দিষ্ট নিয়মে কারবার করার চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে একে শিরকতে উকূদ বলে। শরয়ী পরিভাষায়-একাধিক ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় করে যৌথ কারবার করা এবং লাভ লোকসানে সমভাবে শরীক থাকার চুক্তি বন্ধন করাকে শিরকতে উকূদ বলে।

قوله وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةٍ الخ ঃ শিরকত চার প্রকার। এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যেমন আছে তদরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও আছে। যেমন- (ক) ইজাব-কবুল তথা প্রস্তাব ও অনুমোদনের মাধ্যমে চুক্তি বন্ধন হওয়া, (২) চুক্তি লিপিবদ্ধ করা উত্তম হওয়া। তবে মৌখিক ও জায়েয। (গ) লাভ-লোকসান বন্টনের হার নির্দিষ্ট হওয়া (ঘ) সকল সদস্য আমীন ও উকীল হওয়া। (ঙ) শ্রম ও পূঁজী সমান হওয়া সত্বে মুনাফায় কমবেশী করা বৈধ হওয়া।

উল্লেখ্য যে, বৃহত শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব, কর্তব্য ও যোগ্যতাভেদে মুনাফার হার কমবেশী করা জায়েয। এক্ষেত্রে সে মূদারিব হবে। তার মুনাফা সুনির্দিষ্ট ও সর্ব সম্মত হতে হবে। এর জন্যে শ্রম ও দায়িত্ব পালনকারীদের জন্যে ভিন্ন বেতন বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে হবে বেতন ভোগীকর্মচারী মাত্র। লাভ-লোকসানের কোন অংশ তার উপর আরোপিত হবে না।

قوله مُفَاوَضَةُ الخ و مُفَاوَضَةٌ ঃ অর্থ সমতা। অর্থাৎ কারবারের সর্বক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হওয়া।

পরিভাষায়-সকল সদস্য-পূঁজী ক্ষমতা ধর্মের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের হলে তাকে শিরকতে মুফাওয়াদা বলে। এ কারণে, গোলাম-মনিব, বালেগ-নাবালেগ, মুসলিম-অমুসলিমের ক্ষেত্রে এ চুক্তি জায়েয হবে না। কারণ এদের ক্ষমতা ও অধিকার সমপর্যায়ের নয়। তবে ধর্মের ভিন্নতা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে দোষণীয় নয়। তরফাইনের মতে দোষণীয়। এতে ঘটতব্য মাজহুল বস্তুর জামানত হয়। বিধায় আয়েম্মায়ে ছালাছা (রঃ)-এ আকদকে নাজায়েয বলেন। হানাফীগণ تَعَامُلِ نَاس তথা বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে জায়েয বলেন।

وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتِهِمْ وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الدُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ الْاِشْتِرَاكُ فَالْاٰخَرُ ضَامِنٌ لَهُ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالَاتَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ أَوْ وَهَبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتِ الشَّرِكَةُ عِنَانًا وَلَا تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَلَايَجُوزُ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ كَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهِمَا وَإِنْ أَرَادَا الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْاٰخَرِ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ ـ

অনুবাদ॥ মুফাওয়াদা চুক্তি শুদ্ধ প্রসঙ্গ ঃ ১. ওয়াকালাত ও জামানতের ভিত্তিতে অত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়। অংশীদারের প্রত্যেকে নিজ পরিবারের খাদ্য-বস্ত্র ছাড়া অন্য যা কিছু খরিদ করবে অন্যরা তাতে অংশীদার গণ্য হবে। (আর জামিন হওয়ার কারণে) এমন কারবারের যাতে সকলের অংশীদারিত্ব হতে পারে তাদের কারো ওপর ঋণ আরোপিত হলে অন্যরাও তার জামিন হবে। অতএব যদি কেউ এমন দ্রব্যের ওয়ারিস হয় যাতে অংশীদারিত্ব প্রযোজ্য হয় বা তাকে যদি কোন দ্রব্য হিবা করা হয়, আর উক্ত দ্রব্য তার করায়ত্ত হয়ে যায়, তাহলে মুফাওয়াদা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এবং তা শিরকতে ইনান গণ্য হবে। ২. দীনার, দেরহাম ও পয়সা তথা নগদ মুদ্রার লেন-দেনের ভিত্তিতে ছাড়া যৌথ কারবার শুদ্ধ হয় না। এছাড়া অন্য কোন দ্রব্যের মাধ্যমে তা জায়েয হয় না। তবে মানুষে যদি অন্য কোন দ্রব্যের মাধ্যকে লেন-দেন করে যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত তাহলে জায়েয। ৩. আসবাব-সামগ্রীর মাধ্যমে যৌথ কারবার করতে চাইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ মালের অর্ধেক অপর জনের অর্ধেকের সাথে বিনিময় করবে। অতঃপর (মুফাওয়াদা নিয়মে) যৌথ কারবার সম্পাদন করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ كِسْوَة বস্ত্র, পোষাক, دَيْن ـ دُيُون এর বহুঃ ঋণ, وُهِبَ لَه তাকে দান করা হয়, عِنَان লাগাম, فَلْس ـ فُلُوس এর বহুঃ পয়সা, نَافِقَة সচল, চালু, تِبْر স্বর্ণের পাত, খন্ড, نُقْرَة রৌপ্যপাত, عَرْض ـ عُرُوض বহুঃ আসবাব-সামগ্রী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمَايَشْتَرِيه الخ ঃ মুফাওয়াদা চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর শরীকগণের কেউ কোন দ্রব্য খরিদ করলে চুক্তির ভিত্তিতে অন্যরাও তাতে অংশীদার হবে। তবে যে সব পণ্য নিত্য প্রয়োজনীয় ও গৃহস্থলি–ব্যবহার্য এ থেকে বহির্ভূত হবে। তদরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থে যৌথ কারবার বর্হিভূতরূপে কিছু ক্রয়-বিক্রয় করলে তা ব্যক্তিগতই ধর্তব্য হবে।

قوله فَإِنْ وَرِثَ الخ ঃ যে সব বস্তুতে অংশীদারিত্ব প্রযোজ্য হয় যেমন– দীনার, দেরহাম ইত্যাদি। এমন বস্তু যদি কোন শরীক দান বা হাদিয়া বা মীরাছ স্বরূপ পায় তাহলে তাতে শিরকতে মুফাওয়াদা প্রযোজ্য হবে না। কারণ মুফাওয়াদার মধ্যে সূচনালগ্ন হতে যেরূপ পূঁজীর সমতা শর্ত। তদরূপ আকদটিকে থাকার জন্য ও এটা শর্ত। আর উপরোক্ত ক্ষেত্রে মাল বৃদ্ধির ফলে সমতা বিদ্যমান থাকে না। তবে যদি উপরোক্ত কোন উপায়ে ভূমি বা আসবাবপত্র লাভ করে তাহলে মুফাওয়াদা বাতিল হবে না। কেননা এতে অংশীদারিত্বই সহীহ নয়। সুতরাং সমতা শর্ত হবে না।

قوله إِنْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ الخ ঃ যে সব বস্তুতে মুফাওয়াদা সহীহ নয়, যদি একান্ত তা করতেই চায় তাহলে তার পদ্ধতি এহতে পারে যে, প্রত্যেকে নিজ অংশকে অন্যের অংশের বিনিময় বিক্রি করবে। ফলে মূল্য হিসেবে একে অন্যের অংশে শরীক হয়ে গেল। এর পর আকদে মুফাওয়াদা করে একে অন্যের অংশে অধিকার চর্চার ক্ষমতাবান হবে।

وَاَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِى الْمَالِ وَيَصِحُّ اَنْ يَتَسَاوِيَا فِى الْمَالِ وَيَتَفَاضَلاَ فِى الرِّبْحِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُوْنَ بَعْضٍ وَلاَتَصِحُّ اِلاَّ بِمَا بَيَّنَّا اَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ ـ وَيَجُوْزُ اَن يَّشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ اَحَدِهِمَا دَنَانِيْرُ وَمِنْ جِهَةِ الاٰخَرِ دَرَاهِمُ وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُوْلِبَ بِثَمَنِهِ دُوْنَ الاٰخَرِ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيْكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ـ وَاِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ اَوْ اَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ وَاِنْ اشْتَرَى اَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الاٰخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَاشَرَطَا وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيْكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ـ

অনুবাদ॥ শিরকতে ইনান ঃ ১. ইনান সংঘটিত হয় ওকালতের ভিত্তিতে কাফালতের ভিত্তিতে নয়। (সুতরাং কেউ কারো জামিন হবে না।) ২. শিরকতে ইনানে পূজী কম-বেশী হতে পারে। পূঁজী সমান সমান হয়ে মুনাফায় কম-বেশী হওয়া ও জায়েয এবং অংশীদারগণের জন্যে নিজ নিজ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে এ কারবার গড়ে তোলাও জায়েয। ৩. যে ধরনের মূলধনের দ্বারা মুফাওয়াদা চুক্তি জায়েয হওয়ার কথা বর্ণনা করেছি ইনান চুক্তি তাছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জায়েয নয়। অবশ্য শরীকদ্বয়ের একজন দীনার ও অপর জন দেরহাম দিলেও শিরকত শুদ্ধ হবে। ৪. অংশীদারদ্বয়ের কেউ শিরকতের জন্যে কোন পণ্য ক্রয় করলে তার দাম তারই নিকট চাওয়া হবে। অন্যের নিকট নয়। অবশ্য ক্রেতা অপর শরীক হতে তার অংশ অনুপাতে মালের দাম নিয়ে নিবে। ৫. ব্যবসার মাল খরিদের পূর্বে যদি শিরকতের সম্পূর্ণ মূলধন বা কোন একজনের মূলধন বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে শিরকত বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি কোন একজন তার মাল দ্বারা কিছু ক্রয় করে আর অপর জনের মাল দ্বারা কিছু খরিদের পূর্বে তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে খরিদকৃত পণ্য পূর্ব নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক উভয়ের মাঝে যৌথ বিবেচিত হবে। এবং সে অপর শরীক হতে তার অংশ অনুপাতে পণ্যের দাম নিয়ে নিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عِنَان প্রকাশিত হওয়া, অত্র শিরকতে শরীকগণ নিজ নিজ শক্তি সামর্থ সপূর্ণ মাত্রায় কারবারের পিছনে লাগানোর প্রয়াস পায় বিধায় একে শিরকতে ইনান বলে। تَفَاضُل কম-বেশী. طُوْلِبَ তলব করা হবে, চাওয়া হবে, بِحِصَّتِهِ তার অংশ অনুপাতে, مُشْتَرٰى ক্রীতপণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله شِرْكَةُ الْعِنَانِ الخ ঃ শিরকতে ইনানের কতিপয় বিশেষত্ব (১) শিরকতে ইনানের জন্যে শরীকদ্বয়ের মধ্যে একে অপরের উকিল হওয়া শর্ত, জামিন হওয়া শর্ত নয়। (২) পূঁজী ও ক্ষমতা প্রয়োগের দিক দিয়ে ও এক হওয়া শর্ত নয়। তবে এক হওয়া ও দোষণীয় নয়। (৩) মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ এর অংশীদার হতে পারে। (৪) পূঁজী কম-বেশী হওয়া সত্বে মুনাফায় কম-বেশী হতে পারে। এমনকি কম পূঁজী খাটিয়েও কেউ বেশী শর্ত মোতাবেক বেশী মুনাফা নিতে পারে।

قوله بِحِصَّتِهِ مِنْهُ الخ ঃ উদাহরণ স্বরূপ রাশেদ ও বকর প্রত্যেকে যদি সমান পূঁজী নিয়ে একত্রে ব্যবসা শুরু করে। আর রাশেদ তার অংশ দ্বারা ব্যবসার পণ্য খরিদ করে তাহলে রাশেদ বকর হতে ক্রীত (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَيَجُوْزُ الشِّرْكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُطَا الْمَالَ وَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ إِذَا اشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرِّبْحِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيْكَي الْعِنَانِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً وَيُوَكِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ وَيَرْهَنَ وَيَسْتَرْهِنَ وَيَسْتَاجِرَ الْأَجْنَبِيَّ عَلَيْهِ وَيَبِيْعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ فَالْخَيَّاطَانِ وَالصَّبَّاغَانِ يَشْتَرِكَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ وَيَكُوْنُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيْكَهُ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُوْنَ الْآخَرِ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ـ

অনুবাদ ॥ ৬. শরীকদ্বয় যদি নিজ নিজ মূলধন একত্র নাও করে তথাপি শিরকত জায়েয। ৭. মুনাফার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ কোন শরীকের জন্যে নির্ধারণ করার শর্ত করলে শিরকত সহীহ হবে না। ৮. মুফাওয়াদা ও ইনান কারবারে অংশীদারগণ প্রত্যেকে বদাআ'ত ও মুদারাবার ভিত্তিতে পূঁজী বিনিয়োগ করতে পারে এবং কারবার সম্পাদনের জন্যে উকিল নিয়োগ , বন্ধক লেন-দেন, অনাত্মীয়দের কর্মচারী নিয়োগ ও নগদ-বাকী কারবার করতে পারবে এবং মালের ক্ষেত্রে তার হাত আমানতের হাত গণ্য হবে।

শিরকতে সানায়ে' ঃ শিরকতে সানায়ে' (এর উদাহরণ) হল দু'জন দর্জি বা রংমিস্ত্রী পরস্পর এরূপ চুক্তিবদ্ধ হল যে, উভয়ে একত্রে কাজ নিবে। আর উপার্জিত অর্থ উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হওয়া জায়েয। আর তাদের যে কেউ কাজ গ্রহণ করবে তার অন্য শরীকের ওপর তা বর্তাবে। সুতরাং যদি তন্মধ্য হতে একজন কাজ করে আর অপরজন (কোন কারণে) না করে তথাপি উপার্জিত অর্থ তাদের মাঝে সমহারে (বা পূর্ব ঘোষিতহারে) বণ্টিত হবে।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) পণ্যের অর্ধেক মূল্য নিয়ে নিবে। আর বকরের অংশ $\frac{১}{৩}$ হলে মূল্যের $\frac{১}{৩}$ তার থেকে নিয়ে নিবে। কেননা রাশেদ যা খরিদ করেছে তা তার একার জন্যে নয়, বরং উভয়ে তাতে অংশীদার।

قوله وَإِذَا هَلَكَ الخ ঃ যৌথ ব্যবসার পূঁজী বিনষ্টের কতিপয় অবস্থা হতে পারে। যথা– (১) যদি সংগৃহীত পূঁজী দ্বারা ব্যবসার দ্রব্য ক্রয়ের পূর্বে তা সম্পূর্ণ বা বিশেষ কারো পূর্ণ অংশ বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা পূঁজীর উপর ভিত্তি করেই চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল। সুতরাং পূঁজী বিনষ্টের সাথে সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, সকল পূঁজী বিনষ্ট হলে তো সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আর যদি ব্যক্তি বিশেষের পূঁজী বিনষ্ট হয় তাহলে কেবল সেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ শরীকের নিকট পূঁজী ছিল আমানত স্বরূপ। আর আমানতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন সত্বে বিনষ্ট হলে আমানতদার তার জন্যে দায়ী বা জামিন হয় না। (২) কোন শরীকের পূঁজী দ্বারা ব্যবসার পণ্য খরিদের পর অন্য শরীকের পূঁজী দ্বারা পণ্য খরিদের পূর্বে যদি তার হাতেই পূঁজী বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে শিরকত বাতিল হবে না। তবে পুনরায় তাকে উক্ত পরিমাণ পূঁজী যোগান দিতে হবে। কেননা চুক্তির পর কোন একজনের পূঁজী দ্বারা পণ্য খরিদ করার সাথে তা যৌথ হিসেবে প্রত্যেকের মালিকানাধীন হয়ে যায়। সুতরাং অন্যের পূঁজী বিনষ্টের দ্বারা অত্র মালিকানা বিনষ্ট হবে না।

قوله وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ ঃ কেননা শরীকের অংশের ব্যাপারে সে ছিল উকিল। সুতরাং সে যখন তার মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে। সেহেতু অপর শরীক হতে তার অংশ অনুপাতে মূল্য আদায় করার অধিকার থাকবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لَمْ يَخْلِطَا (ض) خَلْطًا হতে মিলান, يُبْضِعَ إِبْضَاعًا হতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পূঁজী বিনিয়োগ করা, نَسِيْئَةً বাকী, خَيَّاط দর্জি, صَبَّاغ রংকারী, রঞ্জক, كَسْب উপার্জন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِنْ لَمْ يَخْلِطَا الخ ঃ যেমন– যায়েদ ও উমর দু'জনে চুক্তি করল যে, তারা সমান মূলধন নিয়ে প্রত্যেকে দু'টি দোকানে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবসা করবে। তবে একে অপরকে সুপরামর্শ দিবে ও লাভ-লোকসান দেখাশুনা করবে। আর বৎসরান্তে উভয় দোকানে যা মুনাফা হবে তা দু'জনে সমহারে বন্টন করে নিবে। এমনটি জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ী ও যুফর (র.) এর মতে নাজায়েয।

قوله دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً الخ ঃ কেননা এমন ও তো হতে পারে যে, উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া আর মুনাফাই হয়নি। সেক্ষেত্রে ব্যবসার অপর শরীক সম্পূর্ণ বঞ্চিত রইল, অংশীদারিত্ব হলনা। আর যৌথ কারবারে এটা নাজায়েয এভাবে ক্ষতির পূর্ণ দায়ভার ও একজনের ওপর আরোপ করা নাজায়েয।

قوله اَنْ يُبْضِعَ الخ ঃ বদাআ'ত বলা হয় কোন ব্যবসায়ীকে এ শর্তে পূঁজী বিনিয়োগ করা যে, প্রথম কিস্তিতে যা মুনাফা হবে তা সম্পূর্ণ বিনিয়োগকারীর প্রাপ্য হবে, ব্যবসায়ীর নয়।

قوله وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً الخ ঃ কেননা মুদারাবা চুক্তি শিরকতের চেয়ে নিম্নস্তরের হওয়ায় তার মধ্যে শামিল হতে পারে।

قوله يُوَكِّلَ عَلَيْهِ الخ ঃ শিরকতের ক্ষেত্রে নিজ হাতে ব্যবসা পরিচালনা করা জরুরী নয়। বরং ব্যাপকতার কারণে কর্মচারী নিয়োগ করে বা কাউকে নিজ উকিল বানিয়ে ও পরিচালনা করতে পারে। এভাবে ঋণ দান করা ও তার বিনিময় বন্ধক গ্রহণ করা, অন্য শ্রমিক নিয়োগ করা, বাকীতে বিক্রি করা ইত্যাদি ব্যবসার জন্য জরুরী কাজসমূহ আঞ্জাম দেওয়ার অধিকার থাকবে।

قوله يَدُهٗ يَدُ اَمَانَةٍ ঃ অর্থাৎ শরীকগণ আমানতদার হিসেবে ব্যবসার সর্বপ্রকার দ্রব্য, উপকরণ, মুনাফা ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে। অত্র দায়িত্ব পালনসত্বে যদি কারো নিকট হতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে সে তার জন্যে দায়ী হবে না। এটাই আমানতের বিধান।

قوله شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ الخ ঃ صَنَائِع ـ صَنَاعَة এর বহুঃ পেশা কারিগরিকর্ম।

সংজ্ঞাঃ একাধিক পেশাজীবি বা শ্রমিক একত্রে কোন কাজ আঞ্জাম প্রদান করে তার পারিশ্রমিক পরস্পর নির্ধারিত হারে বন্টন করে নেয়ার চুক্তিকে শিরকতে সানায়ে' বলে। এক্ষেত্রে কোন কারণ বশতঃ যদি বিশেষ কোন একজন অংশগ্রহণ না করে তথাপি সে পারিশ্রমিকের অংশ পাবে। এতে সকলের পারিশ্রমিকও কাজ এক হওয়া জরুরী নয়।

وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوْهِهِمَا وَيَبِيْعَا فَتَصِحُّ الشِّرْكَةُ عَلَى هٰذَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِيْمَا يَشْتَرِى فَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُوْنَ الْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِيْهِ وَإِنْ شَرَطَا الْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ وَلَاتَجُوْزُ الشِّرْكَةُ فِى الْإِحْتِطَابِ وَالْإِحْتِشَاشِ وَالْإِصْطِيَادِ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوِ احْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِى عَلَيْهَا الْمَاءُ وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحَّ الشِّرْكَةُ وَالكسبُ كُلُّهُ لِلَّذِىْ اسْتَقَى الْمَاءَ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ فِيْهَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ أَوِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّىَ زَكٰوةَ مَالِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّىَ زَكٰوةً فَأَدّٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالثَّانِى ضَامِنٌ سَوَاءٌ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْلَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ ـ

অনুবাদ ॥ শিরকতে উজূহ ঃ ১. শিরকতে উজূহ হল– পূঁজী বিহীন দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তি এ মর্মে কারবারে শরীক হওয়া যে, তারা তাদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের ভিত্তিতে (বাকীতে) পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে। এ ধরনের শিরকত বৈধ। এতে প্রত্যেকে যা কিনবে তাতে একে অপরের উকীল সাব্যস্ত হবে। ২. দু'জনে যদি ক্রীত পণ্য উভয়ের মাঝে সর্বাধিক হারে হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করে তাহলে লভ্যাংশ ও তদরূপ হবে। (উক্ত হারের চেয়ে) কম-বেশী করা জায়েয নেই। আর উভয়ে ক্রীতপণ্য যদি $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৩}$ হওয়ার শর্ত করে তাহলে মুনাফাও তদরূপ বন্টিত হবে।

ফাসেদ শিরকতও তার বিধান ঃ ১. কাঠ সংগ্রহ করা, ঘাস কাটা ও শিকার করার ব্যাপারে যৌথ কাজ করা নাজায়েয। (সুতরাং) তন্মধ্য যে কেউ যা শিকার করবে বা কাঠ সংগ্রহ করবে তা তার জন্যেই গণ্য হবে। অন্যের জন্যে নয়। ২. যদি এমন দু'ব্যক্তি যৌথ কাজ করে যাদের একজনের রয়েছে খচ্চর আর একজনের রয়েছে মশক। উভয়ের সমন্বয়ে পানি উত্তোলন করে উপার্জিত অর্থ উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। তাদের এ শিরকত শুদ্ধ হবে না। এক্ষেত্রে পূর্ণ আয় পানি উত্তোলনকারীর প্রাপ্য হবে। আর খচ্চরের স্বাভাবিক কেরায়া তার ওপর বর্তাবে। ফাসেদ শিরকতের সকল ক্ষেত্রে অংশীদারগণ নিজ নিজ পূঁজী অনুপাতে মুনাফা পাবে। আর কমবেশীর শর্ত বাতিল গণ্য হবে। ৪. যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজন মারা যায় বা ধর্ম ত্যাগ করে দারুল হরবে অবস্থান করে তাহলে শিরকত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ৫. এক শরীকের জন্য অপর শরীকের মালের যাকাত আদায় করা তার অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়। শরীকদ্বয়ের একে অপরকে যদি তার মালের যাকাত আদায়ের অনুমতি দিয়ে থাকে ফলে প্রত্যেকে (অন্যের) যাকাত আদায় করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা(র.)-এর মতে দ্বিতীয় ব্যক্তি দায়ী সাব্যস্ত হবে। চাই সে প্রথম জনের আদায়ের সংবাদ জানুক বা নাজানুক। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– যদি না জেনে থাকে তাহলে দায়ী হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষন ঃ وُجُوْه ـ وَجَاهَة হতে গঠিত মর্যাদা, সম্ভ্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থে, إِحْتِطَاب কাষ্ঠ সংগ্রহ, إحْتِشَاش ঘাস সংগ্রহ করা, إِصْطِيَاد: শিকার করা, بَغْل খচ্চর, رَاوِيَة মশক, চামড়ার পানি বহনের পাত্র, يَسْتَقِى اِسْتِقَاء পানি উঠান, اِرْتَدَّ اِرْتِدَادًا ধর্ম ত্যাগ হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ وَاَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ الخ সংজ্ঞা ঃ পুঁজীবিহীন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজ নিজ মর্যাদা ও প্রভাবের ভিত্তিতে বাকীতে ব্যবসার পণ্য নিয়ে ব্যবসা করার পর মুনাফা নিজেদের মাঝে বন্টন করে নেয়ার চুক্তিতে শিরকতে উজূহ বলে। হানাফীগণের মতে এটা জায়েয, তবে বাকী তিন ইমামের মতে নাযায়েয।

قوله وَلَايَجُوْزُ الشَّرِكَةُ الخ ঃ এখান থেকে শিরকতের ফায়েদা বর্ণনা করা হয়েছে। যে শিরকতে যৌথ কারবার শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় না তাকে শিরকতে ফাসেদা (অশুদ্ধ শিরকত) বলে।

যে সকল বস্তু মৌলিকভাবে সবার জন্যে মোবাহ مُبَاحُ الْاَصْلِ যেমন বনের কাষ্ঠ (জ্বালানী) ঘাস, পানি, শিকার প্রভৃতি, এসব সংগ্রহের ব্যাপারে শিরকত চুক্তি সহীহ নয়। কেননা শিরকতের মধ্যে ওকালাত বা দায়বদ্ধতা থাকে। আর সমধিকারী বস্তুর মধ্যে দায়বদ্ধতা কল্পনা করা যায় না। কেননা মুয়াক্কিল নিজেই যখন মালিক নয়। সুতরাং উকিল বানাবে কিসের ওপর ভিত্তি করে?

قوله وَلِاَحَدِهِمَا بَغْلٌ الخ ঃ এটাও নাজায়েয হওয়ার কারণ ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাধীন না হওয়া। এক্ষেত্রে পানি উত্তোলনকারীই সমস্ত পানির হক্বদার হবে। আর উত্তোলনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বা সহায়তাকারী ব্যক্তি ভাড়া বা পারিশ্রমিক পাবে মাত্র।

قوله وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ الخ ঃ কোন কারণে যৌথ কারবারচুক্তি অশুদ্ধ (ফাসেদ) হলে তার মুনাফা পুঁজী বা মাল অনুপাতে বন্টিত হবে। কারো জন্যে মালের অংশের চেয়ে বেশী শর্ত থাকলে তা অগ্রাহ্য হবে। যদি একজনের সমস্ত পুঁজী হয় তাহলে সে একাই সমস্ত মুনাফা পাবে। আর বাকী শরীকগণ তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে। কিনয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একজন নৌকার মালিক যদি তার সাথে এশর্তে চারজন কে শরীক করে যে, যা কেরায়া (ভাড়া) পাওয়া যাবে খরচবাদ তার পঞ্চমাংশ মালিকের। আর অবশিষ্ট চার অংশ চারজনের মাঝে বন্টিত হবে। তাহলে এ চুক্তি ফাসেদ গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পূর্ণ ভাড়া মালিক পাবে। আর উক্ত চার ব্যক্তি প্রচলিত মজুরী পাবে।

قوله اَنْ يُؤَدِّىْ زَكٰوتَهُ الخ ঃ এক শরীক অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া তার মালের যাকাত আদায় করতে পারবেনা। কেননা কেবল ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের উকীল হিসেবে একে অন্যের মালের মধ্যে تصرف তথা অধিকার চর্চা করতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আর যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকে একে অপরকে যাকাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করে। ফলে একে অন্যের যাকাত আদায় করে তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে পরে যাকাত আদায়কারী এর জামিন বা দায়ী হবে। চাই অপরজনের যাকাত আদায়ের সংবাদ জানুক বা না। কেননা প্রথম জনের আদায়ের দ্বারা তার ফরয শেষ হয়ে গেছে। অতএব দ্বিতীয় জনের আদায় করাটা মাল বিনষ্টের নামান্তর। আর মাল বিনষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ আরোপিত হয়। আর সাহিবাইন (র.) এর মতে না জানার ক্ষেত্রে দায়ী হবে না। কারণ না জানার ক্ষেত্রে সে নিজেকে আদেশ প্রাপ্ত জ্ঞান করে আদায় করেছে। অতএব তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ হবে না। আর উভয়ে যদি একই সাথে আদায় করে থাকে তাহলে উভয়ে দায়ী হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের পরিমাণ সমান হলে مُقَاصَّة তথা পরস্পর কাটাকাটি করে নিবে। আর কারো অংশ বেশী হলে সে অপরের থেকে তা উসূল করে নিবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। شركة কাকে বলে? শিরকত প্রথমতঃ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা লিখ।

২। شركة فاسدة এর পরিচয় দাও, উহার বিধান ও উদাহরণ লিখ।

৩। শিরকত উকূদ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা লিখ।

৪। وَاِنِ اشْتَرٰى اَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الْاٰخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا عَلٰى مَاشَرَطَا ويرجع على شريكه بحصته عن ثمنه উপরোক্ত ইবারতের অর্থ লিখ ও উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৫। যৌথ ব্যবসার নামে বর্তমান প্রচলিত নেট ওয়ার্ক ব্যবসা সম্পর্কে যা জান লিখ।

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

اَلْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ عَلَى الشِّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِ الشَّرِيْكَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْاٰخَرِ وَلَاتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ اِلَّا بِالْمَالِ الَّذِىْ بَيَّنَّا اَنَّ الشِّرْكَةَ تَصِحُّ بِهٖ وَمِنْ شَرْطِهَا اَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَايَسْتَحِقُّ اَحَدُهُمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْمَالُ مُسَلَّمًا اِلَى الْمُضَارِبِ وَلَايَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيْهِ ـ

মুদারাবা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ মুদারাবার সংজ্ঞা ও শর্তাবলী ঃ ১. দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তির মুনাফায় অংশীদারিত্বের চুক্তিকে মুদারাবা বলে। একজনের পূঁজী ও অন্যজনের শ্রমের মাধ্যমে পূর্বে যে ধরনের মাল দ্বারা শিরকত শুদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছি তাছাড়া মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শিরকতের ন্যায় মূলধন টাকা পয়সা বা তার স্থলা ভিত্তিক বস্তু হওয়া জরুরী। মুদারাবার আরো কতিপয় শর্ত হলো– (ক) মুনাফা উভয়ের মাঝে যৌথ হওয়া। যাতে কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণের হক্বদার না হয়, (খ) কারবারের পূঁজী মুদারিবের (সমার্পিত) হওয়া জরুরী, যাতে রব্বুলমালের (অর্থ বিনিয়োগকারীর) কোন কর্তৃত্ব না থাকে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُضَارَبَةٌ ـ ضَرْبٌ হতে গৃহীত। অর্থ মারা, চলা-ফেরা করা, দৃষ্টান্ত পেশ করা। এর মধ্যে আয়-উপার্জনের জন্যে মুদারিব অন্যের পূঁজী নিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলাফেরা করে এ অর্থের প্রতিলক্ষ রেখে مضاربة শব্দ গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যে অর্থ বিনিয়োগ করে তাকে রব্বুল মাল ও উক্ত অর্থ বা মূলধনকে রা'সুল মাল, আর কারবারীকে মুদারিব বলে। رِبْحٌ লাভ, মুনাফা مُشَاعًا যৌথ, শরীকী. مُسَمَّاةً নির্দিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ الخ ঃ মুদারাবা কারবারে ও যেহেতু অর্থ বিনিয়োগকারী ও কারবারীর মধ্যে মুনাফায় শিরকত থাকে। এ কারণে শিরকতের পরে এটা উল্লেখিত হয়েছে। অনেক বিত্তবান ব্যক্তি এমন আছে যারা বিভিন্ন ব্যস্ততা বা বুদ্ধির স্বল্পতার দরুন কারবার করতে পারে না। আবার একজনের প্রচুর বুদ্ধি ও প্রয়োগ সুবিধা আছে; কিন্তু পূঁজীর অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায় না। এ দু'শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা তথা একজনের পূঁজী ও আরেকজনের শ্রমের মাধ্যমে মুনাফায় অংশীদারিত্ব চুক্তিকে মুদারাবা বলে।

ইসলামী অর্থনীতিতে এ ব্যবসা অনুমোদিত। সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর মধ্যে হযরত উমর, উসমান ও আবু মূসা আশআরী (র.) সহ অনেকের থেকে মুদারাবা ব্যবসায় জড়িত থাকা প্রমাণিত আছে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মুদারাবা ঃ ব্যাংকিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে প্রায় সকল দেশেই মহাজনি সূদী কারবার প্রচলিত ছিল। অর্থ-পূঁজীহীন মানুষ বিত্তবান মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সূদের বিনিময় টাকা ধার আনত। কেউ বা তা নিজের কাজে ব্যয় করত। আবার কেউ ব্যবসায় লাগাত। এতে এক শ্রেণীর মানুষ সূদের চড়া মাশুল দিয়ে সর্বস্বহারা হত। আরেক শ্রেণীর লোক অর্থের পাহাড় গড়ত। পরবর্তীতে এটাকে সহজ ও সহনীয় করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্যাংকিং ব্যস্থা চালু হয়। কিন্তু এতে ও কোন কোন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান নামকা ওয়াস্তে সেবার নামে নিরীহ জনগণকে শোষণ করে চলেছে। ইসলামে এহেন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মুদারাবা চুক্তি একটি বিশেষ সময়োপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। যাতে কারবারী (মুদারিব) ও অর্থ যোগানদাতা এককভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হতে না পারে। (বর্তমান প্রচলিত আল আরাফা ও ইসলামী ব্যাংক কিছুটা এ পথে অগ্রসর হয়েছে, এতে তারা লাভবানও হচ্ছে।)

قوله اَنْ يَكُوْنَ مُشَاعًا ঃ অর্থাৎ লভ্যাংশ বা মুনাফা কারো জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ না হয়ে উভয়ের মাঝে যৌথ হতে হবে। তবে এর হার উভয়পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করে নিবে।

فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ وَيُسَافِرَ وَيُبْضِعَ وَيُوَكِّلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذٰلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ - إِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْفِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْلَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذٰلِكَ وَكَذٰلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا جَازَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ بِمُضِيِّهَا وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَبَ رَبِّ الْمَالِ وَلَا اِبْنَهُ وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ -

অনুবাদ ॥ মুদারাবার প্রকারভেদও বিধান ঃ শর্তহীনভাবে মুদারাবা সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে মুদারিবের জন্যে (ইচ্ছেমত) পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা, অন্য এলাকায় যেয়ে কারবার করা, বাদাআ'ত আকারে প্রদান করা এবং (পরিচালনার জন্যে) উকিল নিয়োগ করা জায়েয। মুদারাবা স্বরূপ পূঁজী বিনিয়োগ করার অধিকার তার নেই। তবে বিনিয়োগকারী যদি তাকে এর অনুমতি দেয় বা বলে যে, তোমার ইচ্ছে মত তুমি কারবার কর তাহলে জায়েয। ২. বিনিয়োগকারী যদি কোন এক শহরে কারবারের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়, বা ব্যবসার পণ্য নির্ধারণ করে দেয় তাহলে মুদারিবের জন্যে তা লংঘন করা জায়েয হবে না। এরূপে যদি কারবারের জন্যে মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়, তা জায়েয হবে এবং মেয়াদ পেরিয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুদারিবের জন্যে রব্বুলমালের পিতা-পুত্র বা এমন কাউকে (ব্যবসার উদ্দেশ্যে) ক্রয় করা জায়েয হবে না যে রব্বুল মালের পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়। এতদ্বসত্ত্বে যদি খরিদ করে তাহলে সে ব্যক্তিগত জরুরতে খরিদকারীগণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُطْلَقَةً শর্তহীনভাবে, يُبْضِعَ বাদাআ'ত চুক্তিতে দেয়া। অর্থাৎ ব্যবসার জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করে প্রথম কিস্তির পূর্ণ মুনাফা বিনিয়োগ কর্তার জন্যে শর্ত করা, سِلْعَةٌ পণ্য-দ্রব্য, أَنْ يَتَجَاوَزَ লংঘন করা, إِنْ وَقَّتَ যদি নির্ধারণ করে দেয়, لِنَفْسِهِ নিজের জন্যে, তার ব্যক্তিগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَإِذَا صَحَّتْ الخ ঃ অর্থাৎ মুদারাবা চুক্তি যদি কোন স্থান বা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ না হয় এবং কোন্ জিনিসের ব্যবসা করবে তা নির্দিষ্ট না করে দেয়।

قوله جَازَ ঃ কেননা শর্তহীন মুদারাবা অধিকার প্রয়োগের সকল দিককে শামিল করে নেয়, একারণে সে সকল ধরনের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

قوله يُبْضِعَ الخ ঃ বাদাআ'ত ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাদাআ'তের মধ্যে শ্রমদাতা প্রথম কিস্তি ব্যবসার কোন মুনাফা পায় না। আর মুদারাবার মধ্যে পায়। চাইতা কম হোকবা বেশী।

قوله وَإِنْ خَصَّ الخ ঃ এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, রব্বুলমাল (পূঁজী বিনিয়োগকারী) যদি এরূপ শর্ত লাগায় যাতে তার লাভ থাকে; যেমন- বলল অমুক শহরে বা অমুক বস্তুর ব্যবসা করতে হবে ইত্যাদি তাহলে তা জায়েয। ব্যবসায় লোকসান হলে সে দায়ী হবে। এর ক্ষতিপূরণ দেয়া তার ওপর ওয়াজিব হবে। আর যে শর্তে রব্বুল মালের লাভ নেই সে শর্ত অবৈধ গণ্য হবে। সুতরাং তার পাবন্দী করা মুদারিবের ওপর জরুরী নয়।

قوله وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الخ ঃ কেননা মুদারাবা চুক্তির উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা, যা মুদারাবার পূঁজী দ্বারা কোন বস্তু খরিদ করে পুনরায় বিক্রি করার ওপর নির্ভর করে। আর মুদারিব যদি তার যবিল আরহাম তথা রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে খরিদ করে তাহলে সাথে সাথে সে আযাদ হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন- مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ সুতরাং তাকে বিক্রি করা দুরস্ত হবে না। ফলে মুদারাবার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হবে।

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمْ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا وَيَسْعَى الْمُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ وَلَا بِتَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي حَتَّى يَرْبَحَ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ ـ

অনুবাদ ॥ ৩. মুদরাবা বাবদ নয়। আর পূঁজীর সাথে যদি মুনাফা ও শামিল থাকে তাহলে মুদারিবের জন্যে এমন কাউকে খরিদ করা জায়েয হবে না যে খরিদের সাথে সাথে তার থেকে আযাদ হয়ে যাবে। তথাপি যদি খরিদ করে তাহলে সে মুদারাবা পূঁজী ক্ষতির জন্য দায়ী হবে। আর পূঁজীর সাথে যদি মুনাফাযুক্ত না হয় তাহলে তার জন্যে তাদিগকে খরিদ করা জায়েয। এতে যদি তাদের দাম বেড়ে যায় তাহলে তার অংশ পরিমাণ আযাদ হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে আযাদ হওয়া দাস-দাসী রব্বুলমালকে তার ভাগ পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্যে চেষ্টা করবে। ৪. মুদারিব যদি রব্বুলমালের বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে মুদারাবা স্বরূপ পূঁজী প্রদান করে তাহলে সে কেবল প্রদান করার কিংবা দ্বিতীয় মুদারিব তা কাজে খাটানোর কারণে দায়ী সাব্যস্ত হবে না, বরং দ্বিতীয় মুদারিব যখন কিছু মুনাফা অর্জন করবে তখন প্রথম মুদারিব রব্বুল মালের জন্যে মালের জামিন হবে। ৫. মুদারিব যদি মুদারাবার পূঁজীকে রব্বুল মালের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মুদারাবা স্বরূপ প্রদান করে তাহলে সে শুধু প্রদানের কারণে বা দ্বিতীয় মুদারিবের ব্যবসায় খাটানোর জন্যে দায়ী হবে না যতক্ষণ না সে মুনাফা অর্জন করবে। সুতরাং যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন প্রথম মুদারিব রব্বুল মালের নিকট তার পূঁজীর ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ يَسْعَى চেষ্টা করবে, اَلْمُعْتَقُ মুক্ত, نَصِيبُهُ তার অংশ, لَمْ يَأْذَنْ অনুমতি না দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَ الخ ঃ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুদারাবার পূঁজী দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুনাফা অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদারাবার সকল মাল রব্বুল মালের মালিকানায় থাকে। এ কারণে তাদ্বারা যদি মুদারিব তার যবিল আরহামের কোন গোলাম-বাঁদী খরিদ করে তাহলে তার ওপর মুদারিবের মালিকানা না পাওয়া যাওয়ার কারণে সে আযাদ হবে না। অতএব তাকে বিক্রি করা জায়েয হবে। আর যদি মুনাফা হাসিলের পরে খরিদ করে তাহলে তার মুনাফার হারানুপাতে সে গোলামের যতটুকু অংশের মালিক হবে সে পরিমাণ আযাদ হয়ে যাবে। ফলে দ্বিতীয়বার তাকে বিক্রি করা জায়েয হবে না। অতএব উক্ত গোলাম খরিদ করার কারণে মুদারাবার যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন হল সে পরিমাণ তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

قوله عَتَقَ نَصِيبُهُ الخ ঃ যেমন মুদারিব যবিল আরহামের মধ্য হতে কোন গোলামকে এক হাজার টাকায় খরিদ করল। তার মূল্য দু'হাজার টাকায় হওয়ার পর গোলাম মুদারিবের পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট ভাগের জন্যে উক্ত গোলাম যে কোন উপায়ে উপার্জন করে রব্বুলমালকে দেড় হাজার টাকা পরিশোধ করে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মুদারিবের ওপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবেনা। কারণ তার মূল্য বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুদারিবের কোন ভূমিকা ছিল না। সুতরাং তার ওপর কোন দায়ভার বর্তাবেনা।

قوله لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ الخ এটা সাহিবাইনের অভিমত। কারো কারো মতে এর ওপরে ফতোয়া। আর হাসান (র.)-এর বর্ণনামতে আবু হানীফা (র.)-এর মত হল দ্বিতীয় মুদারিব মুনাফা হাসিল না করা পর্যন্ত প্রথম মুদারিবের ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবেনা। ইমাম যুফর (রঃ) ও এক বর্ণনায় আবু ইউসুফ (র.) এবং আয়েম্মায়ে ছালাছা (র.)-এর মতে শুধু পূঁজী বিনিয়োগের দ্বারাই ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। কেননা মুদারিবের জন্যে অদীআত বা আমানত স্বরূপ পূঁজী অর্পনের অধিকার থাকে; মুদারাবা স্বরূপ নয়।

وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُضَارَبَةً فَدَفَعَهَا بِالثُّلُثِ جَازَ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَنَّ مَا رَزَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ قَالَ عَلٰى أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللّٰهُ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ فَإِنْ قَالَ عَلٰى أَنَّ مَا رَزَقَ اللّٰهُ فَلِي نِصْفُهُ فَدَفَعَ الْمَالَ إِلٰى اٰخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ وَلَاشَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيِ الرِّبْحِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي مِقْدَارَ سُدُسِ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ ـ

অনুবাদ ॥ ৫. রব্বুল মাল যদি মুদারিবকে আধাআধি মুনাফার শর্তে পূঁজী বিনিয়োগ করে এবং সে অন্য কাউকে মুদারাবা স্বরূপ প্রদানের অনুমতি প্রদান করে। ফলে সে তৃতীয়াংশ মুনাফার শর্তে অন্য কাউকে দেয় তাহলে তা জায়েয। এক্ষেত্রে মালিক যদি তাকে বলে থাকে যে, "আল্লাহ যা রিযিক দেন আমাদের দুজনের মাঝে তা আধাআধি হারে বন্টিত হবে। তাহলে পূঁজী মালিকের জন্য মোট মুনাফার অর্ধেক, দ্বিতীয় মুদারিবের জন্যে মুনাফার এক তৃতীয়াংশ, আর প্রথম মুদারিবের জন্যে হবে একষষ্ঠাংশ। আর যদি বলে থাকে যে, আল্লাহপাক এতে তোমাকে যা রিযিক দেন তা আমাদের উভয়ের মাঝে আধাআধি হারে হবে।" এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুদারিব পাবে $\frac{1}{3}$ অংশ। আর অবশিষ্ট যা থাকে তা তাদের দুজনের মাঝে অর্ধাঅর্ধি হারে বন্টিত হবে। আর যদি বলে আল্লাহ যা রিযিক দিবেন তার অর্ধেক আমার হবে। অতঃপর সে অর্ধাঅর্ধি হারে অন্যের নিকট মুদারাবা স্বরূপ দিল, তাহলে দ্বিতীয়জন অর্ধ মুনাফা পাবে। আর পূঁজীবদাতারা পাবে অর্ধ মুনাফা। এতে প্রথম মুদাবির কোন অংশ পাবে না। আর দ্বিতীয় মুদারিবের জন্যে যদি $\frac{2}{3}$ অংশ মুনাফা শর্ত করে তাহলে পূঁজীদাতা পাবে অর্ধ মুনাফা আর দ্বিতীয় মুদারিব পাবে অর্ধ মুনাফা। এক্ষেত্রে প্রথম মুদারিব দ্বিতীয় মুদারিবের জন্যে তার মাল হতে মুনাফার $\frac{1}{6}$ অংশ প্রদানে দায়বদ্ধ হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يَرْبَحُ মুনাফা অর্জন করবে, اَلسُّدُسُ ছয় ভাগের এক ভাগ বা $\frac{1}{6}$ اَلثُّلُثُ এক তৃতীয়াংশ বা $\frac{1}{3}$ ثُلُثَيْ দুই তৃতীয়াংশ বা $\frac{2}{3}$।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله أَنَّ مَارَزَقَ اللّٰهُ الخ ঃ এক্ষেত্রে পূঁজীমালিক যেহেতু "ما" দ্বারা মুনাফাটা আ'ম (ব্যাপক) রেখেছেন সেহেতু সে পূর্ণ মুনাফার অর্ধেক পাবে। বাকী অর্ধেক হতে দ্বিতীয় মুদারিবের জন্যে যা নির্ধারণ করা হয়েছে সে তা গ্রহণ করবে। কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা প্রথম মুদারিব নিবে। আর পূঁজীদাতাকে তার অংশ দেয়ার পর যা থাকে তাতে দ্বিতীয় মুদারিবের অংশের ঘাটতি পড়লে প্রথম মুদারিব তার ব্যক্তিগত সম্পদ হতে তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে। পূঁজীদাতা যদি বলে مَارَزَقَكَ اللّٰهُ অর্থাৎ তার অর্জিত মুনাফা খাছ করে, তাহলে দ্বিতীয় মুদারিব ধার্যকৃত মুনাফা গ্রহণের পর প্রথম মুদারিব যা পাবে পূঁজীদাতা তার থেকে ধার্যকৃত মুনাফা গ্রহণ করবে।

وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبُ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوْضٌ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ قَدْ نَضَّتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهَا وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُوْنٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيْهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُوْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْتِضَاءُ وَيُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الْاِقْتِضَاءِ۔ وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِ دُوْنَ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ تَرَادَّ الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَقَصَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنِ الْمُضَارِبُ وَإِنْ كَانَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ وَيَجُوْزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيْعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ۔

অনুবাদ॥ মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের কারণ ও তার বিধান ঃ ১. পূঁজীদাতা (রব্বুল মাল) বা মুদারিব মারা গেলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ২. পূঁজীদাতা যদি ইসলামত্যাগী হয়ে দারুল হরবে আশ্রয় নেয় তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। ৩. পূঁজীদাতা মুদারিবকে যদি অব্যহতি দেয়। আর সে এ ব্যাপারে অবগত না হওয়ার ফলে বেচা-কেনা করে। তাহলে কারবার বৈধ গণ্য হবে। যদি সে তার অব্যহতির ব্যাপারে এমন সময় অবগত হয় যখন পূঁজী ব্যবসা পণ্যের মধ্যে তার কাছে আবদ্ধ রয়েছে তাহলে তার জন্যে তা বিক্রি করার অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুতি তার জন্যে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে তার মূল্য দ্বারা অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা তার জন্যে বৈধ হবে না। আর যদি মূলধন দীনার বা দেরহাম নগদ অর্থ রূপে তার কাছে থাকা অবস্থায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাহলে তার জন্যে আর উক্ত অর্থে কোনরূপ অধিকার চর্চা করার অধিকার থাকবেনা। ৪. পূঁজীদাতা ও মুদারিব যদি পূঁজী ঋণ স্বরূপ পড়ে থাকা অবস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মুদারিব পূর্বে (ব্যবসায়) মুনাফা হাসিল করে থাকে। তাহলে হাকিম তাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করবেন। আর যদি ব্যবসায় মুনাফা না হয়ে থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। বরং তাকে বলা হবে যে, পূঁজীদাতাকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে উকিল নিয়োগ কর।

মুদারাবায় লোকসান প্রসঙ্গ ঃ ১. মুদারাবায় যা লোকসান হবে তা মুনাফা হতে (কর্তন) যাবে। পূঁজী হতে নয়। যদি মুনাফার চেয়ে অধিক হয় তাহলে সে ব্যাপারে মুদারিবের ওপর দায়ভার বর্তাবে না। ২. যদি উভয়ে মুনাফা বন্টন করে নেয়। আর মুদারাবা স্বঅবস্থায় চালু থাকে এরপর সমস্ত পূঁজী বা কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে উভয়ে নিজ নিজ লভ্যাংশ ফেরত করবে। যাতে পূঁজীদাতা তার পূঁজী উঠিয়ে নিতে পারে। এর পর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তা উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। আর পূঁজী হতে কম হলে মুদারিব তার জন্যে দায়বদ্ধ নয়। ৩. যদি মুনাফা ভাগ করে নেয়ার পর উভয়ে মুদারাবা চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর পুনরায় তারা মুদারাবা চুক্তিবদ্ধ হয়, আর পূঁজী ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে উভয়ে পূর্বের মুনাফা ফেরত করবে না। ৪. মুদারিবের জন্যে নগদ ও বাকী মাল বিক্রি করার অধিকার আছে। তবে মুদারাবার পণ্যভূক্ত গোলাম বা বাদীকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার নেই।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِرْتَدَّ - اِرْتِدَادًا হতে মুরতাদ হওয়া/ ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা, لُحُوْق মিলিত হয় অর্থে, دَارُ الْحَرْبِ অমুসলিম রাষ্ট্র, عَزَلَ (ض) اَلْعَزْلُ হতে বরখাস্ত করা, অব্যহতি দেয়া, পৃথক করা, عُرُوْض আসবাব, সামগ্রী, قَدْ نَضَّتْ (ض) اَلنَّضُّ হতে, সামগ্রীর পর নগদ হওয়া, اِقْتِضَاء তাগাদা করা, চাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ কেননা রব্বুল মাল ও মুদারিব যথাক্রমে মুওয়াক্কেল ও উকীলের মর্যাদা রাখে। আর ওয়াকালাত অটুট থাকার জন্যে উভয়ের জীবিত থাকা শর্ত। এভাবে মুরতাদ হওয়া মৃত্যু তুল্য। আদালত যদি কারো মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তাহলে তার কর্তব্য হল তার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি ওয়ারিসদের বন্টন করে দেয়া। এ কারণে তার সাথে মুদারাবা চুক্তি ও বাতিল হয়ে থাকে।

قوله وَاِنْ عَزَلَ الخ ঃ মুদারিব রব্বুল মালের পক্ষ হতে উকিল গণ্য হয়। আর স্বেচ্ছায় উকিলকে অব্যাহতি দিলে তা প্রযোজ্য হওয়ার জন্যে তার অবগতি জরুরী। সুতরাং এর পূর্বে তার সকল কারবার মুওয়াক্কিলের পক্ষহতে ধর্তব্য হবে। আর অব্যাহতির অবগত হওয়া কালে যদি তার হাতে নগদ অর্থ না থাকে তাহলে পণ্য-সামগ্রী বিক্রি না করা পর্যন্ত অব্যহতি মওকুফ থাকবে। কারণ তার লভ্যাংশের সাথে রব্বুল মালের হক্ব জড়িত রয়েছে। সুতরাং হাতে আসার পর তা বন্টনের দ্বারাই পৃথক হওয়া সম্ভব। অতএব সে নগদ অর্থ হাতে আসা পর্যন্ত স্বীয় দায়িত্বে বহাল থাকবে।

قوله وَاِذَا افْتَرَقَا الخ ঃ অর্থাৎ মুদারাবা চুক্তি রহিত করণের পর যদি রব্বুল মাল ও মুদারিব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর এ সময় মুদারাবার পূঁজী কারো নিকট ঋণ থাকে এবং মুদারিবের ব্যবসায় মুনাফা হাসিল হয়ে থাকে। তাহলে মুদারিবকে ঋণ উসূলের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। কারণ মুনাফা গ্রহণের দ্বারা তার পারিশ্রমিক মিলেছে। অতএব তার কাজ পূর্ণ করা কর্তব্য। আর ঋণ উসূলের দ্বারাই তা পূর্ণ হবে।

আর ব্যবসায় মুনাফা না হয়ে থাকলে মুদারিবকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ মুদারিব এক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দাতার ন্যায়। আর বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দাতা (مُتَبَرِّعْ) কে বাধ্য করা যায় না। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ঋণ আদায়ের ব্যাপারে রব্বুল মালকে উকিল বানাবে। যাতে তার মাল নষ্ট না হয়। কেননা ঋণের সম্পর্ক যেহেতু মুদারিবের সাথে। সুতরাং সে উকিল না বানান পর্যন্ত এ দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে না।

قوله فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِ الخ ঃ কেননা মুনাফা হল আসল মালের তাবে' (অনুগামী)। অতএব লোকসানের সম্বন্ধ প্রথমতঃ তাবে'র সাথে হওয়াই বাঞ্ছণীয়।

قوله تَرَادَّ الرِّبْحَ الخ ঃ কেননা পূঁজী নষ্ট হওয়ার দ্বারা বুঝা গেল যে, তারা যে মুনাফা পেয়েছে তা মূলতঃ মুনাফা নয় বরং পূঁজী। কারণ মুনাফা তো ধরা হয় পূঁজী বিদ্যমান থাকার পর। অতএব এখন তা ফেরত দেয়া কর্তব্য। আর সম্পূর্ণ মাল বিনষ্ট হলে মুদারিবের ওপর দায়ভার না বর্তানোর কারণ এই যে, পূঁজী মুদারিবের হাতে আমানত স্বরূপ থাকে। আর আমানতের মাল নষ্ট হলে আমানতদার তার জন্য দায়ী হয় না।

قوله بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ ঃ কেননা ব্যবসার মধ্যে উভয় প্রকার বিক্রি সচরাচর হয়ে থাকে। অতএব স্বাভাবিকভাবে তার উভয় প্রকার ক্ষমতা থাকবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। مضاربة (মুদারাবা) চুক্তি কাকে বলে? উহার বিধান কি?

২। مضاربة চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ ও বিধান উল্লেখ কর।

৩। مضاربة চুক্তিতে লোকসান হলে করণীয় কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। মুদারিরেব অধিকার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। ব্যাংকিক ব্যবস্থা ও মুদারাবা পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লিখ।

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

كُلُّ عَقْدٍ جَازَ اَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ جَازَ اَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِيفَاءِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَاتَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَقَالَ اَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَايَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا بِرِضَاءِ الْخَصْمِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا اَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ رِضَاءِ الْخَصْمِ -

ওকালত অধ্যায়

অনুবাদ॥ ক্ষেত্র উকিল নিয়োগের ঃ ১. যে সব চুক্তি/কারবার মানুষ নিজে করার অধিকার রাখে সে সব ক্ষেত্রে অন্যকে উকিল বানান জায়েয। ২. সকল প্রকার ন্যায্য পাওনা ও তা প্রমাণিত করার জেরার জন্যে উকিল নিয়োগ করা জায়েয। তবে হজ্জ ও কিয়াসের ক্ষেত্রে জায়েয নয়। কেননা মুওয়াক্কেল নিজে মজলিসে অনুপস্থিত থেকে হুদূদ ও কিসাস আদায়ের জন্যে উকিল বানান দূরস্ত নয়। ৩. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন -বিবাদীর সম্মতি ছাড়া জেরার জন্যে উকিল নিয়োগ করা নাজায়েয। তবে মুওয়াক্কেল অসুস্থ হলে বা তিন বা ততোধিক দিনের দূরত্বে অবস্থান করলে (জায়েয)। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– বিবাদীর সম্মতি ছাড়াও উকিল নিয়োগ করা জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ وَكَالَةً উকিল/ প্রতিনিধি হওয়া বা নিয়োগ করা, اَلتَّوْكِيلُ উকিল নিয়োগ করা, اَلْخُصُومَةُ ঝগড়া, জেরা অর্থে, سَائِرِ সকল, اِثْبَات প্রমাণ করা, اِسْتِيفَاء আদায় করা, حَدٌّ - حُدُوْد এর বহুঃ শরয়ী দণ্ড, قِصَاص অঙ্গ বা জীবনহানির পর অনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ, مَسِيْرَة সফরের দূরত্ব। অন্যের দাবি খণ্ডন করে নিজ পক্ষের দাবি বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাকে خُصُوْمَت বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله كِتَابُ الْوَكَالَةِ ঃ মুদারাবার মধ্যে ওয়াকালাতের কিছু অর্থ প্রকাশ পায়। একারণে মুদারাবার পর ওয়াকালাত পর্ব উল্লেখ করা হয়েছে।

وَكَالَة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থঃ اَلْوَكَالَةُ শব্দটি لَازِمٌ ও مُتَعَدِّي উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থ সংরক্ষণ, সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা। এ অর্থেই আল্লাহর একনাম الوكيل-পরিভাষায়- تَفْوِيْضُ اَحَدٍ اَمْرِهِ لِاٰخَرَ وَإِقَامَتُهُ مُقَامَهُ অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে নিজ কাজ তার দায়িত্বে অর্পন করাকে ওকালাত বলে।

ওকালাতের প্রয়োজনীয়তা ঃ বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যস্ততার দরুন অনেক ক্ষেত্রে নিজে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। আবার সবার সব কাজের যোগ্যতা ও থাকে না। ফলে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার দায়িত্বে নিজ জিম্মাদারী আদায়ের ভার অর্পণ করতে হয়। সুতরাং এর গুরুত্ব ও জরুরত অনুস্বীকার্য।

শরয়ী দৃষ্টিতে ওকালত ও উকিল ঃ শরীআতে যে সমস্ত কাজ জায়েয উক্ত কার্জসমূহ আঞ্জামদান কল্পে উকিল নিয়োগ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কোন কোন কাজে উকিল নিয়োগ প্রমাণিত আছে।

উল্লেখ্য যে, ওকালাত শব্দটি বর্তমান সমাজে এমন এক কাজ ও পেশার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেখানে জায়েয নাজায়েয ও ন্যায় অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা করা হয় না। প্রচুর পারিশ্রমিকের মোহে মুওয়াক্কেলকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট বিষয় উপস্থাপন করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ওকালতী করা হয়। শরীআতে এ জাতীয় ওকালতী সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গোনাহ।

বস্তুত ওকালত এক প্রকার আমানত। সুতরাং নিষ্ঠাও ও সততার সাথে তা আঞ্জাম দিতে হবে। কোন প্রকার মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

ওকালতের প্রকারভেদ ঃ ওকালত দু'ধরনের হতে পারে (ক) নির্দিষ্ট কাজের, (খ) অনির্দিষ্ট কাজের। এর প্রত্যেকটি আবার দু প্রকার। পারিশ্রমিকের বিনিময় ও বিনা পারিশ্রমিকে। উভয়টির বিধান এক। একটির মাত্র বিষয়ে পারিশ্রমিক বিহীন উকিলের দায়িত্ব কম। আর তাহল মুয়াক্কেলের জিনিস বিক্রি করলে উকিলের জন্যে তার মূল্য উসূল করার দায়িত্ব থাকে না।

قوله كُلَّ عَقْدٍ الخ ঃ মুসান্নিফ (রঃ) كُلُّ فِعْلٍ না বলে كُلُّ عَقْدٍ বলেছেন এ কারণে যে, যে فِعْل বা কাজ عَقْد এর মধ্যে দাখিল হয় না সে ব্যাপারে উকিল বানান সহীহ নয়। যেমন নিহতের ওয়ারিসরা স্বয়ং হত্যাকারী থেকে কিসাস নিতে পারে। কিন্তু নিজেরা অনুপস্থিত থেকে অন্যকে উকিল বানিয়ে কিসাস নিতে পারে না। কেননা হুদূদ ও কিসাস সামান্য সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। আর মুওয়াক্কেলের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ হতে ক্ষমা করে দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। নিহতের ওয়ারিসদের ক্ষমার দ্বারা কিসাস রহিত হয়ে যায়।

قوله وَيَجُوْزُ بِالْاِسْتِيْفَاءِ الخ ঃ اِسْتِيْفَاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিজ হক্ব বা অধিকার উসূল করা, আর اِثْبَاتِ حُقُوْق এর উদ্দেশ্য হল অধিকার বা প্রাপ্যের ডিগ্রি করান।

قوله اِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ ঃ হুদূদ ও কিসাস দ্বারা ফৌজদারী মামলা বুঝান হয়েছে। ফৌজদারীও দেওয়ানী উভয় মামলা পরিচালনার জন্যে উকিল নিয়োগ করা জায়েয। তবে ব্যতিক্রম হল استيفاء তথা হক উসূলের ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলায় হক্ব প্রতিষ্ঠিত ও উসূল উভয়ের জন্য উকিল নিয়োগ করা জায়েয। যেমন– সা'দী রুমির নিকট ১০ হাজার টাকার পাওনা দাবি করল। সে তা অস্বীকার করল। পরিশেষে উভয়ে আদালতের শরণাপন্ন হল। এখন মামলা পরিচালনার জন্যে সাদী শিবলীকে উকিল নিয়োগ করল, হাকিম সা'দীর পক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। অতঃপর উক্ত টাকা উসূল বা আদায়ের জন্যে সা'দী পুনরায় শিবলীকে উকিল নিয়োগ করল এবং সে তা রুমীর নিকট উসূল করে স্বীয় মুওয়াক্কেলকে দিল। শরীআতে এটা জায়েয। ফৌজদারী মামলায় হক্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণিত করার জন্যে উকিল নিয়োগ দূরস্ত। কিন্তু উসূলের জন্যে দূরস্ত নয়। যেমন- রাশেদ এমরানকে হত্যা করল। কোর্টে এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হলে এমরানের ওয়ারিসগণ কিসাসের দাবী প্রমাণিত করার লক্ষ্যে বশীরকে উকিল নিয়োগ করল। আর আদালত কিসাসের রায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। এখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় উকিলের উপস্থিতি যথেষ্ট হবে না। বরং মুওয়াক্কেলের উপস্থিতি জরুরী। কারণ আগেই বলা হয়েছে اَلْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ হদ্দ ও কিসাস সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর, এক্ষেত্রে মুওয়াক্কেলের পক্ষ হতে ক্ষমা ঘোষণার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

قوله لَايَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ الخ ঃ কেননা উকিল নিয়োগের অর্থ হল মোয়ামালা বা কাজ অন্যের ওপর ন্যাস্ত করা। আর যার ওপর মোয়ামালা ন্যাস্ত করা হয় তার সম্মতি আবশ্যক।

قوله وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ ঃ সাহিবাইন ও আয়েম্মায় ছালাছা (র.)-এর মতে উকিল নিয়োগের জন্য প্রতিপক্ষের সম্মতি জরুরী নয়। ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দি (র.) এ মতের ওপর ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তবে বিচারক যদি বিশেষ কোন উকিল সম্পর্কে বাদীর হক বিনষ্টের প্রচেষ্টা করার সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বাদীর সম্মতি বা অনুরোধ ক্রমে উকিল পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারেন।

وَمِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ اَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْاَحْكَامُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ وَاِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ اَوِ الْمَاذُوْنُ مِثْلَهُمَا جَازَ وَاِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُوْرًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ اَوْعَبْدًا مَحْجُوْرًا جَازَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوْقُ وَيَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلَيْهِمَا ـ وَالْعُقُوْدُ الَّتِىْ يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ كُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ اِلٰى نَفْسِهِ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْاِجَارَةِ فَحُقُوْقُ ذٰلِكَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيْلِ دُوْنَ الْمُوَكِّلِ فَيُسَلِّمُ الْمَبِيْعَ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِالثَّمَنِ اِذَا اشْتَرٰى وَيَقْبِضُ الْمَبِيْعَ وَيُخَاصِمُ فِى الْعَيْبِ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. উকিল নিয়োগের আরো শর্ত হল– মুওয়াক্কেল এমন লোক হওয়া যে, হস্তক্ষেপ তথা অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে এবং কারবারের বিধানও তার ওপর বর্তায়। ৫. উকিল এমন ব্যক্তি হওয়া জরুরী যে, কারবার সম্পর্কিত জ্ঞান ও এখতিয়ার রাখে। অতএব যদি কোন স্বাধীন বালেগ পুরুষ বা ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম তাদের মত কাউকে উকিল বানায় তাহলে তা জায়েয। যদি এমন হজর আরোপিত বালক যে কারবার বোঝে বা হজর আরোপিত গোলাম কে উকিল বানায় তাও জায়েয। তবে তাদের সাথে (কারবারের) দায়-দায়িত্ব আরোপিত হবে না। বরং তাদের মুওয়াক্কেলের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।

ওকালত চুক্তির প্রকারভেদ ঃ ১. উকিলগণ যে সকল চুক্তি সমাধা করে তা দু'প্রকার (ক) যে সকল কাজ উকিল নিজের দিকে সম্বন্ধ করে যেমন– ক্রয় বিক্রয় ও ইজারা এসবের হক উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। মুওয়াক্কেলের সাথে নয়। অতএব সে ক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তর করবে ও দাম করায়ত্ত করবে। আর ক্রেতা হলে মূল্য পরিশোধ করবে ও পণ্য করায়ত্ত করবে এবং দোষ-ত্রুটি থাকলে সে প্রতিবাদ করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَلْمَاذُوْنَ ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম, مَحْجُوْر হজর আরোপিত যার সম্পর্কে ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, وَكِيْل ـ وُكَلَاء এর বহুঃ يُضِيْفُهُ সম্পর্কিত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ الخ ঃ কেননা, উকিল মুওয়াক্কেল হতে অধিকার খাটানোর ক্ষমতা লাভ করে। সুতরাং মুওয়াক্কেলের মধ্যে এ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

قوله وَيَلْزَمُهُ الْاَحْكَامُ ঃ সুতরাং পাগল ও নাবালেগকে উকিল বানান দূরস্ত নয়। কেননা তাদের উপর শরীআতের বিধান আরোপিত নয়।

قوله مِمَّنْ يَقْصِدُ الْبَيْعَ الخ ঃ অর্থাৎ, এতটুকু জ্ঞান রাখে যে, বিক্রি করলে বিক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তর করে মূল্য করায়ত্ত করতে হয় এবং ক্রয় করলে পণ্য করায়ত্ত করে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এভাবে সে তুলনা মূলক দাম কম বেশী হওয়া সম্পর্কে ও জ্ঞান রাখে।

قوله وَيَقْصِدُ الْبَيْعَ الخ ঃ অর্থাৎ ঠাট্টা মজাক বশতঃ নয়। বরং চূড়ান্ত ও সঠিক অর্থেই ক্রয়-বিক্রয় করে। কেননা শরীআতে স্বাধীন বালেগ এবং কারবারের অনুমতি প্রাপ্ত বালক এবং গোলামের কথা ও কারবার ধর্তব্য হওয়ার কারণে তাদিগকে উকিল বানান জায়েয।

قوله يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الخ ঃ কেননা নাবালেগ ও কারবারের অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের ওপর শরীআতে আরোপিত। অতএব তাদের কারবার জায়েয হলেও তাদের অভিভাবকের ওপর এর দায়ভার বর্তাবে। সুতরাং খিয়ারে আইব বা খিয়ারে রূয়াতের ক্ষমতা বলে ফেরত দিলে বা নিলে তা তাদের উকিলের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ إِلَى مُوَكِّلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ حُقُوْقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُوْنَ الْوَكِيْلِ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيْلَ الْمَرْأَةِ تَسْلِيْمُهَا وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُطَالِبَهُ ثَانِيًا ـ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْئٍ فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُوْلُ إِبْتَعْ لِيْ مَارَأَيْتَ ـ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ وَقَبَضَ الْمَبِيْعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَادَامَ الْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيْلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ ـ

অনুবাদ ॥ ২. আর যে সকল চুক্তি বা কারবারকে উকিল তার মুওয়াক্কেলের প্রতি সম্বন্ধ করে; যেমন– বিবাহ, খোলা' এবং ইচ্ছাকৃত খুনের ব্যাপরে আপোষ-মিমাংসা ইত্যাদি এসবের দায়-দায়িত্ব মুওয়াক্কেলের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। উকিলের সাথে নয়। সুতরাং স্বামীর উকিলের নিকট মহর দাবি করা যাবে না, এবং স্ত্রীর উকিলের ওপর স্ত্রী বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে না। ৩. মুওয়াক্কেল যদি উকিলের নিকট (ক্রেতার প্রদত্ব পণ্যের) মূল্য দাবী করে তাহলে ক্রেতার জন্যে তা বারণ করার বা না দেয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি তাকে দিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয। তখন উকিলের জন্যে ক্রেতার নিকট দ্বিতীয়বার চাওয়ার অধিকার নেই। ৪. কেউ কোন বস্তু ক্রয়ের জন্যে উকিল বানালে তার জন্যে উক্ত বস্তুর শ্রেণী, ধরন (বৈশিষ্ট্য) ও মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করা জরুরী। তবে যদি আম (স্বাভাবিক) উকিল বানায়। আর বলে তোমার বুঝ মত কিছু আমার জন্যে ক্রয় কর (তাহলে শ্রেণী, ধরন ইত্যাদি বলার প্রয়োজন নেই।)

উকিল ও মুওয়াক্কেলের ক্ষমতার সীমা ঃ ১. যদি উকিল কোন পণ্য ক্রয় করে তা করায়ত্ত করে অতঃপর কোন দোষ-ক্রুটি অবগত হয়। তাহলে ক্রীতপণ্য তার করায়ত্তে থাকা পর্যন্ত দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। আর যদি মুওয়াক্কেলের নিকট তা সোপর্দ করে থাকে তাহলে তার অনুমতি ছাড়া ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবেনা। ২. সরফ ও সলম চুক্তির জন্যে উকিল নিয়োগ করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে যদি (সরফের বদল বা সলমচুক্তির মূলধন) করায়ত্ত করার আগে উকিল কারবারী থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুওয়াক্কেল পৃথক হয়ে গেলে তাতে কিছু আসে যায় না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خُلْعٌ অর্থের বিনিময় স্ত্রীর পক্ষ হতে তালাক গ্রহণ, تَسْلِيْم সোপর্দ করা, অর্পণ করা, مَبْلَغُ ثَمَنِه পণ্যের দামের পরিমাণ, اِطَّلَعَ অবগত হল, مُفَارَقَة বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়া।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الخ ঃ অর্থাৎ যে সব কারবারকে উকিল তার নিজের প্রতি সম্বন্ধ করে না যেমন বিবাহ, তালাক, খোলা ইত্যাদি সে সব ক্ষেত্রে তার সকল দায়-দায়িত্ব মুওয়াক্কেলের ওপর বর্তায়। যেমন– বিবাহের মধ্যে উকিল এমন বলে না যে, আমি বিবাহ করছি। বরং বলে আমি অমুক কনেকে তোমার সাথে বিবাহ করিয়ে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে স্ত্রী সোপর্দ করার বা মহর বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব উকিলের নয়। বরং মুওয়াক্কেলের।

قوله بَطَلَ الْعَقْدُ الخ ঃ কেননা বায়ঈ সরফ ও সলমের শর্ত হল উভয় কারবারী চুক্তিস্থল হতে পৃথক হওয়ার পূর্বেই পূঁজী করায়ত্ত করা ও সরফের বদল আদান প্রদান করা। আর উকিল যেহেতু চুক্তি সম্পদানকারী এ কারণে তার উপস্থিতি জরুরী। সুতরাং মুওয়াক্কেল উপস্থিত না থাকলে কোন অসুবিধে নেই।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) قوله يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ الخ ঃ অর্থাৎ পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের নিজের দিকে এর সম্বন্ধ করার অধিকার রাখে। যেমন বলল– আমি এটা কিনলাম বা বিক্রি করলাম ইত্যাদি। তবে সরাসরি মুওয়াক্কেলের পক্ষ হতে কিনলাম বা বিক্রি করলাম এমনো বলতে পারে। বিবাহ, খোলা, তালাক, মুদারাবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে সম্পন্ন করার কথা উল্লেখ করতে হবে।

قوله وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ ঃ অর্থাৎ নিজের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু ক্রয় করলে মূল্য তারই নিকট চাওয়া হবে।

وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رح وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَا فِيهِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ॥ ৩. ক্রয়ের জন্যে নিযুক্ত উকিল যদি নিজস্ব মাল হতে পণ্যের দাম পরিশোধ করে দেয় ও পণ্য করায়ত্ত করে তাহলে মুওয়াক্কেলের নিকট হতে তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। যদি পণ্য আটক করার পূবেই তা তার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা মুওয়াক্কেলের থেকে নষ্ট গণ্য হবে। উকিলের প্রদত্ব দাম বঞ্চিত হবে না। ৪. উকিলের জন্যে মুওয়াক্কেল হতে পণ্যের মূল্য বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার অধিকার আছে। যদি উকিল তাকে আটক রাখে, আর বিক্রীত পণ্য তার হাতে থাকা কালে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বন্ধকী বস্তু (বন্ধক গ্রহীতার নিকট) বিনষ্টের ক্ষতিপূরণের ন্যায় উকিলের ওপর পণ্যের ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের ন্যায় ক্ষতি পূরণীয় হবে। ৫. কোন ব্যক্তি যদি দু'ব্যক্তিকে (কোন কাজের) উকিল বানায় তাহলে তাদের একজন অপরজনকে বাদ দিয়ে উক্ত কাজ আঞ্জাম দিতে পারবেনা। তবে মামলার জেরা, (মুওয়াক্কেলের) স্ত্রীকে বিনিময়হীন তালাক প্রদান, অথবা গোলামকে বিনিময়হীন মুক্ত করণ, কিংবা মুওয়াক্কেলের হাতে গচ্ছিত আমানতের মাল প্রত্যার্পণ বা তার কোন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে উকিল বানালে এ সব ক্ষেত্রে একজনই তা আঞ্জাম দিতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ الخ ঃ কেননা চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের ওপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। আর এ ওয়াজিব যিম্মাদারী পালনার্থে সে নিজ পক্ষ হতে মূল্য পরিশোধ করেছে। উকিলের ক্রয় যেহেতু মুওয়াক্কেলের তরফ হতে। এ কারণে মুওয়াক্কেলের নিকট থেকে সে তা উসূল করে নিবে।

قوله مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ الخ ঃ কেননা উকিলের করায়ত্ত যেহেতু হুবহু মুওয়াক্কেলের করায়ত্ত গণ্য হয়। আর মুওয়াক্কেলের করায়ত্ত হওয়ার পর কোন বস্তু নষ্ট হলে তারই মাল বিনষ্ট হওয়া ধর্তব্য হয়।

قوله أَنْ يَحْبِسَهُ الخ ঃ কেননা উকিল কেমন যেন বিক্রেতা। আর মুওয়াক্কেল হল ক্রেতা। আর মূল্য উসূলের জন্যে ক্রেতার জন্য পণ্য আটক করার অধিকার থাকে।

قوله ضَمَانَ الرَّهْنِ ঃ বন্ধকী বস্তুর ক্ষতিপূরণের ন্যায় অর্থাৎ পণ্যের মূল্য এবং তার বাজার দরের মধ্যে যেটা কম সেটাই পরিশোধ করতে হবে। আর এটাই হল বন্ধকী মালের ক্ষতি পূরণের নিয়ম। ক্রেতার হাতে পণ্য নষ্ট হলে দামের বিনিময়ে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিনষ্ট পণ্যের দাম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থিরকৃত দাম ও বাজারদরের মধ্যে যেটা কম সেটাই প্রদান করা হবে।

قوله فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الخ ঃ কেননা যে কাজের জন্যে মুওয়াক্কেল দুজন কে উকিল বানিয়েছে, স্বভাবতঃ সে উক্ত ব্যাপারে দু'জনের সম্মিলিত রায় ও মতামতের ভিত্তিতে কাজ সমাধা করতে চেয়েছে। এজন্যে কেবল এক জনের বুঝ মত কাজ সমাধা করা দুরস্ত হবে না। তবে যে সব কাজে পরামর্শের প্রয়োজন হয় না যেমন আমানতের বস্তু ফেরত দেওয়া, ঋণ পরিশোধ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা দোষণীয় নয়। আর যে সব ক্ষেত্রে দু'জন উকিল একত্র হওয়া অসম্ভব যেমন হাকিমের সম্মুখে মুওয়াক্কেলের ওপর দাবীকৃত বস্তুর উত্তর দেওয়া। এক্ষেত্রে একজন উকিলের উপস্থিতি ও উত্তর প্রদান ও গ্রাহ্য হবে।

وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُوَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَأذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ اَوْ يَقُوْلَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَايِكَ فَاِنْ وُكِّلَ بِغَيْرِ اِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيْلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ وَاِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَاَجَازَهُ الْوَكِيْلُ الْاَوَّلُ جَازَ وَلِلْمُوَكِّلِ اَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلٰى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتّٰى يَعْلَمَ ـ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُوْنِهِ جُنُوْنًا مُطْبَقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَاِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا ثُمَّ عَجِزَ اَوِ الْمَاذُوْنُ لَهُ فَحُجِرَ عَلَيْهِ اَوِ الشَّرِيْكَانِ فَافْتَرَقَا فَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيْلُ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَاِذَا مَاتَ الْوَكِيْلُ اَوْجُنَّ جُنُوْنًا مُطْبَقًا بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَاِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ اِلَّا اَنْ يَعُوْدَ مُسْلِمًا وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيْمَا وُكِّلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَايَجُوزُ لَهُ اَنْ يَعْقِدَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَعَ اَبِيْهِ وَجَدِّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اِلَّا فِيْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا لَايَجُوْزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِىْ مِثْلِهِ ـ

অনুবাদ॥ ৬. উকিল কে যে কাজের জন্যে উকিল বানান হয়েছে উক্ত কাজে তার জন্যে অন্য কাউকে উকিল বানানোর অধিকার নেই। তবে মুওয়াক্কেল তাকে অনুমতি দিলে বা এমন বললে যে, তোমার মতানুযায়ী তুমি কাজ কর (এক্ষেত্রে সে অন্যকে উকিল বানাতে পারবে) ৭. যদি মুওয়াক্কেলের অনুমতি ছাড়া কাউকে উকিল নিয়োগ করে। আর উক্ত (নব নিযুক্ত) উকিল মুওয়াক্কেলের উপস্থিতিতেই কাজ সমাধা করে। তাহলে তা জায়েয। যদি তার অনুপস্থিতিতে চুক্তি করে। আর প্রথম উকিল তার অনুমোদন দেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

উকিল বরখাস্ত করণ ঃ ১. মুওয়াক্কেলের জন্যে উকিল কে পদচ্যুত করার এখতিয়ার আছে। ২. যদি উকিলের নিকট তার পদচ্যুতির সংবাদ না পৌছে তাহলে সে তার ওকালতির ওপর বহাল থাকবে এবং সংবাদ জানা পর্যন্ত তার কারবার বৈধ হবে।

ওকালত বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ ঃ ১. মুওয়াক্কেলের মৃত্যুবরণ, মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকৃতি ও ইসলাম ত্যাগ করে বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার দ্বারা ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। ২. যদি মুকাতাব গোলাম কাউকে উকিল বানায়। অতঃপর (মুক্তির অর্থ আদায়ে) ব্যর্থ হয়ে যায়, অথবা ব্যবসায় অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম উকিল নিয়োগের পর) হজর আরোপিত হয় বা (যৌথ কারবারের) উভয় শরীক (কারবার হতে) পৃথক হয়ে যায় তাহলে এসকল বিষয় ওকালাত বাতিল করে দেয়। চায় উকিল তা জানুক বা না জানুক। ৩. উকিল মারা গেলে বা মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকৃতি ঘটলে ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। ৪. যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তাহলে মুসলমান হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কোন কাজ কর্ম (অধিকার প্রয়োগ) জায়েয (গ্রাহ্য) হবে

না। ৫. কেউ কাউকে কোন বিষয়ে উকিল নিযুক্ত করল। অতঃপর মুওয়াক্কেল নিজেই উক্ত কাজ সমাধা করল, তাহলে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে।

উকিলের ক্ষমতার সময়সীমা ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রয় বিক্রয়ের উকিলের জন্যে তার বাপ-দাদা, সন্তান, নাতি, স্ত্রী, গোলাম ও মুকাতাবের সাথে বেচাকেনা করা জায়েয নয়। সাহিবাইন (র.) বলেন– একমাত্র তার গোলাম ও মুকাতাব ছাড়া অন্যদের সহিত বাজার দরে বেচা-কেনা করা জায়েয। ২. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রির জন্যে নিযুক্ত উকিলের জন্যে কম-বেশী (যে কোন) দামে বিক্রি করা জায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– মানুষ (সাধারণত) যে ধরনের লোকসানে বিক্রি করে না তার জন্যে সে ধরনের লোকসানে বিক্রি করা জায়েয নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جُنُوْنٌ মস্তিষ্ক বিকৃতি, পাগলামী, مُطْبَقًا . إِطْبَاق হতে, إِسْم فاعِل আচ্ছন্নকারী, এখানে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকৃতি উদ্দেশ্য, إِلْحَاق মিলিত হওয়া, مُكَاتَب নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় আযাদ করে দেয়ার প্রতিশ্রুত প্রাপ্ত গোলাম, حَجْر কারো ব্যাপারে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ الخ ঃ কেননা কাউকে কোন কাজের উকিল বানানোর পিছনে তা উত্তমরূপে সমাধা করার ব্যাপারে তার প্রতি আস্থা থাকে। আর অন্যের ব্যাপারে এমন নাও থাকতে পারে। সুতরাং তার অনুমতি ছাড়া এমনটি করতে পারবে না। তবে সে অনুমতি দিলে বা তার সাক্ষাতে এমন করলে তা বৈধ গণ্য হবে। নতুবা নয়। যেমন– নাদীম ফাহিমকে একটি টুপী কিনে আনতে বলল, এখন ফাহিম তার পরিবর্তে ফযলকে তা এনে দিতে বলল। এক্ষেত্রে নাদীমের জন্যে তা গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকবে।

قوله بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ ঃ এক্ষেত্রে কারবার বহাল রাখতে হলে মুওয়াক্কেলের ওয়ারিসদের সাথে নতুন ভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

قوله جُنُوْنٌ مُطْبَقًا ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকৃতি তথা পূর্ণ মাত্রায় পাগল বলতে একাধারে ১ মাস পাগল থাকা বুঝায়। আর দূররে মুখতারের ভাষ্যানুযায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক বৎসর কাল পাগল থাকা উদ্দেশ্য। কাযীখানের বর্ণনামতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতের ওপর ফতোয়া।

قوله أَوِ الشَّرِيْكَانِ الخ ঃ কেননা যৌথ কারবারের জন্যে যেহেতু উকিল নিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং কারবার যৌথ না থাকলে তার নিযুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

قوله بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ الخ ঃ কারণ মুওয়াক্কেলের মৃত্যুর পর উকিল আর কারবারের ক্ষমতাবান থাকে না। এভাবে বদ্ধ পাগল ও আদালতের পক্ষ হতে মুরতাদ ঘোষিত ব্যক্তি মুর্দার পর্যায়ে শামিল। সুতরাং তারাও কারবার অযোগ্য বিবেচিত হয়।

قوله بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ ঃ এখানে تصرُّف বা অধিকার প্রয়োগ দ্বারা এমন কাজ উদ্দেশ্য যার পরে আর তা করার কোন সুযোগ থাকেনা। যেমন– মুওয়াক্কেল কোন গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে কাউকে উকিল নিয়োগের পর নিজেই তাকে আযাদ করে দিল ইত্যাদি। আর যে ক্ষেত্রে পরেও উকিলের করার অবকাশ থাকে উক্ত ক্ষেত্রে ওকালত বাতিল হবে না। যেমন– কেউ কাউকে তার স্ত্রী তালাক দেওয়ার জন্যে উকিল বানাল। অতঃপর নিজেই এক তালাক দিল। এক্ষেত্রে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উকিল তাকে পুনরায় তালাক দিতে পারে। এতে তালাকের ক্ষেত্র এখনো বিদ্যমান আছে।

قوله وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ الخ ঃ কেননা এসব ক্ষেত্রে উকিলের ব্যাপারে অপবাদ ও অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার আশংকা থাকে। এ কারণে এটা নাজায়েয।

وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَالَّذِي لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضِمَانُهُ بَاطِلٌ ـ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرٰى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ فَإِنِ اشْتَرٰى بَاقِيَهُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرٰى عِشْرِينَ رَطْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ـ

অনুবাদ ॥ ৩. ক্রয়ের উকিলের জন্যে বাজার দরে এবং এমন চড়াদামে ক্রয় করা জায়েয যা মানুষের মাঝে সচারাচর হয়ে থাকে। তবে এত চড়া দামে ক্রয় করা জায়েয নেই যে ধরনের চড়াদামে মানুষ ক্রয় করে না। আর যে চড়াদামে মানুষের ক্রয়ের প্রচলন নেই তা বলতে এটা বুঝায় যা দাম নির্ধারকদের নির্ধাণের আওতায় পড়ে না। ৪. বিক্রির উকিল বিক্রীত পণ্যের দামের ব্যাপারে ক্রেতার পক্ষে জামিন হলে তার জামানত বাতিল গণ্য হবে। ৫. যদি তাকে গোলাম বিক্রির জন্যে উকিল বানায়, আর সে গোলামের অর্ধাংশ বিক্রি করে। আবু হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয। পক্ষান্তরে যদি সে গোলাম ক্রয়ের জন্যে উকিল বানায়, আর সে গোলামের অর্ধাংশ ক্রয় করে তাহলে উক্ত ক্রয় মওকুফ থাকবে, অতঃপর যদি সে বাকী অর্ধাংশ ক্রয় করে তাহলে মুওয়াক্কেলের জন্যে তা গ্রহণ আবশ্যক হবে। যদি ১ দেরহামে ১০ পাউন্ড (রতল) গোশত ক্রয়ের জন্যে কাউকে উকিল বানায়। আর সে ১ দেরহাম ২০ পাউন্ড গোশত ক্রয় করে যা সাধারণত ১ দেরহামে ১০ পাউন্ডেই বিক্রি হয়। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মুওয়াক্কেল অর্ধ দেরহামের বিনিময় ১০ পাউন্ড গোশত নিতে বাধ্য থাকবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– মুওয়াক্কেল ২০ পাউন্ডেই নিতে বাধ্য থাকবে। ৭. যদি নির্দিষ্ট (হুবহু) বস্তু কিনে আনবার জন্যে কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে উকিল উক্ত বস্তু নিজের জন্য খরিদ করতে পারবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يَتَغَابَنُ ـ غَبَن হতে ধোকা খাওয়া, প্রতারিত হওয়া, ঠকে যাওয়া, تَقْوِيم মূল্য নির্ধারণ. الْمُقَوِّمِيْنَ মূল্য নির্ধারণকারীগণ, مُبْتَاع ক্রেতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ الخ ঃ غَبن ঃ তথা প্রতারিত হওয়া দু'ধনের হতে পারে غَبَن يَسِير স্বাভাবিক ঠক غَبَنِ فَاحِش অস্বাভাবিক ঠক, উভয় غبن বা ঠকের সীমা সাধারণ প্রচলিত দামের সাথে তুলনা করে বুঝতে হবে।

قوله تَحْتَ تَقْوِيمِ الخ ঃ যেমন ৫ টাকার জিনিস ১৫ টাকায় খরিদ করা বা ১৫ টাকার জিনিস ৫ টাকায় বিক্রি করা ইত্যাদি।

قوله فَضِمَانُهُ بَاطِلٌ ঃ কেননা ক্রেতা থেকে দাম উসূল করার দায়িত্ব উকিলের ওপর। সুতরাং উকিল ক্রেতার পক্ষ হতে জামিন হলে একই ব্যক্তি مطالب ও مطالب তথা তলবকারী ও পরিশোধকারী হয়ে যায়. আর একই ব্যাপারে তা হতে পারে না।

قوله جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الخ ঃ সাহিবাইন (র.)-এর মতে যদি মুওয়াক্কেলকে বুঝিয়ে দেয়ার আগে বাকী অর্ধেকও বিক্রি করে ফেলে তাহলে জায়েয হবে; নতুবা নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন– উকিল যেহেতু গোলাম বিক্রির ব্যাপারে পূর্ণ এখতিয়ারাধীন। সুতরাং অর্ধাংশও পূর্ণাংশ যেভাবেই বিক্রি করবে তা সঠিক গণ্য হবে।

قوله فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ الخ ঃ এক্ষেত্রে ক্রয় কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কেননা গোলামের অংশবিশেষ ক্রয় করা কখনো পূর্ণাংশ ক্রয়ের অসীলা হয়ে থাকে।

وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشَرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَى عَبْدًا فَهُوَ لِلْوَكِيْلِ اِلَّا اَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ اَوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيْلٌ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَاِذَا اَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ عَلٰى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِىْ جَازَ اِقْرَارُهُ وَلَا يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِىْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اِلَّا اَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْخُصُوْمَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِىْ وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّهُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فِىْ قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيْمُ اُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ اِلَيْهِ فَاِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ جَازَ وَاِلَّا دَفَعَ اِلَيْهِ الْغَرِيْمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ اِنْ كَانَ بَاقِيًا فِىْ يَدِهِ وَاِنْ قَالَ اِنِّىْ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُوْدِعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيْمِ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ ॥ ৮. যদি কেউ কাউকে একটি গোলাম কিনে দেওয়ার জন্যে উকিল বানায়। অতঃপর সে গোলাম ক্রয় করে তাহলে ক্রয়ের সময় মুওয়াক্কেলের উদ্দেশ্যে বা তার প্রদত্ত অর্থে ক্রয় করে না থাকলে তা নিজের (ক্রীত গণ্য হবে)। ৮. মামলা পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত উকিল ইমাম আবু হানীফা ও সাহিবাইন (র.)-এর মতে (রায় ঘোষিত বস্তু) করায়ত্ত করার ও ক্ষমতা রাখবে। ৯. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঋণ আদায়ের জন্যে নিযুক্ত উকিল (ঋণ গ্রহীতার বিপক্ষে) জেরা করার ও উকিল সাব্যস্থ হবে। ১০. জেরার উকিল যদি কাযীর সামনে মুওয়াক্কেলের ওপর কোন ঋণের কথা স্বীকার করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি বৈধ গণ্য হবে। তরফাইন (র.)-এর মতে কাযী ছাড়া অন্যের নিকট স্বীকার করলে তা বৈধ হবে না। তবে এতে সে জেরার অধিকার থেকে বের হয়ে আসবে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন– কাযীর দরবার ছাড়াও তার স্বীকারোক্তি যথার্থ গণ্য হবে। ১০. কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির ঋণ আদায়ের উকিল বলে দাবি করে। আর ঋণ গ্রহীতাও তাকে সত্যায়ন করে তাহলে তার নিকট ঋণ সোপর্দের জন্যে তাকে নির্দেশ দেয়া হবে। অতঃপর অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়ে তাকে সত্যায়ন করে তা জায়েয গণ্য হবে। নতুবা ঋণ গ্রহীতা (দেনাদার) দ্বিতীয় বার তার নিকট ঋণ পরিশোধ করবে। আর উকিলের নিকট থেকে (পূর্বে প্রদত্ত) টাকা ফেরত গ্রহণ করবে যদি তা তার হাতে মওজুদ থাকে। ১১. যদি কেউ বলে আমাকে গচ্ছিত আমানত করায়ত্ত করার (ফেরত নেয়ার) জন্যে উকিল বানান হয়েছে। আর আমানত গ্রহীতা তাকে সমার্থন করে। তাহলে তাকে তার হাতে আমানতী মাল প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله يَلْزَمُهُ الْعِشْرُوْنَ الخ ঃ কেননা এক্ষেত্রে উকিল মুওয়াক্কেলের বিরুদ্ধাচরণ করল, তবে এতে মুয়াক্কেলের প্রচুর উপকার রয়েছে। সুতরাং এটা এ মাসআলার ন্যায় হল যে, মুওয়াক্কেলের এক হাজার টাকায় তার গোলামকে বিক্রি করার জন্যে উকিল বানাল। আর উকিল উক্ত গোলামকে দু'হাজার টাকায় বিক্রি করল। এক্ষেত্রে যেমন মুওয়াক্কেলের জন্যে বিক্রি চুক্তি অবধারিত হয়ে যায়। তদরূপ উপরোক্ত মাসআলার ক্রয় ও মুওয়াক্কেলের জন্যে অবধারিত হবে।

قوله فَلَيْسَ لَهُ الخ ঃ কেননা নিজের জন্যে হুবহু ঐ বস্তু ক্রয়ের দ্বারা নিজেকে ওকালত হতে অব্যাহতি প্রদান করা বুঝায়। আর মুওয়াক্কেলের সাক্ষাতে এটা তার জন্যে দুরস্ত নয়।

قوله وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ الخ ঃ কেউ কাউকে জেরার উকিল বানালে ইমাম যুফর ও আয়েম্মায়ে ছালাছা (র.)-এর মতে উকিল পাওনা করায়ত্ত করার অধিকারী হবে না। কারণ জেরা আর পাওনা করায়ত্ত করা দু'টি ভিন্ন বিষয়। সুতরাং একটার দায়িত্ব প্রদান অপরটির দায়িত্ব প্রদান অবধারিত করেনা। তবে ইমাম আবু হানীফা ও সাহিবাইন (র.)-এর

মতে জেরার উকিল বিবাদী থেকে পাওনা উসূলের ও ক্ষমতা লাভ করবে। কারণ যে ব্যক্তি, কোন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় সে তা পূর্ণাঙ্গতায় পৌছানোরও অধিকার লাভ করে। আর পাওনার জেরার পূর্ণাঙ্গতা হল পাওনা উসূল করে তা করায়ত্ত করা। সুতরাং সে এর অধিকারী হবে। এ ব্যাপারে ইমাম যুফর (র.)-এর মতের ওপর ফতোয়া।

قوله وَإِذَا اَقَرَّ الْوَكِيلُ الخ ঃ অর্থাৎ জেরার উকিল যদি আদালতে মুওয়াক্কেলের ওপর হদ্দ ও কিসাস ছাড়া অন্য কোন বিষয় বা বস্তুর স্বীকারোক্তি করে। তাহলে তরফাইন (র.) এর মতে তার স্বীকারোক্তি যথার্থ গণ্য হবে। আদালত ছাড়া অন্য কারো নিকট স্বীকারোক্তি করলে তা যথার্থ গণ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে উভয় ক্ষেত্রে যথার্থ গণ্য হবে। ইমাম যুফর ও আয়েম্মায়ে ছালাছা (র.)-এর মতে কোন ক্ষেত্রেই যথার্থ গণ্য হবে না। কেননা উকিল হল জেরার ক্ষমতাবান। আর ঋণের স্বীকারোক্তি এর পরিপন্থী। সুতরাং কেউ এক বিষয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে তার পরিপন্থী বিষয়ের ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। (اَمْر بِالشَّيئِ لَا يَلْزَمُ ضِدَّ الشَّيئِ) ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, উকিল যেহেতু মুওয়াক্কেলের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত। আর মুওয়াক্কেলের স্বীকারোক্তি যেহেতু আদালতের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। একারণে উকিলের ক্ষেত্রেও তা আদালতের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না।

إِلَّا اَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْخُصُومَةِ ঃ কেননা উকিলের স্বীকারোক্তি দ্বারা বুঝা গেল যে, উকিলের ধারণায় মুওয়াক্কেল জালেম, আর জালেমের সহায়তা করা হারাম। অতএব সে তার ওকালাত হতে বেরিয়ে আসবে।

قوله اُمِرَ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ الخ ঃ কেননা ঋণ গ্রহীতা (দেনাদার) উকিলকে সত্যায়ন করে সে নিজের ওপর ঋণকে স্বীকার করে নিল। সুতরাং আদালত তাকে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়াতে কোন অসুবিধে নেই। পরবর্তীতে অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয়ে যদি উকিলকে সমর্থন করে তাহলে তো কোন সমস্যা নেই। আর যদি কছম সহকারে তার ওকালত অস্বীকার করে। তাহলে ঋণের স্বীকারোক্তিকারীকে পুনরায় মূল পাওনাদারের নিকট ঋণ আদায়ের নির্দেশ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সে ওকালতের দাবিদারের নিকট পূর্বে যা পরিশোধ করেছিল যদি তা তার নিকট মওজুদ থাকে তাহলে সে তার থেকে তা ফেরত নিবে। কেননা তার নিকট ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্য ছিল তার জিম্মাদারী বা দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করা। আর তা যখন হলনা, সুতরাং সে তা ফেরত গ্রহণ করবে। আর যদি তার নিকট মওজুদ না থাকে বরং বিনষ্ট হয়ে যায় বা খরচ করে ফেলে। তাহলে দেনাদার তা উসূলের দাবি করতে পারবে না। কেননা সে যেহেতু সমর্থন করে তার নিকট ঋণের অর্থ অর্পণ করেছিল! এখন এটা তার নিজের অন্যায় বা ত্রুটি প্রমাণিত হল। সুতরাং এর খেসারত তাকেই বহন করতে হবে। তবে হ্যা, সে যদি তাকে সমর্থন ছাড়াই তার কথায় পরিশোধ করে থাকে তাহলে সে আইনতঃ ফেরত গ্রহণের দাবি করতে পারবে। এভাবে তার নিকট দেয়ার সময় যদি কাউকে এর জামিন বানিয়ে থাকে তাহলে এখন তার নিকট হতে তা উসূল করতে পারবে।

قوله لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ الخ ঃ উপরের মাসআলার সাথে এর বৈপরিত্তের কারণ এই যে, আমানতের দ্রব্য হুবহু আমানতকারীকে ফেরত দিতে হয়। কিন্তু ঋণের ব্যাপারে তা নয়। বরং তা নিঃশেষ করে অনরূপ বস্তু তাকে ফেরত দেয়া হয়। সুতরাং উকিলের দাবী মোতাবেক যদি আমানতী মাল তার হাতে সোপর্দ করা হয়। আর আমানতদার পরে উকিলের কথা ভিত্তিহীন বলে তার আমানতী দ্রব্য দাবী করে। তখন আমানতদারের পক্ষে তা ফেরত প্রদান অসম্ভব হয়ে যাবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। وكالة কাকে বলে? শরয়ী দৃষ্টিতে ওয়াকালাতের গুরুত্ব ও উকিলের দায়িত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।
২। উকিল, মূয়াক্কেলের শর্ত এবং ক্ষমতার সীমা বর্ণনা কর।
৩। تَوْكِيل بِالْخُصُومَةِ তথা মামলার জেরার জন্যে উকিল নিয়োগ সম্পর্কে ইমামগণের মত কি? বিস্তারিত লিখ।
৪। قوله وَ يَجُوزُ بِالْاِسْتِيفَاءِ اِلَّا فِى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَاِنَّ الْوَكَالَةَ لَاتَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِس ইবারতটির বিস্তারিত বিবরণ দাও।
৫। ওয়াকালাত বিলুপ্তির কারণসমূহ আলোচনা কর।
৬। নিম্নের মাসআলা দুটির সমাধান দাও, (ক) উকিলের জন্য অন্য উকিল নিয়োগ জায়েয কি না? (খ) হাজর আরোপিত গোলাম ও বালককে উকিল নিয়োগ করা জায়েয কি না? নিয়োগ করলে তার বিধান কি হবে?

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

اَلْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ وَعَلَى الْمَضْمُوْنِ بِهَا اِحْضَارُ الْمَكْفُوْلِ بِهِ وَتَنْعَقِدُ اِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ اَوْ بِرَقَبَتِهِ اَوْ بِرُوْحِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ اَوْ بِرَأْسِهِ اَوْ بِنِصْفِهِ اَوْ بِثُلُثِهِ وَكَذٰلِكَ اِنْ قَالَ ضَمِنْتُهُ اَوْ هُوَ عَلَيَّ اَوْ اِلَيَّ اَوْ اَنَا بِهِ زَعِيْمٌ اَوْ قَبِيْلٌ بِهِ ـ

জামানত অধ্যায়

অনুবাদ ॥ জামানতের প্রকারভেদ ও ব্যক্তি জামানতের নিয়মাবলী ঃ ১. জামানত দু'প্রকার (ক) ব্যক্তি জামানত ও (খ) অর্থের জামানত। ২. ব্যক্তির পক্ষে জামিন হওয়া জায়েয। এতে জামানতদারের দায়িত্ব হয় মাকফূল বিহীকে হাজির করা। ৩. জামানত চুক্তি সংঘটিত হয় এ সকল শব্দাবলীর দ্বারা– যখন কফীল (জামিনদার) বলে– আমি অমুকের সত্ত্বার অথবা অমুকের গরদানের, অমুকের আত্মার, অমুকের শরীরের, অমুকের মস্তকের, অমুকের অর্ধাঙ্গের, অমুকের এক তৃতীয়াংশের জামিন হলাম। এরূপে যদি বলে– আমি অমুকের জামিন হলাম, অথবা তার জিম্মাদারী আমার ওপর বা আমি তার জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল প্রভৃতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ اَلْكَفَالَةُ এর **শাব্দিক শাব্দিক অর্থ ঃ** كَفَالَةٌ অর্থ-মিলান– এটা كَفْلًا – اسم جنس দায়িত্ব গ্রহণ করা। যেমন বলা হয়, كَفَلْتُ بِالْمَالِ وَ بِالنَّفْسِ كِفْلًا و كُفُوْلًا আমি তার মালের বা জানের দায়িত্বভার নিয়েছি। এর আইন কালেমায় তিনো করকত শুদ্ধ, كفل ازن - وَكُفُوْلًا كفل و تكفل একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা ঃ অন্যের ঋণ, দ্রব্য বা ব্যক্তি সত্ত্বার দায়িত্ব গ্রহণ করাকে কাফালত বা জামানত বলে। অপর কথায়– কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঋণ উসূলের অধিকারকে একজনের জিম্মা হতে অপরজনের জিম্মায় গ্রহণ করাকে কাফালাত বলে।

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ঃ সামাজিক জীবনের প্রায় ক্ষেত্রে মানুষ একে অপরের প্রতি লেন-দেন ইত্যাদি ব্যাপারে মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু ঋণদাতার জন্যে যথা সময়ে প্রদত্ত্ব অর্থ বা বস্তু ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত থাকে। এ অনিশ্চিয়তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একটি উত্তম ব্যবস্থা হল নির্ভরযোগ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে গ্রহীতার পক্ষ হতে জামিন বানান। এভাবে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে বা মজলিসে যথা সময়ে উপস্থিত করার জামিন হয়ে সাময়িকভাবে তাকে জেল হাজত বা কয়েদমুক্ত করার জন্যে কাফালাত বা জামানত প্রযোজ্য হয়। সুতরাং প্রয়োজনীয়তার বিচারে এটা বেশ গুরুত্ব রাখে।

কাফালত সংক্রান্ত কতিপয় পরিভাষা ঃ قَبِيْلٌ - زَعِيْمٌ - ضَامِنٌ - كَفِيْلٌ সবকটির অর্থ–দায়িত্বভার গ্রহীতা বা জামিন, مَكْفُوْلٌ عَنْهُ বা اَصِيْل যার পক্ষ হতে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, مَكْفُول لَهُ বাদী, ঋণ দাতা, مَكْفُوْلٌ بِهِ যে ব্যক্তির বা বস্তুর জামানত গৃহীত হয়।

কাফালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ঃ (১) কাফীল ও আসীল উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (১) স্বজ্ঞান হওয়া, (৩) মাকফূলবিহী কোন ব্যক্তি হয়ে থাকলে তার নাম ঠিকানা ও পরিচয় জানা (৪) মাকফুলবিহী মাল হলে আসীল নিজে তার জামিন হওয়ার উপযোগী হওয়া। একারণে বন্ধকী বা আমানত গৃহীত বস্তুর কাফালাত শুদ্ধ নয়। কেননা বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে এর জরিমানা আরোপিত হয় না।

قوله اَلْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ জায়েয নয়। কেননা মাকফূলবিহীর জানের ওপর কাফীলের কোন অধিকার নেই। সুতরাং সে তার জিম্মাদার হবে কিরূপে? আমাদের মতে উভয় প্রকার জায়েয। কারণ রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন– اَلْكَفِيْلُ ضَامِنٌ এ হাদীসটি মুতলাক বা ব্যাপকতা সম্পন্ন বিধায় উভয় প্রকারকে শামিল করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলীলের উত্তর এই যে, ব্যক্তির জামিন হওয়ার দ্বারা তার জানের ওপর অধিকার প্রয়োগ জরুরী নয়। বরং যে কোন উপায়ে তাকে হাজির করা উদ্দেশ্য। এটা কষ্টকরও নয়।

فَإِنْ شُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ تَسْلِيمُ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَالَبَهُ بِهِ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلٰى مُحَاكَمَتِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَلٰى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِئَ وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ وَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلٰى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَا يَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رح-

অনুবাদ ॥ ৪. জামানত চুক্তিতে যদি মাফুলবিহীকে (আসামিকে) নির্দিষ্ট সময়ে হাজির করার শর্ত করা হয় তাহলে উক্ত সময়ে হাজির করাতে বললে কাফীলের জন্যে তাকে হাজির করা আবশ্যক হবে। যদি তাকে হাজির করে (তাহলে তো ভাল)। নতুবা আদালত কাফীলকে কয়েদ করবে। যদি তাকে হাজির করে এমন জায়গায় সোপর্দ করে যেখানে মাকফুলবিহী তার সাথে জেরা করতে সক্ষম তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যদি মা তাকে কাযীর মজলিসে সোপর্দ করার দায়িত্ব নেয় আর সোপর্দ করে বাজারে তথাপি সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর বনে বা মাঠে সোপর্দ করলে সে দায়মুক্ত হবে না। ৫. মাকফুলবিহী মারা গেলে ব্যক্তির কাফীল দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। ৬. যদি কেউ এমন শর্তে ব্যক্তি জামানত গ্রহণ করে যে, যদি সে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে দেনা পরিশোধ না করে তাহলে সে তার এক হাজার টাকা দেনার জামিন হবে। অতঃপর যথা সময়ে যদি সে তা হাজির না করে তাহলে তার ওপর টাকার (মালের) জিম্মাদারী বর্তাবে। তবে সে ব্যক্তি জামানত হতে রেহাই পাবে না। ৭. ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তি জামানত জায়েয নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ تَسْلِيم সোপর্দ করা, অর্পণ করা, بِعَيْنِهِ নির্দিষ্ট, وَإِلَّا حَبَسَهُ নতুবা তাকে কয়েদ করবে, مُحَاكَمَة জেরা করা, মামলা পরিচালনা করা, بَرِئَ দায়িত্ব মুক্ত হবে, بَرِيَّةٌ বন, মাঠ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَإِنْ أَحْضَرَهُ ঃ এর جزا উহ্য রয়েছে। আর তা হল فَبِالْخَصْلَةِ الْحَسَنَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ هِيَ অর্থাৎ তার এ উত্তম চরিত্রের দরুন তা ধর্তব্য হবে, আর এটা বেশ উত্তম কাজ ও বটে।

قوله وَإِلَّا حَبَسَهُ ঃ অর্থাৎ কাফীল যদি আসামিকে হাজির করতে অপারগ হয় তাহলে আদালত তাকেই কয়েদ করবে। তবে তাকে আরো একবার সুযোগ দিবে। এর পরে যদি ব্যর্থ হয় তখন তাকে কয়েদ করবে।

قوله وَإِذَا تَكَفَّلَ الخ ঃ ইমাম যুফর (র.) মতে আসামিকে নির্দিষ্ট স্থানে তথা আদালতেই সোপর্দ করতে হবে। বাজারে বা অন্য কোন স্থানে নয়। কারণ চারিত্রিক অবক্ষয়ের এযুগে অন্যায়ের প্রশ্রয়ই যেখানে বেশী সেখানে আসামিকে ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে পালাতে সহায়তার করার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং নির্দিষ্ট স্থান বা আদালত ছাড়া অন্য কোথাও আসামিকে সোপর্দ করলে জামিন দায়মুক্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, বর্তমান এ মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ الخ ঃ কেননা কাফীল মালের জামিন হয়েছিল মাকফুল বিহীকে হাজির না করার ক্ষেত্রে। আর এ শর্ত যেহেতু পাওয়া গেছে। অতএব কাফীল মালের জামিন হবে। আর كَفَالَةُ بِالنَّفْسِ তথা উক্ত ব্যক্তিকে হাজির করার দায়িত্ব হতে সে মুক্তি পাবে না। কারণ এখানে ব্যক্তি জামানত ও মালের জামানত উভয়টি রয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক্ষেত্রে মালের জামানত সহীহ নয়। কেননা সে মাল পরিশোধ আবশ্যিক হওয়াকে সন্দেহমূলক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। একারণে এটা বিক্রির জামানতের ন্যায় হয়ে গেছে। আর বিক্রির মধ্যে মাল ওয়াজিব হওয়ার সবাবকে ঝুলন্ত রাখা সহীহ নয়।

قوله اَلْحُدُوْدُ الخ ঃ হদ্দ ও কিসাসের জামানত সহীহ নয়। কারণ উভয়টি শরয়ী সাজা (عقوبات) আর শরয়ী সাজার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ত হওয়া সহীহ নয়। এ ব্যাপারে মৌলিক নীতি (قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ) রয়েছে যে, কাফীল হতে যে হক্ব উসূল করা অসম্ভব এমন হক্বের জামানত দূরস্ত নয়। যেমন– হদ্দ ও কিসাস।

وَاَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعْلُوْمًا كَانَ الْمَكْفُوْلُ بِهٖ اَوْ مَجْهُوْلاً اِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيْحًا مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ تَكَفَّلْتُ عَنْهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ اَوْ بِمَا يُدْرِكُكَ فِىْ هٰذَا الْبَيْعِ وَالْمَكْفُوْلُ لَهٗ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْاَصْلُ وَاِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيْلَ ۔ وَيَجُوْزُ تَعْلِيْقُ الْكَفَالَةِ بِالشُّرُوْطِ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَىَّ اَوْ مَاذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَىَّ اَوْ مَاغَصَبَكَ فُلَانٌ فَعَلَىَّ وَاِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِاَلْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيْلُ وَاِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيْلِ مَعَ يَمِيْنِهٖ فِىْ مِقْدَارِ مَا يُعْتَرَفُ بِهٖ فَاِنْ اِعْتَرَفَ الْمَكْفُوْلُ عَنْهُ بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلٰى كَفِيْلِهٖ ۔

অনুবাদ ॥ অর্থের জামানত ও উহার বিধান ঃ ১. মালের জামানত জায়েয। মাকফুলবিহী চাই নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট। তবে শর্ত হল মাল সহীহ দেনা (সাপেক্ষে) হবে। যেমন– বলল অমি অমুকের পক্ষ হতে এক হাজার টাকার জামিন হলাম বা তার ওপর তোমার যা পাওনা আছে তার অথবা এ বিক্রি বাবদ অমুকের নিকট তুমি যা পাবে আমি তার জিম্মাদার হলাম, (ইত্যাদি)। ২. মাকফুল লাহুর (পাওনাদারের) অধিকার আছে যে, ইচ্ছে করলে মূল পাওনা যার নিকট তার নিকট চাইতে পারে। ইচ্ছে করলে কাফীলের নিকট ও চাইতে পারে। কাফালাতকে বিভিন্ন শর্তের সাথে জড়ান জায়েয। যেমন বলল– অমুকের নিকট যা বিক্রি কর তা আমার জিম্মায় বা তার কাছে তোমার যা পাওনা হবে তা আমার ওপর অথবা তোমার যা অমুকে আত্মসাত বা ছিনতাই করবে তা আমার ওপর ইত্যাদি। ৪. যদি বলে তার নিকট তুমি যা পাবে আমি তার জিম্মাদার হলাম। অতঃপর এক হাজার টাকা পাওনা প্রমাণিত হয়, তাহলে কাফীল তার জামিন হবে। আর প্রমাণিত না হলে কাফীলের স্বীকারোক্ত পরিমাণটি হলফের ভিত্তিতে ধর্তব্য হবে। মাকফুল আনহু যদি তার চেয়ে বেশী দাবী করে তাহলে কাফীলের জিম্মায় বর্তানোর ব্যাপারে তা সমর্থিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله دَيْنًا صَحِيْحًا الخ ঃ অর্থাৎ এমন ঋণ বা দেনা যা পরিশোধ বা পাওনাদারের মাফ করা ছাড়া তা থেকে মুক্তির কোন উপায় থাকে না। সুতরাং মুকাতাব গোলামের নিকট মনিবের কিতাবাত বাবদ যা পাওনা থাকে তা دَيْن صَحِيْح এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা পরিশোধের ব্যাপারে গোলামের অপারগতা প্রকাশ করার দ্বারা উক্ত পাওনা বাতিল হয়ে যায়।

قوله بِالْخِيَارِ الخ ঃ কেননা কাফালাত দ্বারা দেনাদার তার দেনা হতে দায় মুক্ত হয় না। এ কারণে কাফীল ও আছীল উভয়ের নিকট সে দাবী করতে পারবে।

قوله بِالشُّرُوْطِ الخ ঃ কাফালাত চুক্তির অনুকূলীয় যে কোন শর্তের সাথে কাফালাতকে আবদ্ধ করা জায়েয। যেমন– ক্রেতাকে বলল- যদি অত্র পণ্যের কোন হক্বদার বের হয় তাহলে আমি এর মূল্য ফেরতের দায়িত্বভার নিলাম ইত্যাদি।

قوله فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ الخ ঃ যেমন বশির খালেদের নিকট ৫ হাজার টাকা পায়। নাদীম এর জামিন হল। এরপর উক্ত ৫ হাজার টাকার ব্যাপারে বশির প্রমাণ ও পেশ করল। এখন নাদীমের ওপর ৫ হাজার টাকাই পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা কোন বস্তু প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাক্ষুস দেখার দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার ন্যায় গণ্য হয়। আর বশির যদি প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পরিমাণের ব্যাপারে কাফীল নাদীম যা হলফ করে বলবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। মাকফুল আনহু (দেনাদার) যদি কাফীলের স্বীকারোক্তির চেয়ে বেশী স্বীকার করে তাহলে কাফীলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। কেননা অন্যের প্রতিকূলে কোন কিছু স্বীকার করলে وِلَايَتْ তথা অধিকার ছাড়া তা কার্যকর হয় না। আর কাফীলের ওপর মাকফুল আনহুর কোন অধিকার নেই।

وَيَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا يُؤَدِّي عَلَيْهِ وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّي وَلَيْسَ لِلْكَفِيْلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَإِنْ لُوْزِمَ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ حَتّٰى يُخَلِّصَهُ وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ أَوِ اسْتَوْفٰى مِنْهُ بَرِئَ الْكَفِيْلُ وَإِنْ أَبْرَءَ الْكَفِيْلَ لَمْ يَبْرَأِ الْمَكْفُوْلُ عَنْهُ وَلَايَجُوْزُ تَعْلِيْقُ الْبَرَاءَةِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ ـ وَكُلُّ حَقٍّ لَايُمْكِنُ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيْلِ لَاتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ جَازَ وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيْعِ لَمْ تَصِحَّ وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ وَلَاتَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِقَبُوْلِ الْمَكْفُوْلِ لَهُ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِلَّا فِيْ مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ الْمَرِيْضُ لِوَارِثِهِ تَكَفَّلْ عَنِّيْ بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ فَتَكَفَّلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ جَازَ ـ

অনুবাদ ॥ কাফীলের অধিকার ও দায়িত্ব ঃ ১. মাকফুল আনহুর (দেনাদারের) আদেশক্রমে ও বিনা আদেশে কাফীল হওয়া জায়েয। যদি তার আদেশক্রমে কাফীল হয় তাহলে কাফীল যা পরিশোধ করবে মাকফূল আনহু থেকে তা নিয়ে নিবে। আর বিনা আদেশে কাফীল হলে সে যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু হতে (বাধ্যতামূলক) নিতে পারবে না। ২. কাফীলের পক্ষ থেকে মাল পরিশোধ করার পূর্বে কাফীলের জন্যে মাকফুল আনহুর থেকে মাল আদায় করার অধিকার নেই। তবে মাল আদায়ের ব্যাপারে পাওনাদার যদি সদা কাফীলের পিছু ধরে থাকে (বিরক্ত করে) তাহলে তার জন্যে মাকফূল আনহুর পিছু ধরার (চাপ সৃষ্টি করার) অধিকার থাকবে। যাতে সে (দেনা আদায় করতঃ) তাকে যন্ত্রণামুক্ত করে। ৩. মাকফুল লাহু (পাওনাদার) যদি মাকফুল আনহুর দেনা মাফ করে দেয়, অথবা (কোন উপায়ে) তার থেকে উসূল করে নেয় তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে পাওনাদার যদি কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে মাকফুল আনহু দেনামুক্ত হবে না। ৪. কাফালাতের দায়মুক্তিকে কোন শর্তের সাথে ঝুলান জায়েয নয়।

যে সব ক্ষেত্রে জামিন হওয়া শুদ্ধ নয় ঃ ১. যে সব হক (পাওনা) কাফীল হতে আদায় করা সম্ভব নয় সে ব্যাপারে জামিন (কাফীল) হওয়া দুরস্ত নয়। যেমন হদ্দ ও কিসাস। ২. যদি কেউ ক্রেতার পক্ষ হতে দামের জামিন হয় তাহলে তা জায়েয। আর বিক্রেতার পক্ষ হতে পণ্যের জামিন হওয়া নাজায়েয। ৩. কেউ মাল পরিবহনের কোন সোয়ারী (বাহন) ভাড়া নিলে যদি সোয়ারী নির্দিষ্ট হয় তাহলে পরিবহনের কাফালাত শুদ্ধ হবে না। আর সোয়ারী নির্দিষ্ট না হলে কাফালাত শুদ্ধ হবে। ৪. কাফালাত চুক্তির মজলিসে মাকফুল লাহুর সম্মতি ছাড়া কাফালাত শুদ্ধ হবে না, তবে একটি মাত্র মাসআলায় এর ব্যতিক্রম। আর তাহল – কোন মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি স্বীয় ওয়ারিসকে বলে– আমার ওপর যে ঋণ রয়েছে তুমি এর কাফীল হও; সে যদি পাওনাদারের অনুপস্থিতিতে তার জিম্মাদার হয় তাহলে তা জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مَكْفُول عَنْهُ দেনাদার, فَإِنْ لُوْزِمَ যদি বিরক্ত করা হয়, পিছু লাগা হয়. يُخَلِّصَهُ তাকে মুক্তি দিবে. إِبْرَاء দায়মুক্ত করা, تَعْلِيْق ঝুলান, অন্যের ওপর নির্ভরশীল করা, دَابَّة সোয়ারী, غُرَمَاء ـ غَرِيْم এর বহুঃ পাওনাদার।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَاِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلٰى اِثْنَيْنِ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْاٰخَرِ فَمَا اَدّٰى اَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلٰى شَرِيْكِهِ حَتّٰى مَايُؤَدِّيْهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ وَاِذَا تَكَفَّلَ اِثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِاَلْفٍ عَلٰى اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا اَدّٰى اَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلٰى شَرِيْكِهِ قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا وَلَاتَجُوْزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ حُرٌّ تَكَفَّلَ بِهِ اَوْ عَبْدٌ وَاِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ ـ

অনুবাদ ॥ কাফালাাতের কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. যদি দু'জনের ওপর যৌথ ঋণ থাকে, আর উভয়ের প্রত্যেকে একে অন্যের কাফীল ও জামিন হয় তাহলে তাদের যে কেউ যা কিছু পরিশোধ করবে অপর জন থেকে উসূল করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আদায়কৃত ঋণ অর্ধেকের বেশী না হবে। বেশী হলে দ্বিতীয় শরীক থেকে বেশী অংশ টুকু আদায় করে নিবে। ২. যদি দু'ব্যক্তি মিলে কারো এক হাজার টাকার কাফীল হয় এবং এতে তারা একে অন্যের কাফীল বলেও সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের যে কেউ কম-বেশী যা-ই পরিশোধ করবে অপর শরীক হতে তার অর্ধেক নিয়ে নিবে। ৩. কিতাবাতের অর্থ আদায়ের জন্যে কারো কাফীল হওয়া জায়েয নয় চাই গোলাম হোক বা স্বাধীন। ৪. যদি কেউ ঋণ অবস্থায় মারা যায় আর (সম্পদ বলতে) কিছুই রেখে না যায়। এমতাবস্থায় যদি কেউ তার পক্ষ হতে পাওনাদারদের জন্যে জামিন হয়। তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে অত্র জামানত সহীহ হবে না। সাহিবাইন (র.) এর সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله عَلٰى اِثْنَيْنِ الخ ঃ দু'ব্যক্তি একই চুক্তিতে একহাজার টাকায় একটি গোলাম খরিদ করল। এরপর উভয়ে একে অপরের মূল্যের কাফীল হল। এখন কোন এক শরীক যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচশ টাকার

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) **প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ** قوله بِغَيْرِ اَمْرِهٖ الخ ঃ কেননা কাফালাতের অর্থ হল কাফীলের তার নিজের হক্বে অধিকার চর্চা করা। আর এটা সর্বাবস্থায় জায়েয। এতে মাকফুল আনহুর লাভ থাকে। কারণ তার পাওনা আদায়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মাকফুল আনহুর ও কোন ক্ষতি নেই। কেননা বিনা আদেশে কাফীল হলে মাকফূল আনহু হতে পরিশোধকৃত দেনা আদায় করা কাফীলের জন্যে সহীহ নয়।

قوله وَلَيْسَ لِلْكَفِيْلِ الخ ঃ কেননা কাফীল হল ঋণ শোধকারীর ন্যায়। আর অন্যের ঋণ শোধকারীর জন্যে পরিশোধের পূর্বেই দেনাদার থেকে তা আদায় করার অধিকার থাকে না। সুতরাং কাফীলের জন্যেও ঋণ আদায়ের পূর্বে মাকফূল আনহু থেকে উসূল করার অধিকার থাকবে না।

قوله وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً الخ ঃ অর্থাৎ যদি কেউ নির্দিষ্ট সোয়ারী বা বাহন আরোহণ বা পরিবহনের জন্য ভাড়া নেয় তাহলে তা পরিবহনের জামানত গ্রহণ সহীহ হবেনা। কারণ অন্যের নির্দিষ্ট সোয়ারীর ব্যাপারে কাফীলের কোন অধিকার থাকতে পারে না। সুতরাং সে সোয়ারী বুঝিয়ে দিতে ব্যর্থ হতে পারে। তবে সোয়ারী অনির্দিষ্ট হলে তার জামিন হওয়া জায়েয। কেননা যেকোন সোয়ারী জোগাড় করে দেয়া অসম্ভব নয়।

قوله اِلَّا فِىْ مَسْئَلَةٍ الخ ঃ এক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, এ কাফালাতটি মূলতঃ অসিয়্যতের অর্থে. আর অসিয়্যতের জন্যে মূসালাহ্লাহুর (যার জন্যে অসিয়্যত করা হয়) উপস্থিত থাকা জরুরী নয়।

বেশী পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য শরীকের নিকট থেকে কিছু চাইতে পারবেনা। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই পাঁচশ টাকার দেনাদার। আর অতিরিক্ত পাঁচশর ব্যাপারে জামিন। অতএব পাঁচশ বা তার অংশের ক্ষেত্রে সে জামিন না হওয়ার কারণে আসীলের (অপর শরীক)-এর নিকট কিছু দাবি করতে পারবে না।

قوله اِثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ الخ ঃ যেমন রাশেদ খালেদের নিকট এক হাজার টাকা পাবে। এখন তালহা ও উসামা উক্ত এক হাজার টাকার জামিন হল। অতঃপর তালহা ও উসামা প্রত্যেকে একে অন্যের জামিন হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, তালহা ও উসামা কেউ মূলতঃ দেনাদার নয়। দেনাদার তো খালেদ, সুতরাং তালহাও উসামা, যা পরিশোধ করবে সে জামিন হওয়ার কারণেই তা পরিশোধ করবে। আর প্রত্যেকে যেহেতু একে অন্যের জামিন এ কারণে একজন যা-ই পরিশোধ করবে অপর জনের নিকট হতে তার অর্ধেক নিয়ে নিবে। বা সম্পূর্ণ অংশ খালেদের নিকট হতে আদায় করে নিবে। কেননা বস্তুতঃ খালেদের দেনা-ই তো পরিশোধ করেছে।

قوله لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ الخ ঃ কেননা ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে নিঃস্ব ব্যক্তি মারা গেলে তার ঋণ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তার কাফীল হওয়া সহীহ নয়। আর সাহিবাইন (র.)-এর মতে রহিত হয় না বিধায় তার কাফীল হওয়াতে অসুবিধে নেই।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। كفالة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং কাকালাতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং উহা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী লিখ।

২। কাফালাত কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির পরিচয় ও বিধান উল্লেখ কর।

৩। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাফালাত বা জামিন হওয়া শুদ্ধ নয় লিখ।

৪। নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো সমাধান দাও।

ক) জামানত চুক্তিতে জামিন আসামীকে উপস্থিত করতে না পারলে করণীয় কি? এবং কেমন জায়গায় হাজির করা যথেষ্ট?

(খ) ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তির মৃত্যুরপর পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের জামিন হওয়া সহীহ কিনা? বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

اَلْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ بِالدُّيُوْنِ وَتَصِحُّ بِرِضَاءِ الْمُحِيْلِ عَلَيْهِ وَاِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيْلُ مِنَ الدُّيُوْنِ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيْلِ اِلَّا اَنْ يَتْوٰى حَقُّهُ وَالتَّوٰى عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفُ وَلَابَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ اَوْ يَمُوْتَ مُفْلِسًا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ هٰذَانِ الْوَجْهَانِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَاَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِاِفْلَاسِهِ فِىْ حَالِ حَيَاتِهِ ـ

হাওয়ালা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ১. অন্যের ওপর ঋণের বোঝা হাওয়ালা (অর্পণ) করা জায়েয। ২. হাওয়ালা চুক্তি শুদ্ধ হয় মুহীল ও মুহতাল আলায়হির সম্মতি ক্রমে ৩. হাওয়ালা চুক্তি সম্পন্ন হলে মুহীল ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মুহতাল মুহীলের নিকট আর পাওনা দাবী করতে পারবেনা। তবে তার পাওনা মারা পড়লে (বিনষ্ট হলে) দাবী করতে পারবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দু'কারণে পাওনা মারা পড়তে পারে। (এক) মুহীল ও মুহতাল লাহু হলফ করে তা অস্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে পাওনাদারের কোন প্রমাণ না থাকলে। (দুই) অথবা নিঃস্ব (দেউলিয়া) অবস্থায় মারা গেলে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– উপরোক্ত দু'কারণ ছাড়া আরো একটি কারণ আছে। যথা-পাওনাদারের জীবদ্দশায় আদালত তার দেউলিয়াত্বের ব্যাপারে ঘোষণা দিলে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকে আলোচনাঃ حَوَالَة অর্থ অর্পণ করা, স্থানান্তর করা, حَوَّلَهُ تَحْوِيْلًا এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যাওয়া বা নেয়া, এটা لازِم ও مُتَعَدِّى উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে حَوَالَة শব্দটি اِسْمِ مَصْدَرْ এর اِحَالَةٌ।

حَوَالَة এর সংজ্ঞা বা **পারিভাষিক অর্থঃ** تَحْوِيْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْاَصِيْلِ اِلٰى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَاثُقِ بِهٖ। বা সংক্ষেপে نقل الدين من ذمة الى ذمة অর্থাৎ মুহীলের জিম্মা হতে মুহতাল আলায়হির জিম্মায় ঋণ বর্তানোকে হাওয়ালা বলে। কাফালাতের পরে হাওয়ালা উল্লেখের কারণ এই যে, উভয়ের মধ্যে আস্থা ও নির্ভরশীলতার দরুন ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা লাভ হয়। আর হাওয়ালা যেহেতু ঋণের সাথে খাস। কোন عين বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অপরদিকে কাফালাত আম হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একারণে কাফালাতকে আগে আনা হয়েছে।

হাওয়ালা সংক্রান্ত কতিপয় জরুরী পরিভাষা ঃ مُحِيْل যে অন্যের ওপর ঋণ বর্তায় مُحَال ـ مُحْتَال لَهُ ـ مُحَال لَهُ পাওনাদার, ঋণদাতা, مُحْتَال عليه ـ مُحَال عليه যে হাওয়ালা গ্রহণ করে. مُحَال بِهٖ যে ঋণ অর্পণ করা হয়। যেমন– খালেদ যায়েদের নিকট এক হাজার টাকা পায়। খালেদ সাজেদের ওপর উক্ত পাওনা সোপর্দ করল। আর সে তা গ্রহণ করল। এর মধ্যে খালেদ হল মুহীল বা যায়েদ মুহতাল, মুহতাল লাহু। আর মাজেদ হল মুহতাল আলয়াহি এবং টাকাটা হল মুহালবিহ। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُ بِدَيْنٍ لِّي عَلَيْكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ وَإِنْ طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي وَقَالَ الْمُحْتَالُ لَا بَلْ أَحَلْتَنِي بِدَيْنٍ لِّي عَلَيْكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ وَهُوَ قَرْضٌ إِسْتَفَادَ بِهِ الْمُقْرِضُ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ -

---

অনুবাদ ॥ ৪. মুহতাল আলায়হি মুহীলের নিকট তার ওপর হাওয়ালাকৃত অর্থ দাবী করলে যদি সে বলে যে, আমি তো তোমাকে তোমার নিকট আমার প্রাপ্য টাকা হাওয়ালা করেছি। তাহলে মুহীলের এ দাবী গ্রাহ্য হবে না। বরং হাওয়ালাকৃত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা তার জন্যে আবশ্যক হবে। ৫. মুহতাল লাহুকে যে অর্থের জন্যে হাওয়ালা করা হয়েছিল মুহীল যদি তার নিকট সে অর্থ তলব করে বলে– আমি তো তোমাকে আমার জন্যে ঋণ উসূলের হাওয়ালা করেছিলাম। আর মুহতাল বলে- না, বরং তোমার নিকট আমার যে ঋণ রয়েছে সে ব্যাপারে তুমি আমাকে হাওয়ালা করেছ। তাহলে হলফের ভিত্তিতে মুহীলের কথা ধর্তব্য হবে। ৬. সাফতাজা মাকরুহে তাহরীমি। আর তা হল– এমন ঋণ দেয়া যাদ্বারা ঋণদাতা রাস্তার বিপদাপদ হতে নিরাপত্তা লাভ করে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ إِذَا طَالَبَ তলব করে, চায়, مُحِيلٌ ঋণ গ্রস্ত, مُحْتَالٌ عَلَيْهِ ঋণ আদায়ের জিম্মা গ্রহীতা, مُقْرِضٌ করজ দাতা, خَطَرٌ বিপদাপদ, سَفَاتِجُ - سُفْتُجَةٌ এর বহুঃ সুরক্ষিত বস্তু হুন্ডির মাধ্যমে টাকা লেনদেন।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) قوله اَلْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন– مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (ابوداود) "মালদার ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়িমসি করা জুলুম। যদি তোমাদের কারো ওপর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সে যেন দায়িত্ব গ্রহণ করে।" সুতরাং হাওয়ালা গ্রহণ করা শুধু জায়েয-ই নয় বরং দায়িত্বও বটে।

হাওয়ালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে হাওয়ালার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইহা ফরেন অফ একচেঞ্জের স্থলাভিষিক্ত ও বিকল্প হতে পারে। কেবল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই নয় বরং বহির্বাণিজ্যে এর দ্বারা অনেক সুবিধা রয়েছে। পারস্পরিক ঋণ আদায়ে এ পন্থা অনেক সহজতর। এ প্রসঙ্গে জার্মান প্রাচ্যবিদ ফল ক্রেসার বলেন– হাওয়ালা সম্পর্কে ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ যে গভীর আলোচনা করেছেন তা মুসলমানদের উন্নত ব্যবসায়ী কার্যক্রমের পরিচয় বহন করে। উপরন্তু হাওয়ালাকে বাট্টাবিহীন হুন্ডির একটি স্বতন্ত্র রূপও বলা যায়।

قوله بِالدُّيُوْنِ ঃ অর্থাৎ হাওয়ালা দেনা বা ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য عَيْنٌ বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ হাওয়ালা মূলতঃ نَقْلِ حُكْمِي তথা বিধান বা দায়িত্ব স্থানান্তরের নাম, আর দেনা হল وَصْفِ حُكْمِي তথা বিধানগত একটি বিশেষ দায়িত্ব যা কারো জিম্মায় অর্পিত হয়। অতএব نَقْلِ حُكْمِي এর অস্তিত্ব وصف حكمى এর ক্ষেত্রেই হতে পারে, عَيْنٌ বা বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। কেননা তার জন্যে نَقْلِ حِسِّي প্রয়োজন হয়।

قوله بِرِضَاءِ الْمُحِيْلِ الخ ঃ অবশ্য হেদায়ার ভাষ্যমতে মুহীলের সম্মতি জরুরী নয়। কেবল مُحْتَالٌ لَهُ ও مُحْتَالٌ عَلَيْهِ এর সম্মতি জরুরী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اذا طالب الخ যেমন যায়েদ আমরের নিকট দু'শ টাকা পাবে। আমর অত্র টাকা বকরের নিকট হাওয়ালা করল। বকর তার পক্ষ হতে উক্ত দু'শ টাকা যায়েদকে দিয়ে দিল। অতঃপর বকর আমরের নিকট টাকা চাওয়ার পর আমর বলল– আমি তো তোমার নিকট একশ টাকা পাই বিধায় অত্র ঋণ তোমার ওপর হাওয়ালা করেছি। কিন্তু আমরের এ দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে হলফ সহকারে বকরের কথা ধর্তব্য হবে। কেননা নিয়ম আছে – اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ

قوله وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ অর্থাৎ হুণ্ডি কারবার মাকরূহ। পরিভাষায় হুন্ডি বলা হয় এক শহরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট টাকা বা পণ্য জমা রেখে তার একটি প্রতিশ্রুতি পত্র গ্রহণ করা এবং অন্য শহরে (বা দেশে) অবস্থিত উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট প্রতিশ্রুতি পত্রের মাধ্যমে উক্ত পরিমাণ অর্থ বা পণ্য গ্রহণ করা। এতে ব্যবসায়ীগণ রাস্তার বিভিন্ন আশংকা হতে নিরাপদ থাকে।

উল্লেখ্য যে, হুন্ডিচেক, পোষ্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, প্রসিসরি নোট ইত্যাদি সবই হুন্ডির ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

হুন্ডির বৈধতা অবৈধতা ঃ আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়াতে জানা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় ইরাকগামী লোকদের থেকে টাকা গ্রহণ করতেন। আর তাদের সে সম্পর্কে ইরাকের গভর্ণর তার ভাই মুসআব ইবনে যুবায়রের নিকট পত্রের মাধ্যমে তাদিকে উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতেন। লোকেরা তাঁর নিকট হতে সে পরিমাণ অর্থ নিয়ে নিত। আর এটা ছিল সম্পূর্ণ বাট্টা ও সুদ বিহীন। হুন্ডি ব্যবসায়ীগণ যদি কোন সূদ বা বাট্টা গ্রহণ করে তাহলে তা নাজায়েয ও হারাম হবে। আর কোন সূদ গ্রহণ না করে যদি পারিশ্রমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবদ নির্দিষ্ট হারে কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম হবে না। কিতাবে মাকরূহ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা এজন্যে যে হুন্ডি কর্তা যেহেতু তার এ কাজ দ্বারা রাস্তায় নিরাপত্তার ফায়েদা হাসিল করছে। আর হাদীসে ঋণের দ্বারা কোন প্রকার ফায়েদা হাসিল করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এজন্যে এটা মাকরূহ হবে। অবশ্য হুন্ডিচেক ইত্যাদি দেয়ার শর্ত ছাড়াই যদি টাকা দেয় তাহলে মাকরূহ হবে না।

বিশেষতঃ বর্তমান নিরাপত্তাহীনতার এযুগে এটা শীথিল তথা মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারেই অনেকে ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন– হযরত আব্দুল হাই লাখনবী (র.) লিখেন–

تَعَطَّلَتِ الْاُمُوْرُ وَكَسَدَتِ التِّجَارَةُ وَانْقَلَبَتِ الْاَحْوَالُ مِنَ الْيُسْرِ اِلَى الْعُسْرِ فَلَا يُضَاقُ عَلَى النَّاسِ (حاشية هداية)

অর্থাৎ কাজ -কারবার যাবে বন্ধ হয়ে, ব্যবসা যাবে নষ্ট হয়ে, পরিস্থিতি সহজ হতে কঠিনের দিকে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং মানুষকে পারত পক্ষে জটিলতায় ফেলা বাঞ্জনীয় নয়। পরিশেষে লিখেন– উকিল ও মুহতাল আলায়হি যদি মুওয়াক্কেলও মুহীলের কোন আঞ্জাম দিয়ে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তা হারাম এমন কথা কেউ বলেননি।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। حَوَالَة কাকে বলে? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি? বর্ণনা দাও।

২। مُحِيل ، مُحَال ، مُحْتَال لَهٗ ، مُحْتَال عَلَيْه প্রত্যেকটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ।

৩। হুণ্ডি ব্যবসা জায়েয কিনা? তার বর্ণনা দাও।

৪। وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتَالُ لَهٗ عَلَى الْمُحِيلِ اِلَّا اَنْ يَتْوٰى حَقُّهٗ

উপরোক্ত ইবারতের অর্থ বুঝিয়ে লিখ এবং تَوِى দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলে তা কি? বর্ণনা কর।

كِتَابُ الصُّلْحِ

اَلصُّلْحُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ صُلْحٌ مَعَ اِقْرَارٍ وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَهُوَ اَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُ وَصُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ وَكُلُّ ذٰلِكَ جَائِزٌ ـ فَاِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيْهِ مَا يُعْتَبَرُ فِى الْبِيَاعَاتِ اِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ وَاِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ فَيُعْتَبَرُ بِالْاِجَارَاتِ ـ

আপোস রফা বা সন্ধি অধ্যায়

অনুবাদ ॥ সন্ধি বা আপোস রফার প্রকারভেদ ঃ ১. আপোস রফা তিন প্রকার (ক) (বাদী পক্ষের দাবী) স্বীকার করে আপস করা, (খ) (দাবীরে ব্যাপার) নীরব থেকে আপোস করা, ও (গ) (দাবী অস্বীকার সত্বে) আপোস করা। এ তিনো প্রকার আপোস করা জায়েয।

স্বীকার পূর্বক আপোস ঃ ১. যদি বাদীর দাবী স্বীকার পূর্বক আপোস করা হয় তাহলে বিক্রির পণ্যের ব্যাপারে যে সব বিষয় ধর্তব্য হয় এ ক্ষেত্রেও তা ধর্তব্য হবে– যদি পণ্যের বিনিময় পণ্য দ্বারা আপোস করা হয়। আর যদি মালের দাবীর প্রেক্ষিতে মুনাফার দ্বারা আপোস করা হয় তাহলে ইজারা চুক্তির নীতিমালা ধর্তব্য (ও কার্যকর) হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صُلْحٌ সন্ধি, আপোস-মিমাংসা, এটা مُصَالَحَة মাসদারের ইসম, فَسَاد এর বিপরীত, صَلَاحٌ হতে উদ্গত, بِيَاعَات - بِيْعَة এর বহুঃ বেচা-কেনা, مَنَافِع - مَنْفَعَة এর বহুঃ মুনাফা, লভ্যাংশ।

সংজ্ঞা ঃ বিবাদমান দু'পক্ষের পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতায় উপনীত হওয়াকে সোলেহ, সন্ধি বা আপোস চুক্তি বলে।

শরীআতে সন্ধি বা আপোস রফার গুরুত্ব ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম, পৃথিবীর সর্বত্র সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করাও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মূল্যোৎপাটন করা ইসলামের কাম্য ও উদ্দেশ্য। কোরানের ভাষায় ফেৎনা ফাসাদ তথা কলহ দ্বন্দ্বকে হত্যার চেয়ে জঘন্য আখ্যা দিয়া হয়েছে। যথা– اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অপরদিকে কলহ সৃষ্টি হলেই আপোস-মিমাংসার মাধ্যমে তা দূর করার কথা বলা হয়েছে।যথা–

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ

"তাদের পরস্পরে আপোস-মিমাংসা করাতে কোন দোষ নেই। বরং আপোস-মিমাংসা করাই উত্তম।" তাই পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক মোট কথা সর্বক্ষেত্রে কোন প্রকার কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে আপোস-মিমাংসা বা সন্ধির মাধ্যমে সমস্যা নিরসন কল্পে শান্তি-শৃঙ্খলার পথ বেছে নেয়া অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রোকন ও শর্তাবলী ঃ ইজাব ও কবুল তথা প্রস্তাব ও অনুমোদন হল সন্ধির রোকন। আর এর শর্ত হল – যে বিষয়ে সন্ধি করা হবে তা মাল বা মালের দ্বারা বিনিময়যোগ্য অধিকার হওয়া। অতএব শুফআ দাবীর ব্যাপারে সন্ধি করা শুদ্ধ হবে না। কারণ তা মাল দ্বারা বিনিময়যোগ্য কোন অধিকার নয়।

কতিপয় পরিভাষা ঃ صُلْح সন্ধি, مُصَالَحٌ عَنْهُ যে বিষয়ে সন্ধি চুক্তি হয়, مُصَالَحٌ عَلَيْهِ যার বিনিময় সন্ধি হয়; যেমন– উমর বকরকে বলল তুমি এক হাজার টাকার বিনিময় ঘরের দাবী ছেড়ে দাও। সে তা মেনে নিল। এর মধ্যে ঘর হল মুসালাহ আনহু আর এক হাজার টাকা হল মুসালাহ আলায়হি। সমঝোত চুক্তি হল সন্ধি বা সোলেহ। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

اَلصُّلْحُ عَنِ السُّكُوْتِ وَالْاِنْكَارِ فِىْ حَقِّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ لِاِفْتِدَاءِ الْيَمِيْنِ وَقَطْعِ الْخُصُوْمَةِ وَفِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَاِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيْهَا الشُّفْعَةُ وَاِذَا صَالَحَ عَلٰى دَارٍ وَجَبَتْ فِيْهَا الشُّفْعَةُ ـ وَاِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذٰلِكَ مِنَ الْعِوَضِ وَاِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوْتٍ اَوْ اِنْكَارٍ فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِىْ بِالْخُصُوْمَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ وَاِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذٰلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْهِ وَاِنِ ادَّعٰى حَقًّا فِىْ دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُوْلِحَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى شَيْءٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَضِ ـ

অনুবাদ ॥ নীরবতা ও অস্বীকার পূর্বক আপোস ঃ নীরবতা ও অস্বীকার পূর্বক আপোস মিমাংসাটা বিবাদীর ব্যাপারে কছমের ফিদিয়া ও কলহ নিরসন এবং বাদীর ব্যাপারে বিনিময় চুক্তিরূপে গণ্য হয়। সুতরাং কোন বাড়ীর ব্যাপারে (কিছু দ্বারা) আপোস করলে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে না। তবে কোন বাড়ী দ্বারা যদি (কোন বিষয়ে) আপোস করে তাতে শুফআ প্রাপ্য হবে।

বাদী-বিবাদীর অধিকারের সীমা ঃ ১. দাবী স্বীকার পূর্বক আপোসের পর মুসালাহ আনহুর কিছু অংশে যদি কারো হক প্রমাণিত হয় তাহলে বিবাদী তার প্রদত্ব বিনিময় হতে উক্ত হারে ফেরত নিবে। ২. যদি নীরবতা বা অস্বীকার পূর্বক আপোস হয়, অতঃপর বিবাদমান বস্তুর হক্বদার প্রমাণিত হয়। তাহলে বাদী হক্বদারের সাথে (উক্ত ব্যাপারে) জেরা করবে এবং গৃহীত বিনিময় ফেরত দিবে। আর যদি তার কিয়দাংশের হক্বদার বের হয় তাহলে সে অনুপাতে ফেরত দিয়ে সে ব্যাপারে জেরা করবে। ৩. যদি কেউ কোন বাড়ীর হক্বদার বলে দাবী করে কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ না দেয়। আর সে ব্যাপারে কোন কিছুর বিনিময় আপোস করারপর বাড়ীর কিছু অংশের হক্বদার বের হয় তাহলে প্রদত্ব বিনিময়ের কিছুই ফেরত দিবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلصُّلْحُ عَنِ السُّكُوْتِ الخ ঃ অর্থাৎ বিবাদী যদি বাদীর দাবীর ক্ষেত্রে নীরব থাকে বা তা প্রত্যাখ্যান করে এতদ্বসত্বে বাদীকে কোন কিছু দিয়ে তার সাথে আপোস হয়ে যায়। তাহলে অত্র আপোস হওয়াটা বাদীর ক্ষেত্রে তার দাবীর বিনিময় উসূল ও বিবাদীর ক্ষেত্রে অযথা কলহ হতে পরিত্রাণ লাভ ও (পঃ পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) قوله وَكُلُّ ذٰلِكَ جَائِزٌ ঃ আহনাফ এবং ইমাম মালেক ও আহমদ রহেমাহুমুল্লাহ তিনো প্রকার সন্ধি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কেবল প্রথম প্রকার জায়েয।

قوله فَاِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ الخ ঃ মালের বিনিময় মাল দ্বারা সন্ধি হলে তা বেচাকেনার পর্যায়ে গণ্য হবে। কেননা এতে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ পাওয়া যায়। সুতরাং বাড়ীর বিনিময় বাড়ি দ্বারা সন্ধি হলে উভয় বাড়ীতে শুফআ দাবী প্রযোজ্য হবে। সন্ধির মালের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে তাতে খিয়ারে আইব ও না দেখে গ্রহণ করলে তাতে খিয়ারে রুয়াত ইত্যাদি বিধান প্রযোজ্য হবে।

قوله يَسْتَأْفِعُ الخ ঃ যেমন যায়েদ আমরের নিকট কোন জিনিস দাবী করল, আর আমর তা স্বীকার করল। অতঃপর আমর যায়েদের সাথে তার ঘরে এক বৎসর বসবাস করার বা তার দোকানে ব্যবসা করতে দেয়ার ব্যাপারে চুক্তি করল। এটা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে যদি সময় নির্ধারণ না করে অনুমতি দেয় তাহলে ফাসেদ ইজারার বিধান বর্তাবে। তদরূপ দু'পক্ষের কেউ মারা গেলে যেরূপ ইজারা বাতিল হয়ে যায় তদরূপ সন্ধিও বাতিল হয়ে যাবে।

(পৃঃ পৃঃ পর) কছমের ফিদিয়া গণ্য হবে। কেননা যদি সে আপোস না করত তাহলে তার ওপর কছম বর্তাতো। আর আপোসের মাধ্যমে সে কছম করা হতে মুক্তি পেলো।

قوله لَمْ يَجِبْ فِيهِ الشُّفْعَةُ الخ : এটা উপরের মাসআলার ওপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়েছে। এই যে, একজন অন্য জনের নিকট বাড়ীর পাওনা দাবি করল। আর সে তা অস্বীকার করল বা চুপ রইল। এর পর সে বাড়ীর বিনিময় স্বরূপ বাদীকে কিছু দিয়ে তার সাথে আপোস করল। এক্ষেত্রে উক্ত বাড়ীর ব্যাপারে শুফআ দাবি করলে তা গ্রাহ্য হবে না। কেননা সে তা বাদীর থেকে ক্রয় করছে না। বরং গণ্ডগোল বা কছম হতে রেহাই পাওয়ার জন্যেই কিছু দিচ্ছে মাত্র। পক্ষান্তরে যদি কেউ কারো নিকট মাল দাবি করে। আর বিবাদী মালের পরিবর্তে তাকে বাড়ী দিয়ে আপোস করে। তাহলে তাতে শুফআ দাবি করলে তা গ্রাহ্য হবে। কেননা এখানে বাদী উক্ত বাড়ীকে তার মালের বিনিময় স্বরূপ গ্রহণ করছে যা বিক্রির মধ্যে হয়ে থাকে।

قوله وَاِذَا كَانَ الصُّلْحُ الخ : যেমন যায়েদ উমরের একটি বাড়ীর হক্ব দাবি করল। আর উমর তা স্বীকার করে এক হাজার টাকার বিনিময় উক্ত বাড়ীর পাওনার ব্যাপারে তার সাথে আপোস করল। এরপর উক্ত বাড়ীর গোটা অংশের বা কিছু অংশের হক্বদার বের হল। এক্ষেত্রে উমর যায়েদের থেকে উক্ত এক হাজার বা অর্ধেক হলে পাঁচশত টাকা ফেরত নিবে।

قوله وَاِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ الخ : যেমন খালেদ রাশেদের নিকট তার কোন জমি দাবি করল। আর রাশেদ তা অস্বীকার করল বা চুপ রইল। এরপর রাশেদ খালেদকে একটি বাড়ী দিয়ে তার সাথে আপোস হয়ে গেল। অতঃপর খালেদের দাবিকৃত জমির পূর্ণ অংশের বা অর্ধেকের হক্বদার বের হল। এ ক্ষেত্রে জমির যতটুকু অংশের হক্বদার বের হবে সে হারে রাশেদ তার প্রদত্ব অংশ ফেরত নিয়ে অত্র হক্বদারের সাথে মোকাদ্দমা/ জেরা করবে, যাতে তার দখলী জমি নিষ্কন্টক রূপে থেকে যায়।

قوله وَاِنِ ادَّعٰى حَقًّا الخ : যেমন যায়েদের একটি জমিতে আমর অংশ দাবি করল, কিন্তু তার পরিমাণ উল্লেখ করল না। এতে যায়েদ আমরকে এক হাজার টাকা দিয়ে আপোস করল। এরপর বকর উক্ত জমির হক্বদার প্রমাণিত হল। এক্ষেত্রে যায়েদ তার প্রদত্ব টাকা মোটেই দাবি করতে পারবে না। কারণ আমর এমনো বলতে পারে যে, আমি যে অংশ দাবি করেছি তা তোমার কাছে যা আছে সে অংশের ব্যাপারে ছিল। সুতরাং তার বিনিময় আমি উক্ত টাকা নিয়েছি।

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ مِنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ وَجِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَلَايَجُوزُ مِنْ دَعْوَى حَدٍّ وَاذا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جَازَ وَكَانَ فِيْ مَعْنَى الْخُلْعِ وَإِذَا ادَّعَتْ اِمْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا لَمْ يَجُزْ وَاِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ اَنَّهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ اعْطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِيْ حَقِّ الْمُدَّعِي فِيْ مَعْنَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ ـ

অনুবাদ ॥ আপোস মিমাংসার ক্ষেত্র ঃ ১. ধন-সম্পদ, মুনাফা, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত জিনায়াত (খুন ও অঙ্গহানী) সংক্রান্ত দাবির ক্ষেত্রে আপোস-মিমাংসা করা জায়েয। ২. হদ্দ সংক্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আপোস নিষ্পত্তি জায়েয নয়। ৩. কোন পুরুষ যদি কোন মহিলারকে বিবাহ করার দাবি করে। আর উক্ত মহিলা তা অস্বীকার করে। অতঃপর সম্পদের বিনিময় সে উক্ত পুরুষের সাথে সন্ধি করে নেই যাতে সে তার দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে তা জায়েয আছে। এটা খোলা' গণ্য হবে। কিন্তু কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের ব্যাপারে বিবাহের দাবি করে, আর সে মালের বিনিময় তার সাথে আপোস করে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। ৪. কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো ব্যাপারে তার গোলাম হওয়ার দাবি করে। আর উক্ত ব্যক্তি তাকে মাল দিয়ে তার সাথে আপোস করে নেয়, তাহলে তা জায়েয হবে। আর বাদী পক্ষে এটা মালের বিনিময় আযাদ করণ ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالصُّلْحُ جَائِزٌ الخ ঃ অর্থাৎ বাদী যদি বিবাদীর ওপর কোন মাল দাবি করে বা এমন দাবি করে যে, আমার অগ্রিম ভাড়া পরিশোধের ভিত্তিতে তোমার অমুক ঘরে আমার এক বৎসর থাকার অধিকার রয়েছে। অথবা বাদী যদি এমন দাবি করে যে, বিবাদী অমুককে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত প্রহার বা হত্যা করেছে বা তার অঙ্গ হানী করেছে। তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে মালের বিনিময় আপোস করা জায়েয।

قوله مِنْ دَعْوَى حَدٍّ الخ ঃ যেমন– যায়েদ উমরের ব্যাপারে যিনার দাবি করল, আর উমর কিছু না বলে তার সাথে মালের বিনিময় আপোস করে নিল। তাহলে এ আপোস জায়েয হবে না। কেননা হদ্দ হলো আল্লাহর হক্ব। সুতরাং হুকূকুল্লাহর ব্যাপারে মানুষের আপোস করার কোন অধিকার নেই।

قوله مَعْنَى الْخُلْعِ الخ ঃ কেননা মহিলাদের কর্তৃক মালের বিনিময় নিজ গুপ্ত স্থানের অধিকার মুক্ত করাকে খোলা বলা হয়। আর এক্ষেত্রে তা পাওয়া যাচ্ছে।

قوله لَمْ يَجُزْ الخ ঃ কারণ শরীআতে পুরুষের পক্ষ হতে মালের বিনিময় মহিলাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ওয়ার কোন প্রচলন নেই।

قوله اَنَّهُ عَبْدُهُ الخ ঃ যেমন যায়েদ বংশ পরিচয়হীন উমর নামী এক ব্যক্তি সম্বন্ধে তার গোলাম (ক্রীতদাস) হওয়ার দাবি করল। আর উমর কিছু অর্থের বিনিময় যায়েদের দাবি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আপোস করল, তাহলে তা জায়েয। আর এটা কেমন যেন যায়েদ মালের বিনিময় তাকে আযাদ করে দেয়া গণ্য হবে।

وَ كُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وهوَ مُسْتَحِقٌّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَهُ كَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ الفُ دِرهمٍ جِيَادٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ زُيُوفٍ جَازَ وصَارَ كَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ بعضِ حقِّهِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى الفٍ مُؤجَّلَةٍ جَازَ وَكَأَنَّهُ أَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيْرَ إِلَى شهرٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ لَهُ الفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَالَّةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ لَهُ الفُ دِرْهَمٍ سُوْدٍ فصالحهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ بِيْضٍ لَمْ يَجُزْ ـ

অনুবাদ॥ ঋণের ব্যাপারে আপোস ঃ ১. যে সব বিষয়ে আপোস করা হয় যদি তা ঋণ সূত্রে প্রাপ্য হয় তাহলে অত্র আপোস বা সন্ধি চুক্তি বিনিময় চুক্তিরূপে গণ্য হবে না। বরং তার কিছু প্রাপ্য আদায় করেছে ও বাকী অংশ ছেড়ে দিয়েছে বিবেচিত হবে। যেমন– বাদী ব্যক্তির এক জনের নিকট এক হাজার নিখুঁত মুদ্রা পাওনা ছিল। কিন্তু সে পাঁচশ খুঁত বা নিম্নমানের মুদ্রার বিনিময় তার সাথে সন্ধি করল তাহলে তা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে কেমন যেন পাওনাদার তার পাওনার কিছু অংশ মাফ করে দিয়েছে ধর্তব্য হবে। আর যদি মেয়াদী এক হাজার টাকার বিনিময় সন্ধি করে তাও জায়েয। এক্ষেত্রে পাওনাদার কেমন যেন তার নগদ গ্রহণের অধিকার কে বাকী করে দিয়েছে। কিন্তু যদি এক মাসের মধ্যে প্রাপ্য দীনারসমূহ পরিশোধের ব্যাপারে সন্ধি করে তাহলে তা জায়েয হবে না। যদি বাদীর মেয়াদী (বাকী) এক হাজার টাকা পাওনা থাকে। আর নগদ পাঁচশ টাকা উসূলের বিনিময় সন্ধি করে তাহলে তা জায়েয হবে না। এভাবে যদি কারো এক হাজার কাল দেরহাম পাওনা হয়। আর সাদা পাঁচশ দেরহামের বিনিময় আপোস করে নেয় তাহলে ও তা জায়েয হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اَلْمُدَايَنَة ঋণের লেন-দেন, اَلْمُعَاوَضَة বিনিময় গ্রহণ, لَمْ يُحْمَل গণ্য হবেনা, زُيُوف খুঁতযুক্ত, দোষী, مُوجَّلَة মেয়াদী, سُوْد - أَسْوَد এর বহুঃ কাল, খাদযুক্ত, بِيض - ابيض এর বহুঃ সাদা, চান্দির দেরহাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ الخ ঃ যে বিষয়ে আপোস করা হয় তা যদি ঋণের-কারবার সূত্রে প্রাপ্য হয়। অর্থাৎ হয়ত বিবাদীকে ঋণ দিয়েছে বা বাকীতে বিক্রি করেছে, এক্ষেত্রে বাদী তার কিছু পাওনা আদায় করে নিল, আর কিছু দাবি ছেড়ে দিল গণ্য হবে। আদায়কৃত টাকা সম্পূর্ণ পাওনার বিনিময় ধর্তব্য হবে না। কেননা তাতে সূদ হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন– যায়েদ উমরের থেকে পাঁচশ টাকা ঋণ নিল। উমর তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনশ টাকার বিনিময় সে যায়েদের সাথে আপোস করে নিল। এ তিনশ টাকাকে প্রাপ্য পাঁচশ টাকার বিনিময় ধরলে তা সূদ হয়ে যাবে। একারণে দুইশ টাকা মাফ করে দিয়েছে ধরতে হবে।

قوله عَلَى الفٍ مُؤَجَّلَةٍ الخ ঃ অর্থাৎ নগদ পাওনা পরিশোধ করতে অপারগ হওয়ায় নির্দিষ্ট মেয়াদ যেমন ৬ মাস বা একবৎসর পর পরিশোধ করবে। এর ওপর আপোস করে নিল। এটা জায়েয।

قوله عَلَى دَنَانِيْر الخ ঃ প্রাপ্য দেরহামের বিনিময় কিছু দীনার দ্বারা আপোস করলে তা জায়েয হবে না। কারণ এক্ষেত্রে রিবায়ে নাসীয়া হয়ে যায় যা নাজায়েয। আর রিবায়ে নাসীয়া একারণে যে, উভয় দিকে মুদ্রা (স্বর্ণ-রৌপ্য) হওয়ায় এটা সরফ চুক্তির ন্যায় হয়ে যায়। আর সরফ চুক্তিতে বাকী করায়ত্ত নিষিদ্ধ।

قوله لَمْ يَجُزْ ঃ কারণ বাকীর মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাওনাদার তা আদায়ের দাবী করতে পারে না। অতএব বাকী এক হাজারের বিনিময় নগদ ৫ পাঁচশ নিয়ে আপোস করলে ঋণের পাঁচশ পরিশোধ ও পাঁচশ ছেড়ে দিয়েছে তা বলা যায় না। বরং বাকী এক হাজারের বিনিময় নগদ পাঁচশ গ্রহণ করেছে বলতে হবে। আর এটা সরফ চুক্তি গণ্য হয়ে অবৈধ হবে।

قوله الفُ دِرهمٍ سُودٍ الخ ঃ কারণ খাদযুক্ত ও খাদ বিহীন উভয়টি মাসআলার ক্ষেত্রে সম পর্যায়ের।

وَ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيْلَ مَا صَالَحَهُ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ يَضْمَنَهُ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوَكِّلِ فَاِنْ صَالَحَ عَنْهُ عَلٰى شَيْءٍ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ فَهُوَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ اِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهُ تَمَّ الصُّلْحُ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفِىْ هٰذِهٖ اَوْ عَلٰى عَبْدِىْ هٰذَا تَمَّ الصُّلْحُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيْمُهَا اِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفٍ وَسَلَّمَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيْهِ فَالْعَقْدُ مَوْقُوْفٌ فَاِنْ اَجَازَهُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْاَلْفُ وَاِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ وَاِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ اَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهٖ عَلٰى ثَوْبٍ فَشَرِيْكُهُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصْفِهٖ وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ اِلَّا اَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيْكُهُ رُبُعَ الدَّيْنِ ـ

<u>অনুবাদ॥ উকিল হয়ে বা স্বেচ্ছায় আপোসের বিধান ঃ</u> ১. কোন ব্যক্তি যদি কাউকে তার পক্ষ হতে আপোস করার জন্যে উকিল বানায় ফলে সে কারো সাথে আপোস করে তাহলে তার ওপর মুসালাহ্‌ আলায়হি (আপোস বিনিময়) বর্তাবে না। তবে উকিল নিজে যদি তার জামিন হয় (সে ক্ষেত্রে জামানত স্বরূপ তার ওপর বর্তাবে) বরং আপোসের মাল মুওয়াক্কেলের ওপর বর্তাবে। ২. যদি কেউ স্বেচ্ছায় (কারো নির্দেশ ছাড়াই) তার পক্ষ হতে আপোস করে তাহলে তা চার ধরনের হতে পারে। (ক) যদি মালের বিনিময় আপোস করে এবং সে তার জামিন হয় তাহলে আপোস চুক্তি পূর্ণ (কার্যকর) হয়ে যাবে। (খ) এভাবে যদি বলে-আমি আমার এক হাজার টাকা বা এ গোলামের বিনিময় আপোস্‌ করলাম তা হলে আপোস চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর উক্ত টাকা বা গোলাম বাদীকে অর্পণ করা জরুরী হবে। (গ) তদরূপ যদি বলে আমি এক হাজার টাকার বিনিময় সোলাহ্‌ করলাম। আর তা তার হাতে অর্পণ করে (তাতে ও আপোস চুক্তি সম্পন্ন হবে) (ঙ) এভাবে যদি বলে– আমি এক হাজার টাকার বিনিময় তোমার সাথে সোলাহ্‌ করলাম" কিন্তু টাকা তাকে বুঝিয়ে না দেয় তাহলে চুক্তি মওকুফ থাকবে। বিবাদী তা মেনে নিলে জায়েয হবে এবং এক হাজার টাকা পরিশোধ করা তার ওপর জরুরী হবে। আর তা মানলে জায়েয হবে না বরং চুক্তি বাতিল গণ্য হবে।

<u>যৌথ ঋণের ব্যাপারে আপোস চুক্তি ঃ</u> ১. ঋণ যদি দু'শরীকের মাঝে যৌথ থাকে। আর এক শরীক তার ঋণের অংশের ব্যাপারে একটি থান কাপড়ের বিনিময় ঋণ গ্রহীতার থেকে আপোস করে নেয়, তাহলে অপর শরীক এখতিয়ারাধীন হবে। ইচ্ছে করলে সে ঋণ গ্রহীতার থেকে তার অর্ধাংশ ঋণ আদায় করে নিবে। অথবা চাইলে কাপড়ের অর্ধেক নিয়ে নিবে। তবে আপোসকারী যদি তার শরীককে কাপড়ের এক চতুর্থাংশ দিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেয় (তাহলে সে কাপড়ের ভাগ দাবী করতে পারবে না।)

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ</u> قوله وَمَنْ وَكَّلَ الخ ঃ যেমন রাশেদ সাজেদের নিকট থেকে এক হাজার টাকা ঋণ নিল। এখন টাকা যোগাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় সে মাজেদকে তার সাথে আপোসের জন্যে উকিল নিয়োগ করল। এখন মাজেদ দু'মন চাউলের বা যে কোন মালের বিনিময় তার সাথে আপোস করলে তা মাজেদের ওপর বর্তাবে। তবে মাজেদ যদি চাউল আদায় করে দেয়ার জন্যে জামিন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা তার উপর আরোপিত হবে।

قوله وَاِذَا كَانَ الدَّيْنُ الخ ঃ অর্থাৎ দুশরীকের একজন তার পাওনার বিনিময় যদি এক থান কাপড় নিয়ে তার আপোস হয় তাহলে অপর শরীক চাইলে উক্ত কাপড়ের অর্ধেক দাবী করতে পারে। নতুবা দেনাদার থেকে তার পাওনা উসূল করে নিতে পারে। কিন্তু আপোসকারী শরীক যদি অপর শরীককে তার পাওনার এক চতুর্থাংশ পরিশোধের জামিন হয় তাহলে আর কাপড়ের অংশ দাবী করতে পারবে না। কারণ উক্ত শরীক মূলতঃ তার পূর্বের পাওনা টাকা ইত্যাদির হক্‌দার। কাপড়ে তার কোন অধিকার নেই।

وَلَوِ اسْتَوْفٰى نِصْفَ نَصِيْبِهٖ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيْكِهٖ اَنْ يُّشَارِكَهٗ فِيْمَا قَبَضَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيْمِ بِالْبَاقِىْ وَلَوِ اشْتَرٰى اَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهٖ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيْكِهٖ اَنْ يُضَمِّنَهٗ رُبْعَ الدَّيْنِ وَاِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ اَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهٖ عَلٰى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُوْزُ الصُّلْحُ وَاِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَاَخْرَجُوْا اَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ اَعْطَوْهُ اِيَّاهُ وَالتَّرِكَةُ عَقَارٌ اَوْ عُرُوْضٌ جَازَ قَلِيْلًا كَانَ مَااَعْطَوْهُ اَوْ كَثِيْرًا ـ

অনুবাদ ॥ আর যদি উক্ত শরীক ঋণের অর্ধেক উসূল করে আনে তাহলে দ্বিতীয় জনের অধিকার থাকবে তার উসূল করা পরিমাণ ঋণের ভাগ গ্রহণে। অতঃপর উভয়ে দেনাদার থেকে অবশিষ্ট অর্ধেক আদায় করে নিবে। ২. যদি তাদের কোন এক শরীক তার ঋণের অংশের বিনিময় (ঋণ গ্রহীতা) থেকে কোন দ্রব্য খরিদ করে তাহলে অপর শরীক তাকে এক চতুর্থাংশ ঋণের জন্যে দায়ী বানাতে পারবে। ২. যদি দু'ব্যক্তি যৌথভাবে সলম কারবার করে আর তন্মধ্য হতে এক শরীক মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা) এর সাথে তার অংশের মুসলাম ফীহ (অর্থাৎ বিক্রীত পণ্য) এর পরিবর্তে রা'সুলমালের (বিনিয়োগ কৃত পূঁজীর) অংশ নিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আপোস করে তাহলে তরফাইন (র.)-এর মতে তা জায়েয হবে না। আর আবু ইউসুফ (র.) বলেন উক্ত আপোস জায়েয হবে।

মীরাছের দাবী প্রত্যাহারের আপোস ঃ ১. মীরাছী সম্পত্তিতে যদি একাধিক ওয়ারিস হক্বদার হয়, আর তারা আপোসে তাদের একজনকে কিছু অর্থের বিনিময় তাকে মীরাছ হতে বের করে দেয়। আর মীরাছ স্থাবর সম্পত্তি বা আসবাবপত্র হয় তাহলে তাদের প্রদত্ব অর্থ কম-বেশী যা-ই হয় হৌক আপোস চুক্তি জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نَصِيْبٌ অংশ, اَتْبَعَ পিছু ধরবে, চাপ সৃষ্টি করবে অর্থে, غَرِيْمٌ দেনাদার, سِلْعَةٌ পণ্য দ্রব্য, رَاسُ الْمَالِ মূলধন, পূঁজী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ دَيْنٌ مُشْتَرِك এর **সংজ্ঞাও বিধান ঃ** একই আক্‌দে একই সবাব বা কারণে দু'ব্যক্তির পাওনা হলে তাকে দায়ন মুশ্‌তারিক (যৌথ পাওনা) বলে। এর হুকুম বা বিধান হল এক শরীক দায়নে মুশতারিক হতে কিছু উসূল করলে অপর শরীক তাতে অংশি দাবী করতে পারে। আবার দেনাদার থেকে ও নিজ অংশ দাবী করতে পারে।

قوله وَاِذَا كَانَ السَّلَمُ الخ ঃ যেমন মাজেদ ও সাজেদ রাশেদের সাথে এক হাজার টাকার বিনিময় ১০ মন আলুর ব্যাপারে সলম চুক্তি করল। সে মতে প্রত্যেকে পাঁচশ করে টাকা দিয়ে দিল। অতঃপর রাশেদ (রব্বুল মাল) তার ৫ মান আলুর পরিবর্তে পাঁচশ টাকা দিয়ে একজনের সাথে সোলাহ করে নিল। তাহলে তরফাইন (র.) এর মতে জায়েয হবে না। কেননা এতে যৌথ পাওনা করায়ত্ত করার আগে ভাগাভাগি করা প্রমাণিত হয়। আর এটা নাজায়েয।

قوله فَاَخْرَجُوْا اَحَدَهُمْ الخ ঃ যেমন– যায়েদ মৃত্যুকালে কয়েক বিঘা জমি ও অন্যান্য আসবাবপত্র রেখে গেল। আর তিন পুত্র তার ওয়ারিস হলো। তাদের মধ্য হতে দু'জনে একজনকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময় মীরাছের অংশ ত্যাগ করার ব্যাপারে সমঝোতা করল তাহলে এটা জায়েয হবে।

فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَأَعْطَوْهُ ذَهَبًا أَوْ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً فَهُوَ كَذٰلِكَ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذٰلِكَ فَصَالَحُوْهُ عَلٰى ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مَا أَعْطَوْهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيْبِهِ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ حَتّٰى يَكُوْنَ نَصِيْبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمِيْرَاثِ وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ فَأَدْخَلُوْهُ فِي الصُّلْحِ عَلٰى أَنْ يُخْرِجُوْا الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَيَكُوْنَ الدَّيْنُ لَهُمْ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فَإِنْ شَرَطُوْا أَنْ يُبْرِئَ الْغُرَمَاءَ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيْبِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ۔

অনুবাদ ॥ ২. পরিত্যাক্ত সম্পদ (তারাকা) যদি রৌপ্য হয়। আর তারা তাকে স্বর্ণ প্রদান করে। অথবা এর বিপরীতে তারাকা স্বর্ণ হয় আর তারা তাকে রৌপ্য প্রদান করে। তাহলে ও তা জায়েয হবে। ৩. তবে তারাকা যদি স্বর্ণ-রৌপ্য ও আরো অন্য কিছু হয়। আর ওয়ারিসগণ কোন একজন ওয়ারিসের সাথে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে সোলাহ করে তাহলে তাদের প্রদত্তটা উক্ত জিনিসের (সম জাতীয় বস্তুর) অংশের চেয়ে বেশী হওয়া জরুরী। যাতে সম অংশ তার স্বজাতীয় বস্তুর পরিমাণ। আর অতিরিক্ত অংশ বা অন্যান্য বাকী বস্তুর বিনিময় হয়ে যায়। ৪. তারাকা যদি মানুষের নিকট পাওনা বস্তু হয়। আর ওয়ারিসগণ তাকে এ শর্ত হিসেবে ধরে নেয় যে, সোলাহকারীকে অন্যান্য ওয়ারিসগণ ঋণ থেকে বাদ রাখবে এবং গোটা ঋণের মালিক তারা হবে তাহলে সোলাহ বাতিল গণ্য হবে। আর যদি সোলহের মধ্যে এ শর্ত করে যে, সোলাহকারী তার ঋণের অংশ হতে দেনাদারদিগকে মাফ করে দিবে। আর অন্য কোন ওয়ারিস থেকে ও তার অংশ নিবেনা তাহলে সোলাহ জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَهُوَ كَذٰلِكَ ঃ অর্থাৎ মীরাছী স্বর্ণের বিনিময় রৌপ্য বা এর বিপরীত সোলাহ করলে তা জায়েয হবে। কারণ উভয় দিকে ভিন্ন জাতীয় বস্তু হওয়ায় কম-বেশী দোষণীয় নয়। পক্ষান্তরে স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্য দ্বারা সোলাহ করলে সমানহারে ছাড়া জায়েয হবে না। এভাবে এসবের সাথে অন্য সামগ্রী থাকলেও সমান নয় বরং তদাপেক্ষা বেশী স্বর্ণ রৌপ্য থাকতে হবে। যাতে স্বর্ণ- রৌপ্যের বিনিময় সমান স্বর্ণ-রৌপ্য হয়ে অতিরিক্ত অংশের বিনিময় স্বরূপ সামগ্রী স্থির করা যায়।

قوله فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ الخ ঃ কেননা এক্ষেত্রে ঋণের মধ্যে সোলাহকারীর যে অংশ রয়েছে অন্যদেরকে তার মালিক বানান হয়ে যায়। অথচ দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে দেনার মালিক বানান জায়েয নয়।

قوله فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ঃ কারণ এ ক্ষেত্রে দেনাদারকেই দেনার মালিক বানান হচ্ছে, সুতরাং তা জায়েয।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। صلح কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির পরিচয় ও বিধান লিখ।
২। ঋণের ব্যাপারে আপোস-মিমাংসার বিস্তারিত বিবরণ দাও।
৩। ভাবার্থ বুঝিয়ে লিখ ঃ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوْتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِيْ بِالْخُصُوْمَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذٰلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْهِ
৪। আপোষ-মিমাংসা জায়েয-না জায়েযের ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দাও।
৫। মীরাছের দাবি প্রত্যাহার সম্পর্কে আপোষের পদ্ধতিসমূহ লিখ।
৬। উকিল যদি মুওয়াক্কিলের নির্দেশ ছাড়াই আপোষ করে তাহলে তার কয়টি অবস্থা হতে পারে? প্রত্যেকটির বর্ণনা দাও

كِتَابُ الْهِبَةِ

اَلْهِبَةُ تَصِحُّ بِالْاِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَاِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوْبُ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْوَاهِبِ جَازَ وَاِنْ قَبَضَ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ لَمْ تَصِحَّ اِلَّا اَنْ يَاْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِى الْقَبْضِ وَتَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَاَعْطَيْتُ وَاَطْعَمْتُكَ هٰذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْتُ هٰذَا الثَّوْبَ لَكَ وَاَعْمَرْتُكَ هٰذَا الشَّيْئَ وَحَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ اِذَا نَوٰى بِالْحِمْلَانِ الْهِبَةَ ـ

হেবা অধ্যায়

অনুবাদ॥ হেবার পদ্ধতি ঃ ১. ইজাব ও কবূলের মাধ্যমে হেবা সম্পন্ন হয়। করায়ত্ত করার দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করে। ২. হেবা গ্রহীতা যদি মজলিসে থাকাকালেই হেবাকারীর অনুমতি ছাড়াই হেবার দ্রব্য করায়ত্ত করে তাহলে তা জায়েয হবে। আর যদি মজলিস হতে পৃথক হওয়ার পর করায়ত্ত করে তাহলে জায়েয হবে না। তবে হেবাকারীর অনুমতি সাপেক্ষে হলে জায়েয হবে। ৩. হেবা সংঘটিত হয় এ সকল কথার দ্বারা-হেবা করলাম, দান করলাম, তোমাকে এ খাদ্য খাওয়ার জন্যে দিলাম, এ কাপড়টি তোমাকে দিলাম, সারা জীবনের জন্যে এটা তোমাকে দিলাম, তোমাকে এটা সোয়ারীর ওপর উঠালাম ইত্যাদি। অবশ্য এক্ষেত্রে উঠানোর দ্বারা হেবার নিয়ত করতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ পটভূমি ঃ হেবা তথাদান বা উপঢৌকন দেওয়া শরীঅতের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় এক মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট, আল্লাহর একনাম হল- وَهَّابِ অতিশয় দানশীল। ইসলাম সব সময় নেয়ার চেয়ে দেয়ার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বলা হয়েছে اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى "নীচের হাত অপেক্ষা উপরের (দানের) হাত শ্রেয়"। হিবা তথা দানের বা হাদিয়ার দ্বারা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মিল-মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কার্পণ্য দূর হয়, অভাবীর অভাব দূর হয়, সর্বোচ্চ পরকালে বিশেষ সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। আল্লাহর হাবীব উম্মৎকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে যেয়ে বলেছেন تَهَادُوا تَحَابُّوا তোমরা পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অর্জন কর। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে হাদিয়া যত সামান্য ও তুচ্ছ হোক তা গ্রহণ করা চাই। এভাবে সাধারণ হাদিয়া পাঠাতে ও সংকোচ বোধ করা ঠিক নয়।

হেবার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ هِبَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ এর মাসদার, মূলতঃ وَهْبٌ ছিল। عِدَةٌ এর নিয়মানুযায়ী واو বিলোপ করে তার পরিবর্তে শেষে ة যুক্ত হয়েছে। অর্থ দান করা।

সংজ্ঞা ঃ পরিভাষায় تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عِوَضٍ তথা বিনিময় বিহীন কাউকে বস্তুর মালিক বানানোকে হেবা বলে। হেবার সবাব বা উৎস হেবাকারীর জন্যে সওয়াব ও কল্যাণ কামনা করা।

হেবা শুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্তাবলী ঃ ১. হেবাকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, (২) হেবাকৃত দ্রব্য তার একক মালিকানাধীন হওয়া বা যৌথ না হওয়া. (৩) হেবাকারীর করায়ত্তে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকা।

হেবার রোকন হল ঃ ইজাব ও কবুল

হুকুব বা বিধান ঃ হেবাকৃত বস্তু হেবা প্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন হওয়া। তবে অস্থায়ী বা আবশ্যিকরূপে নয়। একারণে হেবাকৃত বস্তু ফেরত নেয়া জায়েয; তবে মাকরূহ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ فِيمَا يُقْسَمُ إِلَّا مَحُوزَةً مَقْسُومَةً وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْابْنُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً تَمَّتْ بِقَبْضِ الْأَبِ وَإِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ فَقَبَضَهَا لَهُ جَائِزٌ وَكَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ فَقَبَضَهُ لَهُ جَائِزٌ وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ جَازَ وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَصِحُّ۔

অনুবাদ ॥ হেবা জায়েয না জায়েযের ক্ষেত্র ঃ ১. বন্টনযোগ্য বস্তু বন্টিত ও পৃথককৃত নাহলে তা হেবা করা যায়েয নয়। ২. অবন্টনযোগ্য –এজমালী বস্তু হেবা করা জায়েয। ৩. কেউ এজমালী (যৌথ মালিকানাধীন) বস্তু কাউকে হেবা করলে তা ফাসেদ (অকার্যকর) গণ্য হবে। কিন্তু যদি তা বন্টন করে যার যার অংশ বুঝে নেয়, তাহলে তা হেবা করা জায়েয হবে। ৪. যদি গমের মধ্যকার আটা বা তিলের মধ্যস্থিত তেল হেবা করে তাহলে তা ফাসেদ বিবেচিত হবে। যদি পরে তা আটা বানিয়ে হস্তান্তর করে তথাপি তা জায়েয হবে না। ৫. হেবাকৃত বস্তু যদি হেবা গ্রহীতার দখলে থাকে তাহলে হেবার দ্বারাই সে তার মালিক হয়ে যাবে। যদি সে তার কবযা (করায়ত্ত) নবায়ন না করে।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) **হেবা, হাদিয়া ও সাদকার পারস্পরিক পার্থক্য ঃ** হেবা ও হাদিয়া প্রায় একই পর্যায়ে গণ্য। হেবা ও হাদিয়ার মধ্যে বিশেষভাবে সওয়াব কাম্য হয় না বরং আন্তরিক মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং যাকে দেয়া হয় তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে সাধারণত হেবা ও হাদিয়া দেয়া হয়। আর এটা পরবর্তীতে ফেরত গ্রহণ জায়েয। পক্ষান্তরে প্রদত্ত ব্যক্তির সন্তুষ্টি কামনা বিহীন বিশেষভাবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কাউকে কোন বস্তুর মালিক বানালে তাকে সাদকা বলে। সাদকার মাল ফেরৎ নেয়া জায়েয নয়। সাদকার ক্ষেত্র সীমিত। যেমন– নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়া, আহলে বায়ত ও সাদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ এমন কোন বংশের না হওয়া। হেবা ও হাদিয়া সবাইকে দেয়া যায়। এমনকি বিধর্মী ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয়া ও তাদের কেউ দিলে (হালাল মাল হলে) গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু সাদকা-যাকাত অমুসলিমকে দেয়া জায়েয নেই।

কয়েকটি পরিভাষা ঃ هِبَة দান, وَاهِب হেবাকারী, مَوْهُوْب হেবাকৃত বস্তু, مَوْهُوْب لَهٗ যাকে হেবা করা হয়।

قوله اَلْهِبَةُ تَصِحُّ الخ ঃ অর্থাৎ হেবাকারী মৌখিকভাবে বা কাজের মাধ্যমে কাউকে কিছু দানের জন্যে পেশ করলে এবং সে তা গ্রহণ করলে হেবা সম্পন্ন হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল বুয়ূ' এর মধ্যে تَنْعَقِدُ আর হেবার মধ্যে বলেছেন تَصِحُّ এর কারণ এই যে, হেবা কেবল ইজাব তথা দানের প্রস্তাব দ্বারা সহীহ হয়ে যায়। সাথে সাথে কবুল বা গ্রহণের সম্মতি পাওয়া যাক বা না। কিন্তু বেচা-কেনার মধ্যে ইজাব ও কবুল না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত চুক্তি বা আক্দ সহীহ হয় না। একারণে যদি কেউ শপথ করে যে, সে কখনো হেবা করবেনা। এর পর সে হেবা করে তাহলে মাওহুব লাহু তা কবুল না করলে সে হানিস (শপথ ভঙ্গকারী) বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ শপথ করে যে, সে বিক্রি করবেনা। এরপর সে বিক্রি করল তাহলে ক্রেতা তা কবুল না করা পর্যন্ত হানিস হবে না। (জাওহারা)

নাবালেগের হেবার বিধান ঃ ১. পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে কিছু হেবা করলে হেবার আক্‌দ দ্বারা সে তার মালিক হয়ে যায়। আর অন্য কেউ তাকে হেবা করলে পিতার করায়ত্ত দ্বারা হেবা সম্পন্ন হবে। কেউ কোন এতীমকে কিছু হেবা করলে অলী (অভিভাবক) তার পক্ষ হতে করায়ত্ত করলে জায়েয হয়ে যাবে। ৩. এতিম শিশু তার মায়ের কোলে থাকাকালে মা তার পক্ষ হতে হেবা কবুল করলে তা জায়েয হয়ে যাবে। এভাবে এতিম শিশু যদি অন্য কারো নিকট প্রতিপালিত হয়। আর সে তার পক্ষ হতে হেবা কবুল করে তাহলে জায়েয হবে। ৪. এরূপে এতিম বালক যদি বুঝ সম্পন্ন হয়, আর সে নিজেই হেবা করায়ত্ত করে তাহলে তা জায়েয আছে। ৫. দু'ব্যক্তি মিলে একজনকে বাড়ী হেবা করলে তা জায়েয আছে। কিন্তু এক ব্যক্তি দু'জনকে (যৌথভাবে) বাড়ী হেবা করলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে সহীহ্ হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فِيْمَا لَمْ يُقَسَّمْ বন্টনযোগ্য হওয়ার দ্বারা বন্টনের পূর্বে তা দ্বারা উপকার লাভের যোগ্য না হওয়া উদ্দেশ্য। যেমন যৌথ মালিকানাধীন গোলাম-বাঁদী। অথবা ভাগ-বন্টনের আগে যেরূপ উপকার লাভযোগ্য ছিল তদরূপ না থাকা। যেমন- ছোট গরু, ছোট কুপ প্রভৃতি ।

قوله شِقْصًا الخ ঃ কেউ বন্টনের পূর্বে যৌথ ঘরের অর্ধেক হেবা করল, এটা ফাসেদ গণ্য হবে। কিন্তু বন্টনের পর মাওহুব লাহুকে অর্ধেক বুঝিয়ে দেয়ার দ্বারা তা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قوله دَقِيْقًا فِىْ حِنْطَةٍ الخ ঃ কেননা অনুপস্থিত বস্তু হেবা করা শুদ্ধ নয়, আর গম ও তিলের মধ্যস্থিত আটা ও তেল হেবা কালে অনুপস্থিত থাকায় যেহেতু হেবা শুদ্ধ হয়নি। এ কারণে পরে আটা ও তেল বের করে দিলে ও তা শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলায় যৌথ বস্তু হেবা কালে বিদ্যমান ছিল বিধায় বন্টনের পর তা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قوله مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ ঃ হেবার পরে তাতে মাওহুব লাহুর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে করায়ত্ত করা শর্ত। আর এক্ষেত্রে আগে থেকেই করায়ত্ত রয়েছে বিধায় শুদ্ধ হবে।

قوله مَلَكَهَا الْاِبْنُ ঃ কেননা মাওহুব লাহু নাবালেগ হলে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে তার পিতা-মাতা বা অছীর করায়ত্ত যথেষ্ট। আর পিতা নিজে হেবা করলে যেহেতু সেই তার করায়ত্তকারী। এ কারণে কেবল চুক্তি দ্বারা তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে আত্মীয়-স্বজন শিশুদেরকে যে টাকা-পয়সা অলংকার ইত্যাদি গিফ্‌ট (উপঢৌকন) দিয়ে বিশেষভাবে তাকেই নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সেই তার মালিক গণ্য হবে। সুতরাং বুঝ সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের নিকট হস্তান্তর করা কর্তব্য।

قوله وَاِذَا وَهَبَ اِثْنَانِ ঃ এক্ষেত্রে পূর্ণ ঘরে বা বাড়ীতে এককভাবে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিধায় জায়েয। কিন্তু একটা ঘর দু'জনকে হেবা করার ক্ষেত্রে বন্টিত না হয়ে যৌথ থাকছে বিধায় জায়েয হবে না। সাহিবাইন (র.) এর মতে একই চুক্তিতে একই সাথে বা কথার দ্বারা মালিক বানান হচ্ছে। আর এটা এক বস্তু দুজনের নিকট একই চুক্তিতে বন্ধক রাখার ন্যায় হচ্ছে। সুতরাং তা জায়েয হবে।

وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا أَوْ يَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ يَخْرُجَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا وَكَذٰلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هٰذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ سَقَطَ الرُّجُوعُ وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْهِبَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِوَضِ ثُمَّ يَرْجِعَ فِي كُلِّ الْهِبَةِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ فَضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ-

---

অনুবাদ ॥ হেবা ফেরত গ্রহণ ঃ ১. অনাত্মীয় কাউকে হেবা করলে যদি সে তার কোন বিনিময় প্রদান না করে বা হেবাকৃত বস্তুর সাথে অতিরিক্ত কিছু সংযুক্ত না করে, অথবা হেবাকৃত দ্রব্য মাওহুব লাহুর মালিক হতে বের হয়ে না যায় তাহলে (অত্র তিন ক্ষেত্রে) তা ফেরত লওয়া জায়েয। ২. রক্ত সম্বন্ধীয় কোন আত্মীয় কে কিছু হেবা করলে তা ফেরত নেয়া জায়েয নেই। ৩. এভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে হেবা করলে তা ফেরত নেয়া জায়েয নেই। ৪. হেবাকৃত ব্যক্তি যদি হেবাকারীকে বলে আপনার হেবার বিনিময় স্বরূপ বা হেবার পরিবর্তে অথবা তার মোকাবেলায় এটি গ্রহণ করুন। আর সে তা গ্রহণ করে তাহলে হেবাদ্রব্য ফেরত নেয়ার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। ৫. যদি হেবাকৃত দ্রব্যের অর্ধেকের অন্য কেউ স্বত্বাধিকারী প্রমাণিত হয় তাহলে হেবাকৃত দ্রব্যের কিছুই ফেরত পাবে না। তবে বাকী অর্ধেকের বিনিময় প্রদান করে সম্পূর্ণ দ্রব্যটা ফেরত আনতে পারে। ৬. হেবাদাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতি বা আদালতের রায় ছাড়া হেবা ফেরত গ্রহণ বৈধ নয়। ৭. হেবাদ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার পর হকদার যদি তার হক প্রমাণিত করে হেবা গ্রহীতার নিকট হতে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে তাহলে হেবাকারীর নিকট সে কিছুই দাবী করতে পারবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَجْنَبِي অপরিচিত, রক্ত সম্বন্ধীয় নয় এমন, يعوضه তার বিনিময় প্রদান করে, ذِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়। যেমন– পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, ভাই-বোন ও এদের সন্তানাদি, চাচা-ফুফু প্রভৃতি, দুধ ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্ত্রীর বংশীয় আত্মীয় এর মধ্যে শামিল নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَلَهُ الرُّجُوعُ الخ ঃ হেবা করার পর তা ফেরত নেয়া নৈতিকতার বিচারে জঘন্য ঘৃণিত কাজ। নবী করীম (সা.) একে বমি করার পর পুনরায় তা গলধঃকরণের সাথে তুলনা করেছেন। বিশেষ অসুবিধে ও প্রয়োজন সাপেক্ষে তা জায়েয রাখা হয়েছে।

قوله إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) হেবা ফেরত গ্রহণ না জায়েযের ৭টি ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন– সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ ১- হেবার বিনিময় গ্রহণ করলে। ২. হেবার দ্রব্যে মূল্য বর্ধনকারী কিছু সংযুক্ত করলে। ৩. হেবা দাতা গ্রহীতা কেউ মৃত্যুবরণ করলে। ৪. হেবা গ্রহীতার অধিকার যুক্ত হলে (বিক্রী বা হস্তান্তর করলে)। ৫. রক্ত সম্বন্ধীয় কাউকে হেবা করলে। ৬. স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে হেবা করলে ও হেবার দ্রব্য পূর্ণটা বা বিশেষ অংশ বিনষ্ট হলে।

قوله وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ الخ ঃ হেবা গ্রহীতা হেবাদ্রব্য করায়ত্ত করার পূর্বে ফেরত নেয়ার জন্যে তার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু করায়ত্ত করার পর তার সম্মতি বা ফেরত দিতে অস্বীকার করলে আদালতের রায় গ্রহণ জরুরী।

وَاِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِى الْعِوَضَيْنِ جَمِيْعًا وَاِذَا تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَ فِى حُكْمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيَجِبُ فِيْهَا الشُّفْعَةُ وَالْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهٗ فِى حَالِ حَيَاتِهٖ وَلِوَرَثَتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ وَالرُّقْبٰى بَاطِلَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً اِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتِ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَاتَصِحُّ اِلَّا بِالْقَبْضِ وَلَاتَجُوْزُ فِىْ مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَاِذَا تَصَدَّقَ عَلٰى فَقِيْرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَ وَلَايَصِحُّ الرُّجُوعُ فِى الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهٖ لَزِمَهٗ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهٖ لَزِمَهٗ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ وَيُقَالُ لَهٗ اَمْسِكْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَاتُنْفِقُهٗ عَلٰى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ اِلٰى اَنْ تَكْسِبَ مَالًا فَاِذَا اكْتَسَبْتَ مَالًا تَصَدَّقْ بِمِثْلِ مَااَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ ـ

অনুবাদ ॥ ৮ কেউ বিনিময় গ্রহণের শর্তে হেবা করলে দাতা-গ্রহীতার জন্যে দ্রব্য-বিনিময় একই সাথে করায়ত্ত করা জরুরী। করায়ত্ত করলে চুক্তি বৈধ হয়ে তা বেচা-কেনার পর্যায়ে গণ্য হবে। অতএব খিয়ারে আইব ও খিয়ারে রূয়াতের প্রেক্ষিতে তা ফেরতযোগ্য হবে ও (স্থাবর সম্পত্তি হলে) শুফআ প্রাপ্য হবে। ৯. ওমরা তথা আমৃত্যু কালের জন্য হেবা করা জায়েয। এক্ষেত্রে হেবাকারীর জীবদ্দশায় তা হেবা গ্রহীতার ও মৃত্যুর পর হেবাকারীর ওয়ারিসদের জন্যে গণ্য হবে। ১০. রুকবা হেবা তরফাইন (র.) এর মতে নাজায়েয। আবু ইউসুফ (র.) এর মতে জায়েয। ১১. গর্ভবতী দাসী কে তার গর্ভ বাদে হেবা করা জায়েয। এক্ষেত্রে বাদ রাখার শর্ত বাতিল গণ্য হবে।

সাদকা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসআলা ঃ ১. সাদ্‌কা হেবাতুল্য। সুতরাং করায়ত্ত ছাড়া তা জায়েয নয়। বন্টনযোগ্য যৌথ বস্তু সাদকা করা বৈধ নয়। ৩. দু'জন ফকীরকে এক বস্তু সাদ্‌কা করা জায়েয। ৪. সাদকার দ্রব্য করায়ত্ত করার পর ফেরত গ্রহণ নাজায়েয। ৫. কেউ নিজ সম্পদ সাদকা করার মান্নত মানলে যে সব দ্রব্যের যাকাত ফরয ঐ জাতীয় দ্রব্য সাদ্‌কা করা ওয়াজিব। ৬. কেউ তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন বস্তু সাদকা করার মান্নত মানলে তার গোটা সম্পদ সাদ্‌কা করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তাকে তার সন্তানাদি ও তার নিজের জন্যে (ব্যয়ভার উপযোগী) সম্পদ উপার্জন পর্যন্ত সে পরিমাণ সম্পদ রেখে দেয়ার এবং জীবন ধারণ পরিমাণ মাল উপার্জিত হলে রেখে দেয়া পরিমাণ মাল সাদ্‌কা করার জন্যে বলতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الخ হানাফী ইমাম গণের মতে শুরুর বিবেচনায় এটা হেবা ও শেষ বিবেচনায় ক্রয়-বিক্রয়। একারণে উভয় বিনিময় করায়ত্ত করা জরুরী এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধা উভয়ে লাভ করবে।

قوله اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ الخ ঃ اَلْعُمْرٰى শব্দটি اِعْمَار এর ইসম বলা হয়, اَعْمَرْتُهُ الدَّارَ عُمْرٰى আমি তাকে আজীবন বসবাসের জন্য বাড়টি দিয়েছি। মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব। মূলতঃ এটি عُمُر (বয়স ও জীবন) মূলধাতু

হতে গৃহীত। শরীআতে এটা জায়েয। এক্ষেত্রে হেবা গ্রহীতা তার মালিক হয়ে যায়। কিন্তু পরে দাতার ওয়ারিসদের নিকট ফেরত দিতে হয়। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)এর এক বর্ণনায় এতে কেবল উপকার ভোগের মালিক হয়। বস্তুর মালিক হয় না।

রুকবার সংজ্ঞা ও হুকুম ঃ قوله اَلرُّقْبٰى بَاطِلَةٌ ঃ হেবা দাতা-গ্রহীতার মধ্যে যে আগে মৃত্যুবরণ করবে হেবাবস্তু তার মালিকানা হতে অপরজনের মালিকানায় চলে আসার শর্তে হেবা করাকে রুক্‌বা বলে। শরীয়তে এটা নাজায়েয। কারণ এক্ষেত্রে একে অপরের মৃত্যু তরান্বিত হওয়ার কামনায় থাকবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মালেক (র.) এর মতে রুকবা পন্থায় হেবা করা জায়েয। কেননা এতে তাৎক্ষণিক মালিকানা হস্তান্তর পাওয়া যায়। (উল্লেখ্য যে, رُقْبٰى - رَقَبَةٌ হতে উদ্‌গত ইস্‌ম, অর্থ ঘাড়। এখানে ঘাড় দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্য, ব্যক্তির মৃত্যুকামনা করা হয় বিধায় একে রুকবা বলে।

قوله بَطَلَ الْاِسْتِثْنَاء ঃ কেননা যা চুক্তিকালে পৃথক করা যায়না তা চুক্তি থেকে বাদ রাখা না রাখা একই পর্যায়ের। সে মতে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে বাদ রাখা বাতিল গণ্য হবে।

التمرين (অনুশীলনী)

১। هبه এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর শর্তাবলী ও বিধান কি?
২। হেবা, হাদিয়া ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য কি লিখ।
৩। হেবা জায়েয-নাজায়েযের ক্ষেত্র ও নাবালেগের হেবার বিধান লিখ।
৪। কোন্ কোন্ শব্দের দ্বারা হেবা শুদ্ধ হয় লিখ।
৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হেবা ফেরত গ্রহণ জায়েয বা জায়েয নয় বর্ণনা দাও।
৬। হেবাকৃত বস্তু নষ্ট হওয়ার পর উহার দাবিদার পাওয়া গেলে তার বিধান কি?
৭। عمرى ও رقبى বলতে কি বুঝ? এবং উহার হুকুম কি লিখ।
৮। وَلَا تَجُوْزُ الْهِبَةُ فِيْمَا يُقَسَّمُ اِلَّا مَحُوْزَةً مَقْسُوْمَةً ইবারতটির অর্থ বুঝিয় লিখ।
৯। بماله ও بملكه বলে হেবা করলে তার বিধান কি বর্ণনা কর।

كِتَابُ الْوَقْفِ

لَا يَزُوْلُ مِلْكُ الْوَقْفِ عَنِ الْوَاقِفِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُوْلُ اِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِىْ عَلٰى كَذَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَزُوْلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَايَزُولُ الْمِلْكُ حَتّٰى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ وَلِيًّا وَيُسَلِّمُ اِلَيْهِ وَاِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلٰى اِخْتِلَافِهِمْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِىْ مِلْكِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَنْفَعَةِ وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ الْعَيْنِ عَلٰى حُكْمِ مِلْكِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهٍ يَصِلُ الْمَنْفَعَةُ اِلَى الْعِبَادِ ـ

ওয়াকফ অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ওয়াক্ফ কারীর মালিকানা বিলুপ্তির সময় ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ওয়াকফের সম্পত্তি হতে ঐ সময় পর্যন্ত তার মালিকানা নষ্ট হবে না যতক্ষণ আদালত সে সম্পর্কে রায় প্রদান না করবে। অথবা ওয়াকফকারী তার মৃত্যুর সাথে নির্ভরশীল করে এভাবে বলে যে, আমার মৃত্যুর পর এই বাড়িটি অমুকের জন্যে ওয়াক্ফ করলাম। তবে ইমাম আবু ইউসূফ (র.) বলেন মুখে ওয়াকফের কথা বলা মাত্র তাতে তার মালিকানা শেষ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– ওয়াক্ফের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করে তার নিকট অর্পণ না করা পর্যন্ত মালিকানা হতে খারিজ হবে না। ২. ইমামগণের মত পার্থক্য অনুসারে ওয়াক্ফ সম্পন্ন হওয়ার পর সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু মাওকূফ আলায়হির (যার জন্যে ওয়াকফ করা হয়েছে তার) মালিকানায় দাখিল হবে না।

সংজ্ঞা ও পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় কোন বস্তুকে নিজ মালিকানায় আবদ্ধ রেখে তার মুনাফা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে ওয়াক্ফ বলে। আর সাহিবাইনের মতে কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় আবদ্ধ রেখে মুনাফা তার বান্দাদের প্রদান করা।

পটভূমি ও গুরুত্ব ঃ মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ দুনিয়ায় থেকে যায়। মৃত্যুর পরে যাতে মানুষ তার সম্পত্তি দ্বারা লাভবান হতে পারে। দুনিয়ায় কোন মানুষ তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এর জন্যে শরীঅতে ওয়াকফের বিধান জারি রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ অনন্ত কাল তার সম্পত্তি দ্বারা লাভবান হতে পারে। মূলতঃ এটা সাদকায়ে জারিয়ার একটি বিশেষ উপায়। সুতরাং এর গুরুত্ব অসামান্য বলা যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْوَقْفُ - وَقْفٌ এর শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ রাখা, কয়েদ করা, এ কারণে কিয়ামতে হিসাবের জায়গা কে مَوْقِفُ الْحِسَابِ বলে। কারণ হিসাবের জন্যে সেখানে সকলে আবদ্ধ থাকবে। এটা لازم ও متعدى উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

قوله لَا يَزُوْلُ مِلْكُ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)এর মতে মুখে ওয়াকফের ঘোষণার সাথে সাথে ওয়াক্ফ সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে তা আবশ্যিক হয় না। বরং তার মালিকানাধীন থেকে যায়। এ কারণে চাইলে বিক্রি বা হেবা করতে পারে। ওয়াক্ফ ষ্টেট বা সরকার তা অনুমোদন করে নিলে বা মরণোত্তর ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী মারা গেলে তা আবশ্যিক বা অফেরতযোগ্য হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ ও আয়েম্মায়ে ছালাছা (র.)এর মতে মৌখিক ঘোষণার সাথে সাথে ওয়াকফ সম্পন্ন হয়ে আবশ্যিক হয়ে যায়। ওয়াকফ্রূপে রেজিষ্ট্রি হোক বা না হোক। সুতরাং এতে কোন প্রকার অধিকার প্রয়োগ কার্যকর হবে না। উল্লেখ্য যে, এমতের ওপরই ফতোয়া। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَوَقْفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِىْ يُوسُفَ رح وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لا يَجُوزُ وَلاَ يَتِمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيفَةَ ومحمّدٍ رح حَتّٰى يَجْعَلَ اٰخِرَهُ بِجِهَةٍ لاَتَنْقَطِعُ اَبَدًا وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ رحِمَهُ اللّٰهُ اِذا سَمّٰى فِيهِ جِهَةً تَنْقَطِعُ جَازَ وصارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ وَيَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ وَلا يجوزُ وَقْفُ مَايُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَقال اَبُوْ يوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِذا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَاَكَرَتِهَا وَهُمْ عَبِيدُهُ جَازَ وَقال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ يجوز حَبْسُ الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ ـ

<u>অনুবাদ॥ ওয়াকফের কতিপয় বৈধ-অবৈধ দিক</u> ঃ ১. ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে কিছু অংশ ওয়াকফ করা জায়েয। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– জায়েয নেই। ২. তরফাইন (র.) এর মতে ওয়াকফের পরিণাম বা শেষ অবস্থাকে স্থায়ী কোন ধারার সাথে যুক্ত না করা পর্যন্ত ওয়াকফ পূর্ণাঙ্গ হবে না। আবু ইউসুফ (র.) বলেন- বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন কোন ধারার সাথে ওয়াকফ কে সম্পৃক্ত করলেও ওয়াক্ফ জায়েয হবে। আর উক্ত ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গরীব দরিদ্রদের জন্যে গণ্য হবে। যদিও সে তাদের কথা উল্লেখ না করে থাকে। ৩. ভূমি তথা স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা জায়েয। স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পদ ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন– কেউ হালের গরু ও চাষী গোলামসহ ভূমি ওয়াক্ফ করলে তা জায়েয আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– জিহাদের জন্যে অশ্বরাজি ও সমরাস্ত্র ওয়াকফ করা জায়েয।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ</u> ঃ مُشَاع যৌথ মালিকানাধীন, جِهَة দিক, বহুঃ, جِهَات এখানে ধারা, অবস্থা উদ্দেশ্য, وَلِى মুতাওয়াল্লী, তত্বাবধায়ক, عَقَار ভূমি, স্থাবর সম্পত্তি, ضَيْعَة জমি, ভূমি, বহুঃ. ضَيْعَات এর বহুঃ اَكَّار - اَكَرَةٌ চাষী. কৃষক, عَبْد-عَبِيد এর বহুঃ গোলাম, চাকর, كُرَاع ঘোড়া, سِلاَح হাতিয়ার, সমরাস্ত্র।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ঃ قوله وَقْفُ الْمُشَاعِ الخ ঃ স্থাবর সম্পত্তি দু ধরনের হতে পারে। (ক) বন্টনযোগ্য অর্থাৎ বন্টনের দ্বারা যার উপকার সাধন বা স্বার্থ বহাল থাকে। (খ) অবন্টনযোগ্য অর্থাৎ বন্টন করলে তার দ্বারা উপকার বা মুনাফা লাভ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন বাথরুম, টিউব ওয়ায়েল প্রভৃতি। মসজিদ বা কবরস্তান ছাড়া অন্য যে কোন কাজের জন্য এরূপ স্থাবর বস্তু ওয়াক্ফ করা সর্বসম্মত মতে জায়েয। আর প্রথম প্রকারের সম্পত্তি যেমন– জমি– এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে অংশ বন্টনের পূর্বে ওয়াকফ করা জায়েয। কারণ তার মতে ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার জন্যে মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করা জরুরী নয়। আর তরফাইন (র.)-এর মতে জরুরী হওয়ার কারণে শুদ্ধ হবে না। অধিকাংশের মতে আবু ইউসুফ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।

قوله وَلاَ يَتِمُّ الْوَقْفُ الخ ঃ অর্থাৎ তরফাইন (র.)এর মতে ওয়াকফের পরিণাম গতিশীল হওয়া জরুরী। অতএব কেউ যদি বলে–আমার এ সম্পত্তিটা যায়েদ ও তার বংশধরদের জন্যে ওয়াকফ করলাম। তাহলে তা জায়েয হবে না। কেননা বিশেষ কোন কারণে বংশের ধারা কোন এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা জায়েয তবে কোন কালে বংশ ধারা বন্ধ হয়ে গেলে উল্লেখ না করলেও গরীব মিসকীনদের স্বার্থে ব্যয়িত হবে। মনে রাখতে হবে যে. সত্ত্ব গ্রহণের অযোগ্য কাউকে ওয়াকফ করা জায়েয নয়। যেমন– ক্রীত দাস-দাসী. গর্ভস্থ সন্তান. তবে অমুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) একদা হযরত উমর (রা.) নবী করীম (সা.) এর নিকট তাঁর খায়বারের একটি বাগান সাদকা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। নবীজী (সা.) তাঁকে বললেন– বরং তুমি এর দখল স্থির রেখে তার যা ফল হয় তা দুঃস্থ অভাবীদের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা করে দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন– "এখন থেকে বাগানটি বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না, এবং এতে কোন মীরাছ ও চলবেনা।" (মুজতাবা)

<u>ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী</u> ঃ ১. ওয়াকফকারী স্বাধীন স্বজ্ঞান ও বালেগ হওয়া। ২. হাজর মুক্ত তথা যৌথ মালিকানাধীন বা কারো দায়ে আবদ্ধ না থাকা। ৩. ভবিষ্যতকালীন কোন শর্তের ওপর ঝুলন্ত না থাকা। হেবা এর বিশেষ শর্ত হল মালিকানা হতে খারিজ করা।

<u>হেবার পরে উল্লেখের কারণ</u> ঃ হেবার মধ্যেও যেহেতু মানুষের উপকার ও পরকালীন সওয়াব উদ্দেশ্য থাকে। ওয়াকফের মধ্যে ও তদরূপ বরং আরো বেশী মাত্রায় এ লক্ষ থাকে। এ কারণে হেবার পরে এটা উল্লেখিত হয়েছে।

وَاِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيْكُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مُشَاعًا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَيَطْلُبُ الشَّرِيْكُ الْقِسْمَةَ فَتَصِحُّ مُقَاسَمَتُهُ وَالْوَاجِبُ اَنْ يُبْتَدٰى مِنْ اِرْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهٖ شَرَطَ ذٰلِكَ الْوَاقِفُ اَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَاِذَا وَقَفَ دَارًا عَلٰى سُكْنٰى وَلَدِهٖ فَالْعِمَارَةُ عَلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى فَاِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ كَانَ فَقِيْرًا اٰجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَرَهَا بِاُجْرَتِهَا فَاِذَا عَمَرَ رَدَّهَا اِلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَاٰلَتِهٖ صَرَفَهُ الْحَاكِمُ فِىْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ اِنِ احْتَاجَ اِلَيْهِ وَاِنِ اسْتَغْنٰى عَنْهُ اَمْسَكَهُ حَتّٰى يَحْتَاجَ اِلٰى عِمَارَتِهٖ فَيَصْرِفُهُ فِيْهَا وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّى الْوَقْفِ وَاِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهٖ اَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ اِلَيْهِ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوْزُ۔

অনুবাদ ॥ ৪. ওয়াকফ্ সম্পন্ন হওয়ার পর তা বিক্রি করা বা অন্য কাউকে তার মালিক বানান জায়েয নয়। তবে আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যৌথ সম্পত্তি হলে এবং দ্বিতীয় পক্ষ বন্টন প্রার্থনা করলে পরস্পরে বন্টন করে নেয়া জায়েয। ৫. ওয়াকফের সম্পত্তির মুনাফা হলে সর্বাগ্রে তার মেরামতের কাজে ব্যয় করতে হবে। ওয়াক্ফকারী এর শর্ত করুক বা না করুক। কোন ব্যক্তি তার সন্তানদের বসবাসের জন্যে ঘর ওয়াক্ফ করলে বসবাসের অধিকার যাদের ঘর মোরামতের দায়িত্ব ও তাদের। তারা এর থেকে বিরত থাকলে বা অসামর্থ হলে মুতাওয়াল্লী বা হাকিম তা ইজারা দিয়ে প্রাপ্ত ভাড়া দ্বারা তা মেরামত করাবে। মেরামত সম্পন্ন হলে পুনরায় বসবাসের অধিকারীদের নিকট তা ফেরত দিবে। ৬. ওয়াক্ফকৃত ঘরের দেয়াল বা কোন উপকরণ নষ্ট হয়ে গেলে হাকিম প্রয়োজন বোধ করলে তা উক্ত ঘরের মেরামতের কাজেই ব্যয় করবে। আর মেরামতের প্রয়োজন বোধ না করলে পরবর্তীকালে মেরামতের প্রয়োজন হওয়া পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করবে। অতঃপর তা মেরামতের কাজে লাগাবে। ওয়াকফের অধিকারীদের মাঝে তা বন্টন করা জায়েয নেই। ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফিয়া সম্পত্তির ফসল নিজের জন্যে নির্ধারণ করে বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিজের ওপর রাখে আবু ইউসুফ (র.) এর মতে তা জায়েয। মুহাম্মদ (র.) বলেন–না জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُقَاسَمَةَ পরস্পরে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়া, اِرْتِفَاع উঁচু হওয়া, এখানে আয় ও মুনাফা অর্থে, سُكْنٰى বসবাস, اٰجَرَ ইজারা দিবে, عِمَارَةَ মেরামত, আবাদ রাখা, اِنْهَدَمَ বিধ্বস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِذَا صَحَّ الْوَقْفُ ঃ অর্থাৎ ওয়াক্ফ সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়াকফিয়া সম্পত্তির মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার মূল বহাল রেখে আমদানী শর্তানুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন تُصَدَّقُ بِاَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ

قوله اَلْوَاجِبُ اَنْ يُبْتَدٰى الخ ঃ কারণ মূল বস্তু নষ্ট হলে বা তাতে ক্ষতি সাধিত হলে ওয়াকফের যে উদ্দেশ্য চিরকালের জন্যে তার আয় কাজে লাগান এটা ব্যাহত হবে। এ কারণে সর্বাগ্রে তা সংরক্ষণ ও বহাল রাখার কাজে তার আয় খরচ করতে হবে।

قوله وَمَا انْهَدَمَ الخ ঃ অর্থাৎ ওয়াক্ফকৃত ঘর বিধ্বস্ত হলে তার ইট, কাঠ ইত্যাদি উপকরণ উক্ত ঘরের মেরামতের কাজে লাগাতে হবে। আর ঐ সময় যদি তার প্রয়োজন না পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে মেরামতের কাজে লাগানোর জন্য সংরক্ষণ করবে। উল্লেখ্য যে, ওয়াকফীয় ঘর যেমন মসজিদ ইত্যাদি বিধ্বস্ত হলে বা কাচা ঘরকে পাকা দালান করার ইচ্ছে করলে তার আসবাবসামগ্রী বিক্রি করে তার অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা জায়েয।

وَاِذَا بَنٰى مَسْجِدًا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهٗ عَنْهُ حَتّٰى يُفْرِزَهٗ عَنْ مِلْكِهٖ بِطَرِيْقِهٖ وَيَاْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِذَا صَلّٰى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ يَزُوْلُ مِلْكُهٗ عَنْهُ بِقَوْلِهٖ جَعَلْتُ مَسْجِدًا وَمَنْ بَنٰى سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ اَوْ خَانًا يَسْكُنُهٗ بَنُوْ السَّبِيْلِ اَوْ رِبَاطًا اَوْ جَعَلَ اَرْضَهٗ مَقْبَرَةً لَمْ يَزَلْ مِلْكُهٗ عَنْ ذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحمه الله حتى يَحْكُمَ بِهٖ حَاكِمٌ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح يَزُوْلُ مِلْكُهٗ بِالْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح اِذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنَ السِّقَايَةِ وَسَكَنُوا الْخَانَ وَالرِّبَاطَ وَدَفَنُوْا فِى الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِلْكُ۔

অনুবাদ ॥ মসজিদ ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যে ওয়াকফের বিধান ঃ ১. কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে তার পথসহ মালিকানা হতে পৃথক না করা ও মানুষকে নামাযের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। অতঃপর কেউ তাতে নামায পড়লে আবু হানীফা (র.) এর মতে তখন হতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে। আর আবু ইউসুফ (র.) এর বলেন– আমি মসজিদ বানালাম বলার দ্বারাই তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ২. কোন ব্যক্তি মুসলমানদের জন্যে পানির কল বা জলাধার বানায়, অথবা পথিকদের জন্যে বিশ্রামাগার নির্মাণ করে, বা (সীমান্তে) ফাড়ী নির্মাণ করে বা তার জমিকে কবরস্থান বানায় তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে হাকিম তথা আদালত যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে অনুমোদন না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– মানুষ যখন উক্ত জলাধার থেকে পানি নিবে, বিশ্রামাগারে ও বাড়ীতে অবস্থান করবে বা কবরস্থানে দাফন করা শুরু করবে তখন হতে মালিকানা বিলুপ্ত হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ غَلَّةٌ ফসল, يُفْرِزُ পৃথক করে দেয়, سِقَايَةٌ জলাধার, পানী সঞ্চয়ের স্থান বা পাত্র, خَانٌ পান্থশালা, বিশ্রামাগার, بَنُوا السَّبِيْلِ মুসাফির, পথিক, رِبَاطٌ সরাইখানা, সীমান্ত ফাড়ী, ক্যাম্প।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله جَازَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح ঃ কেননা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ওয়াকফীয় সম্পত্তির ফসল নিজে গ্রহণ করা প্রমাণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে এটাকে নাজায়েয বলেছেন। কেননা اِخْرَاجٌ عَنِ الْمِلْكِ তথা মালিকানা বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমেই মানুষ ওয়াকফের দ্বারা সওয়াবের অধিকারী হয়। আর নিজে তার ফসল গ্রহণ মালিকানা বিসর্জনের প্রতিবন্ধকতা বুঝায়। এ কারণে না জায়েয। আবু ইউসুফ (র.) এর মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله حَتّٰى يُفْرِزَهٗ الخ ঃ কেননা মসজিদ ওয়াকফকারীর অন্যান্য সম্পত্তি হতে পৃথক করে দেয়ার দ্বারা তা খালেস আল্লাহর জন্যে প্রমাণিত হবে। আর তরফাইনের মতে ওয়াক্ফ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য মুতাওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করা জরুরী। নামাযের অনুমতি ও নামায আদায় না করা পর্যন্ত তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় না বিধায় এ শর্তারোপ করা হয়েছে। এভাবে পরবর্তী মাসায়েল তথা জলাধার, বাড়ী, সরাইখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই কারণে মতানৈক্য হয়েছে।

التمرين (অনুশীলনী)

১। وقف এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?
২। ওয়াকফের পর কখন মালিকানা বিলুপ্ত হয়। ইমামদের মতান্তর সহ লিখ।
৩। ওয়াকফ কখন পূর্ণতা লাভ করে?
৪। ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফীয় সম্পত্তির ফসল নিজের জন্যে রাখার শর্ত করে তাহলে তা জায়েয কি না? লিখ।
৫। মসজিদ বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে ওয়াক্ফ করলে তা কখন কার্যকর হবে? লিখ।
৬। ওয়াকফীয় সম্পত্তির আয় কোন খাতে ব্যয় করবে?
৭। ওয়াকফীয় বস্তু বিক্রয় জায়েয কিনা?
৮। مُشَاعٌ যথা যৌথ মালিকানাধীন বস্তু ওয়াকফ করলে তার হুকুম কি?

كِتَابُ الْغَصْبِ

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَهَلَكَ فِيْ يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضِمَانُ مِثْلِهِ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ فَاِنِ ادَّعٰى هَلَاكَهَا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَاَظْهَرَهَا ثُمَّ قَضٰى عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا وَالْغَصْبُ فِيْمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَاِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَهَلَكَ فِيْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح يَضْمَنُهُ وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ اَوْ سُكْنَاهُ ضَمِنَهُ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَاِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ فِيْ يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ اَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَاِنْ نَقَصَ فِيْ يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضِمَانُ النُّقْصَانِ وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ قِيْمَتَهَا وَسَلَّمَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ نُقْصَانَهُ وَاِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيْرًا يَبْطُلُ عَامَّةُ مَنْفَعَتِهِ فَلِمَالِكِهِ اَنْ يَضْمَنَهُ جَمِيْعَ قِيْمَتِهِ وَاِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوْبَةُ بِفِعْلِ الْغَصْبِ حَتّٰى زَالَ اِسْمُهَا وَاَعْظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوْبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا حَتّٰى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا ـ

ছিনতাই বা অপহরণ অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ছিনতাইকৃত দ্রব্যের বিধান ঃ ১. কোন ব্যক্তি এমন দ্রব্য ছিনতাই করলে যার অনুরূপ দ্রব্য আছে। অতঃপর তা তার হাতে বিনষ্ট হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে তার ওপর উক্ত দ্রব্যের অনরূপ ক্ষতি পূরণ দেয়া ওয়াজিব। আর যদি তার অনুরূপ না থাকে তাহলে তার মূল্য দেয়া ওয়াজিব। ২. ছিনতাইকারীর ওপর হুবহু ছিনতাইকৃত দ্রব্য ফেরত দেয়া ওয়াজিব। যদি সে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবী করে তাহলে হাকিম (আদালত) তাকে ঐ সময় পর্যন্ত কয়েদ করবে যাতে তার নিকট উক্ত দ্রব্য বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই সে জাহির করতো এ ধারণ বদ্ধমূল হয়। এরপর তার বিনিময় পরিশোধের রায় দিবে। ৩. স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পদেই কেবল গছব (ছিনতাই) প্রযোজ্য হয়। ৪. কেউ ভূমি জবরদখল করার পর তার হাতে সেটা বিনাশ হয়ে গেলে শায়খাইন (র.)এর মতে দখলকারী দায়ী হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ বলেন সে দায়ী হবে। আর বসবাস বা কাজের দরুন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে সর্ব সম্মতি ক্রমে সে তার জন্য দায়ী হবে। ৫. কেউ মালিকের আদেশ ছাড়া তার ছাগল জবাই করলে মালিক এখতিয়ারাধীন থাকবে; চাইলে ক্ষতিপূরণ বাবদ তার মূল্য নিয়ে জবাইকৃত ছাগল জবাইকারীকে সোপর্দ করবে। নতুবা জবাই করার দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ নিবে। ৬. কেউ কারো কাপড় সামান্য ছিড়ে ফেললে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে। আর বেশী ছিড়লে যাতে সাধারণ ব্যবহারযোগ্য না থাকে সেক্ষেত্রে মালিকের জন্যে কাপড়ের মূল্য ক্ষতিপূরণ নেয়ার অধিকার থাকবে। ৭. যদি ছিনতাইকারীর হস্তক্ষেপে ছিনতাইকৃত দ্রব্য বিকৃত হয়ে যায়। এমনকি তার নাম ও সাধারণ ব্যবহারিক দিক ও বিলীন হয়ে যায়। তাহলে তা থেকে মালিকের মালিকানা লুপ্ত হয়ে ছিনতাইকারীর মালিকানা হয়ে যাবে। আর সে তার ক্ষতিপূরণ বহন করবে। তার বিনিময় (ক্ষতিপূরণ) না দেয়া পর্যন্ত তা দ্বারা কোন উপকার লাভ করা (কাজে লাগান) জায়েয হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ غَصْبٌ বাবে ضَرَبَ এর মাসদার, অর্থ অপহরণ করা, ছিনতাই করা, জোর পূর্বক গ্রহণ করা; خَرَقَ ফেড়ে ফেলল, ছিঁড়ে ফেলল; يَسِيْرًا। সামান্য, সহজ, تَغَيَّرَ الْعَيْنُ। মূল বস্তু বিকৃত বা পরিবর্তন হয়ে যায়, أَعْظَم مَنَافِع। বিশেষ উপকার, সাধারণ ব্যবহারিক ফায়েদা।

غصب এর পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা ঃ

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اَخْذِ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ عَلَي وَجْهٍ يَزِيْدُ يَدُهُ عَنْهُ عَلى سَبِيْلِ الْمُجَاهَرَةِ

অর্থাৎ কারো মূল্যবান হালাল সম্পদকে মালিকের বিনা অনুমতিতে প্রকাশ্যভাবে তার ন্যায্য অধিকার ছিন্ন করে জোর পূর্বক গ্রহণ করা।

غَصْب এর হুকুম ঃ ছিনতাইকারী গোনাহগার ও সাজাযোগ্য হওয়া।

غَصْب এর পরিণতি ঃ শরীঅতে অপহরণ বা ছিনতাই সম্পূর্ণরূপে হারাম, এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

অপর আয়াতে দাতা গ্রহীতার সম্মতি ছাড়া মাল গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে– اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا

হাদীসের মধ্যে এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ وَمَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ اَرْضٍ طُوِّقَهُ اللّٰهُ بِهِ سَبْعَ اَرْضِيْنَ প্রথম আয়াতে জুলুম করে মাল ভক্ষণকে আগুন ভক্ষণ করা আখ্যা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে দাতা গ্রহীতার সন্তুষ্টি ছাড়া মাল গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর উল্লিখিত হাদীসে এক বিঘত পরিমাণ জমি আত্মসাত করলে পরিণত স্বরূপ সাত তবক জমিন গলায় ঝুলিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে আরো বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখিত হয়েছে।

কতিপয় পরিভাষা ঃ غَاصِبٌ ছিনতাইকারী, অপহরক, مَغْصُوْب অপহৃত দ্রব্য, مَغْصُوْبٌ مِنْه যার মাল ছিনতাই করা হয়।

قوله فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ مِثْلُهُ ঃ কেননা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন। فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْه অর্থাৎ কেউ তোমাদের অত্যাচার করলে সে তোমাদের উপর যেরূপ অত্যাচার করেছে তোমরা তার ওপর অনরূপ অত্যাচার কর। এখানে অনুরূপ শব্দটি ব্যাপকতা বহন করে, সুতরাং ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপীয় দ্রব্য থাকলে তাই আদায় করতে হবে। আর অনুরূপীয় দ্রব্য না থাকলে তার মূল্য আদায় করতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিচারের রায় ঘোষণার দিন তার যা বাজার দর থাকবে সেটাই ধর্তব্য হবে। আর আবু ইউসুফ (র.) এর মতে ছিনতাইয়ের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অনুরূপীয় দ্রব্য মার্কেট শূন্য হওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

قوله فِيْمَا يُنْقَلُ الخ ঃ শায়খাইন (র.)-এর মতে শুধু অস্থাবরে সম্পত্তি ছিনতাই প্রযোজ্য হয়। এ কারণে কেউ ভূমি জবর দখল করলে আর কোন কারণ বশত তা বিনাশ হয়ে গেলে (যেমন নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি) জবর দখলকারীর ওপর কোন ভর্তুকী বর্তাবে না। আর মুহাম্মদ (র.) এর মতে (স্থাবর-অস্থাবরের কোন পার্থক্য না থাকায়– জরিমানা আরোপ হবে। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের ওপর ফতোয়া।

قوله فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ ঃ কেননা এ দুপন্থা ছাড়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণের কোন উপায় নেই।

قوله خَرْقًا يَسِيْرًا الخ ঃ কাপড় স্বাভাবিক যেভাবে পরিধান করা হয় যদি ছিঁড়ে ফেলার দ্বারা সেভাবে পরিধান করলে অসুবিধে সৃষ্টি না হয় তাহলে ইয়াছীর বা সামান্য গণ্য হবে। আর অসুবিধে সৃষ্টি হলে কাছীর ও বেশী গণ্য হবে।

قوله أَعْظَمُ مَنَافِعِهَا الخ ঃ অর্থাৎ ছিনতাইয়ের পূর্বে যে কাজে ব্যবহৃত হতো ছিনতাইয়ের পরে সে ধরনের ব্যবহার করা সম্ভব না হয়।

وَهٰذَا كَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَّاهَا اَوْ طَبَخَهَا او غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا اَوْ حَدِيْدًا فَاتَّخَذَهُ سَيْفًا اَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ اٰنِيَةً وَاِنْ غَصَبَ فِضَّةً اَوْ ذَهَبًا فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ اَوْ دَنَانِيْرَ اَوْ اٰنِيَةً لَمْ يَزِلْ مِلكُ مَالِكِهَا عِندَ اَبِيْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ومَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنٰى عَلَيهَا زَالَ مِلكُ مَالِكِهَا عَنهَا وَلَزِمَ الغَاصِبَ قِيْمَتُهَا وَمَنْ غَصَبَ اَرْضًا فغَرَسَ فِيْهَا اوبَنٰى قِيْلَ لَهُ اِقْلَعِ الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ وَرُدَّهَا اِلٰى مَالِكِهَا فارِغَةً فَاِنْ كَانَتِ الارضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذٰلِكَ فَلِلْمَالِكِ انْ يَضْمَنَ لَهُ قِيْمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوْعًا وَمَنْ غَصَبَ ثوبًا فصَبَغَهُ احْمَرَ اَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيْمَةَ ثوبٍ ابْيَضَ ومِثْلَ السَّوِيقِ وسَلَّمَهُ لِلغاصِبِ وَاِنْ شاءَ اَخَذَهُمَا وَضَمِنَ مَازادَ الصَّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيْهِما ومَنْ غصبَ عَيْنًا فغَيَّبَهَا فضَمِنَهُ المالِكُ قِيْمَتَهَا مَلَكَهَا الغَاصِبُ بِالقيمَةِ وَالقولُ فِى القيمَةِ قولُ الغاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ اِلا انْ يُقِيمَ المالكُ الْبَيِّنَةَ بِاَكثرَ مِنْ ذٰلكَ فَاِذَا ظَهَرَتِ الْعينُ وقيمتُها اكثرُ مِمَّا ضمِن وقد ضمِنَها بِقَوْلِ المالكِ او بِبَيِّنَةٍ اَقامَهَا اَوْ بِنُكولِ الْغَاصِبِ عَنِ اليَمِينِ فَلا خِيَارَ لِلمالكِ وهوَ لِلغاصبِ وَاِنْ كانَ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الغاصِبِ مَعَ يمينِه فَالمَالِكُ بِالخيارِ اِنْ شاءَ امْضَى الضَّمَانَ وانْ شاءَ اَخَذَ الْعَيْنَ ورَدَّ الْعِوَضَ وَوَلَدُ الْمَغْصُوْبَةِ ونَمَاؤُهَا وثمرةُ الْبُستانِ المغصوبِ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِ الْغاصِبِ اِنْ هَلَكَ فِيْ يَدِهٖ فَلا ضمانَ عَليهِ اِلا انْ يَتَعَدّٰى فِيها او يَطلبُها مالِكها فيَمْنَعُهَا اِيَّاهُ وما نَقَصَتِ الجارِيَةُ بِالوِلادَةِ فهوفى ضمانِ الغاصِبِ فَاِن كانَ فِىْ قيمةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهٖ جَبَرَ النُّقْصَانَ بِالوَلَدِ وسَقَطَ ضَمَانُهُ عَنِ الغاصِبِ وَلايضمَنُ الغاصِبُ مَنافِعَ ماغَصَبَهُ اِلاّ اَنْ يَنْقُصَ بِاسْتِعْمَالِه فَيَغْرَمُ النُّقْصَانَ وَاذا اسْتَهْلَكَ المُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّيِّ او خِنزِيرَهُ ضَمِنَ قِيْمَتَهُمَا وانِ اسْتَهْلَكَهُمَا المسلِمُ لِمُسْلِمٍ لمْ يَضْمَنْ ـ

অনুবাদ॥ ৮. এর উদাহরণ হল–যেমন কেউ কারো ছাগল অপহরণ করে জবাই করল এবং তা ভুনা বা রান্না করল, অথবা গম ছিনিয়ে নিয়ে পিষে ফেলল, অথবা লোহা ছিনতাই করে তরবারী বানিয়ে ফেলল, বা তামা নিয়ে বরতন বানাল ইত্যাদি। ৯. যদি কেউ সোনা-রূপা ছিনতাই করে তা গলিয়ে দীনার বা দেরহাম বা বরতন বানায় তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা থেকে মালিকের মালিকানা নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে কেউ কড়ি-কাঠ ছিনতাই করে তার ওপর ঘর তৈরী করে তা থেকে মালিকের স্বত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। আর ছিনতাইকারীর ওপর এর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। ৯. কেউ জমি দখল করে তাতে গাছ রোপন করলে বা ঘর নির্মাণ করলে তাকে গাছ বা ঘর উপড়ে নিয়ে মালিকের নিকট খালি জমি হস্তান্তর করতে বলা হবে। তবে উৎপাটনের ফলে যদি জমির মূল্য ঘাটতি ঘটে তাহলে মালিকের জেন্য উৎপাটিত গাছ বা ঘরের মূল্য গাছিবকে দিয়ে জমি গ্রহণের অধিকার থাকবে। ১০. কোন ব্যক্তি কাপড় ছিনতাই করে লাল (বা যে কোন রং) করে ফেললে বা ছাতু ছিনতাই করে ঘি মিশিয়ে ফেললে মালিক এখতিয়ারাধীন থাকবে। ইচ্ছে করলে গাছিবকে এসব দিয়ে সাদা কাপড়ের মূল্য বা সমপরিমাণ ছাতু আদায় করে নিবে, অথবা এগুলো সে নিয়ে অতিরিক্ত রং ও ঘিয়ের মূল্য তাকে পরিশোধ করবে। ১১. কেউ কোন দ্রব্য ছিনতাই করে তা গায়েব করে ফেলল, অতঃপর মালিক তার থেকে মূল্য আদায় করে নিল। তাহলে মূল্য পরিশোধের কারণে গাছিব তার মালিক হয়ে যাবে। আর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শপথ সহকারে গাছিবের কথা ধর্তব্য হবে। তবে

মালিক যদি তার বেশীর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে সেটাই গৃহীত হবে। পরে যদি উক্ত দ্রব্য বেরিয়ে পড়ে। আর প্রদত্ত মূল্য অধিক বলে জানা যায় যা সে গাছিব তার মালিকের কথায় বা তার পেশকৃত প্রমাণ সাপেক্ষে অথবা শপথ হতে অস্বীকৃতির দরুন পরিশোধ করেছিল তাহলে মালিকের কোন এখতিয়ার থাকবে না। বরং মাল গাছিবের থাকবে। আর যদি গাছিবের শপথের ভিত্তিতে মূল্য ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়ে থাকে তাহলে মালিকের এখতিয়ার থাকবে। চাইলে উক্ত ক্ষতিপূরণ বহাল রাখবে। নইলে মূল্য ফেরত দিয়ে মাল নিয়ে নিবে।

ছিনতাইকৃত দ্রব্যের আয়-ব্যয় ঃ ১. অপহৃত প্রাণীর বাচ্চা, তার আয় ও জবর দখলকৃত বাগানের ফল গাছিবের হাতে আমানত বিবেচিত হবে। নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে খাম-খেয়ালীর দরুন বিনষ্ট হলে বা মালিক নিতে চাওয়া সত্ত্বে তা না দিলে (তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।) ২. সন্তান প্রসবের দরুন দাসীর যে মূল্য ঘাটতি হবে গাছিবকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের মূল্য যদি ঘাটতি পূরণ করে তাহলে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হবে। আর গাছিব ভর্তুকী থেকে রেহাই পাবে। ৩. অপহরণকারী অপহৃত দ্রব্যের মুনাফার জামিন হবে না। তবে ব্যবহারের দরুন ক্ষতি হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৪. কোন মুসলমান যিম্মী ব্যক্তির মদ বা শূকর নষ্ট করে ফেললে তাকে তার মূল্য জরিমানা দিতে হবে। আর এক মুসলমান অপর মুসলমানের এ দুটির কোনটি নষ্ট করলে কিছুই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (কারণ মুসলমানের জন্য এগুলো মাল স্বীকৃত নয়।)

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شواها ভুণা করল, طَحَنَهَا আটা পিষল, صُفْر তামা, آنِيَة। বরতন, থালা-বাসন, سَاجَة কড়িকাঠ, فَغَرَسَ বৃক্ষরোপণ করল, اِقْلَعْ। উপড়ে নাও, فَارِغَةٌ খালী, مَقْلُوعًا উৎপাটিত, فَصَبَغَهُ তা রং করে ফেলল, سَوِيق ছাতু, لَتَّهُ سَمْنًا তাতে ঘি মিশিয়ে ফেলল, أَمْضَى। কার্যকর বা বহাল রাখবে, نَمَائُهَا তার বর্ধিত অংশ, মুনাফা, بُسْتَان বাগান, يَتَعَدّٰى فِيهَا তাতে সীমা লঙ্ঘণ করে খাম-খেয়ালী বা, অনিয়ম করে অর্থে, جُبْرًا। النُّقْصَان। ক্ষতিপূরণ, فَيَغْرَمُ ক্ষতিপূরণ, ভর্তুকী, জরিমানা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله زَال مِلْكُ مَالِكِهَا ঃ কেননা কাঠের ওপর ঘর নির্মাণ করে ফেলার পর তা খুলে মালিককে ফেরত দেয়ায় বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর তার পূর্ণ মূল্য মালিককে প্রদান করলে তার তেমন বিশেষ ক্ষতি হয় না। সে অন্যটি কিনে নিতে পারবে, তবে ঘরের বাকী খরচের তুলনায় কাঠের মূল্য যদি বেশী হয় সেক্ষেত্রে তার মালিকানা বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় উক্ত কাঠ খুলে নেয়ায় তার অধিকার থাকবে।

قوله امَانَةٌ فِيْ يَدِ الْغَاصِبِ ঃ কেননা বাচ্চা ও ফল গাছিবের হাতে আসার পর লাভ হয়েছে। সুতরাং তা গছব করেছে বলা যায় না। এ কারণে তার নিকট আমানত থাকবে। আর আমানতী দ্রব্য বিনষ্ট হলে তার যা বিধান এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে।

قوله فِيْ ضِمَانِ الْغَاصِبِ الخ ঃ যেমন দাসী অপহরণের পর তার সাথে সঙ্গমের দরুন গর্ভবতী হল। এরপর সন্তান প্রসবের ফলে স্বাস্থ ঘাটতি বা চাহিদা কমে যাওয়ায় তার মূল্য উদাহরণ স্বরূপ ১০ হাজার টাকা থেকে ৮ হাজার টাকায় নেমে আসল। এখন সন্তানের মূল্য যদি ২ হাজার টাকা হয়। তাহলে গাছিবকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর কম হলে বাকীটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি মণিবের নিকট থাকা কালে বা স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হয়। আর গাছিবের নিকট এসে সন্তান প্রসবের দরুন তার মূল্য ঘাটতি ঘটে। তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

التمرين (অনুশীলনী)

১। غصب এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর পরিণতি সম্পর্কে যা যান লিখ।
২। قوله إِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوْبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتّٰى زَالَ اِسْمُهَا وَاَعْظَمُ مَنَافِعِهَا অত্র মাসআলার বিস্তারিত সমাধান লিখ।
৩। কেউ ভূমি জবর দখলের পর তার করায়ত্তে থাকাকালে বিনষ্ট হলে তার বিধান কি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।
৪। ছিনতাইকৃত দ্রব্যের আয়ের বিধান কি হবে বিশদভাবে লিখ।

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

اَلْوَدِيْعَةُ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِ الْمُوْدَعِ اِذَا هَلَكَتْ فِيْ يَدِهٖ لَمْ يَضْمَنْهَا وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهٖ وَبِمَنْ فِيْ عِيَالِهٖ فَاِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ اَوْ اَوْدَعَهَا ضَمِنَ اِلَّا اَنْ يَقَعَ فِيْ دَارِهٖ حَرِيْقٌ فَيُسَلِّمُهَا اِلٰى جَارِهٖ اَوْ يَكُوْنُ فِيْ سَفِيْنَةٍ وَهُوَ يَخَافُ الْغَرَقَ فَيُلْقِيْهَا اِلٰى سَفِيْنَةٍ اُخْرٰى وَاِنْ خَلَطَهَا الْمُوْدَعُ بِمَالِهٖ حَتّٰى لَاتَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا فَاِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهَا ضَمِنَهَا وَاِنِ اخْتَلَطَتْ بِمَالِهٖ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهٖ فَهُوَ شَرِيْكٌ لِصَاحِبِهَا وَاِنْ اَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا وَهَلَكَ الْبَاقِيْ ضَمِنَ ذٰلِكَ الْقَدْرَ فَاِنْ اَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهٗ فَخَلَطَهٗ بِالْبَاقِيْ ضَمِنَ الْجَمِيْعَ وَاِذَا تَعَدَّى الْمُوْدَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ بِاَنْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا اَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهٗ اَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهٗ اَوْ اَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهٖ ثُمَّ اَزَالَ التَّعَدِّيْ وَرَدَّهَا اِلٰى يَدِهٖ زَالَ الضَّمَانُ فَاِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهٗ اِيَّاهَا ضَمِنَهَا فَاِنْ عَادَ اِلَى الْاِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ ـ

আমানত অধ্যায়

অনুবাদ॥ আমানতী দ্রব্যের অবস্থা ও বিধান ঃ ১. আমানতী (বা গচ্ছিত) দ্রব্য আমানত গ্রহীতা (মুদা')র হাতে আমানত হিসেবেই থাকে। তা নষ্ট হলে সে তার দায়ী হবে না। ২. আমানত গ্রহীতার জন্যে নিজে বা তার পরিবারস্থ কারো দ্বারা তা সংরক্ষণ করানোর অধিকার আছে। এ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা করালে বা অন্য কারো নিকট গচ্ছিত রাখলে সে তার দায়ী থাকবে। তবে তার ঘরে আগুন লাগায় তার প্রতিবেশীর কাছে সোপর্দ করলে বা নৌকায় থাকাকালে নৌকাডুবির আশংকায় অন্য নৌকায় তা ছুড়ে দিলে (নষ্ট হয়ে গেলে তার দায়ী হবে না।) ৩. আমানত গ্রহীতা যদি নিজ মালের সাথে আমানতী দ্রব্য মিশিয়ে ফেলে এমনকি তা পার্থক্যযোগ্য থাকে না। তাহলে সে তার দায়ী হবে। ৪. মালিক যদি আমানতী দ্রব্য নিতে চায়। আর সে তা আটকে রাখে। অথচ তখন সে তা তাকে অর্পণ করতে সক্ষম। তাহলে (নষ্ট হলে) সে দায়ী থাকবে। ৫. যদি আমানতী দ্রব্য তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার মালের সাথে মিশে যায় তাহলে সে মালিকের সাথে (হার অনুপাতে) শরীক গণ্য হবে। ৬. আমানত গ্রহীতা যদি আমানতী দ্রব্যের কিছু অংশ খরচ করে ফেলে। আর বাকী অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে কেবল খরচকৃত অংশের জন্যে দায়ী হবে। পক্ষান্তরে যদি কিছু অংশ খরচ করার পর সে পরিমাণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে ফেলে তাহলে সম্পূর্ণটার দায়ী হবে। ৭. আমানতদার যদি আমানতী দ্রব্যে অনধিকার চর্চা করে। যেমন– সওয়ারীতে আরোহণ করল, বা পোশাক পরিধান করল, ক্রীতদাসকে কাজে খাটাল, বা কোন দ্রব্য অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখল। অতঃপর অনধিকার চর্চা পরিত্যাগ করে মালিকের হাতে (নিখুঁতভাবে) ফিরিয়ে দিল। তাহলে এসবের থেকে তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। ৮. আমানত রক্ষিতা যদি তার মাল ফেরত চায়। আর আমানতদার তা অর্পণ করতে অস্বীকার করে তাহলে (নষ্ট হলে) সে দায়ী হবে। এরপর যদি সে স্বীকার করে তাহলে সে দায়মুক্ত হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ وَدِيْعَةٌ আমানত বা গচ্ছিত রাখা, ডিপোজিট করা, عِيَال পরিবারবর্গ, حَرِيْق অগ্নিদাহ, سَفِيْنَة নৌকা, জলযান, غَرْق ডুবে যাওয়া, لَا تَتَمَيَّزُ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না, دَابَّةٌ সোয়ারী, চতুষ্পদ প্রাণী, فَجَحَدَهُ তা অস্বীকার করল।

কতিপয় পরিভাষা ঃ وَدِيْعَةٌ গচ্ছিত, مُوْدِع ও اَمِيْن - যে গচ্ছিত রাখে, مُوْدَعٌ যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, গ্রহীতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অদীআ'তের সংজ্ঞা ঃ

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ الْاَعْيَانِ مَعَ مَنْ هُوَ اَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ فِى الْحِفْظِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَالِكِ

অর্থাৎ কোন দ্রব্য মালিকেরে মালিকানায় রেখে সংরক্ষণ কল্পে যোগ্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তির নিকট অর্পণ করাকে অদীআ'ত বলে।

আমানত ও অদীআ'তের মধ্যে পার্থক্য ঃ কোন দ্রব্য সংরক্ষণ কল্পে স্বেচ্ছায় কারো নিকট সোপর্দ করা কে অদীআ'ত বলে। আর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বশতঃ কোন ব্যক্তির নিকট কোন দ্রব্য এসে গেলে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বগ্রহণ করাকে আমানত বলে। এদিক দিয়ে অদীআ'তের তুলনায় আমানত ব্যাপক অর্থ বহন করে। এভাবে বস্তুর দিক দিয়ে আমানতটা আ'ম বা ব্যাপক। কারণ মাল-সম্পদ ছাড়া ও কথা বা কোন বিষয়ের আমানত হতে পারে। কিন্তু তাকে অদীআত বলা যায় না। সুতরাং পথিমধ্যে কোন দ্রব্য পড়ে গেলে বা বাতাসে কারো নিকট কাপড় বা টাকা ইত্যাদি উড়িয়ে নিয়ে ফেললে তা আমানত হবে। অদীআ'ত নয়। অবশ্য কুরআন মজীদে অদীআত দ্বারা আমানতই বুঝান হয়েছে।

আমানত বা অদীআ'তী দ্রব্যের গুরুত্ব ঃ আমানত বা অদীআত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট। এ কারণে যথা সময়ে মালিকের নিকট তার মাল হস্তান্তর করা ওয়াজিব। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন−

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَةَ اِلَى اَهْلِهَا (النساء)

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদিগকে মালিকের নিকট তার আমানতকে (যথা সময়ে স্ব অবস্থায়) সোপর্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন"। শরীআতে আমানতী দ্রব্যের মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।

অদীআ'তের হুকুম বা বিধান ঃ সংরক্ষণ ওয়াজিব হওয়া এবং দায়িত্ব পালন হেতু ক্ষতিপূরণের দায়মুক্ত থাকা।

রোকন ঃ ইজাব ও কবুল

শর্ত ঃ মাল হস্তগত করা সম্ভব হওয়া। সুতরাং পলাতক গোলাম, নদী বক্ষে বিলীন মালের অদীআত শুদ্ধ হবে না।

وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يُسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ وَاِنْ كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَاِذَا اَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيْعَةً ثُمَّ حَضَرَ اَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيْبَهُ مِنْهَا لَمْ يَدْفَعْ اِلَيْهِ شَيْئًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يَحْضُرَ الْاٰخَرُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَدْفَعُ اِلَيْهِ نَصِيْبَهُ وَاِنْ اَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ لَمْ يَجُزْ اَنْ يَدْفَعَهُ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاٰخَرِ وَلٰكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ جَازَ اَنْ يَحْفَظَ اَحَدُهُمَا بِاِذْنِ الْاٰخَرِ وَاِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ لِلْمُوْدَعِ لَا تُسَلِّمْهَا اِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا اِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ قَالَ لَهُ اِحْفَظْهَا فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِىْ بَيْتٍ اٰخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ حَفِظَهَا فِىْ دَارٍ اُخْرٰى ضَمِنَ ـ

অনুবাদ ॥ আমানত গ্রহীতার মর্যাদা ও অধিকার ঃ ১. আমানত গ্রহীতার জন্যে গচ্ছিত দ্রব্য নিয়ে সফর করা জায়েয যদিও তা পরিবহন ও ব্যয় সাপেক্ষ হয়। ২. দু'ব্যক্তি মিলে কারো নিকট অদীআত রাখল। অতঃপর একজন হাজির হয়ে তার অংশ কামনা করল। আবু হানীফা (র.)-এর মতে অপর সাথী হাজির না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট কিছুই অর্পণ করবে না। সাহিবাইন (র.)-এর মতে তার অংশ তার নিকট দিয়ে দিবে। ৩. একই ব্যক্তি যদি দু'জনের নিকট এমন কিছু গচ্ছিত রাখে যা বন্টনযোগ্য তাহলে তন্মধ্য হতে একজনের জন্যে অপরজনের নিকট তা সোপর্দ করা জায়েয নয়। তবে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকে অর্ধেক সংরক্ষণ করতে পারে। আর যদি বন্টনযোগ্য না হয় তাহলে একজনের অনুমতি ক্রমে অন্যজন হেফাজত করতে পারে। ৪. আমানতকারী যদি আমানত গ্রহীতাকে বলে "আপনার স্ত্রীর নিকট এটা সোপর্দ করবেন না"। তথাপি সে তার নিকট সোপর্দ করে তাহলে সে দায়ী হবে না। যদি বলে– "এ ঘরে এটাকে হেফাযত করবেন" আর সে বাড়ীর অন্য কোন ঘরে তা হেফাযত রাখে তাহলে ও দায়ী হবে না। তবে অন্য কোন বাড়ীতে হেফাযত করলে সে দায়ী হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ ঃ ওজনী ও কায়লী বস্তুর ক্ষেত্রে এ মতভেদ। এজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে সাহিবাইন (র.)-এর মতে একজন হাজির হলে তার অংশ ওজন করে তার নিকট দিয়ে দেয়া জায়েয।

قوله لَمْ يَضْمَنْ ঃ উল্লেখ্য যে, পরে যে সব ক্ষেত্রে জামিন বা দায়ী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কেবল আমানতী দ্রব্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। অন্যথায় এর জন্য তার গোনাহগার হওয়া উদ্দেশ্য নয়। (খ) মালিক যদি হেফাযতের ব্যাপারে এমন শর্তারোপ করে যা পালন করা তার জন্যে সম্ভব নয়। তাহলে উক্ত শর্ত অর্থহীন গণ্য হবে। এ কারণে যা ঘরে হেফাযত করতে হয় তা স্ত্রীর নিকট সোপর্দ না করার শর্ত লাগান অর্থহীন বিবেচিত হবে। তদরূপ যে ঘরে হেফাযতের জন্যে বলে যদি এ ধরনের অপর ঘরে হেফাযত করে তাহলে নষ্ট হলে সে দায়ী হবে না। বরং শর্ত বেহুদা গণ্য হবে।

التمرين (অনুশীলনী)

১। وديعة এর সংজ্ঞা ও বিধান এবং অদীআত ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য কি বর্ণনা কর।

২। দু'ব্যক্তি মিলে অদীআত রাখার পর একজন নিজের অংশ ফেরত নিতে চাইলে তার বিধান কি হবে? মতান্তর সহ লিখ।

৩। যদি কেউ অদীআ'ত রাখা কালে বলে যে, এটি আপনার স্ত্রীর নিকট রাখবেন না। বা এ কক্ষে এটা কে সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু সে এটা মানল না। ফলে তা বিনষ্ট হয়ে গেল। উভয় ক্ষেত্রের এর বিধান কি হবে? লিখ।

كِتَابُ الْعَارِيَةِ

اَلْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ وَهِىَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَتَصِحُّ بِقَوْلِهِ اَعَرْتُكَ وَاَطْعَمْتُكَ هٰذِهِ الْاَرْضَ وَمَنَحْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ وَحَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ اِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةَ وَاَخْدَمْتُكَ هٰذَا الْعَبْدَ وَدَارِى لَكَ سُكْنٰى وَدَارِى لَكَ عُمْرٰى سُكْنٰى وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِى الْعَارِيَةِ مَتٰى شَاۤءَ وَالْعَارِيَةُ اَمَانَةٌ فِىْ يَدِ الْمُسْتَعِيْرِ اِنْ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنِ الْمُسْتَعِيْرُ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيْرِ اَنْ يُؤْجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ فَاِنْ اٰجَرَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَ وَلَهُ اَنْ يُعِيْرَهُ اِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَايَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ قَرْضٌ وَاِذَا اسْتَعَارَ اَرْضًا لِيَبْنِىَ فِيْهَا اَوْ يَغْرِسَ جَازَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا وَيُكَلِّفَهُ قَلْعَ الْبِنَاۤءِ وَالْغَرْسِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ ضَمِنَ الْمُعِيْرُ لِلْمُسْتَعِيْرِ مَانَقَصَ مِنَ الْبِنَاۤءِ وَالْغَرْسِ بِالْقَلْعِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجَرَةِ عَلَى الْمُؤْجِرِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ عَلَى الْغَاصِبِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُوْدَعَةِ عَلَى الْمُوْدِعِ وَاِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا اِلٰى اَصْطَبْلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ اسْتَعَارَ عَيْنًا وَرَدَّهَا اِلٰى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ رَدَّ الْوَدِيْعَةَ اِلٰى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيهِ ضَمِنَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

আরিয়ত বা ধার কর্জ অধ্যায়

আরিয়তের সংজ্ঞা ও পন্থা ঃ ১. (শরীঅ'তের দৃষ্টিতে) ধার–কর্জ জায়েয। ২. আ'রিয়ত হল বিনিময় বিহীন মুনাফার মালিক বানান। আরিয়ত শুদ্ধ হবে এসব কথার দ্বারা– আমি তোমাকে ধার দিলাম, জমিটি তোমাকে ভোগ করতে দিলাম, এ কাপড়টি তোমাকে দান করলাম। তোমাকে এ সোয়ারীটি আরোহণের জন্য দিলাম (এ দুটি শব্দ দ্বারা হেবা উদ্দেশ্য না হলে), এ গোলামটি তোমার খেদমতের জন্য দিলাম, আমার ঘরটি তোমার বসবাসের জন্য দিলাম, আমার এ ঘর আজীবন তোমার থাকার জন্য দিলাম ইত্যাদি।

ধারদাতার অধিকারও ধার গ্রহীতার দায়িত্ব ঃ ১. ধারদাতা যখন ইচ্ছে তার ধার ফেরত নিতে পারবে। ২. ধার গ্রহীতার হাতে ধার-দ্রব্যটি আমানত গণ্য থাকবে। ধার গ্রহীতার বিনা হস্তক্ষেপে যদি তার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে তার দায়ী হবে না। ৩. মুস্তাইরের (ধার গ্রহীতার) জন্য আরিয়তী বস্তু ভাড়া দেয়া জায়েয নেই। যদি ভাড়া দেয় আর তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে দায়ী হবে। ৪. আরিয়াতী দ্রব্য যদি ব্যবহারকারীর প্রভেদে বিনষ্ট হওয়ার বস্তু না হয় তাহলে তার জন্য অন্য কাউকে তা ধার দেয়ার অধিকার আছে। ৫. দীনার-দেরহাম (ধাতব দ্রব্য) কায়লী ও ওজনী জিনিস ধার লেনদেনকে কর্জ বলে। ৬.ঘর নির্মাণ বা গাছ রোপণের জন্যে জমি ধার নেয়া জায়েয। পরবর্তীতে মুঈর (ধারদাত) ধার ফিরিয়ে নিতে এবং

মুস্তাঈ'রকে ঘর ও গাছ তুলে নেয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে। এক্ষেত্রে যদি আরিয়াতের মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ বর্তাবেনা। আর মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকলে এবং সময়ের পূর্বে ফেরত নিলে মুঈ'রকে মুস্তাঈরের ঘর ও গাছ উৎপাটনের ফলে যে ক্ষতি হয় তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। ৭. আরিয়াতি দ্রব্য ফেরতের খরচ মুস্তাঈরের ওপর বর্তাবে। আর ভাড়ার মাল প্রত্যার্পণের খরচ বর্তাবে ভাড়াদাতার ওপরে। অপহৃত দ্রব্য প্রত্যার্পণের ব্যয়ভার বহন করতে অপহরককে এবং গচ্ছিত দ্রব্য ফেরতের খরচ বহন করতে হবে আমানতকারীকে। ৮. কেউ সোয়ারী ধার গ্রহণের পর মালিকের গোয়ালে রেখে আসল, পরে সেটা নষ্ট হয়ে গেল এতে সে দায়ী হবে না। এরূপে কোন জিনিস ধার আনার পর যদি তা মালিকের হাতে অর্পণ না করে বরং তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে তাহলে (নষ্ট হলে) সে দায়ী হবে না। তবে গচ্ছিত মাল মালিকের হাতে না দিয়ে কেবল তার ঘরে রেখে আসলে (নষ্ট হলে) সে দায়ী হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عَارِيَة ধার-কর্জ, نَحَلْتُكَ তোমাকে দান করলাম, مُعِير ধারদাতা, مُسْتَعِير ধার গ্রহীতা, تَعَدٍّ সীমালঙ্ঘন, অন্যায় হস্তক্ষেপ অর্থে, مُسْتَعَار ধারগৃহীত বস্তু, مُسْتَاجَرَة ভাড়ায় গৃহীত বস্তু, مُوجِر ভাড়া গ্রহণকারী,. اِصْطَبْل গোয়ালঘর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ عَارِيَة **এর সংজ্ঞা ঃ** عَارِيَة মূলতঃ عَرِيَّة অর্থ দান হতে গৃহীত (মাবসূত) কারো মতে عَارٌ লজ্জা, অপমান হতে গৃহীত, পরিভাষায়– هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ

"বিনিময় বিহীন মুনাফার মালিক বানানকে আরিয়াত বলে। **শর্ত ঃ** দ্রব্যের মূল অস্তিত্ব বহাল থেকে উপকার সাধনের উপযোগী হওয়া। **রোকন ঃ** ইজাব ও কবুল। **হুকুম বা বিধান ঃ** ধার গ্রহীতার নিকট আমানত স্বরূপ থাকা।

গুরুত্ব ঃ জগতে অধিকাংশই কোন না কোন ক্ষেত্রে একজন আরেক জনের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জিনিস পত্র, যন্ত্র-পাতি ইত্যাদি নির্দ্বিধায় লেন-দেন করতে হয়। শরীআতে এটা দোষণীয় নয়। বরং ধার কর্জ প্রদানের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মানুষকে এবং অভিশম্পাৎ করা হয়েছে তাদেরকে যারা এর থেকে বিরত থাকে। এমর্মে আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন–

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ .... اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

"ধ্বংস তাদের জন্যে যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লৌকিকতা প্রদর্শন করে। আর নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য (ধার) প্রদান থেকে বিরত থাকে (সূরা মাউন)

قوله اِنْ هَلَكَ غَيْرِ تَعَدٍّ الخ ঃ অর্থাৎ ধার গ্রহীতা আমানতদারের পর্যায়ে গণ্য। এ কারণে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হতে হবে। এ সত্ত্বে যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর জন্য ধার সে হবে না। আর খাম-খেয়ালী বা অসাবধানতার দরুন বিনষ্ট হলে তার জন্যে সে দায়ী হবে। এটা হল ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ব্যবহার করলে বিনষ্ট হয়ে গেলে দায়ী হবে না। অন্যথায় দায়ী হবে।

قوله وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الخ ঃ মনে রাখতে হবে যে, নীচের কোন আক্দ চুক্তি তার উপরস্থ কোন আক্দ সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে না। আর ভাড়া বা ইজারার তুলনায় আরিয়াত হল নিম্নমানের। অতএব আরিয়াত নিয়ে ভাড়ায় খাটান জায়েয হবে না।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। عارية কাকে বলে? এর বিধান ও শরয়ী গুরুত্ব আলোচন াকর।

২। গৃহনির্মাণ বা বৃক্ষ রোপণের জন্যে ভূমি ঋণ নেয়া জায়েয কিনা? জায়েয হলে গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণের পর ভূমি ফেরত নিতে চাইলে তার বিধান কি হবে, বর্ণনা দাও।

৩। ইবারতটির ব্যাখ্যা লিখ وَدَارِيْ لَكَ عُمْرَى سُكْنَى وَلِلْمُعِيرِ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ

كِتَابُ اللَّقِيْطِ

اَللَّقِيْطُ حُرٌّ وَنَفَقَتُهٗ مِنْ بَيْتِ المَالِ وَاِنِ الْتَقَطَهٗ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهٖ اَنْ يَاْخُذَهٗ مِنْ يَدِهٖ فَاِنْ اِدَّعٰى مُدَّعٍ اَنَّهٗ اِبْنُهٗ فَالْقَوْلُ قَوْلُهٗ مَعَ يَمِيْنِهٖ وَاِنِ ادَّعَاهُ اِثْنَانِ وَوَصَّفَ اَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِىْ جَسَدِهٖ فَهُوَ اَوْلٰى بِهٖ وَاِذَا وُجِدَ فِىْ مِصْرٍ مِنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْفِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَاهُمْ فَادَّعٰى ذِمِّىٌّ اَنَّهٗ اِبْنُهٗ ثَبَتَ نَسَبُهٗ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا وَاِنْ وُجِدَ فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ اَوْ فِىْ بِيْعَةٍ اَوْ كَنِيْسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّ اللَّقِيْطَ عَبْدُهٗ اَوْ اَمَتُهٗ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا وَاِنِ ادَّعٰى عَبْدٌ اَنَّهٗ اِبْنُهٗ ثَبَتَ نَسَبُهٗ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا وَاِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيْطِ مَالٌ مَشْدُوْدٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهٗ وَلَا يَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْمُلْتَقِطِ وَلَا تَصَرُّفُهٗ فِىْ مَالِ اللَّقِيْطِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ وَيُسَلِّمَهٗ فِىْ صِنَاعَةٍ وَيُؤَاجِرَهٗ -

---

পতিত শিশু অধ্যায়

অনুবাদ॥ ১. পতিত (তথা পড়ে পাওয়া) শিশু স্বাধীন গণ্য হবে। বায়তুল মাল হতে তার ভরণ-পোষণ বহন করা হবে। ২. কেউ তাকে উঠিয়ে নিলে অন্যকারো তার থেকে নেয়ার অধিকার থাকবে না। কেউ তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করলে শপথ সহকারে তার দাবী গ্রাহ্য হবে। দু'ব্যক্তি যদি দাবী করে। আর তাদের একজন শিশুর দেহের বিশেষ কোন চিহ্ন বা লক্ষণ বলে দেয় তাহলে সে অগ্রাধিকার লাভ করবে। ৩. যদি মুসলিম অধ্যুষিত কোন শহরে বা গ্রামে পাওয়া যায়। আর কোন যিম্মী তাকে নিজ পুত্র বলে দাবী করে তাহলে তার থেকে শিশুর বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে এবং সে মুসলমান গণ্য হবে। আর যিম্মী অধ্যুষিত কোন গ্রাম, মন্দির বা গির্জায় পাওয়া গেলে সে যিম্মী সাব্যস্ত হবে। ৪. পতিত শিশুকে কেউ তার গোলাম বা বাদী বলে দাবী করলে তার কথা ধর্তব্য হবে না। বরং সে স্বাধীন গণ্য হবে। কোন গোলাম তাকে নিজ পুত্র দাবী করলে থেকে তার শিশুর বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। তবে সে স্বাধীনই গণ্য হবে। ৫. পতিত শিশুদের সাথে বাঁধা কোন অর্থ-সম্পদ পাওয়া গেলে তা তারই থাকবে। ৬. কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির জন্য শিশুকে বিবাহ করা বা তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা নাজায়েয। তার পক্ষ হতে হেবা গ্রহণ করা, তাকে কোন শিল্প বা রোজগার মূলক কোন কাজে নিয়োগ করা জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ لَقِيْط – فَعِيْل এর ওযনে মাফউলের অর্থে, পতিত, পরিচয়হীন বা পড়ে পাওয়া শিশু।

সংজ্ঞা ঃ ফেকাহর পরিভাষায় দারিদ্র বা যেনার অপবাদ হতে রক্ষা কল্পে ফেলে রাখা শিশুকে লকীৎ বলে।

হুকুম বা বিধান ঃ শহর-বন্দরে এরূপ পতিত শিশু পাওয়া গেলে তাকে উঠিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর বনে বা মাঠে পাওয়া গেলে তাকে উঠিয়ে নেয়া ওয়াজিব।

قوله حُرًّا কারণ মানুষের মূল হল স্বাধীন। সুতরাং স্বাধীনই গণ্য হবে। ثبت منه نسبه মানুষের বংশ পরিচয় জরুরী বিধায় দাবীকারী যিম্মী হতেই তার বংশ সাব্যস্থ হবে। আর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পাওয়া যাওয়ার কারণে মুসলিম গণ্য হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। لَقِيْط এর সংজ্ঞা ও বিধান বর্ণনা কর এবং لَقِيْط ও مُلْتَقَط এর মধ্যে পার্থক্য কি? লিখ।

২। لَقِيْط এর অভিভাবক কে হবে? তার ব্যয়ভার কার ওপর বর্তাবে? লিখ।

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

اَللُّقَطَةُ اَمَانَةٌ فِى يَدِ الْمُلْتَقِطِ اِذَا اَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ اَنَّهُ يَاخُذُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَاِنْ كَانَتْ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا اِيَّامًا وَاِنْ كَانَ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَمْضَى الصَّدَقَةَ وَاِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ وَيَجُوْزُ اِلْتِقَاطُ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ فَاِنْ اَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَاِنْ اَنْفَقَ بِاِذْنِهِ كَانَ ذٰلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا وَاِذَا رُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيْهِ فَاِنْ كَانَ لِلْبَهِيْمَةِ مَنْفَعَةٌ اٰجَرَهَا وَاَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ اُجْرَتِهَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ اَنْ يَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ قِيْمَتَهَا بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَاَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا وَاِنْ كَانَ الْاَصْلَحُ الْاِنْفَاقَ عَلَيْهَا اَذِنَ فِى ذٰلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا فَاِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ اَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهَا حَتّٰى يَاخُذَ النَّفَقَةَ وَلُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ وَاِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعٰى اَنَّ اللُّقَطَةَ لَهُ لَمْ تُدْفَعْ اِلَيْهِ حَتّٰى يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ فَاِنْ اَعْطٰى عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ اَنْ يَدْفَعَهَا اِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِى الْقَضَاءِ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِاللُّقَطَةِ عَلٰى غَنِيٍّ وَاِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَاِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا اِذَا كَانَ غَنِيًّا عَلٰى اَبِيْهِ وَابْنِهِ وَاُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ اِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ ـ

পতিত দ্রব্য অধ্যায়

অনুবাদ ॥ ১. পতিত দ্রব্য সংগ্রহকারীর (প্রাপকের) হাতে আমানত গণ্য হবে। যখন সে তা গ্রহণ কালে হেফাজতের এবং মালিকের নিকট প্রত্যার্পণের ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। ২. দ্রব্যটির মূল্য যদি ১০ দেরহামের কম হয় তাহলে কিছু দিন তা প্রচার করবে। আর ১০ দেরহাম বা তার বেশী মূল্যের হলে পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ তা প্রচার করবে। এর মধ্যে মালিক আসলে সে তা নিয়ে যাবে। অন্যথায় তা সাদকা করে দিবে। ৩. পড়ে পাওয়া বস্তু সাদকা করার পর যদি তার মালিক এসে যায় তাহলে ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে সাদকা বলবৎ রাখবে। চাইলে প্রাপকের নিকট হতে তার ক্ষতিপূরণ (মূল্য) নিবে। ৪. হারান ছাগল, গরু ও উট পেলে ধরে নেয়া ও হেফাযত করা জায়েয। অতঃপর আদালতের অনুমতি ছাড়া যদি (প্রচারের জন্য) কিছু ব্যয় করে তাহলে সে অনুগ্রহকারী বিবেচিত হবে। আর অনুমতি ক্রমে ব্যয় করলে তা মালিকের যিম্মায় তা

ঋণ স্বরূপ থাকবে। হাকিমের নিকট এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হলে তিনি তা খতিয়ে দেখবেন। পশুটি যদি লাভজনক হয় তাহলে তা ভাড়ায় খাটিয়ে প্রাপ্ত ভাড়া তার পেছনে ব্যয় করবে। আর লাভ জনক না হলে এবং পালন ব্যয় তার মূল্যসহ গ্রাস করার আশংকা থাকলে হাকিম পশুটি বিক্রি করে তার মূল্য হেফাযত করার অর্ডার দিবেন। আর তার জন্যে ব্যয় করা লাভজনক মনে করলে তাই করতে বলবেন। তখন ব্যয়িত অর্থ মালিকের যিম্মায় ঋণ স্বরূপ ধরে দিবেন। অতঃপর মালিক আসলে তার ব্যয়িত অর্থ বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করার অধিকার থাকবে। ৪. হারাম ও হারাম বহির্ভূত এলাকায় পড়ে পাওয়া জিনিষের একই বিধান।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لُقْطَةٌ পড়ে পাওয়া (বা পতিত) অরক্ষিত বস্তু, مُلْتَقِطٌ সংগ্রহকারী, যে উঠিয়ে নিয়ে আসে, عَرَّفَهَا তার প্রচারণা চালাবে, مُتَبَرِّعٌ অনুগ্রহ ও অনুকম্পাকারী, اَلْاَصْلَحُ অধিক লাভজনক, حِلّ হারাম শরীফের বাইরের অঞ্চল।

হুকুম ঃ কোথাও কোন বস্তু অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা নিয়ে এসে সংরক্ষণ করা সওয়াবের কাজ। অন্যথায় তা অসৎ ব্যক্তির হাতে পড়ে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। আর এর দরুন ক্ষেত্র বিশেষ মালিককে অত্যন্ত ক্ষতি ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণে তুলে নিয়ে আসাটা উত্তম। অতঃপর তা প্রচার করে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া কর্তব্য।

قوله عَرَّفَهَا حَوْلاً كَامِلاً الخ ঃ এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত একটি মত। ইমাম মালেক (র.)-এর মত ও এরূপ। এ ব্যাপারে মোদ্দাকথা হল প্রচারণার পর যখন সংগ্রহকারীর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, মালিক ফিরে আসা অসম্ভব। তখন সে তা সাদকা করে দিতে পারবে। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

قوله بَاعَهَا الخ ঃ কেননা বিক্রি করে দাম হেফাযত রাখাই মালিকের জন্য কল্যাণকর।

قوله سَوَاءٌ الخ ঃ তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হারামের লুকতা হলে মালিক না আসা পর্যন্ত তা হেফাযতে রাখা জরুরী। চাই যত বৎসর হোক।

قوله لَايُجْبَرُالخ ঃ কেননা আলামত বা চিহ্ন বলাটা অকাট্য প্রমাণ নয়। অবশ্য নির্ভরযোগ্য সাক্ষী পেশ করলে তা গ্রহণ করে মাল দিয়ে দেয়া জরুরী।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। لقطة কাকে বলে? এর বিধান কি? এবং لقطة হস্তান্তরের নিয়মাবলী উল্লেখ কর।

২। ছাগল ও উটের لقطه এর মাঝে পার্থক্য কি লিখ।

৩। কেউ পড়ে পাওয়া বস্তু তার বলে দাবী করলে করণীয় কি বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْخُنْثٰى

اِذَا كَانَ لِلْمَوْلُوْدِ فَرْجٌ وَذَكَرٌ فَهُوَ خُنْثٰى فَاِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ وَاِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ اُنْثٰى وَاِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنْهُمَا وَالْبَوْلُ يَسْبِقُ مِنْ اَحَدِهِمَا نُسِبَ اِلَى الْاَسْبَقِ مِنْهُمَا وَاِنْكَانَ فِى السَّبَقِ سَوَاءٌ فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يُنْسَبُ اِلٰى اَكْثَرِهِمَا بَوْلًا وَاِذَا بَلَغَ الْخُنْثٰى وَخَرَجَتْ لَهٗ لِحْيَةٌ اَوْ وَصَلَ اِلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَهَرَ لَهٗ ثَدْىٌ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ اَوْ نَزَلَ لَهٗ لَبَنٌ فِىْ ثَدْيَيْهِ اَوْحَاضَ اَوْ حَبَلَ اَوْ اَمْكَنَ الْوُصُوْلُ اِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْجِ فَهُوَ اِمْرَأَةٌ فَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهٗ اِحْدٰى هٰذِهِ الْعَلَامَاتُ فَهُوَ خُنْثٰى مُشْكِلٌ وَاِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْاِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتُبْتَاعُ لَهٗ اَمَةٌ مِنْ مَالِهٖ تَخْتِنُهٗ اِنْ كَانَ لَهٗ مَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ اِبْتَاعَ لَهُ الْاِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اَمَةً فَاِذَا اخْتَتَنَتْهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا اِلٰى بَيْتِ الْمَالِ وَاِنْ مَاتَ اَبُوْهُ وَخَلَفَ اِبْنًا وَخُنْثٰى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح عَلٰى ثَلٰثَةِ اَسْهُمٍ لِلْاِبْنِ سَهْمَانِ وَلِلْخُنْثٰى سَهْمٌ وَهُوَ اُنْثٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى الْمِيْرَاثِ اِلَّا اَنْ يَثْبُتَ غَيْرُ ذٰلِكَ وَقَالَا لِلْخُنْثٰى نِصْفُ مِيْرَاثِ الذَّكَرِ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ الْاُنْثٰى وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَاخْتَلَفَا فِىْ قِيَاسِ قَوْلِهٖ فَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى سَبْعَةِ اَسْهُمٍ لِلْاِبْنِ اَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى ثَلٰثَةٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْاِبْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى خَمْسَةٌ ـ

হিজড়া প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. ভূমিষ্ঠ সন্তানের যোনী ও পুরুষাঙ্গ উভয়টি থাকলে তাকে হিজড়া বলে। এমতাবস্থায় যদি সে পুরুষাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে তাহলে সে বালক গণ্য হবে। আর যোনী পথে পেশাব করলে সে বালিকা বিবেচিত হবে। উভয়টি দ্বারা পেশাব করলে যে পথ দ্বারা আগে পেশাব বের হবে সেটার প্রতি সম্বন্ধিত হবে। আর এ ক্ষেত্রে ও যদি সম পর্যায়ের হয় তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে বেশীরভাগ কোন্ পথে তা ধর্তব্য হবে না। সাহিবাইন (র.)-এর মতে বেশীরভাগ পেশাব যে পথ দ্বারা হয় সেটা ধর্তব্য হবে। ২. হিজড়া বালেগ হওয়ার পর দাড়ি গজালে বা মহিলাদের সংস্পর্শে গমন (সঙ্গম) করলে সে পুরুষ গণ্য হবে। আর নারীদের ন্যায় স্তন স্ফিত হলে, স্তনদ্বয়ে দুধ নামলে হায়েয গ্রস্ত হলে, গর্ভ সঞ্চার বা যোনীপথে সহবাস সম্ভব হলে সে নারী গণ্য হবে। এ সকল লক্ষণের কোন একটি পরিস্ফুট না হলে সে হবে খুনছায়ে মুশকিলা তথা জটিল হিজড়া।

খুনছায়ে মুশকিলার বিধান ঃ ১. ইমামের পিছনে নামায পড়লে সে পুরুষ ও নারীদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াবে। ২. তার সম্পদ থাকলে তা দ্বারা বাঁদী ক্রয় করা হবে। সে তাকে খাৎনা করাবে। আর তার সম্পদ না থাকলে সরকার সরকারী ফান্ড হতে তার জন্যে বাঁদী ক্রয় করবেন। তার দ্বারা খাৎনা করানোর পর তাকে বিক্রি করে তার মূল্য সরকারী ফাণ্ডে জমা করবেন। ৩. তার পিতা মারা যাওয়ার পর যদি সে একটি ছেলে ও একজন হিজড়া রেখে যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.)এর মতে সম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত করে ছেলে পাবে দু'ভাগ আর হিজড়া পাবে এক ভাগ। আবু হানীফা (র.) এর মতে মীরাছের ক্ষেত্রে সে নারী গণ্য হবে। যদি না ব্যতিক্রম কিছু (লক্ষণ) প্রমাণিত হয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– হিজড়া পুরুষের অর্ধেক ও নারীর অর্ধেক অংশ মীরাছ পাবে। ইমাম শা'বী (র.)-এর মত ও এটাই। তবে এ মতের বাস্তবতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহিবাইন (র.) পরস্পরে মতনৈক্য করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন সম্পদ তাদের দু'জনের মাঝে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে চার অংশ ছেলে ও ও তিন অংশ হিজড়া পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– সম্পদ তাদের মাঝে ১২ ভাগে বিভক্ত হয়ে সাত অংশ ছেলে ও পাঁচ অংশ হিজড়ার প্রাপ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُوْلُود নবজাতক, ভূমিষ্ট সন্তান, فَرْجٌ যোনী, ذَكَرٌ পুরুষাঙ্গ, سَهْم অংশ, ভাগ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَرْجٌ وَذَكَرٌ الخ ঃ কিন্তু এ দুয়ের কোনটি না থাকলে তাবে তথা অনুগামী হিসেবে তাকেও খুনছা ধরা হয়। আর খুনছায়ে মুশকিলার বিধান তার ওপর প্রযোজ্য হয়।

قوله تُبْتَاعُ الخ ঃ কারণ বাঁদীর জন্যে মণিবের সমস্ত অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়েয।

قوله اِلَّا اَنْ يَثْبُتَ الخ ঃ অর্থাৎ খুনছাকে নারী গণ্য করলে যদি পুরুষের তুলনায় তার অংশ বেড়ে যায় তাহলে তাকে পুরুষ গণ্য করতে হবে। যেমন– কোন নারী মৃত্যু কালে স্বামী, মা, হাকীকী বোন রেখে গেল। আর এ বোনই খুনছা হয়। তাহলে তাকে পুরুষ ধরে অসাবা হিসেবে $\frac{১}{৬}$, মাকে $\frac{১}{৩}$ ও বোনকে $\frac{১}{২}$ অংশ দিতে হবে, আর মাকে $\frac{১}{৩}$ দিতে গেল আওলের নিয়মে মাছআলা ৮ দ্বারা শুরু করতে হয়।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। خُنْثٰى এর সংজ্ঞা, বিধান ও নামায আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত লিখ।

২। خُنْثٰى مُشْكِلٌ কাকে বলে? خُنْثٰى কখন নারী ও কখন পুরুষ গণ্য করা হবে বর্ণনা কর।

৩। قوله وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى اِثْنَا عَشَرَ سَهْمًا لِلْاِبْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى خَمْسَةٌ ব্যাখ্যা কর।

كِتَابُ الْمَفْقُوْدِ

إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلَا يُعْلَمُ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِيْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُوْمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِيْ حُقُوْقَهُ وَيُنْفِقُ عَلٰى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ عَلٰى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ وَقُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُوْدُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ فِيْ حَالِ فَقْدِهِ ـ

নিখোঁজ ব্যক্তির বিধান

অনুবাদ ॥ ১. কোন ব্যক্তি এমনভাবে নিরুদ্দেশ হলে যে, কোথায় আছে, জীবিত আছে না মৃত কিছুই জানা যায় না। তাহলে কাযী একজন অসী বা অলী নিয়োগ করবে। সে তার সম্পদ রক্ষণাক্ষেণ ও তত্ত্বাবধান করবে। তার হক তথা দেনা পরিশোধ করবে। স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তানাদির জন্য তার সম্পদ হতে ব্যয় বহন করবে। ২. সন্তানাদি ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করবে না। ৩. জন্মদিন থেকে হিসেব করে তার বয়স ১২০ বছর পূর্ণ হলে আমরা তাকে মৃত বলে সিদ্ধান্ত নিব। স্ত্রী তখন ইদ্দত পালন করবে। তার সম্পদ ঐ সময় বিদ্যমান ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এর আগে কেউ মারা গেলে সে তার থেকে কোন মীরাছ পাবেনা। ৩. নিরুদ্দেশ ব্যক্তি তার নিরুদ্দেশ থাকাকালে কেউ মারা গেলে তার থেকে সে মীরাছ পাবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مَفْقُوْد নিখোঁজ, হারান বস্তু বা ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য, نصب নিয়োগ করবে, لَا يُفَرِّقُ বিচ্ছেদ করবে না।, اِعْتَدَّتْ ইদ্দত পালন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَفْقُوْدُ ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে নিখোঁজ ব্যক্তির যথার্থ প্রমাণ বা বয়স ৯০ বা কারো মতে ১২০ বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জীবিত গণ্য হয়। এ কারণে তার স্ত্রী এ সময়ের মধ্যে অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কারণ এ বয়স পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। তবে ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় পর স্ত্রীর আবেদন সাপেক্ষে তার বিবাহের অনুমতি দেয়া হবে। হানাফী মাজহাবের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম বর্তমান পরিস্থিতি ও নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে চারিত্রিক সততা বজায় রাখার মানসে ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতকেই ফতোয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং দলীল প্রমাণের আলোকে ৪ বৎসর উত্তীর্ণ হলে ইদ্দত পালনের পর সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। (এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) আল হীলাতুন নাজিযা" কিতাবে স্ববিস্তারে আলোকপাত করেছেন, প্রয়োজনে তা দ্রষ্টব্য।)

التمرين (অনুশীলনী)

১। مفقود এর সংজ্ঞা লিখ এর বিধানের ক্ষেত্রে মূলনীত কি? বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর ঃ

وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَاتِهِ فَاِذَا تَمَّ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً فِى يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ اِمْرَاتُهُ

كِتَابُ الْاِبَاقِ

وَإِذَا اَبَقَ الْمَمْلُوْكُ فَرَدَّهُ رَجُلٌ عَلٰى مَوْلاهُ مِنْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا وَاِنْ رَدَّهُ لِاَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ فَبِحِسَابِهِ وَاِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا قُضِىَ لَهُ بِقِيْمَتِهِ اِلَّا دِرْهَمًا وَاِنْ اَبَقَ مِنَ الَّذِىْ رَدَّهُ فَلَا شَئَ عَلَيْهِ وَلَاجُعْلَ لَهُ وَيَنْبَغِى اَنْ يُشْهِدَ اِذَا اَخَذَهُ اَنَّهُ يَاْخُذُ لِيَرُدَّ عَلٰى صَاحِبِهِ فَاِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْاٰبِقُ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ـ

পলাতক কৃতদাস অধ্যায়

অনুবাদ॥ ১. কোন কৃতদাস পালিয়ে গেলে কোন সুহৃদয় ব্যক্তি যদি তিন দিন ভ্রমণের দূরত্ব (৪৮ মাইল) বা বেশি হতে এনে তা ফিরিয়ে দেয়, তবে তার জন্য ৪০ দিরহাম মজুরি হবে। আর যদি দূরত্ব তার চেয়ে কম হয়, ত[illegible] তার হিসাব অনুপাতে হবে। তার মূল্য চল্লিশ দিরহামের কম হলে, এক দিরহাম কম তার মূল্যের ফয়সালা দে[illegible] হবে। ২. ফেরতদাতা পালিয়ে গেলে তার ওপর কোন কিছুই বর্তমাবে না এবং সে মজুরি পাবে না। ৩. গোলা[illegible] আটক করার সময় সাক্ষী রাখা উচিত যে, আমি একে মালিকের নিকট পৌছানোর জন্য আটক করছি। ৪. পলাত[illegible] গোলাম যদি বন্ধকী সম্পদ হয়, তবে মুরতাহিন-এর উপর তার মজুরি বর্তাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ اِبَاق-এর সংজ্ঞা ঃ اِبَاق শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার, অর্থ– পলায়ন করা, গোলা[illegible] তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করা। পরিভাষায়, গোলাম ও বাঁদি স্বীয় মনিবের কাজ-কর্মের তোয়াক্কা না কে[illegible] পালিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়াকে اِبَاق বলা হয়।

গোলাম ও বাঁদির সংরক্ষণে সক্ষম হলে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার শর্তে পলাতক গোলাম বাঁদিকে আট[illegible] করা মুস্তাহাব।

فَبِحِسَابِهِ الخ- ঃ যদি তিন দিনের কম দূরত্বের পথ হয়, তবে তিন দিনকে ভাগ করে প্রতি দিনের জন্য [illegible] দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে মজুরি দেবে। কেউ কেউ বলেছেন, বিচারকের সিদ্ধান্তে[illegible] প্রেক্ষিতেই মজুরি প্রদান রকা হবে। (এর ওপরই ফতোয়া) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর নিকট যদি মনিব মজুর প্রদানে[illegible] শর্ত করে তবে তা পাবে, অন্যথা পাবে না। আমাদের দলিল হল, এক্ষেত্রে, মজুরি প্রদানের ব্যাপারে হযরত সাহাবা[illegible] কেরাম (রাঃ)-এর ইজমা রয়েছে। শুধুমাত্র পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। اباق এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

২। اباق -এর গ্রেফতার করা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। وَاِنْ رَدَّهُ لِاَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ فَبِحِسَابِهِ الخ -এর ব্যাখ্যা লিখ।

كِتَابُ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

اَلْمَوَاتُ مَالاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْاَرْضِ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ اَوْ لِغَلْبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ اَوْ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الزِّرَاعَةَ فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًا لاَمَالِكَ لَهُ اَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فِى الْاِسْلاَمِ وَلاَيُعْرَفُ لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَعِيْدٌ مِنَ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ اِذَا وَقَفَ اِنْسَانٌ فِى اَقْصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَمْ يَسْمَعِ الصَّوْتُ فِيْهِ فَهُوَ مَوَاتٌ مَنْ اَحْيَاهُ بِاِذْنِ الْاِمَامِ مَلَكَهُ وَاِنْ اَحْيَاهُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وقالا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُهُ الذِّمِّىُّ بِالْاِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ ـ

পতিত জমি আবাদ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. যে ভূমি পানি সরবরাহ, জলাবদ্ধতা বা চাষাবাদের প্রতিবন্ধক কোন কারণে ভোগ ব্যবহার করা যায় না তাকে মাওয়াত বা পতিত ভূমি বলে। ২. এ ধরনের ভূমি যদি মালিকানা বিহীন পড়ে থাকে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের দখলে আসার পর তার নির্দিষ্ট কোন মালিক না পাওয়া যায় , আর বসতী হতে এত দূরে যে, জন বসতীর শেষসীমা হতে কেউ চিৎকার করলে সেখান থেকে, তা শ্রুত না হয় তাহলে পতিত সাব্যস্ত হবে। ৩. সরকারের অনুমতিক্রমে তা কেউ আবাদ করলে সে তার মালিক হবে। আর অনুমতি বিহীন আবাদ করলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে মালিক হবে না। ৪. কোন যিম্মী তা আবাদ করার দ্বারা মুসলমানের ন্যায় সে ও তার মালিক হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِحْيَاء জীবনদান করা, বাঁচিয়ে রাখা, আবাদ করা অর্থে, مَوَاتٌ পতিত ভূমি, زِرَاعَة চাষাবাদ, عَادٌ - عَادِى এর প্রতি সম্পন্ধিত, পুরান বস্তু, قَرْيَة বসতি, জনপদ, اَقْصٰى প্রান্তসীমা, عَامِر আবাদ জায়গা, (ض) صَاحَ চিৎকার করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ভূমি সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত (১) আবাদী মালিকানাধীন, (২) মালিকানাধীন অনাবাদি। এ দু'প্রকার ভূমিতে মালিক ছাড়া অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। তবে সরকার বিশেষ রাষ্ট্রীয় সার্থে সরকারী ফাণ্ড হতে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময় জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করতে পারে। (৩) জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মালিকানা বিহীন খাস ভূমি। যেমন– কবরস্তান, মসজিদ, চারণভূমি প্রভৃতি। এতে সকলের সমান অধিকার থাকবে। (৪) অনাবাদী পরিত্যাক্ত ও মালিকানাবিহীন ভূমি, মাওয়াত দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য। যেমন– চর, বন-জঙ্গল ইত্যাদি। এর বিধান হল সরকার কাউকে মালিকানা দান করলে তা তার মালিকানাধীন হবে। নতুবা সরকারী থেকে যাবে।

قوله وَ بَعِيْدٌ عَنْ الْقَرْيَةِ الخ ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র.)এর মতে মাওয়াত হওয়ার জন্যে ভূমিটি জনপদের উপকারী হওয়া শর্ত। চাই তা নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী। আয়েম্মায়ে ছালাছা (র.) এর মত ও এটাই। ফতোয়ায়ে কুবরা, কাহাস্তানী প্রভৃতিতে হানাফী মাযহাবে এটার ওপরেই ফতোয়া বলা হয়েছে।

قوله فَمَا كَانَ عَادِيًا الخ ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার সূচনালগ্নে ভূমি কয়েক ধরনের থাকতে পারে। যেমন– (ক) অনাবাদী পতিত ও মালিকানা বিহীন। (খ) মুসলমানদের ভোগাধিকার ভূক্ত, (গ) অমুসলিমদের ভোগাধিকার ভূক্ত ও (ঘ) রাষ্ট্রায়াত্ত ভূমি।'এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারের ভূমি সরকার ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন করে দিবে। আর অবশিষ্ট তিন প্রকার স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে।

وَمَنْ حَجَرَ اَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلٰثَ سِنِيْنَ اَخَذَهَا الْاِمَامُ مِنْهُ وَدَفَعَهَا اِلٰى غَيْرِهٖ وَلَايَجُوْزُ اِحْيَاءُ مَاقَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَيُتْرَكُ مَرْعًى لِاَهْلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِىْ بَرِيَّةٍ فَلَهٗ حَرِيْمُهَا فَاِنْ كَانَتْ لِلْعَطَنِ فَحَرِيْمُهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنْ كَانَتْ لِلنَّاضِحِ فَحَرِيْمُهَا سِتُّوْنَ ذِرَاعًا وَاِنْ كَانَتْ عَيْنًا فَحَرِيْمُهَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِىْ حَرِيْمِهَا مُنِعَ مِنْهُ وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ وَالدِّجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ فَاِنْ كَانَ يَجُوْزُ عَوْدُهٗ اِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ اِحْيَاؤُهٗ وَاِنْ كَانَ لَايَجُوْزُ اَنْ يَعُوْدَ اِلَيْهِ فَهُوَ كَالْمَوَاتِ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيْمًا لِعَامِرٍ يَمْلِكُهٗ مَنْ اَحْيَاهُ بِاِذْنِ الْاِمَامِ وَمَنْ كَانَ لَهٗ نَهْرٌ فِىْ اَرْضِ غَيْرِهٖ فَلَيْسَ لَهٗ حَرِيْمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ لَهُ الْبَيِّنَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَعِنْدَهُمَا لَهٗ مُسَنَّاةُ النَّهْرِ يَمْشِىْ عَلَيْهَا وَيُلْقِىْ عَلَيْهَا طِيْنَهٗ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. কোন ব্যক্তি যদি জমি (পাথর দ্বারা) বেষ্টনি দিয়ে (বা চিহ্ন দিয়ে) চাষাবাদ না করে তিন বৎসর যাবৎ ফলিয়ে রাখে তাহলে সরকার তার থেকে নিয়ে অন্যকে দান করবে। ৫. বসতির নিকটবর্তী পতিত জমি আবাদ করা যাবে না। বরং সর্ব সাধারণের চারণ ভূমি ও ফসল মাড়ানোর মাঠ স্বরূপ ছেড়ে রাখতে হবে। ৫. কেউ বনে মাঠে কূপ খনন করলে কূপের চতুর্পাশ্ব তার প্রাপ্য হবে। কূপ যদি পশুর পানী পান করানোর জন্যে হয় তাহলে প্রত্যেক দিকে ৪০ হাত করে সাব্যস্ত হবে। আর জমি সেঁচের জন্যে হলে চতুর্পার্শ্বে ৬০ হাত করে হবে। ঝর্ণা তথা পানী প্রবাহের জন্য হলে চারিদিকে ৫০০ হাত হবে। কেউ এর পাড়ে কূয়া খনন করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হবে। ৭. ফোরাত (উইফ্রেটিস) ও দাজলা (তাইগ্রিস) নদীতে যদি চর জাগার দরুন অন্য দিক দিয়ে তার গতিপ্রবাহ মোড় নেয় আর পুনরায় এদিকে তার স্রোতধারা প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং কোন বসতির পার্শ্বে অবস্থিত না হয় তাহলে উক্ত চর পতিত তুল্য গণ্য হবে। সুতরাং সরকারী অনুমোদন ক্রমে কেউ তা আবাদ করলে সে তার মালিক হবে। ৮. অপরের জমিতে কারো পানির নালী থাকলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তার পার্শ্বদেশ প্রমাণ ছাড়া তার জন্যে সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু সাহিবাইন (র.) বলেন– নালীর পাড় তার প্রাপ্য হবে। তার ওপর সে চলাফেরা করবে এবং পলি কেটে তার ওপর ফেলবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ حَجَرَ পাথর ইত্যাদি দিয়ে দখলী চিহ্ন করা, পাড় বাঁধা, مُرْعًى চারণ ভূমি, مَطْرَحٌ ফসল ফেলানো বা মাড়ানোর জায়গা, حَصَائِد - حَصِيْدَةٌ এর বহুঃ কাটা ফসল, (ن) حَفَرَ খনন করা, بَرِيَّةٌ বন-মাঠ, حَرِيْمٌ পার্শ্বস্ত এরিয়া, عَطَنٌ উট ইত্যাদি পশুর পানি পান করানোর জন্য পানি ভর্তি কূপ, نَاضِحٌ জমি সেঁচের জন্য উটের সাহায্যে ভর্তি কৃত কূপ, عَيْنٌ ঝর্ণা, عَدَلَ عَنْهُ সরে যায়, مُسَنَّاةٌ বন্যা রক্ষা বাঁধ, طِيْنٌ মাটি, পলি।

التمرين (অনুশীলনী)

১। إِحْيَاءُ الْمَوَات বলতে কি বুঝ? এর বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

২। মাওয়াত (পতিত) ভূমিকে কেউ আবাদযোগ্য করলে তার বিধান কি হবে? মতান্তরসহ বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْمَاذُوْنِ

إِذَا أَذِنَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ إِذْنًا عَامًّا جَازَ تَصَرُّفُهٗ فِىْ سَائِرِ التِّجَارَاتِ وَلَهٗ أَنْ يَشْتَرِىْ وَيَبِيْعَ وَيَرْهَنَ وَيَسْتَرْهِنَ وَإِنْ أَذِنَ لَهٗ فِىْ نَوْعٍ مِنْهَا دُوْنَ غَيْرِهٖ فَهُوَ مَاذُوْنٌ فِىْ جَمِيْعِهَا فَإِذَا أَذِنَ لَهٗ فِىْ شَيْءٍ بِعَيْنِهٖ فَلَيْسَ بِمَاذُوْنٍ وَإِقْرَارُ الْمَاذُوْنِ بِالدُّيُوْنِ وَالْغُصُوْبِ جَائِزٌ ـ وَلَيْسَ لَهٗ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَا أَنْ يُزَوِّجَ مَمَالِيْكَهٗ وَلَا يُكَاتِبُ وَلَا يُعْتِقُ عَلٰى مَالٍ وَلَا يَهَبُ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ إِلَّا أَنْ يُهْدِىَ الْيَسِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ يُضِيْفَ مَنْ يُطْعِمُهٗ وَدُيُوْنُهٗ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهٖ يُبَاعُ فِيْهَا لِلْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلٰى وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهٗ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ دُيُوْنِهٖ شَيْءٌ طُوْلِبَ بِهٖ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ حَتّٰى يَظْهَرَ الْحَجْرُ بَيْنَ أَهْلِ السُّوْقِ ـ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلٰى أَوْ جُنَّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا صَارَ الْمَاذُوْنُ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ وَلَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَاذُوْنُ صَارَ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهٗ جَائِزٌ فِيْمَا فِىْ يَدِهٖ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهٗ وَإِذَا الْزَمَتْهُ دُيُوْنٌ تُحِيْطُ بِمَالِهٖ وَ رَقَبَتِهٖ لَمْ يَمْلِكِ الْمَوْلٰى مَا فِىْ يَدِهٖ فَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيْدَهٗ لَمْ يُعْتَقُوْا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُ مَا فِىْ يَدِهٖ ـ

অনুমতি প্রাপ্ত দাস অধ্যায়

অনুবাদ॥ ১. কোন মনিব স্বীয় গোলামকে সাধারণ অনুমতি প্রদান করলে সকল ব্যবসার ক্ষেত্রেই তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে এবং তার ক্রয়-বিক্রয়, জমা রাখা, জমা দেয়ার স্বাধীনতা থাকবে। যদি তাকে কোন একটির ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করে অন্যগুলোর ক্ষেত্রে নয়, তবুও প্রত্যেক ব্যবসায়ই সে অনুমতি প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। হ্যাঁ, যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে অনুমতি প্রদান করে, তবে সে অনুমতি প্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না। ২. অনুমতি প্রাপ্ত দাসের স্বীকারোক্তি ঋণ ও ছিনতাইকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে বৈধ হবে এবং সে নিজেও বিবাহ করতে পারবে না এবং অন্যান্য ভৃত্যদেরকেও বিবাহ করাতে পারবে না, মুকাতাবও বানাতে পারবে না এবং সম্পদের বিনিময় মুক্তও করতে পারবে না, বিনিময় বা বিনিময়হীনভাবে দানও করতে পারবে না। কিন্তু সামান্য খাবার হাদিয়া হিসেবে প্রদান করলে অথবা যে ব্যক্তি তাকে মেহমানদারী করেছে তাকে সে ভক্ষণ করালে, তার ঋণ তারই ওপর বর্তাবে, ঋণ দাতাদের ঋণ পরিশোধ বাবদ উহাকে বিক্রি করে দেয়া হবে। তবে তার মনিব তার প্রতিদান দিয়ে দিলে এবং তার মূল্য ঋণের অংশ অনুপাতে বন্টন করা হলে (তখন আর বিক্রির প্রয়োজন থাকবে না)। এরপরও যদি কিছু ঋণ থেকে যায়, তবে সে মুক্ত হওয়ার পর তার থেকে তা

চাওয়া হবে। এরপর যদি মনিব তার ওপর حجر করে দেয়, তবে সে محجور হবে না। এমনকি حجر টা বাজারীদের মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং যদি মনিব মৃত্যুবরণ করে অথবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তখন অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি محجور عليه হবে। ৩. অনুমতি প্রাপ্ত কৃতদাস পলায়ন করলে সে محجور عليه হয়ে যাবে। এবং যখন حجر আরোপ করা হল তখন তার অধীনস্থ সম্পদের ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর নিকট বৈধ হবে। আর সাহেবাইনের নিকট তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না এবং যখন তার জিম্মায় তার সম্পদ ও জানের চেয়েও বেশি ঋণ হয়, তখন মনিব তার নিকট রক্ষিত সম্পদের মালিক হবে না। কাজেই সে যদি তার কৃতদাসদের মুক্ত করে দেয়, তবে ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট তারা মুক্ত হবে না। সাহেবাইন (রঃ) বলেন যে, মালিক সে সম্পদের মালিক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ مَاذُوْن-এর সংজ্ঞা ঃ مَاذُوْن শব্দটি اسم مفعول-এর واحد مذكر-এর সীগাহ। الاذن মাসদার হতে। এর অর্থ হল অনুমতি প্রাপ্ত। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন কৃতদাসের স্বীয় মালিকের পক্ষ হতে সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াকে ماذون বলা হয়।

قوله اِذْنًا عَامًّا الخ ঃ যেমন বলল, আমি তোমায় ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করলাম, তখন কৃতদাস সর্বপ্রকার ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত হবে। কেননা মুতলাক অনুমতি সকল প্রকারের ব্যবসাকে শামিল করবে। যদি মনিব কোন বিশেষ প্রকারে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করে তবুও আমাদের নিকট সব ধরনের ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত হবে যার সে অনুমতি দিয়েছে। কেননা তদের নিকট অনুমতি দেয়ার অর্থ হল উকিল ও প্রতিনিধি বানানো। কাজেই মালিক যে জিনিসের সাথে হুকুমকে নির্দিষ্ট করবে তা তার সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। আর আমাদের নিকট অনুমতি দেয়ার অর্থ হল, প্রতিবন্ধকতা দূর করাও স্বীয় অধিকারে ছাড় দেয়া এবং প্রতিবন্ধকতা দূল হওয়ারপর কৃতদাস স্বীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে تصرف করতে সক্ষম হয়। কাজেই সকল প্রকারেই تصرف করতে পারবে। হ্যাঁ, তবে যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়, তবে সে ماذون হবে না, কেননা এটা বাস্তবিক পক্ষে استخدام হয়ে থাকে; اذن নয়।

قـولـه وَاِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الخ ঃ যদি মনিব ماذون কৃতদাসকে مَحْجُوْرُ التَّصَرُّف করে দেয়, তবে সে محجور التصرف হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, এ বিষয়ে তার ও বাজারী ব্যক্তিবর্গের অবহিত হতে হবে, যাতে করে তার সাথে লেনদেন করে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কিন্তু আইম্মায়ে ছালাছার নিকট এ শর্ত নেই। আমরা বলব যে, যদি এ ব্যাপারে জানানো ব্যতীত তাকে محجور স্বীকৃতি দেয়া হয়, তবে حجر-এর পর সে যে সকল تصرف করেছে, সে ঋণ তাকে মুক্ত হওয়ার পর পরিশোধ করতে হবে। আর এতে লেনদেনকারীদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিলম্বিত হয়ে পড়বে, যাতে তাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে।

وَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ مِنَ الْمَوْلٰى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ جَازَ وَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلٰى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بَطَلَ الثَّمَنُ وَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ جَازَ ـ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلٰى الْعَبْدَ الْمَاذُوْنَ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ فَعِتْقُهُ جَائِزٌ وَالْمَوْلٰى ضَامِنٌ بِقِيْمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَمَا بَقِيَ مِنَ الدُّيُوْنِ يُطَالَبُ بِهِ الْمُعْتَقُ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَاذُوْنَةُ مِنْ مَوْلٰهَا فَذٰلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْعَبْدِ الْمَاذُوْنِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. যদি ماذون গোলাম স্বীয় মনিবের নিকট কোন জিনিস সমমূল্যে বিক্রি করে, তবে তা বৈধ হবে। আর যদি লোকসানে বিক্রি করে, তবে তা বৈধ হবে। যদি তা ثمن নেয়ার পূর্বেই অর্পণ করে দেয়, তবে ثمن বাতিল হয়ে যাবে। মনিব عَبْدِ ماذون -কে মুল্য আদায় করা পর্যন্ত আটকে রাখে, তবে তা বৈধ হবে। ৫. মনিব عبد ماذون -কে তার ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মুক্ত করে দিলে তা বৈধ হবে এবং মনিব ঋণ দাতাদের জন্য তার মূল্যের জামিন হবে। এরপরও যা বাকি থাকে তা ماذون থেকে চাওয়া হবে। ৬. যদি কোন বাচ্চাকে তার ওলী ব্যবসার অনুমতি দেয়, তবে সে বেচাকেনার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত কৃতদাসের ন্যায় হবে; যদি সে বেচাকেনা সম্পর্কে বুঝমান হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَاذون الخ ঃ যদি ماذون গোলাম স্বীয় মনিবের সাথে উপযুক্ত মূল্যে কোন বেচাকেনা করে, তবে তা বৈধ হবে। তবে এটা ঐ অবস্থায় হবে যখন কৃতদাস ঋণ হবে। কেননা সে সময় তার মনিব তার উপার্জনের ব্যাপারে অরিচিতের ন্যঅয় আর যদি সে ঋণ না হয়, তবে তাদের মধ্যে বেচাকেনা বৈধ হবে না। কেননা গোলাম ও তার সম্পদ সবই তার মনিবের জন্য। আর যদি عبد ماذون স্বীয় মনিবের নিকট লোকসানের সাথে বিক্রি করে, তবেতা বৈধ নয়। কেননা এতে অপবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ইমাম আযমের (রহঃ) নিকট। সাহেবাইনের নিকট এটাও জায়েয।

قوله وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلٰى الخ ঃ মনিব তার ماذون গোলামকে মুক্ত করতে পারে। কেননা তাতে তার মালিকানা বহাল রয়েছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বিমত হর যখন গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে তার ওপর دين مُحِيْط থাকে, তখন মনিব আযাদ করে দিলে গোলামের সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা তাদের অধিকার গোলামের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আর মনিব মুক্ত করে দেয়ায় তার ওপরই তা বর্তাবে। আর যদি গোলামের সমমূল্যের চেয়েও বেশি ঋণ থাকে, তবে বাকি ঋণ গোলামের থেকে আদায় করা হবে।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। ماذون -এর সংজ্ঞা দাও এবং এর হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।
২। ماذونة বাঁদি যদি সন্তান প্রসব করে তখন তার বিধান কি? বুঝিয়ে দাও।
৩। عبد ماذون -এর অনুমতি কখন রহিত হয়ে যায়? বিশদভাবে আলোচনা কর।
৪। عبد ماذون ঋণগ্রস্ত হলে তার হুকুম কি? এমতাবস্থায় তাকে মুক্ত করা হলে সে মুক্ত হকে কিনা? বিস্তারিত লিখ।
৫। عبد ماذون -এর সাথে মনিব বেচাকেনা করতে পারে কিনা? বুঝিয়ে দাও।

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَلْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ وَقَالَا جَائِزَةٌ وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ اِذَا كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِاٰخَرَ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ اِلَّا عَلٰى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَاَنْ يَكُوْنَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا فَاِنْ شَرَطَا لِاَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاةً فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَكَذٰلِكَ اِذَا شَرَطَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِيْ وَاِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَاِنْ لَمْ تُخْرِجِ الْاَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ -

বর্গা চাষ পর্ব

অনুবাদ ॥ বর্গা চাষের পদ্ধতি ঃ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন– $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{১}{৪}$ ভাগের বিনিময় বর্গাচাষ জায়েয নয়। সাহিবাইন (র.) বলেন জায়েয, তাঁদের মতে বর্গাচাষ চার পদ্ধতিতে হতে পারে। (ক) ভূমি ও বীজ একজনের, আর শ্রম ও উপকরণ অন্য জনের , এভাবে বর্গা (ভাগে) চাষ জায়েয। (খ) ভূমি একজনের বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ও শ্রম অন্য জনের, এটাও জায়েয। (গ) ভূমি বীজ ও কৃষি যন্ত্র এক জনের আর বীজ ও শ্রম অন্য জনের আর যদি ভূমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি একজনের আর বীজ ও শ্রম অন্য জনের এটা না জায়েয। ২. নির্দিষ্ট মেয়াদ ও উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশীদারিত্ব ছাড়া বর্গা চাষ জায়েয নয়। সুতরাং কোন এক জনের জন্যে ভোগের পূর্বেই কয়েক কফীয রেখে দেয়ার শর্ত করলে তা বাতিল গণ্য হবে। এভাবে যদি খাল বা প্রণালী সংলগ্ন অংশের ফসল একজনের জন্য রাখার শর্তারোপ করে তাহলেও তা বাতিল বিবেচিত হবে। ৩. উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বর্গা চাষা শুদ্ধ হলে উৎপাদিত ফসল শর্ত মোতাবেক উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। যদি মোটেই ফসল উৎপন্ন না হয় তাহলে শ্রম দাতা (বর্গাচাষী) কিছু পাবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بَذْر বীজ, خَارِج ফসল, مُشَاع যৌথ, مَاذِيَانَات- مَاذِيَان এর বহুঃ বড় খাল. سَوَاقِي ছোট খাল।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ঃ اَلْمُزَارَعَةُ - زَرْع ঃ বপন করা মূলধাতু হতে مُفَاعَلَة এর মাসদার। সংজ্ঞা ঃ পরিভাষায় অন্যের জমি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে ভূমি মালিক ও চাষীর অংশীদারিত্বের চুক্তিকে مُزَارَعَة চুক্তি বলে। এর অপর নাম مُحَاقَلَة ও مُخَابَرَة

হুকুম ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফাসেদ। জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি একে ফাসেদ বলেন। তবে আলেমগণ বলেন– ইমাম সাহেব (র.) বস্তুত ইরাকের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তিতে যেহেতু জিম্মীদের মালিকানা ছিল। আর তা ছিল অনিশ্চিত। এ কারণে তা কারোপক্ষে খরিদ করে বর্গা দেয়ার ক্ষেত্রে এ মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে সতর্কতার দরুন তিনি ফাসেদ আখ্যা দেন। এক চেটিয়াভাবে নয়।) সাহিবাইন (র.)-এর মতে জায়েয। কারণ হুযূর (সা.) খায়বরের খেজুর বাগান সেখানকার অধিবাসীদের নিকট মুআমালা স্বরূপ এবং চাষি জমি মুযারাআ' (বর্গা) স্বরূপ দান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এমতের ওপরই ফতোয়া। সাহাবায়ে কেরাম (র.) ও তাবেয়ীন (র.) এর ওপর আমল রয়েছে। আর এ কারণেই قِيَاس ও خَبْرِ واحد পরিত্যাক্ত হয়েছে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَايُزَادُ عَلٰى مِقْدَارِ مَاشُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رح لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِىْ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلٰى أَنْ يَسْتَحْصِدَ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا عَلٰى مِقْدَارِ حُقُوْقِهِمَا وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالرِّفَاعِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ فَإِنْ شَرَطَاهُ فِى الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ ـ

অনুবাদ ॥ ফাসেদ মুযারাআ'র বিধান ঃ কোন কারণে মুযারাআ' চুক্তি অশুদ্ধ (ফাসেদ) হলে সম্পূর্ণ ফসল বীজ দাতা পাবে। বীজ যদি ভূমি মালিকের পক্ষে থেকে হয় তাহলে শ্রম দাতা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। তবে তা ফসলের অংশের হার অপেক্ষা বেশী হতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন—ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। আর বীজ যদি শ্রমদাতার পক্ষ থেকে হয় তাহলে ভূ স্বামী ন্যায্য ভাড়া (লিজের টাকা) পাবে।

কতিপয় মাসআলা ঃ ১. মুযারাআ চুক্তি সম্পাদনের পর বীজ দাতা যদি কাজে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। তবে যার দায়িত্বে বীজ নয় হাকিম তাকে শ্রম দানে বাধ্য করবে। ২. দু'কারবারীর কোন একজন মারা গেলে মুযারাআ বাতিল হয়ে যাবে। ৩. ফসল পাকার আগেই যদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। চাষী তখন হতে ফসল কাটা পর্যন্ত সময়ের প্রচলিত নিয়মে যা ভাড়া হয় তা প্রদান করবে। আর ফসলের ব্যয়ভার তাদের প্রাপ্যের হারানুপাতে উভয়ে বহন করবে। ৪. ফসল কাটা, মাড়াই করা, একত্র করা ও পরিষ্কার করার ব্যয় মালিক ও চাষী উভয়ের ওপর হারানুপাতে বর্তাবে। ৫. চুক্তিকালে ফসল উৎপাদনের এ সকল ব্যয়ভার চাষীর একা বহন করার শর্ত থাকলে মুযারাআ ফাসেদ (অশুদ্ধ) গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بَذْر বীজ, لم يدرك ফসল না পাকে অর্থে, مزارع কৃষক, চাষী, يَسْتَحْصِد - حَصَاد হতে- ফসল কাটা. نَفَقَة খরচ, دِيَاس মাড়াই, رِفَاع ফসল বহন করে উঠানে নিয়ে যাওয়া. تَذْرِيَة ফসল পরিষ্কার করা।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) مُزَارَعَة জায়েযের শর্তাবলী ঃ قوله وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ ঃ সাহিবাইন (র.) এর মতে মুযারাআ জায়েয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা (১) মেয়াদ নির্ধারণ করা (দু'বছর, পাঁচ বছর ইত্যাদি।) (২) ফসলে কারো জন্যে পরিমাণ নির্দিষ্ট না হওয়া (কারণ সে পরিমাণই মাত্র ফসল উৎপন্ন হতে পারে। আর তাতে অন্যজন বঞ্চিত হতে পারে।) (৩) ভূমি চাষ উপযোগী হওয়া (৪) বীজ দাতা নির্দিষ্ট হওয়া। কেননা ভূমি মালিক বীজ দিলে চাষী মজুর গণ্য হবে। আর চাষী বীজ দিলে ভূমি ইজারা (লিজ) গ্রহণ বুঝাবে। এখানে চুক্তি নির্দিষ্ট হতে হবে। অন্যথায় ফাসেদ গণ্য হবে। (৪) আবাদী ফসলের শ্রেণী ধান, গম ইত্যাদি উল্লেখ থাকা। কারণ কোন কোন ফসলের দ্বারা জমির ক্ষতি হয়। আর তাতে মালিক রাজি নাও থাকতে পারে। (৫) যে বীজ না দিবে তার অংশ নির্দিষ্ট হওয়া। কেননা অংশ হল শ্রম বা ভূমির ভাড়া। এ কারণে তা নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী।

التمرين (অনুশীলনী)

১। مزارعة এর সংজ্ঞা এবং মুযারাআ' চুক্তি জায়েয কিনা বিস্তারিত লিখ।
২। مزارعة কত প্রকার ও কি কি? কোন্ পদ্ধতিতে নাজায়েয বর্ণনা কর।
৩। مزارعة চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলি সাজিয়ে লিখ।

كِتَابُ الْمُسَاقَاتِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَلْمُسَاقَاتُ بِجُزْءٍ مِّنَ الثَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ وَقَالَا جَائِزَةٌ إِذَا ذَكَرَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً وَسَمَّيَا جُزْءًا مِنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا وَتَجُوْزُ الْمُسَاقَاتُ فِى النَّخْلِ وَالشَّجَرَةِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَاُصُوْلِ الْبَاذِنْجَانِ فَاِنْ دَفَعَ نَخْلًا فِيْهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاةً وَالثَّمَرَةُ تَزِيْدُ بِالْعَمَلِ جَازَ وَاِنْ كَانَتْ قَدْ اِنْتَهَتْ لَمْ يَجُزْ وَاِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ فَلِلْعَامِلِ اَجْرُ مِثْلِهِ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمَوْتِ وَتَفْسُخُ بِالْاَعْذَارِ كَمَا تَفْسُخُ الْاِجَارَةُ ـ

বাগান বর্গা প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন ফলের অংশের ওপর বাগান বর্গা চুক্তি নাজায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করলে এবং ফলের অংশ যৌথ নির্ধারণ করলে জায়েয। ২. খেজুর গাছ, আঙুর, সব্জি, বেগুন গাছ প্রভৃতি মুসাকাত (বর্গা চুক্তি) জায়েয। ৩. কোন ব্যক্তি যদি এমন ফলবান খেজুর গাছ মুসাকাত স্বরূপ প্রদান করে শ্রম দিলে যার ফল আরো পুষ্ট হবে তা জায়েয, আর পরিপুষ্টতার পরে দিলে জায়েয হবে না। ৪. মুসাকাত চুক্তি ফাসেদ (অশুদ্ধ) হলে শ্রমদাতা ন্যায্য (প্রচলিত) পারিশ্রমিক পাবে। (ফলের ভাগ পাবে না।) ৫. দু'পক্ষের কোন একজন মারা যাওয়ার দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ৬. ইজারা (লিজ) চুক্তির ন্যায় বিভিন্ন ওযর ও সমস্যার দরুন এ চুক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نَخْل খেজুর গাছ, كَرْم আঙুর, رِطَاب - رُطْبَة এর বহুঃ তরিতরকারী, সব্জি, بَاذِنْجَان বেগুন, اَعْذَار - عُذْر এর বহুঃ সমস্যা।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمُسَاقَات শব্দটি, سَقْىٌ সেঁচ দেয়া হতে, مُفَاعَلَة এর মাসদার, পরিভাষায় বাগান সেঁচ দিয়ে ফল গাছ প্রতিপালন ও দেখা শুনার জন্যে ফলের অংশের বিনিময় বর্গা লেনদেনকে মুসাকাত বলে।

হুকুম বা বিধান ঃ মুযারাআ চুক্তির ন্যায় বাগান বর্গা ও ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ফাসেদ আর সাহিবাইন (র.) এর মতে জায়েয। আর এটার ওপরই ফতোয়া। কারণ নবীজী (সা.) খায়বারের সকল বাগান ইয়াহুদীদের নিকট বর্গা দিয়েছিলেন।

قوله فَاِنْ دَفَعَهَا الخ ঃ ফল হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়ার আগে বর্গা দিলে তা জায়েয। কিন্তু এ সময় পার হয়ে যাওয়ার পর হলে জায়েয নয়। কারণ চাষী বা শ্রমদাতা তার শ্রমের বিনিময় ফলের অংশ পায়। আর এক্ষেত্রে তার শ্রমের কোন ক্রিয়া ফলের ওপর প্রকাশ পায় না। এ কারণে তার শ্রম বৃথা হওয়ায় ফলের অংশ সে পাবেনা। কেননা অংশ পেলে শ্রম বিহীন অংশীদারিত্ব গণ্য হয়।

التمرين (অনুশীলনী)

১। مساقات এর সংজ্ঞা ও বিধান কি? বর্ণনা কর।

২। مساقاة ও مزارعة এর মধ্যে পার্থক্য কি? মুসাকাত চুক্তি ফাসেদ হলে করণীয় কি?

৩। গাছে ফল থাকা অবস্থায় মুসাকাত চুক্তিতে প্রদান করলে তার বিধান কি বিস্তারিত লিখ।

১ম খণ্ড সমাপ্ত